অধ্যায় ০৯

হিসাববিজ্ঞানের পরিচিতি

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

■ হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য ব্যবস্থা যা একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘটনা সমূহ চিহ্নিত বা সনাক্ত করে, লিপিবদ্ধ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞান হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘটনা (লেনদেন) চিহ্নত বা সনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত।

■ হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য ব্যবস্থা যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে ৩ টি বিষয়। যথা-
১. লেনদেনসমূহ চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ
২. লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ
৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা ব্যবহারকারীদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহকরণ।

■ অন্যদিকে লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ এর মধ্যে ৩টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। যথা
১. লেনদেনসমূহ বিশ্লেষণ
২. লেনদেনসমূহ জাবেদাকরণ
৩. লেনদেনসমূহ খতিয়ান স্থানান্তরকরণ

■ বি.দ্র = লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অপর নাম হলো হিসাবরক্ষণ।
- হিসাববিজ্ঞানের মূল বা প্রধান উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ব্যবহারকারীদের সিদ্বান্ত গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

■ লিপিবদ্ধকরণ/ হিসাবরক্ষণ মূল বা প্রধান উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন সকল ঘটনা (লেনদেন) চিহ্নিত করা এবং হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা।
- অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞানের মূল বা প্রধান উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ব্যবহারকারীদের সিদ্বান্ত গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।
- হিসাববিজ্ঞানের (চক্রের মধ্যে) অন্তর্ভূক্ত থাকে না যাচাইকরণ ও ভুলের তদন্তকরণ।
- হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে না, রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, সমাপনি দাখিলা বা আর্থিক বিবরণীসমূহ।
- হিসাববিজ্ঞানের মূল উপাদান বা ইনপুট হলো লেনদেন এবং প্রদত্ত তথ্য বা আউটপুট হলো আর্থিক বিবরণী বা আর্থিক প্রতিবেদন।

টপিক ২ হিসাববিজ্ঞান ও হিসাবরক্ষণের পার্থক্য

■ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় হিসাবরক্ষণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত থাকায় দুইটিকে একই মনে হয়। কিন্তু দুটি এক নয়। হিসাববিজ্ঞান বলতে লেনদেনসমূহ সনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ লিপিবদ্ধকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের বা ব্যবহারকারীর নিকট তথ্য সরবরাহকরণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যাবলিকে বোঝায়। অন্যদিকে হিসাবরক্ষণ বলতে শুধু আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন সমূহ লিপিবদ্ধকরণ বা লিখিত সংরক্ষণকে বুঝায় যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে লেনদেনসমূহ বিশ্লেষণ, জাবেদাভূক্তকরণ এবং খতিয়ান স্থানান্তকরণ। অতএব হিসাবজ্ঞিান ও হিসাবরক্ষণ বিষয় দুইটি এক নয়। হিসাবরক্ষণ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র।

টপিক ৩ Some Important Abbreviations

- AAA = American Accounting Association
- AIA = Association of International Accountants/American Institute of Accountants.
- AICPA = American Institute of Certified Public Accountants.
- ACCA = Association of Chartered Certified Accountants
- CIMA = Chartered Institute of Management Accountants
- FASB = Financial Accounting Standards Board, Successor of Accounting Principles Board. (APB)
- IASB = International Accounting Standards Board, Successor of International Accounting Standards Committe. (IASC)
- ICAB = Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
  - i. ICAB প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।
  - ii. বাংলাদেশের সিএ ডিগ্রি প্রদান করে ICAB
  - iii. বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিবেদেন এর মান নির্ধারণ করে ICAB
- CA = Chartered accountants
- ICMAB = Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh
  - i. ICMAB প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে।
  - ii. CMA ডিগ্রি প্রদান করে ICMAB
- CMA = Cost and Managment Accountants
- BIBM = Bangladesh Instute of Bank Managment

টপিক ৪ কিছু মান ও নীতি

■ BFRS = Bangladesh Financial Reporting Standards
- বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিবেদন মান BFRS নির্ধারণ করে ICAB।
- Formelly known as BAS= Bangladesh Accounting Standerds.
- বাংলাদেশের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য অনুসরণ করে BFRS

■ IFRS= International Financial Reporting Standerds
- Formelly known as IAS= International Accounting Standerds.
- আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য ব্যবহৃত মান হল IFRS

■ GAAP = Generally Accepted Accounting Principles
- আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য রচিত নীতিমালা হল GAAP

■ GAAS = Generally Accepted Auditing Standerds.

টপিক ৫ হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

■ হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রায় ৪ হাজারের পুরাতন ইতিহাসকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা
A. উন্মেষকাল
B. প্রাক বিশ্লষণ কাল
C. বিশ্লেষণ কাল
D. আধুনিক কাল

■ **উন্মেষকাল** ঃ মানব সভ্যতার শুরু থেকে ১৯৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে হিসাবিজ্ঞানের উন্মেষকাল বলা হয়। এই কালকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **প্রস্তর যুগ ঃ** এই যুগে গাছের গায়ে, পাহাড় পর্বতের গুহায় এবং পাথরে চিহ্ন দিয়ে হিসাব রাখা হতো।

২. **প্রচীন যুগঃ** এই যুগে প্যাপিরাস নাম গাছের পাতা দিয়ে মিশর, ইতালি, রোম, গ্রিস, ব্যবিলন, ইউরোপ ও এশিয়ার লোকেরা হিসাব রাখতো। এই সময়ে চীন দেশের লোকেরা এ্যবাকাস নামক যন্ত্র দিয়ে হিসাব করতো।

৩. **বিনিময় যুগ ঃ**এই যুগে মিশরীয়রা আবলুস কাঠে আইভরি প্লেটে ও শ্লেট পাথরে হিসাব রাখতো। পেরুতে কিপু নামক রঙ্গিন সুতায় গিট দিয়ে হিসাব রাখা হতো। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মোম, তম্রপাত্র ও কাঠ খোদাই করে হিসাব রাখা হতো।

৪. **মুদ্রা যুগঃ** এই যুগে মুদ্রার প্রচলণ হয়। এই সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা, ঢালী নামক খাঁজ কাঁটা চেপ্টা কাঠের মাধ্যমে হিসাব রাখতো।

- **প্রাকবিশ্লেষণ কালঃ** ১৪৯৪ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময়কে প্রাক বিশ্লেষণ কাল বলা হয়। এ কালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তণ ঘটে এবং যৌথ ব্যবসায় ব্যবস্থার প্রচলন হয়। ১৯৯৪ সালে ইতালির ভেনিস নগরীরর আধিবাসী গণিত শাস্ত্রবিদ প্যাসিওলি কর্তৃক লিখিত দুতরফা পদ্ধতির প্রথম প্রস্তক (Summa de arithmatica Geometia, proportion et proportonalite') প্রকাশিত হয়।

CamScanner

- **বিশ্লেষণ কাল ঃ**১৮০১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে বিশ্লেষন কাল বলা হয়। এ কালে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। সীমিত দায় সম্পন্ন-যৌথমূলধনী ব্যবসায়ে উৎপত্তি হয়। কোম্পানী আইনের মাধ্যমে কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। কারখানা উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে। নিরীক্ষণ শাস্ত্র, আয়কর আইন, কোম্পানী আইন,উৎপাদন ব্যয়, হিসাব সরকারী হিসাব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- **আধুনিক কালঃ** ১৯৫১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কে আধুনিক কাল বলা হয়। এ কালে হিসাববিজ্ঞানের নতুন নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। যেমন- ব্যবস্থাপণা, হিসাববিজ্ঞান, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি জনীত হিসাব, মানব সম্পদ জনিত হিসাব ইত্যাদি।

টপিক : হিসাববিজ্ঞানের প্রথমগ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

- হিসাববিজ্ঞানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'সুম্মাডি এরিথমেটিকা, জিওমেটরিয়া, প্রোপোরশনে এট প্রোপোরশন্যালিটে (Summa de Arithmatica, Geometia, Proportione et proportonalite)। এই গ্রন্থটি ১৪৯৪ সালে ইতালীয় ভাষায় ইতালিতে প্রকাশিত হয়।
- মূলত গণিতের উপর লিখিত পাঁচটি অংশে বিভক্ত বইটির একটি অংশে আধুনিক হিসাবিনের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- যাতে জাবেদা ও খতিয়ান সংরক্ষনের উপায়ও উল্লেখ করা হয়।
- গ্রন্থটিতে Bookkeeping এর উপর ৩৬ টি অধ্যায় ছিল। এগুলোর নাম ছিল- "De computis et scripturis"
- গ্রন্থটির লেখক ইতালির নাগরিক গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli)। যিনি সেন্ট ফ্রান্সিসের মতাবলম্বী একজন পাদ্রি ছিলেন।
- লুকা প্যাসিওলির পূর্ণ নাম Fra Luca Bartolomeo de Pacioli
- তার জন্মস্থানের নাম Bargo Santo Sepolcro, Tuscany অনুসারে তাকে Lucsdi Bargo নামে ডাকা হতো।

টপিক : হিসাববিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা সমূহ

■ হিসাববিজ্ঞানের শাখা হলো দুটি। যথা-

১। আর্থিক হিসাববিজ্ঞান

২। ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান

১. **আর্থিক হিসাবজ্ঞিান ঃ** বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে এবং আর্থিক বিবরনীসমূহ প্রস্তুতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

২. **ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান ঃ** অভ্যন্তরীন ব্যবহারকারীদের স্বিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন সরবরাহ করে।

এছাড়াও হিসাবজ্ঞিানের বিভিন্ন শাখাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান
- উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান
- পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান
- সরকারী হিসাববিজ্ঞান
- নিরীক্ষা হিসাববিজ্ঞান
- অর্থ সামাজিক হিসাববিজ্ঞান

টপিক : হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আর্থিক তথ্য সরবরাহ করে বিধায় হিসাব বিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ভিন্নতার আর্থিক তথ্য,ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

তথ্য ব্যবহারের দিক থেকে, হিসাব বিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারীদের ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

১. অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী

২. বহিঃস্থ ব্যবহারকারী

১। **অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী ঃ** যারা ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে তারা হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী।

উদাহরণ ঃ

- আন্তঃ নিরীক্ষক
- মালিক (একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে)
- কোম্পানীর কর্মকর্তগণ
- ট্রেজারার
- হিসাব নিয়নন্ত্রণ
- যে কোন ধরণের ব্যবস্থাপক। যেমন- উৎপাদন ব্যবস্থাপাক, বিপণন ব্যাস্থাপক, অর্থ ব্যবস্থাপক
- সুপারভাইজার
- পরিচালনা পর্ষদ
- ভান্ডার ব্যবস্থাপক

২। **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিঃস্থ ব্যবহারকারীঃ** যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে না তারা হলো বহিঃস্থ ব্যবহারকারী।

যেমন-

- মালিকগণ বা শেয়ারহোল্ডারগণ
- বিনিয়োগকারী
- নিরীক্ষক
- পাওনাদার
- কোম্পানীর কর্মচারী
- প্রতিযোগ প্রতিষ্ঠান
- গবেষকগণ
- নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ
- শ্রমিক সংঘ
- সরকার
- কর কর্তৃপক্ষ
- ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকীরদেরকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। যেমন-

১. শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত নগদ আছে কি?

২. আমাদের পণ্যের কোন মূল্য কোম্পানীর নিট আয় সর্বোচ্চ করবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সামর্থ আছে কি?

৪. কোন উৎপাদন পন্থা সর্বোচ্চ মুনাফার্জনের করবে?

- আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান অভ্যন্তরীন ব্যবহারকারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন সরবরাহ করে।
- বিশেষ নোট ঃ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের জন্য।

টপিক : লেনদেন

- যে সকল আর্থিক ঘটনা কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে তাকে লেনদেন বলে।
- যেমনঃ মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ্ হলে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এবং মালিকানা স্বত্ত বৃদ্ধি পায় তাই এ ঘটনাটি লেনদেন।আবার দেখা যায় যে পণ্য ক্রয়ের ফর্মায়েশ প্রদান। এই ঘটনার দ্বারা কোন আর্থিক অবস্থা প্রভাবিত হয় না। অতএব এই ঘটনাটি লেনদেন নয়। অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেন একটি ঘটনা কিন্তু প্রতিটি ঘটনা লেনদেন নয়।
- প্রতিটি ঘটনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটি লেনদেন বলে বিবেচিত হবে সেগুলো হলোঃ

১. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনসাধন

২. অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য

৩. স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

৪. কমপক্ষে দুইটি পক্ষ জড়িত থাকবে।

CamScanner

টপিক ২ লেনদেনের দ্বারা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন

- প্রতিটি লেনদেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরবির্তন ঘটে। আর এই পরিবর্তন দুই ধরণের হতে পারে। যথাঃ
  i. পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন
  ii. গুণগত বা কাঠামোগত পরিবর্তন
- **পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন ঃ** যখন কোন লেনদেনের মাধ্যমে হিসাব সমীকরণের বা উদ্বৃত্ত পত্রের দুই পাশের মোট মূল্যের বা যোগফলের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে পরিমাণগত বা নীটগত পরিবর্তন বলে। যেমন-
  - মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ ৫০০০০০ টাকা।
  - ঋণ পরিশোধ ১০০০০ টাকা।
  - ধারে আসবাবপত্র ক্রয় ১৫০০০ টাকা।
- **গুণগত বা কাঠামোগত পরিবর্তন ঃ**যখন কোন লেনদেনের মাধ্যমে হিসাব সমীকরণের বা উদ্বৃত্ত পত্রের শুধুমাত্র এক পাশে পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে গুণগত বা কাঠামোগত পরিবর্তন বলে। যেমনঃ
  - দেনাদার থেকে আদায় ৫০০০ টাকা।
  - ধারে পণ্য ক্রয় ১০০০০ টাকা।
  - ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন ১০০০০ টাকা।

টপিক ২ লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

- বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে লেনদেনকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিম্নে লেনদেনের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলোঃ
- **প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগঃ** প্রতিষ্ঠানভিত্তিক লেনদেন ২ প্রকার। যথাঃ
  ১. আন্তঃ লেনদেন
  ২. বহিঃস্থ লেনদেন
- **আন্তঃলেনদেন ঃ** বাহিরের কোন পক্ষের সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যেসব লেনদেন সংঘটিত হয় তাদেরকে আন্তঃলেনদেন বলে। যেমনঃ স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়, অস্পর্শনীয় সম্পত্তির অবলোপন ধার্যকরণ, নিট মুনাফার থেকে সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর, পেটি ক্যাশিয়ারকে টাকা প্রদান ইত্যাদি।
- **বহিঃস্থ লেনদেন ঃ** বাহিরের কোন পক্ষের সাথে প্রতিষ্ঠানের যেসব লেনদেন সংঘটিত হয় তাদেরকে বহিস্থঃলেনদেন বলে। পণ্য ক্রয়, বেতন পরিশোধ, আসবাব ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

টপিক ২ অর্থ আদান প্রদানের ভিত্তিতে লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

- অর্থ আদান প্রদানের ভিত্তিতে লেনদেন তিন প্রকার। যথাঃ
  ১. নগদ লেনদেন
  ২. ধারে লেনদেন
  ৩. অনগদ লেনদেন
- **নগদ লেনদেনঃ**যে সকল লেনদেনের ফলে নগদ অর্থ আদান প্রদান হয় তাকে নগদ লেনদেন বলে। যেমনঃ নগদে পণ্য ক্রয়, নগদে যন্ত্রপাতি ক্রয়, ইত্যাদি।
- **ধারে লেনদেন ঃ** যে সকল লেনদেনের ফলে তাৎক্ষনিক ভাবে নগদ আন্তঃ প্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহ না হয়ে ভবিষ্যতে নগদ আন্তঃ প্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহ ঘটে তাকে ধারে লেনদেন বলে। যেমন ধারে পণ্য ক্রয়, ধারে পণ্য বিক্রয় ইত্যাদি।
- **অনগদ লেনদেন ঃ** যে সকল লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সময় নগদ আদান প্রদান হয় না এবং এই লেনদেনের জন্য ভবিষ্যতেও নগদ আদান প্রদান হবে না এমন ধরণের লেনদেনকে অনগদ লেনদেন বলে। যেমন ঃ অবচয়, নগদ বাট্টা।

টপিক ২ উদ্দেশ্য ভিত্তিক লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্যভিত্তিক লেনদেন তিন প্রকার । যথাঃ
ব্যবসায়িক লেনদেন
১. অব্যবসায়িক লেনদেন
২. ব্যক্তিগত লেনদেন

- **ব্যবসায়িক লেনদেনঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংঘটিত লেনদেনকে ব্যবসায়িক লেনদেন বলে। যেমন ঃ ধারে পণ্য ক্রয়, নগদে বিক্রয় ইত্যাদি।
- **অব্যবসায়িক লেনদেন ঃ** অব্যাসায়িক প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনকে অব্যবসায়িক লেনদেন বলে। যেমনঃ স্কুল, কলেজ ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের চাঁদা আদায়, অনুদান ও খরচ সংক্রান্ত লেনদেন।
- **ব্যক্তিগত লেনদেন ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাহিরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় যে সকল লেনদেন সংঘটিত হয় তাকে ব্যক্তিগত লেনদেন বলে। যেমনঃ পারিবারিক বাজার খরচ, গৃহের সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি।

টপিক ২ দৃশ্যমানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

- দৃশ্যমানভিত্তিক লেনদেন দুই প্রকার। যথাঃ
  ১. দৃশ্যমান লেনদেন
  ২. অদৃশ্যমান লেনদেন
- **দৃশ্যমান লেনদেন ঃ** সরাসরি দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরণের লেনদেনকে দৃশ্যমান লেনদেন বলে। যেমনঃ নগদে বিক্রয়, নগদে ক্রয় ইত্যাদি।
- **অদৃশ্যমান লেনদেন ঃ** সরাসরি দৃষ্টিগোচর হয় না এমন ধরণের লেনদেনকে অদৃশ্যমান লেনদেন বলে। যেমনঃ অবচয়, অবলোপন, কু-ঋণ, অবলোপন ইত্যাদি।

টপিক ২ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের ভিত্তি

হিসাববিজ্ঞানের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের ভিত্তি ২ প্রকার। যথাঃ
১. বকেয়া ভিত্তি বা পাপ্য প্রদেয় ভিত্তি বা উপচিতি ভিত্তি
২. নগদান ভিত্তি

টপিক ২ বকেয়া ভিত্তি

- বকেয়া ভিত্তির নির্দেশনা হলো ঃ লেনদেনসমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করতে হবে যখন লেনদেন সংঘটিত হয় এক্ষেত্রে নগদ প্রবাহ (প্রাপ্ত বা প্রদান) হোক বা না হোক।
- এই ভিত্তিতে আয় সমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করা হয় যখন তারা অর্জিত হয় এক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রাপ্তি হোক বা না হোক এবং ব্যয়সমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করা হয় যখন তারা সংঘটিত হয় এক্ষেত্রে কোন নগদ অর্থ প্রদান হোক বা না হোক।
- আধুনিক হিসাববিজ্ঞান বকেয়া ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- বকেয়া ভিত্তি সর্বজন গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা GAAP দ্বারা স্বীকৃত এবং BFRS দ্বারা স্বীকৃত।

টপিক ২ নগদান ভিত্তি

- নগদান ভিত্তির নির্দেশনা হলোঃ লেনদেনসমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করতে হবে যখন এর ফলে কোন নগদ প্রবাহ (প্রাপ্তি বা প্রদান) ঘটে।
- আয়সমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করা হয় যখন আয় বাবদ নগদ অর্থ পাওয়া যায়।
- ব্যয়সমূহ তখনই লিপিবদ্ধ করা হয় যখন ব্যয় বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
- নগদান ভিত্তিতে শুধুমাত্র নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানের ঘটনা (লেনদেন) ঘটলেই লিপিবদ্ধ করা হয়।
- নগদান ভিত্তিতে হিসাবনিকাশ সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা GAAP এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
- GAAP = Generally Accepted Accounting Principles,
- BFRS = Bangladesh Financial Reporting Standards.

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোনটি হিসাব প্রক্রিয়ার কোন ধাপ নয়? [NU- Business: 2014-15]
A. চিহ্নিতকরণ B. লিপিবদ্ধকরণ C. যাচাইকরণ D. সমন্বয়করণ **C**

02. নিচের কোনটি হিসাব প্রসেসের একটি ধাপ নয়- [NU- Business: 2011-12]
A. চিহ্নিতকরণ B. লিপিবদ্ধকরণ C. যাচাইকরণ D. যোগাযোগ **C**

03. হিসাববিজ্ঞান কর্মকাণ্ডে নিচের কারা সম্পৃক্ত নয়? [NU- Business: 2010-11]
A. হিসাববিজ্ঞান মান প্রণেতা B. নিরীক্ষক
C. আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারী D. হিসাববিজ্ঞানের উপরগ্রন্থ প্রকাশক **D**

04. হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সঠিক ক্রম কোনটি? [NU- Business: 2009-10]
A. লেনদেন, জাবেদা, উৎস, তালিকা, খতিয়ান, রেওয়ামিল
B. উৎস তালিকা, লেনদেন, জাবেদা, রেওয়ামিল, খতিয়ান
C. উৎস তালিকা, লেনদেন, খতিয়ান, জাবেদা, রেওয়ামিল
D. লেনদেন, জাবেদা, উৎস তালিকা, রেওয়ামিল, খতিয়ান **A**

CS CamScanner

31. হিসাব বিজ্ঞানঃ
A. ব্যবসায়ের ভাষা B. একটি প্রক্রিয়া
C. তথ্য প্রদান করে D. সবগুলো **D**

32. হিসাববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো হলোঃ-
A. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞান
B. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান
C. উৎপান ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞান
D. নিরীক্ষাশাস্ত্র ও মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান **B**

33. অভ্যান্তরীণ ব্যবহারকারীর কোন প্রশ্নের উত্তর চায়?
A. আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কি কোম্পানির নীট আয় সর্বোচ্চ করবে?
B. কোন উৎপাদন পদ্ধতি লাভজনক?
C. স্টক হোল্ডারের লভ্যাংশ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থআছে কি
D. সবগুলো **D**

34. হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের বহিঃস্থ ব্যবহারকারী নয়
A. কর কর্তৃপক্ষ B. মালিক
C. পাওনাদার D. অর্থ পরিচালক **D**

35. হিসাব বিজ্ঞান তথ্য ব্যবহার প্রয়োগে কোন রীতিতে সত্য নয়?
A. কোম্পানীর ব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী
B. আয়কর কর্তৃপক্ষ বহিঃস্থ ব্যবহারকারী
C. পাওনাদারবৃন্দ বহিঃস্থ ব্যবহারকারী
D. সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী **D**

36. হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের অভ্যান্তরীণ ব্যবহারকারী হলোঃ
A. ব্যবস্থাপক B. শেয়ারহোল্ডার C. পাওনাদার D. মালিক **A**

37. নগদান ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণ বলতে বুঝায়ঃ
A. নগদ অর্থের আদান প্রদান হলেই লেনদেন হিসাবে লিপিবদ্ধকরা হবে
B. সকল লেনদেনকে নগদ অর্থে মূল্যায়ন করা
C. সকল লেনদেন নগদে সংঘটিত হবে
D. নগদান বই সংরক্ষণ করা **A**

38. কোনটি সঠিক নয়?
A. আধুনিক হিসাববিজ্ঞান বকেয়া ভিত্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত
B. আয় অর্জিত এবং ব্যয় সংঘটিত হওয়ামাত্রই বকেয়া ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়
C. বকেয়া ভিত্তিকে প্রাপ্য প্রদেয় ভিত্তি নামেও অভিহিত করা হয়
D.আধুনিক হিসাববিজ্ঞান নগদান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত **D**

39. হিসাব রক্ষণের মধ্যে কোনটি অন্তর্ভূক্ত থাকে না?
A. লেনদেন বিশ্লেষণ B. লেনদেন চিহ্নিতকরণ
C. জাবেদা প্রস্তুত D. খতিয়ান প্রস্তুত **B**

40. হিসাব বিজ্ঞানের মূল উপাদান কোনটি?
A. লেনদেন B. জাবেদা C. খতিয়ান D. রেওয়ামিল **A**

41. নিম্নের কোনটি হিসাব বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়?
A. লেনদেন চিহ্নিতকরণ B. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ
C. যাচাইকরণ
D. ব্যবহারকারীদের তথ্য সরবরাহ করা **C**

42. নিম্নের কোনটি লিপিবদ্ধকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়?
A. রেওয়ামিল B. সমাপনী দাখিলা
C. আর্থিক বিবরণী D. সবগুলোই **D**

43. অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করেঃ
A. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান B. ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান
C. নিরীক্ষা হিসাববিজ্ঞান D. আর্থ-সামাজিক হিসাববিজ্ঞান **B**

44. বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেঃ-
A. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান B. ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান
C. নিরীক্ষা হিসাববিজ্ঞান D. আর্থ-সামাজিক হিসাববিজ্ঞান **A**

45. নিম্নের কোনটি বহিঃস্থ ব্যবহারকারী?
A. মালিক B. অর্থ ব্যবস্থাপক
C. আন্তঃ নিরীক্ষক D. বিপণন ব্যবস্থাপক **A**

46. কোন আইটেমটির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হবে না?
A.লভ্যাংশ প্রদান B. পাওনাদারের দাবি পরিশোধ
C. বিমা প্রিমিয়াম প্রদান D. কু-ঋণের অবলোপন **D**

47. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী সম্বন্ধে নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল
A.ব্যবস্থাপনা হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী
B. কর কর্তৃপক্ষ হলো বিহঃস্থ ব্যবহারকারী
C. কর্মচারী হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী
D. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বহিঃস্থ ব্যবহারকারী **C**

48. কোন খরচটির জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না?
A.বেতন B. ভাড়া C. যন্ত্রপাতি ক্রয় D. অবচয় **D**

49. নিম্নের কোন ঘটনাটি লেনদেন নয়-
A.হিসাব কালের অপরিশোধিত বেতন
B.সেবাদান হতে আয় যা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি
C. মজুদ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি
D.দুর্ঘটনায় নষ্ট হওয়া পণ্য **C**

50. কোনটি হিসাব বিজ্ঞান তথ্যের প্রাথমিক গুণগত বৈশিষ্ট্য নয়?
A.সময়ানুগত B. ভবিষ্যৎবাণী
C. যাচাইযোগ্যতা D. সামঞ্জস্যতা **B**

51. International Accounting Standard Board (IASB) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A.1998 B. 1973 C. 2001 D. 2005 **B**

52. বাংলাদেশে হিসাব বিজ্ঞানের পেশগত সংঘটন কোনটি?
A. ICAB B. AICPA C. IBA D. ICMAB **A**

53. আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য রচিত মান হলো-
A.GAAP B. GAAS C.IFRS D.GAAT **C**

54. বাংলাদেশে সি.এ. ডিগ্রী প্রদান করে-
A.ICMAB B.SEC C.BIBM D. ICAB **D**

55. হিসাব বিজ্ঞান-
A. একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে তথ্য শনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও তথ্য সরবরাহকরণ
B. একটি কারবারী সত্তার অর্থনৈতিক তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট
C. আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করে
D. উপরের সবগুলোই **D**

56. নিম্নোক্ত হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী নয়-
A.পরিচালনা পর্ষদ B. উৎপাদন ব্যবস্থাপক
C. কর কর্তৃপক্ষ D. বিপণন ব্যবস্থাপক **C**

57. অ-নগদ (Non-Cash)লেনদেন-
A.ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয় B. অনাদায়ী দেনা
C. মাল ক্রয় D. বেতন প্রদান **B**

58. নীচের কোনটি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য নয়?
A.দ্বৈত স্বত্তা B. প্রামাণ্য দলিল
C. আর্থিক অবস্থার স্থিতিবস্থা D. আর্থিক মানে পরিমাপযোগ্যতা **C**

59. বাকীতে পণ্য ক্রয় একটি?
A.আন্ত লেনদেন B. বহি লেনদেন
C. নগদ লেনদেন D. ব্যক্তিগত লেনদেন **B**

60. হিসাববিজ্ঞানের মূল উপাদান কোনটি?
A.হিসাব সমীকরণ B. জাবেদা C. লেনদেন D.খতিয়ান **C**

61. হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-
A.ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা
B. হিসাব সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করা
C. ব্যবসায়ের আর্থিক তথ্যের অডিট করা
D.লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনের সঠিকতার নিশ্চয়তা দেয়া

62. নীচের কোনটি হিসাব প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত নয়?
A. শনাক্তকরণ B. যাচাইকরণ
C. লিপিবদ্ধকরণ D. তথ্য আদান প্রদান

63. GAAP এর পূর্ণরূপ হলো
A. Generally Accepted Accounting Principles
B. General and accouning principles
C. General and Accepted principles
D. Generally American Accepted Principle

64. নিচের কোনটি লিপিবদ্ধ প্রক্রিয়ার অংশ নয়?
A. লেনদেন বিশ্লেষণ B. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
C. লেনদেনের জাবেদাভুক্তকরণ D. লেনদেনের স্থানান্তর **B**

65. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রণেতা কে?
A. আর. এন. কার্টার B. নর্থকট
C. জনসন D. লুকা প্যাসিওলি **D**

66. নিচের কোনটি মুনাফা জাতীয় ব্যয়?
A. ইজারাহীন সম্পত্তি অর্জন ব্যয়
B. ইজারাহীন সম্পত্তির অবচয় ব্যয়
C. ইজারাহীন সম্পত্তি অর্জনের জন্য আইনী ব্যয়
D. একটি নতুন মেশিনের সংস্থাপন মজুরি **B**

67. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ হচ্ছে---
A. অগ্রিম ভাড়া প্রদান B. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়
C. যৌথমূলধনী কারবারের প্রাথমিক খরচ D. উপরের সবগুলোই সঠিক **A**

68. একটি পুরানো গাড়ীর পুন:সংস্করণ ব্যয়----
A. একটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ B. একটি মূলধন জাতীয় খরচ
C. একটি মুনাফা জাতীয় খরচ D. উপরের সবগুলোই সঠিক **B**

69. ইজারাহীন সম্পত্তি অর্জনের জন্য আইনী খরচ কোন জাতীয় খরচ?
A. মূলধন জাতীয় B. মুনাফা জাতীয়
C. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় D. ক +গ উভয়ই **A**

70. হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি?
A. সংস্থার কাজের কৃতিত্ব ও অবস্থান দেখিয়ে আর্থিক প্রতিবেদনের প্রস্তুত করা
B. সংস্থার সাথে সম্পর্কিত লেনদেন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা
C. তথ্য ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর্থিক তথ্যাবলী সরবরাহ করা
D. সংস্থার সাথে সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা **B**

71. হিসাববিজ্ঞানকে কী বলা হয়?
A. ব্যবসায়ের B. চালিকাশক্তি
C. ব্যবসায়ের হাতিয়ার D. ব্যবসায়ের ভাষা **D**

72. আর্থিক উপাত্তসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণের কৌশলকেই বলে?
A. হিসাববিজ্ঞান B. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
C. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান D. দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান **A**

73. হিসাববিজ্ঞান কাকে বলে?
A. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা
B. জাবেদা ও খতিয়ান লিখন নিশ্চিত করা
C. ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা
D. বিজ্ঞানের অগ্রগতি হিসাব রাখা **A**

74. লুকা প্যাসিওলি তাঁর 'সুম্মা ডি এরিথমেটিয়া জিওমেট্রিয়া প্রপোরশনিয়েট এট প্রপোরশনিয়েটা 'গ্রন্থে কী ব্যাখ্যা করেন?
A. একতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি B. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি
C. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির আদর্শ D. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির চিত্র **B**

75. আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের প্রবর্তক কে?
A. এরিস্টটল B. লুকা প্যাসিওলি
C. এলসি ক্রুপার D. আর.এন কার্টার **B**

76. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা উপস্থাপনের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
A. আর্থিক বিবরণী B. ব্যবস্থাপনা
C. বাজেট বা পরিকল্পনা D. গ্রাফ বা চার্ট **A**

77. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা প্রকাশের মাধ্যম হল:
A. খতিয়ান B. আর্থিক অবস্থা বিবরণী
C. জাবেদা D. রেওয়ামিল **B**

78. হিসাবরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনটি?
A. আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ B. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ
C. অর্থনৈতিক তথ্য পরিবেশন D. আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ **A**

79. হিসাববিজ্ঞান কোন ধরনের বিষয়?
A. ফলিতবিজ্ঞান B. সামাজিকবিজ্ঞান
C. সাধারনবিজ্ঞান D. সাধারন দর্শন **B**

80. হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
A. লেনদেন লিপিবদ্ধকরন B. লেনদেন বিশ্লেষণ
C. ফলাফল D. তথ্য সরবরাহ **D**

81. হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী পক্ষ কে?
A. ঋণ প্রদানকারী B. আন্তঃনিরীক্ষক
C. আয়কর কর্তৃপক্ষ D. মালিক **B**

82. কর্মচারী ও কর্মকর্তা হিসাব তথ্যের কোন ধরনের ব্যবহারকারী?
A. হিসাব তথ্য ব্যবহার করে না B. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ
C. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক D. অভ্যন্তরীণ **B**

83. হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
A. হিসাব ব্যবস্থা B. তথ্য ব্যবস্থা C. নিরীক্ষা ব্যবস্থা D. ব্যবস্থাপনা **B**

84. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী কোনটি?
A. গবেষক B. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
C. বিনিয়োগকারী D. পাওনাদার **B**

85. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী হিসাবে তথ্য ব্যবহার করে কোনটি করে থাকেন?
A. লাভ-ক্ষতি নির্ণয় B. ঋণ প্রদান
C. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ D. বিনিয়োগ বৃদ্ধি **C**

86. প্রতিটি লেনদেন কোথায় প্রভাব বিস্তার করে?
A. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে B. হিসাব সমীকরণে
C. মালিকানাস্বত্ব বিবরণীতে D. রেওয়ামিলে **B**

87. কোনটি প্রকৃত হিসাব সমীকরণ?
A. সম্পদ=দায়+মালিকানাস্বত্ব B. সম্পদ=দায় – মালিকানাস্বত্ব
C. মালিকানাস্বত্ব = সম্পদ –দায় D. মালিকানাস্বত্ব =দায় **A**

88. লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা কেমন হতে পারে?
A. সবসময় দৃশ্যমান B. আংশিক দৃশ্যমান
C. কখনও কখনও দৃশ্যমান D. দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান **D**

89. মালিকের বিনিয়োগ, আয়, উত্তোলন ও খরচ -এ চারটি কীসের উপাদান?
A. আয়ের উপাদান B. সম্পদের উপাদান
C. দায়ের উপাদান D. মালিকানাস্বত্বের **D**

90. হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
A. হিসাব ব্যবস্থা B. তথ্য ব্যবস্থা
C. নিরীক্ষা ব্যবস্থা D. বিবরণী ব্যবস্থা **B**

PRIME TEST

01. নিচের কোন ঘটনাটির ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে-
Ⓐ জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান Ⓑ কর্মচারীদের বেতন প্রদান
Ⓒ নগদে পণ্য বিক্রয় Ⓓ অফিসের জন্য কম্পিউটার ক্রয়

02. প্রচলিত পদ্ধতিতে 'বকেয়া বেতন হিসাব' কোন ধরনের হিসাব
Ⓐ সম্পত্তি বাচক হিসাব Ⓑ ব্যক্তিবাচক হিসাব
Ⓒ দায়বাচক হিসাব Ⓓ ব্যয়বাচক হিসাব

03. ব্যয় বা ক্ষতির ফলে স্বত্বাধিকারের কী পরিবর্তন ঘটবে?
Ⓐ অপরিবর্তিত থাকবে Ⓑ হ্রাস পাবে
Ⓒ বৃদ্ধি ও হ্রাস পাবে Ⓓ বৃদ্ধি পাবে

04. প্রতিটি লেনদেন কোথায় প্রভাব বিস্তার করে?
Ⓐ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে Ⓑ হিসাব সমীকরণে
Ⓒ মালিকানাস্বত্ব বিবরণীতে Ⓓ রেওয়ামিলে

05. কোনটি প্রকৃত হিসাব সমীকরণ?
Ⓐ সম্পদ=দায়+মালিকানাস্বত্ব Ⓑ সম্পদ=দায় – মালিকানাস্বত্ব
Ⓒ মালিকানাস্বত্ব = সম্পদ –দায় Ⓓ মালিকানাস্বত্ব =দায়

CamScanner

06. লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা কেমন হতে পারে?
Ⓐ সবসময় দৃশ্যমান Ⓑ আংশিক দৃশ্যমান
Ⓒ কখনও কখনও দৃশ্যমান Ⓓ দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান

07. মালিকের বিনিয়োগ, আয়, উত্তোলন ও খরচ –এ চারটি কীসের উপাদান?
Ⓐ আয়ের উপাদান Ⓑ সম্পদের উপাদান
Ⓒ দায়ের উপাদান Ⓓ মালিকানাস্বত্বেও

08. হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
Ⓐ হিসাব ব্যবস্থা Ⓑ তথ্য ব্যবস্থা
Ⓒ নিরীক্ষা ব্যবস্থা Ⓓ ব্যবস্থাপনা

09. হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
Ⓐ লেনদেন লিপিবদ্ধকরন Ⓑ লেনদেন বিশ্লেষণ
Ⓒ ফলাফল Ⓓ তথ্য সরবরাহ

10. হিসাবরক্ষণের মূল উপাদান কী?
Ⓐ ঘটনা Ⓑ লেনদেন
Ⓒ হিসাব Ⓓ জাবেদা

11. হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
Ⓐ হিসাব ব্যবস্থা Ⓑ তথ্য ব্যবস্থা
Ⓒ নিরীক্ষা ব্যবস্থা Ⓓ ব্যবস্থাপনা

12. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানাতে সাহায্য করে কোনটি?
Ⓐ বিশদ আয় বিবরণী Ⓑ হিসাববিজ্ঞান নীতি
Ⓒ প্রতিবেদন ও বিবরণী Ⓓ হিসাববিজ্ঞান

13. হিসাবরক্ষণের সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কে?
Ⓐ এ. ডব্লিউ জনসন Ⓑ এফ. ডব্লিউ পিক্সলি
Ⓒ এম. সি. শুক্লা Ⓓ লুকা প্যাসিওলি

14. শুল্ক, ভ্যাট, কর এবং আয়কর কার নিকট পরিশোধ করতে হয়?
Ⓐ পরিচালকের নিকট Ⓑ সরকারের নিকট
Ⓒ প্রতিষ্ঠানের নিকট Ⓓ ব্যাংকের নিকট

15. হিসাবরক্ষণের মূলভিত্তি কোনটি?
Ⓐ লেনদেন Ⓑ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
Ⓒ খতিয়ানভুক্তকরণ Ⓓ জাবেদাভুক্তকরণ

16. লেনদেন সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক? হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
Ⓐ হিসাব ব্যবস্থা Ⓑ তথ্য ব্যবস্থা
Ⓒ নিরীক্ষা ব্যবস্থা Ⓓ বিবরণী ব্যবস্থা

17. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানাতে সাহায্য করে কোনটি?
Ⓐ হিসাববিজ্ঞান Ⓑ হিসাববিজ্ঞান নীতি
Ⓒ প্রতিবেদন ও বিবরণী Ⓓ বিশদ আয় বিবরণী

18. হিসাবরক্ষণের সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কে?
Ⓐ এ. ডব্লিউ জনসন Ⓑ এফ. ডব্লিউ পিক্সলি
Ⓒ এম. সি. শুক্লা Ⓓ লুকা প্যাসিওলি

19. শুল্ক, ভ্যাট, কর এবং আয়কর কার নিকট পরিশোধ করতে হয়?
Ⓐ ব্যাংকের নিকট Ⓑ সরকারের নিকট
Ⓒ প্রতিষ্ঠানের নিকট Ⓓ পরিচালকের নিকট

20. হিসাবরক্ষণের মূলভিত্তি কোনটি?
Ⓐ লেনদেন Ⓑ জাবেদাভুক্তকরণ
Ⓒ খতিয়ানভুক্তকরণ Ⓓ আর্থিক বিবরণী

Answer Sheet

01.		02.	B	03.	B	04.	B	05.	A
06.	D	07	D	08.	B	09.	D	10.	B
11.	B	12.	C	13.	D	14.	B	15.	A
16.	B	17.	C	18.	D	19.	B	20.	A

অধ্যায় ০২ হিসাব ও হিসাব সমীকরণ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ হিসাব

■ আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন সমজাতীয় শ্রেণিকে উপর্যুক্ত শিরোনামে ও নির্দিষ্ট ছকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদর্শনের বিবরণী কে হিসাব বলে।

হিসাবের সাধারণ ছকে বা T ছকের ৩ টি অংশ থাকে। যথা।

১. হিসাব শিরোনাম
২. ডেবিট শিরোনাম
৩. ক্রেডিট শিরোনাম

ডেবিট বা বাম পাশ — হিসাবের বিবরণ — ক্রেডিট বা ডান পাশ

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা

■ T ছকের ব্যবহার সুবিধা জনক হলেও ব্যবহারীর ক্ষেত্রে খতিয়ান হিসাব সমূহ প্রস্তুত করার সময়, এ ছকের বেশ কিছু অসুবিধা দেখা যায়। আর উক্ত অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয় তিন কলাম বিশিষ্ট ছক। হিসাবের এই আদর্শ ছক কে জেরকলাম ছক বা চলমান জের ছক নামে ও অভিহিত করা হয়।

হিসাবের নাম				হিসাবেরকোড নং...	
তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট	ক্রেডিট	জের

টপিক ২ হিসাবের শ্রেনীবিভাগ

আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের হিসাব ৫ প্রকার। যথাঃ

১. সম্পত্তি হিসাব
২. দায় হিসাব
৩. মালিকানা হিসাব
৪. আয় হিসাব
৫. ব্যয় হিসাব

■ **সম্পত্তি হিসাব ঃ** সম্পত্তি হিসাব হলো প্রতিষ্ঠানের অধিকার ভুক্ত এমন কোনো বিষয় যা থেকে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে সুবিধা পাবে। আর এদের জন্য প্রস্তুত কৃত হিসাব কে সম্পদ হিসাব বলে। যেমনঃ নগদান হিসাব, ব্যাংক হিসাব, দেনাদার হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব ইত্যাদি।

■ **দায় হিসাব ঃ**প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর শেয়ারহোল্ডার বা মালিক ব্যতীত অন্য যে কোনো পক্ষের দাবিকে দায় বলে। আর এদের জন্য প্রস্তুতকৃত হিসাবকে দায় হিসাব বলে। যেমনঃ পাওনাদার হিসাব, ঋণ হিসাব, অনুপার্জিত আয় হিসাব, ঋণপত্র বা প্রদেয় বন্ড হিসাব ইত্যাদি।

■ **মালিকানা স্বত্ত হিসাব ঃ** প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর মালিকের দাবিকে মালিকানা স্বত্ত বলে।যেমনঃ মালিকের মূলধন/ অংশীদারদের মূলধন/ শেয়ার হোল্ডারদের মূলধন, শেয়ার মূলধন/ সাধারণ শেয়ার মূলধন/ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, জমাকৃত মুনাফা/ সংরক্ষিত মুনাফা/ পুঞ্জিভূত মুনাফা/ সাধারণ সঞ্চিতি/ মূলধন সঞ্চিতি।

■ মূলধন হলো ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ সত্তা।

■ **আয় বা রাজস্ব হিসাব ঃ**পণ্য বিক্রয়বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের যা অর্জিত হয় তাকে আয় বা রাজস্ব বলে।আর এদের জন্য প্রস্তুতকৃত হিসাব কে আয় বা রাজস্ব বলে।

যেমনঃ বিক্রয় হিসাব, ভাড়া প্রাপ্তি হিসাব,কমিশন প্রাপ্তি হিসাব, সুদ আয় হিসাব ইত্যাদি।

■ **ব্যয় হিসাব ঃ** পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে যা সংঘটিত হয় তাকে ব্যয় বা খরচ বলে। যেমনঃ বেতন খরচ হিসাব, বীমা খরচ হিসাব, বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব, অবচয় হিসাব ইত্যাদি।

টপিক সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব

সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব ২ প্রকার। যথাঃ

১. ব্যক্তিবাচক হিসাব

২. অ-ব্যক্তিবাচক হিসাব

ব্যক্তিবাচক হিসাবঃ দেনাদারহিসাব (অগ্রিম বা বকেয়া আয়) পাওনাদার হিসাব (বকেয়া ব্যয় ও অগ্রিম আয়) মূলধন ও উত্তোলন।

অ-ব্যক্তিগত হিসাবআবার ২ প্রকার। যথাঃ

i. বাস্তব হিসাব (সম্পত্তিবাচক. হিসাব

ii. নামিক হিসাব

নামিক হিসাব কে আবার ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

i. আয় বাচক

ii. ব্যয় বাচক

টপিক প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তিবাচক হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

স্বাভাবিক ব্যক্তিবাচক ঃ মনির হিসাব, শুভ হিসাব,রিফাত হিসাব ইত্যাদি।

কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব ঃ কেরু কোং হিসাব, সোনালী কোং হিসাব ইত্যাদি।

প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যক্তিবাচক হিসাবঃ নামিক হিসাব এর আগে যদি বকেয়া বা অগ্রিম লেখা থাকে তখন তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব বলে। যেমন ঃ বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, বকেয়া আয়, অগ্রীম আয় ইত্যাদি।

টপিক বিপরীত বা প্রতি হিসাব

যে হিসাব সংশ্লিষ্ট অন্য একটি হিসাবের ব্যলেন্স হ্রাস করে তাকে এর' সংশ্লিষ্ট হিসাবের প্রতি বা বিপরীত হিসাব বলে।

বিপরীত বা প্রতি সম্পত্তি হিসাব ঃ যে হিসাব সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাবের ব্যলেন্স কে হ্রাস করে তাকে প্রতি বা বিপরীত সম্পদ বলে। যেমন ,

- পুঞ্জিভূত অবচয়/ জমাকৃত অবচিতি/ অবচয় সঞ্চিতি
- পুঞ্জিভূত অলোপন/ জমাকৃত অবললোপন/অবলোপন সঞ্চিতি
- কুঋণ সঞ্চিতি/ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি
- দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি

প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি

বিপরীত দায় ঃ যে হিসাব সংশ্লিষ্ট দায় হিসাবের ব্যলেন্স কে হ্রাস করে তাকে প্রতি বা বিপরীত দায় বলে। যেমন ,

- ঋণপত্রের বা বন্ডের অবহার বা বাট্টা • পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি
- প্রদেয় বিলের বাট্টা সঞ্চিতি

বিপরীত মালিকানা স্বত্ব হিসাব ঃ যে হিসাব সংশ্লিষ্ট মালিকানা স্বত্ব হিসাবের ব্যলেন্স কে হ্রাস করে তাকে প্রতি বা বিপরীত মালিকানা স্বত্ব বলে। যেমন ,

- উত্তোলন • লভ্যাংশ বা ট্রেজারি স্টক

বিপরীত বা প্রতি আয় ঃ যে হিসাব সংশ্লিষ্ট আয় হিসাবের ব্যলেন্স কে হ্রাস করে তাকে প্রতি বা বিপরীত আয় বলে। যেমন

- বিক্রয় বাট্টা • বিক্রয় ফেরত ও রেয়াত

বিপরীত বা প্রতি ব্যয় ঃ যে হিসাব সংশ্লিষ্ট ব্যয় হিসাবের ব্যলেন্স কে হ্রাস করে তাকে প্রতি বা বিপরীত ব্যয় বলে। যেমন

- ক্রয় বাট্টা • ক্রয় ফেরত বা রেয়াত
- বিক্রয়ের উপর Valve Added Tax(VAT)/মূল্য সংযোজন কর (মুসA. বিক্রয় কারীর জন্য দায়
- পণ্যর উপর Valve Added Tax(VAT)/ মূল্য সংযোজন কর(মুসA. ভোক্তা বা ক্রেতার জন্য ব্যয়।
- সম্পত্তির উপর Valve Added Tax(VAT)/মূল্য সংযোজন কর(মুসA. ভোক্তা বা ক্রেতার জন্য সম্পদ
- বিক্রয় উপর Valve Added Tax(VAT)/ মূল্য সংযোজন কর(মুসA. সরকারের জন্য আয়

টপিক হিসাব সমীকরণ ও গাণিতিক সমস্যা

- যে সমীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উপাদান সমূহ তথা সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে হিসাব সমীকরণ বলে।
- হিসাব সমীকরণের ভিত্তি হলো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি
- আমেরিকান হিসাববিজ্ঞানীগন এই হিসাব সমীকরণটি উদ্ভাবন করেণ
- মূলহিসাব সমীকরণটি হলো ঃসম্পত্তি (Assets) = দায় (Liabilities) + মালিকানা স্বত্ব (Owner's Equity)
- মৌলিক হিসাব সমীকরণের মূল উপাদান ৩টি যথা
  ১. সম্পত্তি
  ২. দায়
  ৩. মালিকানা স্বত্ব
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উপাদান ৩টি যথা
  ১. সম্পত্তি
  ২. দায়
  ৩. মালিকানা স্বত্ব
- হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ হলো
  সম্পত্তি = দায় +মূলধন - উত্তোলন+ আয় - ব্যয়
  বা Assets = Liabilities+Capital-Drawings+ Revenves – Expenses
- বর্ধিত হিসাব সমীকরণের উপাদান ৬টি যথাঃ-
- সম্পত্তি, দায়, মূলধন, উত্তোলন, আয়, ব্যয়
- মূলধন ও আয় এর ফলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উত্তোলন ও ব্যয় এর মাধ্যমে মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পায়
- প্রতিটি ব্যবসায়ীক লেনদেন হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে।
- লেনদেন এর দ্বারা হিসাব সমীকরণ দুইভাবে প্রভাবিত হতে পারে যথাঃ-
  ১. পরিমাণগত বা নীট পরিবর্তন
  ২. গুনগত বা কাঠামোগত পরিবর্তন

টপিক হিসাব সমীকরণে লেনদেন এর প্রভাব

- নিম্নোক্ত লেনদেন সমূহের মাধ্যমে জাবেদা, হিসাব সমীকরণের প্রভাব, আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এবং উদ্বৃত্ত পত্রের যোগফলের প্রভাব দেখানো হলো ঃ

১. মালিক ১০০০০০ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা শুরু করল

২. নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ১০০০০ টাকা ৩. ধারে পণ্য ক্রয় ৫০০০ টাকা

৪. নগদে পণ্য বিক্রয় ৭০০০ টাকা ৫. বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ৫০০ টাকা

৬. পন্য বিক্রয় ১০০০০ টাকা

টপিক হিসাব সমীকরণের প্রভাব

ক্রমিক নং	উদ্বৃত্ত	সম্পত্তি		=	দায়+মালিকানা সত্ব		পরিবর্তন
		নগদ	আসবাবপত্র	=	পাওনাদার	মূলধন	
১		১০০০০০				১০০০০০	নীটগত
২	উদ্বৃত্ত	১০০০০০ -১০০০০	১০০০০			১০০০০০	গুণগত
৩	উদ্বৃত্ত	৯০০০০	১০০০০		৫০০০	১০০০০০ -৫০০০	গুণগত
৪	উদ্বৃত্ত	৯০০০০ ৭০০০	১০০০০		৫০০০	৯৫০০০ ৭০০০	নীটগত
৫	উদ্বৃত্ত	৯৭০০০ -৫০০	১০০০০		৫০০০	১০২০০০ -৫০০	নীটগত
৬	উদ্বৃত্ত	৯৬৫০০ ১০০০০	১০০০০		৫০০০	১০১৫০০ ১০০০০	নীটগত
৭	উদ্বৃত্ত	১০৬৫০০	১০০০০		৫০০০	১০১১৫০০	
	যোগফল	১১৬৫০০			১১৬৫০০		

CamScanner

টপিক ২ গাণিতিক সমস্যা

১. আর্থিক বৎসরের শুরুতে রুমান কোং এর সম্পত্তি ছিলো ২৫০০ টাকা এবং মালিকানা স্বত্ব ছিলো ১০০০ টাকা উক্ত বৎসরে সম্পদ বেড়েছে ১২০০ টাকা দায় কমেছে ৩০০ টাকা বৎসর শেষে মালিকানা স্বত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
২৫০০ = ১৫০০ + ১০০০ (প্রারম্ভিক জের)
+১২০০= -৩০০ (প্রশ্ন অনুসারে)
৩৭০০ = ১২০০+ ২৫০০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ চাইলে সমাপনী জের ও প্রারম্ভিক জেরের মধ্যে পার্থক্যই হবে উত্তর। তবে প্রারম্ভিক জেরের থেকে সমাপনী জের বেশি হলে বৃদ্ধি পরিমাণ উত্তর হবে। আবার সমাপনী জেরের থেকে প্রারম্ভিক জের বেশি হলে হ্রাস পরিমাণ উত্তর হবে।
অতএব মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি (২৫০০ - ১০০০) = ১৫০০ টাক

০২. আর্থিক বৎসরের শুরুতে কোন কম্পানির মালিকানা স্বত্ব ও দায়ের পরিমান ছিলো ২০০০ টাকা ও ৯০০ টাকা। উক্ত আর্থিক বৎসরের শেষে মালিকানা স্বত্ব কমেছে ২০০ টাকা এবং দায় বেড়েছে ৩০০ টাকা বৎসর শেষে সম্পদের হ্রাস/বৃদ্ধির পরিমান কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
২৯০০ = ৯০০ + ২০০০ (প্রারম্ভিক জের)
= ৩০০ + -২০ (প্রশ্ন অনুসারে)
৩০০০ = ১২০০+ ১৮০০ (সমাপনী জের)
অতএব সম্পত্তি বৃদ্ধি (৩০০০ - ২৯০০)= ১০০ টাকা।

০৩. কোন কম্পানির বৎসর শুরুতে সম্পত্তির ও দায়ের পরিমান ছিলো যথাক্রমে ২০০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা। উক্ত বৎসর সম্পত্তি ৩০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং মালিকানা স্বত্ব ৩০০ টাকা হ্রাস পায়। বৎসরের শেষে দায়ের/হ্রাস বৃদ্ধির পরিমান কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
২০০০ = ১০০০ + ১০০০ (প্রারম্ভিক জের)
+৩০০ = + -৩০০ (প্রশ্ন অনুসারে)
২৩০০ = ১৬০০+ ৭০০ (সমাপনী জের)
অতএব দায় বৃদ্ধি (১৬০০ - ১০০০)= ৬০০ টাকা।

০৪. আর্থিক বৎসরের শুরুতে সম্পত্তির পরিমান ছিলো ৩০০০ টাকা এবং দায়ের পরিমান ছিলো ৯৬০ টাকা। উক্ত আর্থিক বৎসরে সম্পত্তি কমেছে ৪০০ টাকা এবং দায় বেড়েছে ৫০০ টাকা। বৎসর শেষে মালিকানা স্বত্ব কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
৩০০০ = ৯৬০ + ২০৪০ (প্রারম্ভিক জের)
- ৪০০ = ৫০০ + (প্রশ্ন অনুসারে)
২৬০০ = ১৪৬০+ ১১৪০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ না চেয়ে শুধু পরিমাণ কত চাইলে সমাপনী জেরই হবে উত্তর।
তাহলে মালিকানা স্বত্ব হলো ১১৪০ টাকা

০৫. কোন কম্পানির শুরুতে মালিকের স্বত্ব ও দায়ের পরিমান ছিলো যথাক্রমে ২৫০০ টাকা ৫০০ টাকা। উক্ত বৎসরে সম্পদ বেড়েছে ৪১০ এবং মালিকের স্বত্ব বেড়েছে ৪৬০ বৎসর শেষে দায়ের পরিমান কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
৩০০০ = ৫০০ + ২৫০০ (প্রারম্ভিক জের)
+৪১০ = + ৪৬০ (প্রশ্ন অনুসারে)
৩৪১০ = ৪৫০ + ২৯৬০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ না চেয়ে শুধু পরিমাণ কত চাইলে সমাপনী জেরই হবে উত্তর।
তাহলে দায় হলো ৪৫০ টাকা

০৬. PKএর বৎসরের শুরুতে সম্পত্তি ও দায়ের পরিমান ১০০০ ও ৫০০ টাকা। বৎসর তার সম্পত্তি ২০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং মালিকানা স্বত্ব ১০০ টাকা হ্রা পায়। বৎসর শেষে দায়ের পরিমান কত?

সমাধান ১০০০ = ৫০০ + ৫০০ (প্রারম্ভিক জের)
+২০০ = + -১০০ (প্রশ্ন অনুসারে)
১২০০ = ৮০০+ ৪০০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ না চেয়ে শুধু পরিমাণ কত চাইলে সমাপনী জেরই হবে উত্তর।
তাহলে দায় হলো ৮০০ টাকা

০৭. MR এর আর্থিক বৎসরের শুরুতে মালিকানা স্বত্ব ও দায়ের পরিমান ছি যথাক্রমে ১৬০০ টাকা ৬৭৫ টাকা উক্ত আর্থিক বৎসরের মালিকানা স্ব কমেছে ১২০ টাকা এবং দায় বেড়েছে ১৬৫ টাকা। বৎসর শেষে সম্পদে পরিমান কত?

সমাধান সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব
২২৭৫ = ৬৭৫ + ১৬০০ (প্রারম্ভিক জের)
= +১৬৫ + - ১২০ (প্রশ্ন অনুসারে)
২৩২০ = ৮৪০+ ১৪৮০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ না চেয়ে শুধু পরিমাণ কত চাইলে সমাপ জেরই হবে উত্তর।
তাহলে সম্পদের হলো ২৩২০ টাকা

০৮. কোন কোম্পানির বৎসরের শুরুতে মালিকানা স্বত্ব ও মোট সম্পত্তি ছি যথাক্রমে ১৫০০০০ ও ২০০০০০ টাকা ঐ বৎসরে সম্পত্তি ৫০% বেড়েছে এ দায় ৬০% কমেছে। বৎসরশেষে মালিকানা স্বত্ব কত?

সমাধান ২,০০,০০০ = ৫০,০০০ + ১,৫০,০০০ (প্রারম্ভিক জের)
+ ১,০০,০০ = - ৩০,০০০ + (প্রশ্ন অনুসারে)
৩,০০,০০০ = ২০,০০০+ ২,৮০,০০০ (সমাপনী জের)
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ না চেয়ে শুধু পরিমাণ কত চাইলে সমাপ জেরই হবে উত্তর।
তাহলে মালিকানা স্বত্ব হলো ২,৮০,০০০ টাকা

০৯. হিসাব বছরের শুরুতে একটি কোম্পানির দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমা ছিলো যথাক্রমে ১,০০,০০০ ও ২,০০,০০০ টাকা। উক্ত হিসাব বৎসরে সম্প বৃদ্ধি পায় ৫০০০০ টাকা এবং দায় হ্রাস পায় ৩০০০০ টাকা। মালিকানা স্ব পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোন লেনদেন না হয়ে থাকলে। উক্ত বছরের নীট লা কত?

সমাধান ৩,০০,০০০= ১,০০,০০০ + ২,০০,০০০(প্রারম্ভিক জের)
+ ৫০,০০০ = - ৩০,০০০ + (প্রশ্ন অনুসারে)
৩,৫০,০০০ = ৭০,০০০+ ২,৮০,০০০ (সমাপনী জের)
আমরা জানি নীট লাভ মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি করে।
প্রশ্নে হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ চাইলে সমাপনী জের ও প্রারম্ভিক জেরের মধে পার্থক্যই হবে উত্তর। তবে প্রারম্ভিক জেরের থেকে সমাপনী জের বেশি হ বৃদ্ধি পরিমাণ উত্তর হবে। আবার সমাপনী জেরের থেকে প্রারম্ভিক জের বেশি হলে হ্রাস পরিমাণ উত্তর হবে।
অতএব নীট লাভ(২,৮০,০০০ - ২,০০,০০০)= ৮০,০০০ টাকা।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বর্ধিত হিসাব সমীকরণ হলো — [NU- Business: 2014-15]
A. সম্পত্তি = দায় + মূলধন – আয় + উত্তোলন – ব্যয়
B. সম্পত্তি = দায় + মূলধন + আয় – উত্তোলন – ব্যয়
C. সম্পত্তি = দায় – মূলধন + আয় – উত্তোলন – ব্যয়
D. সম্পত্তি = দায় + মূলধন + আয় + উত্তোলন – ব্যয় B

CamScanner

একটি লেনদেন মোট সম্পদ ও মোট দায় ২,০০,০০০ টাকা হ্রাস করেছে। এ লেনদেনটি হতে পারে— [NU- Business: 2014-15]
A. নগদ মূল্যে ২,০০,০০০ টাকায় একটি ডেলিভারি ট্রাক ক্রয়
B. ২,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি সম্পদ আগুনে বিনষ্ট হয়েছে
C. ব্যাংক ঋণ ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ
D. ২,০০,০০০ টাকা দেনাদার হতে আদায় Ⓒ

কোনটি হিসাববিজ্ঞানের মূল সমীকরণ? [NU- Business: 2013-14]
A. Capital + Liabilities = Assets
B. Assets + Liabilities = Capital
C. Capital + Assets = Liabilities
D. Liabilities = Capital Ⓐ

কোনটি মালিকানা স্বত্ব? [NU- Business: 2013-14]
A. Cash from business (ব্যবসায়ে নগদ)
B. Liability of a business (ব্যবসায়ে দায়)
C. Owners claim on total assets (সম্পত্তিতে মালিকের দাবি)
D. Owners' claim on total liabilites (দায়ের উপর মালিকের দাবি) Ⓒ

বছর শুরুতে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি ১০,২০,০০০ টাকা এবং দায় ৪,৫০,০০০ টাকা ছিল। বছর শেষে ঐ সম্পত্তি ২,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং দায় ১,৮০,০০০ টাকা হ্রাস পায়, তবে বছর শেষে মালিকের মূলধন কত হবে? [NU- Business: 2013-14]
A. ৫,৮০,০০০ টাকা B. ৭,৯০,০০০ টাকা
C. ৯,৫০,০০০ টাকা D. ৭,২০,০০০ টাকা Ⓒ

৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সালে XYZ Co-এর সম্পত্তি ৫০০০ টাকা এবং দায় ৩০০০ টাকা। XYZ Co-র ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ এর স্বত্বাধিকারী কত হবে? [NU- Business: 2011-12]
A. ৪০০০ টাকা B. ২০০০ টাকা C. ৩০০০ টাকা D. ৬০০০ টাকা Ⓑ

ধারে সেবা প্রদান করা হলে তার প্রভাব হিসাব সমীকরণে নিচের কোনটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: [NU- Business: 2011-12]
A. সম্পদের বৃদ্ধি এবং স্বত্বাধিকারীর হ্রাস
B. সম্পদের বৃদ্ধি এবং স্বত্বাধিকারীর বৃদ্ধি
C. সম্পদের বৃদ্ধি এবং দায়ের বৃদ্ধি
D. দায়ের বৃদ্ধি ও স্বত্বাধিকারীর বৃদ্ধি Ⓑ

বছরের শুরুতে মোট সম্পত্তি ও মালিকানাস্বত্ব যথাক্রমে ৮০,৫০০ টাকা ও ৩৫,৪০০ টাকা ছিল। সারা বছরে দায় ৬০% কমেছে এবং মোট সম্পত্তি ৫০% বেড়েছে। বছর শেষে মালিকানাস্বত্ব কত হবে? [NU- Business: 2010-11]
A. ৫,৮৫,৬৬০ টাকা B. ১,০১,৯১০ টাকা
C. ৯২,৪৯০ টাকা D. ৪৫,৩৯০ টাকা Ⓑ

নিচের কোন লেনদেনের ফলে দায় বাড়বে, একটি সম্পত্তি বাড়বে এবং অন্য একটি সম্পত্তি কমবে? [NU- Business: 2010-11]
A. একটি সম্পত্তি ধারে ক্রয়
B. আসবাবপত্র ধারে ক্রয়
C. আংশিক নগদ টাকায় যন্ত্রপাতি ক্রয়
D. পুরানো আসবাবপত্র নগদে বিক্রয় Ⓒ

১ নভেম্বর, ২০০৯ একটি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করল। ১ ডিসেম্বর, ২০০৯ উক্ত লভ্যাংশ বিতরণ করা হলে, ১ ডিসেম্বরে- [NU- Business: 2010-11]
A. নিট লাভ কমবে B. মালিকানাস্বত্ব কমবে
C. নিট লাভ ও মালিকানা D. দায় ও সম্পত্তি কমবে Ⓑ

বিপণন ব্যয় একটি- [NU- Business: 2009-10]
A. মূলধনী ব্যয় B. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়
C. মুনাফা জাতীয় ব্যয় D. অনিশ্চিত ব্যয় Ⓑ

বিক্রেতার কাছে VAT একটি- [NU- Business: 2009-10]
A. দায় B. সম্পদ
C. খরচ D. আয় Ⓐ

13. লেনদেন হতে হলে নিচের কোন শর্তটি পূরণ করতে হবে? [NU- Business: 2008-09]
A. নগদ অর্থ ও মূলধনের বৃদ্ধি পেতে হবে
B. অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য ও পরিশোধিত হতে হবে
C. কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
D. ঘটনাটি বকেয়া হলেও ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে Ⓒ

14. আয় সংক্রান্ত লেনদেন হলে যা হবে তা হলো- [NU- Business: 2008-09]
A. সম্পদ বৃদ্ধি ও মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পাবে
B. সম্পদ বৃদ্ধি ও নগদ বৃদ্ধি পাবে
C. সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস পাবে
D. সম্পদ হ্রাস ও দায় বৃদ্ধি পাবে Ⓐ

15. একটি ব্যবসায়িক লেনদেন সবসময়ে প্রভাবিত করে- [NU- Business: 2005-06]
A. হিসাব সমীকরণকে B. আয়ব্যয় বিবরণীকে
C. নগদান হিসাবকে D. রেওয়ামিলের উভয় Ⓐ

16. কোন গ্রাহককে ধারে প্রদত্ত সেবা, হিসাব সমীকরণে নিম্নোক্ত প্রভাব ফেলবে- [NU- Business: 2004-05]
A. সম্পদ বাড়বে ও মালিকের স্থিতি হ্রাস পাবে
B. দেনা বাড়বে ও মালিকের স্থিতি বাড়বে
C. ফার্মের সম্পদ ও মালিকের স্থিতি বাড়বে
D. ফার্মের সম্পদ ও দেনা বাড়বে Ⓒ

17. 'পুঞ্জীভূত অবচয় যন্ত্রপাতি' হলো- [NU- Business: 2004-05]
A. সম্পত্তি B. খরচ
C. দায় D. বিপরীত সম্পত্তি Ⓓ

18. ব্যক্তিবাচক হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত বুঝায়- [NU- Business: 2003-04]
A. সম্পত্তি B. দায় C. আয় D. কোনোটিই নয় Ⓐ

19. আগামপ্রাপ্ত আয় হিসাবরক্ষনের দৃষ্টিকোণ থেকে- [NU- Business: 2003-04]
A. একটি আয় B. একটি দায়
C. একটি সম্পত্তি D. একটি ব্যয় Ⓒ

20. নিচের কোনটি সঠিক? [NU- Business: 2002-03]
A. লাভ পুঁজি বৃদ্ধি করে B. লাভ মূলধন কমায়
C. পুঁজি শুধু লাভ থেকে আসে D. লাভ মূলধনের পরিবর্তন করে না Ⓐ

21. কোনটি সম্পত্তিবাচক হিসাব? [NU- Business: 2002-03]
A. মনিহারি ক্রয় হিসাব B. উত্তোলন হিসাব
C. সঞ্চিত তহবিল D. ব্যবসায়ের পণ্য Ⓐ

22. বাকিতে কলকব্জা ক্রয়ের ফলে- [NU- Business: 2001-02]
A. একটি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং অন্য একটি সম্পত্তি হ্রাস পাবে
B. একটি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং মূলধন বৃদ্ধি পাবে
C. একটি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং একটি হ্রাস পাবে
D. একটি সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং একটি দায় বৃদ্ধি পাবে Ⓓ

23. সম্পত্তি, দায় এবং মূলধনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়- [NU- Business: 2001-02]
A. দ্বৈত সত্তার মাধ্যমে B. হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে
C. উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে D. ডেবিট এবং ক্রেডিটের মাধ্যমে Ⓑ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোন লেনদেনটি করলে কোম্পানির মোট সম্পত্তি ১৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায়?
A. নগদ ১৫, ০০০ টাকার দায় পরিশোধ করা হলো
B. নগদ ১৫, ০০০ টাকায় একটি গাড়ি ক্রয় করা হলে
C. ধারে ১৫, ০০০ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় করা হলে
D. দেনাদারের কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা আদায় করা হলে

Explanation/ ধারে আসবাবপত্র ক্রয় করার ফলে-
আসবাবপত্র হিসাব – ডেবিট ; প্রদেয় হিসাব – ক্রেডিট
যেহেতু সমীকরণের সম্পদ পাশে আসবাবপত্র হিসাব নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ নিট পরিবর্তন হচ্ছে। তাই উত্তর হবে ধারে ১৫০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলে মোট সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে।

CS CamScanner

02. বছরের শুরুতে ABC ট্রেডার্সের মোট সম্পদ ছিল ১০,০০,০০০ টাকা এবং দায় ছিল ৫,০০,০০০ টাকা। সারা বছরের সম্পদ বৃদ্ধি পায় ২,০০,০০০ টাকা এবং দায় হ্রাস পায় ১,৫০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে আয় ২০,০০,০০০ টাকা, ব্যয় ১২,০০,০০০ টাকা, এবং উত্তোলন ৩,০০,০০০ টাকা ছিল। বছর শেষে নিট সম্পদের পরিমাণ কত হবে?

A. ৫,০০,০০০ B. ৮,৫০,০০০
C. ১৩,৫০,০০০ D. ১৬,৫০,০০০

Ⓑ Explanation/ আমরা জানি,
নিট সম্পত্তি (মালিকানাস্বত্ব) = মোট সম্পত্তি – মোট দায়
এখানে, সমাপনী সম্পদ = প্রারম্ভিক সম্পদ + সম্পদ বৃদ্ধি পরিমান
= ১০,০০,০০০ + ২,০০,০০০ = ১২,০০,০০০ টাকা
সমাপনী দায় = প্রারম্ভিক দায় – দায় হ্রাস
= (৫,০০,০০০ – ১,৫০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা
∴ নিট সম্পত্তি = (১২,০০,০০০ – ৩,৫০,০০০) = ৮,৫০,০০০ টাকা

03. ২০২০ সালে রাসনা কোম্পানির সম্পত্তি ৭০,০০০ টাকা কমেছে এবং দায় ১,০০,০০ টাকা বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে মালিকানা স্বত্ব---।

A. ১,৭০,০০০ টাকা বেড়েছে B. ১,৭০,০০০ টাকা কমেছে
C. ৩০,০০০ টাকা বড়েছে D. ৩০,০০০ টাকা কমেছে

Ⓑ Explanation/

সম্পদের বৃদ্ধি/হ্রাস	= দায়ের বৃদ্ধি/হ্রাস	+ মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি/হ্রাস
– ৭০,০০০	= + ১,০০,০০০	+?

উপরোক্ত সমীকরণ থেকে "মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি/হ্রাস" নির্ণয় করার জন্য "দায়ের বৃদ্ধি/হ্রাস" "সম্পত্তির বৃদ্ধি/হ্রাস পাশে" নিতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে।
সুতরাং মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি/হ্রাস = -৭০,০০০ - ১,০০,০০০ = -১,৭০,০০০
যেহেতু ঋণাত্বক মান বের করা হয়েছে, সেহেতু মালিকানা স্বত্ব কমেছে ১,৭০,০০০ টাকা।
আমরা জানি, সম্পত্তি কমলে মালিকানাস্বত্ব কমে এবং দায় বাড়লেও মালিকানাস্বত্ব কমে।

04. আলিফ কোম্পানি ১০,০০০ টাকার অফিস আসবাবপত্র স্বল্প-মেয়াদী অঙ্গীকারপত্র ইস্যুর মাধ্যমে ক্রয় করেছে। আলিফ কোম্পানির হিসাব সমীকরণে কী প্রভাব পড়বে?

A. সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস B. সম্পদ হ্রাস ও দায় বৃদ্ধি
C. সম্পদ ও দায় উভয়ই বৃদ্ধি D. সম্পদ ও দায় উভয়ই হ্রাস

Ⓒ Explanation/ লেনদেনটির সমীকরণে প্রভাব জাবেদার মাধ্যমে দেখানো হলো- আসবাবপত্র হিসাব ডেঃ → সম্পদ বৃদ্ধি
অঙ্গীকার নত্র হিসাব ক্রেঃ → দায় বৃদ্ধি

05. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক নয়?

A. A = L + O/E B. A – L = O/E
C. A = O/E D. A + O/E = L

Ⓓ Explanation/ মূল হিসাব সমীকরণ হলো: A = L + O/E
সমীকরণটিকে পুর্ণর্বিন্যাস করে লেখা যায়:
A – L = O/E এবং A – O/E = L
Option D- তে উল্লিখিত সমীকরণটি সঠিক নয়; কারণ, O/E-এর পূর্বে "+" চিহ্ন দেওয়া আছে।
যদি কোনো কোম্পানি L '0' থাকলে A = OE সম্ভব তাই Option C সঠিক। কিন্তু বাস্তবে এটি সম্ভব নয়।

06. একটি হিসাব কত ধরনের জের প্রকাশ করতে পারে?

A. ডেবিট জের
B. ক্রেডিট জের
C. ডেবিট জের এবং ক্রেডিট জের
D. ডেবিট, ক্রেডিট এবং শূন্য জের

Ⓓ Explanation/ হিসাবের জের/উদ্বৃত্ত তিন প্রকার হয় যথা:
i. মোট ডেবিট> মোট ক্রেডিট = ডেবিট জের/ডেবিট ব্যালেন্স।
ii. মোট ক্রেডিট > মোট ডেবিট = ক্রেডিট জের/ ক্রেডিট ব্যালেন্স।
iii. মোট ডেবিট = মোট ক্রেডিট = শূন্য জের।

07. হিসাব বছরের শুরুতে একটি কোম্পানির দায় ও মালিকানাস্বত্বের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,৫০,০০০ টাকা ও ৮,২৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবে বছরে কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধি পায় ২,০০,০০০ টাকা ও দায় হ্রাস পায় ১,০০,০০০ টাকা। মালিকানাস্বত্বে পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোন লেনদেন না হয়ে থাকলে উক্ত বছরের নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতির পরিমাণ কত?

A. নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা B. নিট ক্ষতি ১,০০,০০০ টাকা
C. নিট মুনাফা ৩,০০,০০০ টাকা D. নিট ক্ষতি ৩,০০,০০০ টাকা

Ⓒ Explanation/ সম্পদ = দায় + মালিকানাস্বত্ব
বছরের শুরুতে ১৪,৭৫,০০০ = ৬,৫০,০০০+ ৮,২৫,০০০ টাকা
পরিবর্তন হয়েছে + ২,০০,০০০ = - ১,০০,০০০ টাকা
বছরের শেষে ১৬,৭৫,০০০ = ৫,৫০,০০০ + ১১,২৫,০০০
এখানে নিট মুনাফা/নিট ক্ষতির পরিমাণ= সমাপনী মালিকানাস্বত্ব- প্রারম্ভিক মালিকানাস্বত্ব = ১১,২৫,০০০ - ৮,২৫,০০০ টাকা
= ৩,০০,০০০ টাকা।

08. XYZ কোম্পানি ১,০০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য শেয়ার ইস্যু করল। এতে হিসাব সমীকরণে কী প্রভাব পড়বে?

A. সম্পদ ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
B. সম্পদ ও দায় বৃদ্ধি
C. দায় বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস
D. মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস

Ⓓ Explanation/ লেনদেনটির হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব জাবেদার মাধ্যমে দেখানো হলো:
ঋণ পরিশোধের জন্য শেয়ার ইস্যু করা হলে ঋণ নামক দায় হ্রাস পায় এবং শেয়ার মূলধন নামক মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত	হিসাব সমীকরণে প্রভাব
ঋণ হিসাব ডেঃ	দায় হ্রাস
শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেঃ	মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি

09. ১লা অক্টোবর তারিখে PQS কোম্পানি ৩৫,০০০ টাকার মালিকানা স্বত্ব প্রদর্শন করে। অক্টোবর মাসে মালিক ২,০০০ টাকার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে এবং কোম্পানি ৬,০০০ টাকার নিট মুনাফা অর্জন করে। যদি ৩১ শে অক্টোবর তারিখে মালিকানা স্বত্ব ৪০,০০০ টাকা হয়, তবে অক্টোবর মাসে মালিকের উত্তোলিত টাকার পরিমাণ কত হবে?

A. টা: ০ B. টা: ৩,০০০
C. টা: ৪,০০০ D. টা: ৫,০০০

Ⓑ Explanation/ সমাপনী মালিকানা স্বত্ব = প্রারম্ভিক মালিকানা স্বত্ব + অতিরিক্ত মূলধন + নিট মুনাফা - উত্তোলন।
বা, উত্তোলন = প্রা: মালিকানা স্বত্ব+ অতিরিক্ত মূলধন + নিট মুনাফা-সমাপনী মালিকানা স্বত্ব
= ৩৫,০০০ + ২,০০০ + ৬,০০০ - ৪০,০০০
= ৪৩,০০০ - ৪০,০০০
= ৩,০০০ টাকা।

10. নিম্নের কোন লেনদেনটি মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করবে না?

A. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ B. নগদ বিক্রয় লিপিবদ্ধ করণ
C. ধারে বিক্রয় লিপিবদ্ধ D. নগদে মজুদমাল ক্রয়

Ⓓ Explanation/ নগদে মজুদমাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা স্বত্তেও কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ এই লেনদেনের ফলে মজুদ (সম্পদ) বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে নগদ (সম্পদ) হ্রাস পাচ্ছে। লেনদেনটি ব্যতীত অন্য সকল লেনদেন মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করবে।

CamScanner

11. ABC কোম্পানি XYZ কোম্পানি থেকে ৬০০ টাকার সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করেছে। ABC কোম্পানির হিসাব সমীকরণে কি প্রভাব পড়বে?
A. সম্পদ এবং দায় বৃদ্ধি
B. সম্পদ এবং দায় হ্রাস
C. মোট সম্পদে কোন পরিবর্তন হবে না।
D. দায়ে কোন পরিবর্তন হবে না

(C) Explanation/ ABC কোম্পানির হিসাব সমীকরণের প্রভাব:

বিবরণ	ডেঃ টাকা	ক্রেঃ টাকা	কারণ
সরঞ্জাম হিসাব	৬০০		A হ্রাস
নগদান হিসাব		৬০০	A বৃদ্ধি

সরঞ্জাম নগদে ক্রয়ের ফলে সরঞ্জাম নামক সম্পদ একবার বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে নগদ নামক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এর ফলে ABC কোম্পানির মোট সম্পদের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এটি একটি কাঠামো বা গুণগত পরিবর্তন

12. নিচের কোনটি হিসাব লিপিবদ্ধকরণে সঠিক ক্রম?
A. স্থানান্তরকরণ, জাবেদা করণ, বিশ্লেষণ
B. জাবেদাকরণ, বিশ্লেষণ, স্থানান্তরকরণ
C. বিশ্লেষণ, স্থানান্তরকরণ, জাবেদাকরণ
D. বিশ্লেষণ, জবেদাকরণ, স্থানান্তরকরণ

(D) Explanation/

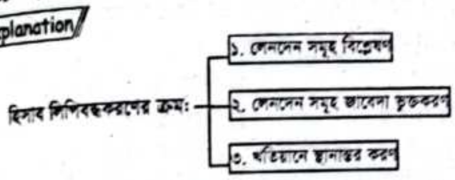

13. উজ্জ্বা কোম্পানির ২০১৩ সালে সম্পত্তি হ্রাস পায় ৮০,০০০ টাকা এবং দায় বৃদ্ধি পায় ৩০,০০০ টাকা। তাহলে মালিকানা স্বত্ব:
A. ৫০,০০০০ টাকা বৃদ্ধি পায়
B. ৫০,০০০ টাকা হ্রাস পায়
C. ১১০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায়
D. ১১০,০০০ টাকা হ্রাস পায়

(D) Explanation/ সম্পদ বৃদ্ধি/হ্রাস = দায় বৃদ্ধি/হ্রাস + মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি/হ্রাস
-৮০,০০০ = +৩০,০০০ +?
উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে "মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি/হ্রাস" নির্ণয় করার জন্য "দায় বৃদ্ধি/হ্রাসকে" "সম্পদ বৃদ্ধি/হ্রাস" পাশে নিতে হবে এবং চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে। যেহেতু ঋণাত্মক মান বের হয়েছে, সেহেতু মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পেয়েছে ১১০,০০০টাকা।
যেহেতু ঋণাত্মক মান বের হয়েছে, সেহেতু মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পেয়েছে ১১০,০০০টাকা।

14. নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?
A. নগদ প্রবাহ বিবরণী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নগদের অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত তথ্য বর্ণনা করে
B. উদ্বৃত্ত পত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যকার সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের প্রতিবেদন দেয়
C. লাভ লোকসান হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যকার আয়, ব্যয় এবং নিট মুনাফা অথবা লোকসান বর্ণনা করে।
D. উত্তোলন এবং বিনিয়োগ লাভ লোকসান হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়

(B) Explanation/ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিন্দুতে বা নির্দিষ্ট তারিখ এর প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব নিয়ে যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্র বলা হয়। এর থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

15. বোনাস শেয়ার হিসেবে লভ্যাংশ প্রদান করা হলে-
A. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ববৃদ্ধি পাবে
B. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব হ্রাস পাবে
C. মালিকানা স্বত্ব ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে
D. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব পরিবর্তন হবে না

(D) Explanation/ বোনাস শেয়ার প্রদান করা হলে হিসাবসমীকরণে এর প্রভাব OE –, OE +। এই জন্য শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব পরিবর্তন হয় না।

16. নিম্নের কোন ঘটনাটি হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয় না?
A. ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয়
B. একজন কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হলে
C. ব্যবসায়ে নগদ বিনিয়োগ
D. মালিক কর্তৃক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন

(B) Explanation/ যে ঘটনা আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই ঘটনাই হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয়। লেনদেন নয় এমন ঘটনা বা অনার্থিক ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয় না। একজন কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হলে আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়ে না; তাই এ ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয় না।

17. বকেয়া আয় হলো (Accrued revenue are:)
A. অর্জিত হওয়ার পূর্বে আয় হিসাবে গ্রহণে করা এবং লিপিবদ্ধ করা হয়
B. গ্রহণ করার পূর্বে দাম হিসাব অর্জিত এবং লিপিবদ্ধ হয়
C. অর্জিত হিসেবে দেখান হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ হয়েছে যদিও এখনও গ্রহণ করা হয় নি
D. অর্জিত হিসাবে দেখানো হয় যা ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(C) Explanation/ আয় অর্জিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু এখনও নগদে গ্রহণ করা হয়নি এমন আয়কে বকেয়া আয় বলে। যেমন: বকেয়া বিনিয়োগের সুদ, প্রাপ্য নোটের সুদ, বকেয়া ভাড়া, বকেয়া কমিশন ইত্যাদি।

18. নিচের কোন লেনদেন মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করবে না?
A. অগ্রিম আয়
B. লভ্যাংশ প্রদান
C. অগ্রিম আয়কর সমন্বয় দাখিলা
D. বকেয়া খরচ

(D) Explanation/ বকেয়া খরচ প্রদান এর জাবেদা দাখিলা:
বকেয়া খরচ- হিসাব ডেবিট
নগদান- হিসাব ক্রেডিট
সুতরাং বকেয়া খরচ (দায়) ডেবিট হওয়ার কারণে দায় হ্রাস পায় আর নগদান (সম্পত্তি) ক্রেডিট হওয়ার ফলে সম্পত্তি হ্রাস পায়।
অতএব, বকেয়া খরচ প্রদান করলে সম্পত্তি ও দায় হ্রাস পায়। ইহা মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করবে না।

19. নিম্নের কোন হিসাব সমীকরণের বর্ধিত প্রকাশ?
A. সম্পত্তি + দায় = মালিকের মূলধন + মালিকের উত্তোলন + আয় + ব্যয়
B. সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন + মালিকের উত্তোলন + আয় - ব্যয়
C. সম্পদ = দায় - মালিকের মূলধন - মালিকের উত্তোলন - আয় ব্যয়
D. সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন - মালিকের উত্তোলন + আয় - ব্যয়

(D) Explanation/ হিসাব সমীকরণটি হলো:
সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন
মালিক মূলধন উত্তোলন করলে ও ব্যয় সংঘটিত হলে মূলধন হ্রাস পায় আর আয় সংঘটিত হলে মূলধন বাড়ে। সুতরাং হিসাব সমীকরণের বর্ধিতরূপ হবে: আয় অর্জিত ও অতিরিক্ত মূলধন আনলে মূলধন বৃদ্ধি পায়।
$A = L + C - D + R - E$
সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন – উত্তোলন + আয় - ব্যয়

20. একটি ব্যবসায়িক লেনদেন সবসময় প্রভাবিত করে-
A. নগদান হিসাবকে
B. হিসাব সমীকরণকে
C. লাভ-ক্ষতি হিসাবকে
D. মূলধন হিসাবকে

(B) Explanation/ হিসাব সমীকরণটি হলো: $A = L + (R + C - E - D)$ প্রতিটা লেনদেন হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করবে। নয়তো সেটাকে লেন দেন বলা হবে না।

CamScanner

21. **নিম্নের কোন ঘটনাটি লেনদেন নয়?**
A. হিসাবকারীর পরিশোধিত বেতন
B. সেবাদান হতে আয় যা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায় নি
C. মজুদ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি
D. দুর্ঘটনায় নষ্ট হওয়া পণ্য

(C) Explanation/ কোনো ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে ৩টি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে
১. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন।
২. অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্যতা এবং
৩. কমপক্ষে দুইটি পক্ষ জড়িত থাকা
কিন্তু মজুদ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে (১ম) শর্তটি ছাড়া অন্য কোনো শর্তই পূর্ণ হয় না। তাই এটি লেনদেন নয়।

22. **২০১১ সালে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লি. এর সম্পত্তি ৫০,০০০ টাকা কমেছে এবং দায় ৯০,০০০ টাকা কমেছে। এর ফলে মালিকানা স্বত্ব টাকায়:**
A. ৪০,০০০ বেড়েছে | B. ১,৪০,০০০ বেড়েছে
C. ৪০,০০০ কমেছে | D. ১,৪০,০০০ কমেছে

(A) Explanation/ কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেলে মালিকানা স্বত্ব কমে যায়। অন্যদিকে দায় কমে গেল মালিকানা স্বত্ব বেড়ে যায়। ফলে সম্পত্তি ৫০,০০০টাকা কমে যাওয়া এবং দায় ৯০,০০০ টাকা কমে যাওয়ায় ২০১১সালে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লি: এর মালিকানা স্বত্ব (৯০,০০০-৫০,০০০) = ৪০,০০০টাকা বেড়ে গেছে।

23. **নিম্নের কোন লেনদেনের ফলে মোট সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়?**
A. নগদে সম্পত্তি ক্রয় | B. দেনাদার কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি
C. ধারে পণ্য বিক্রয় | D. ধারে সেবা প্রদান

(D) Explanation/ ধারে সেবা প্রদান করা হলে "প্রাপ্য হিসাব" নামক চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সেবা আয় নামক "আয়" বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধারে সেবা প্রদান করার ফলে "প্রাপ্য হিসাব" নামক মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এটি পরিমাণ বা নিট পরিবর্তন।

24. **২০১৭ আর্থিক বছরে কোম্পানির সম্পদ ৭০,০০০ টাকা কমেছে এবং দায় ১,০০,০০০ টাকা কমেছে। কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব কত?**
A. ৩০,০০০ টাকা কমবে | B. ১,৩০,০০০ টাকা কমবে
C. ৩০,০০০ টাকা বাড়বে | D. ১,৩০,০০০ টাকা বাড়বে

(C) Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক সমীকরণ A = L + OE তে সম্পদ ৭০,০০০ টাকা ও দায় ১,০০,০০০ টাকা কমলে মালিকানা স্বত্ব ৩০,০০০ টাকা বাড়বে। যেমন:
৫,০০,০০০ = ৩,০০,০০০ + ২,০০,০০০ (৭০,০০০)
= ৩০,০০০+(১,০০,০০০) ৪,৩০,০০০
= ৩,৩০,০০০ + ১,০০,০০০

25. **নিম্নলিখিত কোন কারণে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে?**
A. খরচ ও দায় বৃদ্ধি পেলে | B. খরচ ও উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে
C. আয় ও মূলধন কমে গেলে | D. আয় ও মূলধন বৃদ্ধি পেলে

(D) Explanation/ Owner's equity (মালিকানা স্বত্ব) এর বর্ধিত রূপ হলো: মূলধন + আয় – ব্যয় – উত্তোলন। অর্থাৎ আয় ও মূলধন বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার ব্যয় ও উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়।

26. **বকেয়া প্রাপ্য ভাড়া আদায় হলে হিসাব সমীকরণে-**
A. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস | B. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও সম্পত্তি হ্রাস
C. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি | D. দায় হ্রাস ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি

(B) Explanation/ বকেয়া প্রাপ্য ভাড়া আদায় হলে নগদ নামক সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় এবং প্রাপ্য ভাড়া নামক সম্পত্তি হ্রাস পায়।

27. **হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী 'উত্তোলন'-**
A. সম্পত্তি হিসাব | B. বিপরীত মালিকানা স্বত্ব হিসাব
C. ব্যয় হিসাব | D. আয় হিসাব

(B) Explanation/ হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী উত্তোলন একটি বিপরীত মালিকানাস্বত্ব হিসাব।
মালিকানা স্বত্ব হিসাবের হ্রাস প্রদর্শন করার জন্য মালিকানা স্বত্ব হিসাবটির বিপরীত অন্য একটি হিসাব প্রস্তুত করা হলে তাকে বিপরীত বা প্রতি মালিকানা স্বত্ব হিসাব বলে। যেমন: উত্তোলন, লভ্যাংশ।

28. **সঠিক নয়-**
A. সম্পত্তি - মূলধন = দায় | B. দায় + মূলধন = সম্পত্তি
C. সম্পত্তি - দায় = মূলধন | D. দায় + সম্পত্তি = মূলধন

(D) Explanation/ সম্পদ = দায় + মূলধন

29. **হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী 'ক্রয়ফেরত'-**
A. সম্পত্তি হিসাব | B. বিপরীত ব্যয় হিসাব
C. দায় হিসাব | D. আয় হিসাব

(B) Explanation/ ক্রয় করলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ক্রয় ফেরত বিপরীত ব্যয় প্রকাশ করে।

30. **ইক্যুইটি (Equities) বলতে-**
A. সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার
B. সম্পত্তির উপর তৃতীয় পক্ষের অধিকার
C. সম্পত্তির উপর সকল পক্ষের অধিকার
D. মূলধন ও সঞ্চিতি

(A) Explanation/ ইক্যুইটি বলতে সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকারকে বুঝায়।

31. **হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী 'বিক্রয় ফেরত'-**
A. সম্পত্তি হিসাব | B. বিপরীত ব্যয় হিসাব
C. বিপরীত আয় হিসাব | D. ব্যয় হিসাব

(C) Explanation/ বিক্রয় ফেরত হলো একটি বিপরীত আয় হিসাব সমীকরণ অনুযায়ীবিক্রয় ফেরত বিপরীত আয় হিসাব। কারণ ইহা বিক্রয় আয়কে হ্রাস করে।

32. **কোন সমীকরণটি সঠিক নয়-**
A. সম্পত্তি = স্বত্বাধিকার
B. সম্পত্তি = মালিকের অধিকার + পাওনাদার স্বত্বাধিকার
C. দায় = সম্পত্তি - মালিকের স্বত্বাধিকার
D. মালিকের স্বত্বাধিকার = সম্পত্তি + পাওনাদার স্বত্বাধিকার

(D) Explanation/ মূল হিসাব সমীকরণ, সম্পত্তি = দায় + মালিকানা স্বত্ব।
সুতরাং, মালিকের স্বত্বাধিকার = সম্পত্তি + পাওনাদার স্বত্বাধিকার

33. **হিসাব সমীকরণ যে ধারণা থেকে উদ্ভব হয়-**
A. ব্যবসায় সত্তা | B. মালিকানা সত্তা
C. চলমান প্রতিষ্ঠান | D. বকেয়া ধারণা

(A) Explanation/ • ব্যবসায় সত্তা ধারণা থেকে হিসাব সমীকরণ ধারণা উদ্ভব হয়।
- এ ধারণা অনুসারে ব্যবসায়ের কার্যাবলি হতে মালিক এবং মালিকের কার্যাবলিকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হয়।
- ব্যবসায় সত্তা ধারণাকে হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা হিসাবে গণ্য করা হয়।

34. **বছরের শুরুতে মালিকানা স্বত্ব ও মোট সম্পত্তি ছিল যথাক্রমে ৪৪,৬০০ টাকা ও ৬০,৪০০ টাকা। বছর শেষে সম্পত্তি ৩০% বৃদ্ধি এবং দায় ২০% বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্ব হবে-**
A. ৪৯,০৬০ টাকা | B. ৫৯,৫৬০ টাকা
C. ৭৮,৫২০ টাকা | D. ৫৯,৬৫০ টাকা

(B) Explanation/ বছরের শুরুতে মোট সম্পত্তি = ৬০৪০০
মালিকানা স্বত্ব = ৪৪৬০০
দায় = (৬০,৪০০-৪৪,৬০০) = ১৫,৮০০
৩০% সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে = (৬০,৪০০ + ৬০,৪০০ × .৩০)
= ৬০,৪০০+১৮,১২০) = ৭৮,৫২০
২০% বেড়ে বছর বেড়ে দায় = (১৫,৮০০+১৫,৮০০×.২০)
= (১৫,৮০০+৩,১৬০) = ১৮,৯৬০
∴ বছর শেষে মালিকানা স্বত্ব = (৪৪,৬০০+১৮,১২০)-৩,১৬০
= ৫৯,৫৬০।

CS CamScanner

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য বন্ড বিক্রয় করা হলে-
A. সম্পদ ও মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়   B. আয় ও দায় বৃদ্ধি
C. দায় ও সম্পদ বৃদ্ধি   D. আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি

Explanation/ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য বন্ড বিক্রয় করা হলে নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে অপর দিকে দায় ও বৃদ্ধি পাবে।

যে হিসাবের সমাপনী জের পরের বছরের প্রারম্ভিক জের হিসাবে স্থানান্তর হয় না-
A. উত্তোলন   B. পুঞ্জীভূত অবচয়
C. বকেয়া খরচ   D. মজুদ পণ্য

Explanation/ উত্তোলনকে মালিকানা স্বত্ব বিবরণীতে মূলধন হতে বছরের শেষে বিয়োগ করা হয়। এই কারণে পরের বছরে উত্তোলনের প্রারম্ভিক জের হিসেবে দেখানো হয়।

যে লেনদেন দ্বারা মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন হয় না-
A. মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ   B. বকেয়া খরচ পরিশোধ
C. মালিক কর্তৃক উত্তোলন   D. ব্যবসায়ে ক্ষতি

Explanation/ বকেয়া খরচ পরিশোধের ফলে দায় হ্রাস পায় ও নগদ (সম্পদ) হ্রাস পায়। সুতরাং এই লেনদেনের ফলে মালিকানা স্বত্বের কোনো রূপ পরিবর্তন হয়নি।

সম্পত্তি, দায়, এবং মূলধনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়-
A. দৈত সত্তার মাধ্যমে   B. হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে
C. লাভ ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে   D. উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে

Explanation/ সম্পত্তি, দায়, এবং মূলধনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে।

বছরের শুরুতে মালিকানা স্বত্ব ও মোট সম্পত্তি ছিল যথাক্রমে ৩৩,৪০০ টাকা ও ৮০,৫০০ টাকা। ঐবছরে সম্পত্তি ৫০% বেড়ে গেল এবং দায় ৬০% কমে গেল। বছরের শেষে মালিকানা স্বত্ব কত?
A. ৮৫,৩৯০ টাকা   B. ৯২,৪৯০ টাকা
C. ১,০১,৯১০টাকা   D. ৩,৮৩,৬৬০ টাকা.

Explanation/ দায় = ৮০,৫০০ − ৩৩,৪০০ = ৪৭,১০০টাকা
দায় কমেছে = (৪৭,১০০×৬০%) = ২৮,২৬০
সম্পত্তি বাড়ছে = (৮০,৫০০×৫০%) = ৪০,২৫০টাকা
দায় কমলে মালিকানাস্বত্ব বাড়ে।
সমাপনী মালিকানাস্বত্ব = ৩৩,৪০০ + ২৮,২৬০ + ৪০,২৫০
= ১,০১,৯১০ টাকা।

একটি লেনদেন মোট সম্পত্তি ও মোট দায় উভয়ই ১০,০০০ টাকা হ্রাস করে। এই লেনদেনটি হতে পারে-
A. ১০,০০০ টাকার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ
B. বাকিতে পণ্য ক্রয়
C. পাওনাদারের নিকট হতে ১০,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল
D. নগদে ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটি প্রিন্টার ক্রয়

Explanation/ বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে সম্পত্তি বাড়ে ও পাওনাদারের নিকট দায় বাড়ে, দেনাদার থেকে টাকা পাওয়া গেলে নগদ সম্পত্তি বাড়ে এবং দেনাদার নামক সম্পত্তি কমে, নগদে প্রিন্টার ক্রয় করা হলে প্রিন্টার নামে স্থায়ী সম্পত্তি বাড়ে এবং নগদ টাকা কমে। কিন্তু নগদে ঋণ পরিশোধ করা হলে নগদ সম্পত্তি কমে এবং পাওনাদার নিকট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায় কমে।

41. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে কোকো কোম্পানির ১৫,০০,০০০ টাকার সম্পদ ও ১১,০০,০০০ টাকার মালিকের স্বত্ব ছিল। ঐ তারিখে কোকো কোম্পানির দায় কত টাকা ছিল?
A. ৪,০০,০০০ টাকা   B. ২,০০,০০০,টাকা
C. ২,৫০,০০০ টাকা   D. ৭,০০,০০০ টাকা

Explanation/ দায় = (সম্পদ − মালিকানাস্বত্ব)
= (১৫,০০,০০০ − ১১,০০,০০০) = ৪,০০,০০০

42. **"সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি"- মৌলিক হিসাব সমীকরণে লেনদেনটির প্রভাব—**
A. সম্পদ বৃদ্ধি ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
B. দায় বৃদ্ধি ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
C. সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস
D. সম্পদ বৃদ্ধি ও মালিকানা স্বত্ব হ্রাস

(A) Explanation/ সেবা প্রদান করা হয়েছে তবে টাকা পাওয়া না গেলে দেনাদার/প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পায় ও আয় বৃদ্ধির ফলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

43. **আর্থিক বছরের শুরুতে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৫,৫০০ টাকা এবং মালিকের মূলধন ছিল ৪,২৫০ টাকা। উক্ত বছরে সম্পত্তি বেড়েছে ১,২৫০ টাকা এবং দায় বেড়েছে ১,০৫০ টাকা। বছর শেষে মালিকের মূলধনের পরিমান — টাকা হবে।**
A. ৩,০০০   B. ৫,৫০০০
C. ৪,৪৫০   D. ৬,৭৫০

(C) Explanation/ উক্ত বছরে সম্পত্তির পরিমাণ A = L + OE
বা, ১২৫০ = + ১০৫০ + E
বা, OE = ১২৫০ − ১০৫০ বা, OE = 200
সমাপনী মূলধন = ৪২৫০ + ২০০ = ৪৪৫০

44. **নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে পণ্য উত্তোলন—**
A. ক্রয় হিসাব ডে.
উত্তোলন হিসাব ক্রে.
B. উত্তোলন হিসাব ডে. ডে.
ক্রয় হিসাব ক্রে.
C. বিক্রয় হিসাব ডে.
মজুদ হিসাব ক্রে.
D. উত্তোলন হিসাব ডে. ডে.
মজুদ হিসাব ক্রে.

(B) Explanation/ পণ্য উত্তোলন করলে-
উত্তোলন হিসাব ডেবিট
ক্রয় হিসাব ক্রেডিট।

45. **কোন হিসাব সমূহের ডেবিট ব্যালেন্স হয়?**
A. সম্পদ, খরচ ও আয়   B. সম্পদ, খরচ ও মূলধন
C. সম্পদ, দায় ও উত্তোলন   D. সম্পদ, উত্তোলন ও খরচ

(D) Explanation/ সম্পদ, মালিকের উত্তোলন ও খরচ সাধারণত ডেবিট ব্যালেন্স হয়। দায়, মালিকের মূলধন ও আয় সাধারণত ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়।

46. **সমাপনী মূলধন হতে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়কালে উত্তোলনের সুদ-**
A. যোগ হয়   B. বিয়োগ হয়
C. বিবেচিত হয় না   D. প্রযোজ্য নয়   (A)

47. **ধারে পণ্য ক্রয় ১৫,০০০ টাকা; কিন্তু ক্রয় বহিতে লিখা হয়েছে ১০,০০০ টাকা। এর কী প্রভাব হবে?**
A. দায় বৃদ্ধি পাবে   B. সম্পদ বৃদ্ধি পাবে
C. দায় ও আয় বৃদ্ধি পাবে   D. দায় ও খরচ কম হবে

(D) Explanation/ ধারে পণ্য ক্রয়ের জাবেদা

জাবেদা	প্রভাব
ক্রয় হিসাব ডে. পাওনাদার হিসাব ক্রে.	খরচ বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি

যে বইতে ধারে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে ক্রয়বহি বলে। যদি ক্রয় বহিতে কম লেখা হয় তবে দায় ও খরচ কম দেখানো হবে।

48. **দেনাদারের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকা আদায় করা হলো। এই লেনদেন হিসাব সমীকরণে যে পরিবর্তন হবে-**
A. সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদ হ্রাস   B. সম্পদ বৃদ্ধি ও মূলধন বৃদ্ধি
C. সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস   D. মূলধন বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস

(A) Explanation/

সংশ্লিষ্ট হিসাব	হিসাব সমীকরণ প্রভাব
নগদান হিসাব	সম্পদ (A) বৃদ্ধি
দেনাদার হিসাব	সম্পদ (B) হ্রাস

CamScanner

49. মালিকের দ্বারা নগদ টাকা উত্তোলন ব্যবসায়ের -

A. আয় বাড়ায় B. মালিকের স্বত্ব কমায়

C. সম্পদ কমায় D. b ও c উভয়ই

(B) Explanation/

সংশ্লিষ্ট হিসাব	হিসাব সমীকরণে প্রভাব
উত্তোলন হিসাব	মালিকানা স্বত্ব হ্রাস
নগদান হিসাব	সম্পদ হ্রাস

50. হিসাব সমীকরণ সবসময় প্রভাবিত হয়-

A. আয় ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে B. দাখিলার মাধ্যমে

C. লেনদেনের মাধ্যমে D. রেওয়ামিলের মাধ্যমে

(C) Explanation/ হিসাব সমীকরণ সব সময় লেনদেনের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

51. ধারে সেবা প্রদান করলে তার প্রভাবে-

A. নগদ ও মালিকের মূলধন উভয় কমে

B. নগদ ও মালিকের মূলধন উভয় বাড়ে

C. প্রাপ্য বিল ও মালিকের মূলধন উভয় বাড়ে

D. প্রদেয় বিল ও মূলধন বাড়ে

(C) Explanation/ ধারে সেবা প্রদান করলে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পায় এবং সেবা আয় বৃদ্ধি পায় যা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি করে।

52. কোন সমীকরণটি ভুল?

A. অন্তর্দায় + বহির্দায় = মোট সম্পত্তি

B. মোট সম্পত্তি - বহির্দায় = অন্তর্দায়

C. মূলধন + দায়সমূহ = সম্পত্তি

D. মোট সম্পত্তি = মূলধন - দায়

(D) Explanation/ সঠিক সমীকরণটি হলো:

মোট সম্পদ = অন্তর্দায় (মূলধন) + বহির্দায় (দায়সমূহ)

সুতরাং, মোট সম্পদ = মূলধন - দায় সমীকরণটি ভুল।

53. উদ্বৃত্তপত্রের যোগফলকে প্রভাবিত করবে না-

A. ২০০০ টাকার প্রদেয় বিল পরিশোধ

B. মালিক কর্তৃক ৫০০০ টাকা উত্তোলন

C. নগদে সম্পত্তি ক্রয় ৪০০০ টাকা

D. ধারে ৫০০ টাকার পণ্য ক্রয়

(C) Explanation/ নগদে সম্পত্তি ক্রয় করার ফলে নগদ টাকা হ্রাস পায় ৪০০০ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি ৪০০০ টাকা বৃদ্ধি পায়।
ফলে উদ্বৃত্তপত্রে যোগফলের কোন প্রভাব ঘটে না।

54. বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলে ক্রেতার হিসাব বইতে সম্ভাব্য পরিবর্তন হবে-

A. সম্পদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধি B. দায় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস

C. দায় বৃদ্ধি এবং আয় হ্রাস D. সম্পদ বৃদ্ধি এবং দায় বৃদ্ধি

55. নিচের কোনটি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য?

A. অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য B. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত

C. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে D. A, B এবং C সবগুলো

(D) Explanation/ লেনদেনের বৈশিষ্ট্য:

১. দুটি পক্ষ বা দ্বৈত সত্তা ২. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন

৩. অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য ৪. স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক

৫. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ঘটনা ৬. প্রামাণ্য দলিল

এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকলে কোন ঘটনাকে লেনদেন বলা যায় না।

56. হিসাব বছরের শুরুতে একটি কোম্পানির সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব ছিল যথাক্রমে ১৪,৭৫,০০০ টাকা ও ৮,২৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাব বছরে কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধি পায় ২,০০,০০০ টাকা ও দায় হ্রাস পায় ১,৫০,০০০ টাকা। মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোনো লেনদেন না হয়ে থাকলে উক্ত বছরের নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতির পরিমাণ কত?

A. নিট মুনাফা ১,৫০,০০০ টাকা B. নিট ক্ষতি ১,৫০,০০০ টাকা

C. নিট মুনাফা ৩,৫০,০০০ টাকা D. নিট ক্ষতি ৩,৫০,০০০ টাকা

(C) Explanation/ আমরা জানি,

সম্পদ		= দায়	+	মালিকানা স্বত্ব
বছরের শুরুতে	১৪,৭৫,০০০	= ৬,৫০,০০০		৮,২৫,০০০
পরিবর্তন হয়েছে	(+) ২,০০,০০০	= − ১,৫০,০০০		১৬,৭৫,০০০
		= ৫,০০,০০০		

অর্থাৎ, মালিকানা স্বত্ব = (১৬,৭৫,০০০ − ৫,০০,০০০)
= ১১,৭৫,০০০ টাকা

তাহলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে
= (১১,৭৫,০০০ − ৮,২৫,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা
অর্থাৎ নিট মুনাফা হয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা যার ফলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

57. নিচের কোনটি লেনদেন নয়?

A. বেতন ২০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে

B. অগ্রিম বিমা প্রদান ৬০০০ টাকা C. ব্যক্তিগত উত্তোলন ১০০০ টাকা

D. মজুদ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি E. সেবাদান থেকে আয় ৬০০ টাকা

(D) Explanation/ মজুদ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ঘটনাটি লেনদেন নয়। কারণ উক্ত ঘটনার দ্বারা আর্থিক অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়না।

58. নিচের কোনটি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য নয়?

A. একটি লেনদেন যুগপৎভাবে সম্পত্তি ও দায় বৃদ্ধি করতে পারে

B. একটি লেনদেন যুগপৎভাবে সম্পত্তি ও দায় হ্রাস করতে পারে

C. একটি লেনদেন একটি সম্পত্তি বৃদ্ধি ও একটি দায় হ্রাস করতে পারে

D. একটি লেনদেন একটি দায় বৃদ্ধি করে অন্য একটি দায় হ্রাস করতে পারে

(C) Explanation/ লেনদেন সাধারণত নিম্নোক্ত পরিবর্তন হয়:

i) মোট সম্পদ বাড়লে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায় বাড়বে।

ii) মোট সম্পদ কমলে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায় কমবে।

iii) একটি সম্পদ কমলে অপর মোট দায় কমবে।

iv) মালিকানা স্বত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

59. একটি ঘটনা লেনদেন হবে যখন -

A. মোট সম্পদ বাড়লে এবং মোট দায় অথবা মালিকানাস্বত্ব কমলে

B. মোট সম্পদ কমলে এবং মোট দায় অথবা মালিকানাস্বত্ব বাড়লে

C. একটি সম্পদ বাড়লে এবং অপর একটি সম্পদ বাড়লে

D. একটি সম্পদ বাড়লে এবং অপর একটি সম্পদ কমবে

(D) Explanation/ লেনদেন সাধারণত নিম্নোক্ত পরিবর্তন হয়:

i) মোট সম্পদ বাড়লে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায় কমবে।

ii) মোট সম্পদ কমলে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায় বাড়বে।

iii) একটি সম্পদ কমলে অপর মোট দায় কমবে।

iv) মালিকানা স্বত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

60. নিচের কোনটি লেনদেন?

A. ধন্যবাদ প্রদান B. মালের অর্ডার প্রদান

C. চিঠি প্রদান D. কোনটিই নয়

(D) Explanation/ লেনদেনের আবশ্যিক ৩টি বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে

২. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে

৩. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত থাকতে হবে

61. মালিকানাস্বত্ব নির্ধারণ করা হয়-

A. প্রারম্ভিক মূলধন + পরিচালনা মুনাফা - উত্তোলন

B. প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন + পরিচালনা মুনাফা - উত্তোলন

C. প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন + নিট মুনাফা + উত্তোলন

D. প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন + নিট মুনাফা - উত্তোলন

(D) Explanation/ একমালিকানা কারবারের হিসাব সমীকরণ: A = L + OE
বর্ধিত রূপ: একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকানা সত্ত্ব = মূলধন+ অতিরিক্ত মূলধন + মূলধনের সুদ + নিট মুনাফা - উত্তোলন - উত্তোলনের সুদ

CamScanner

62. পাওনাদারকে বিল ইস্যু করা হলো ; লেনদেনটির ফলাফল হলো-
A. যুগপৎ ভাবে সম্পত্তি ও দায় হ্রাস পাবে
B. যুগপৎ ভাবে সম্পত্তি ও দায় বৃদ্ধি পাবে
C. একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে আর একটি সম্পদ হ্রাস পাবে
D. একটি দায় বৃদ্ধি পেয়ে আর একটি দায় হ্রাস পাবে

(D) Explanation/ জাবেদা -
প্রদেয় হিসাব - ডেবিট
প্রদেয় বিল হিসাব - ক্রেডিট
পাওনাদারকে বিল ইস্যু করার ফলে দায় বৃদ্ধি, দায় হ্রাসকে বুঝায়।

63. নিচের কোনটি শুদ্ধ নয়?
A. Asset = liabilities+Owner's Equity.
B. Cost of goods sold = opening stock of finished goods + cost of goods manufactured – closing stock of finished goods.
C. Cost of goods sold = opening inventory + purchase – closing inventory.
D. Sales in units = Opening stock in Units – Finished units + closing Stocks in Units.

(D) Explanation/
- বিক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + তৈরি পণ্য - সমাপনী মজুদ পণ্য।

আরও কতিপয় কিছু সূত্র:
- বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + উৎপাদিত পণ্য।
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ পণ্য

64. নিচের কোন লেনদেনটি সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্বের হ্রাস ঘটায়?
A. বাকীতে আসবাবপত্র ক্রয়
B. নগদে আসবাবপত্র ক্রয়
C. নগদে বেতন প্রদান
D. আসবাবপত্র বিক্রয়

(C) Explanation/ নগদে বেতন প্রদানের ফলে নগদ নামক সম্পদ A হ্রাস পায়। বেতন নামক ব্যয় বৃদ্ধি অর্থাৎ OE হ্রাস পায়। সম্পত্তি ও মালিকানাস্বত্ব একই সাথে হ্রাস পাবে যখন স্থায়ী ও স্থাবর সম্পত্তির অবচয় ধার্য; অস্পর্শনীয় সম্পত্তির অবলোপন ধার্য এবং যেকোনো ধরনের নগদে খরচ প্রদান। নগদে বেতন প্রদানের প্রভাব নিম্নরূপঃ
বেতন হিঃ- ডেঃ (মালিকানা স্বত্ব হ্রাস)
নগদান হিঃ - ক্রেঃ (সম্পদ হ্রাস)

65. নিচের কোনটি ব্যবসায়িক লেনদেন নয়?
A. মালের জন্য ফরমায়েশ প্রদান
B. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যক্তিগত হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন।
C. ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দান।
D. সবকটি

(D) Explanation/ ব্যবসায়িক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য:
লেনদেনের আবশ্যিক ৩টি বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে
২. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
৩. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত।

66. নিচের কোন উক্তিটি সত্য?
A. মূলধন বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয়
B. মজুরি একটি নামিক হিসাব।
C. নামিক হিসাবে ব্যয় ক্রেডিটে হয়।
D. সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয়।

(B) Explanation/ নামিক হিসাব: কারবারের আয়-ব্যয়,লাভ-ক্ষতি প্রভৃতির জন্য যে হিসাব রাখা হয় তাকে নামিক হিসাব বলে। যেমন: কমিশন, মনিহারি, বিনিয়োগের সুদ, মজুরি/বেতন ইত্যাদি।

67. নিম্নের কোনটি লেনদেন?
A. কাঁচামালের বাজারদর যাচাই
B. মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ
C. কোম্পানির হিসাবরক্ষকের অকাল মৃত্যু
D. কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ১,০০০ টাকা

(D) Explanation/ লেনদেনের আবশ্যিক ৩টি বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে
২. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
৩. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত থাকতে হবে
এখানে শুধুমাত্র কর্মচারীর ১,০০০ টাকা ঘটনাটির ফলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তাই এটিই লেনদেন।

68. বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকা। A, B ও C এর মধ্যে লাভ বণ্টনের অনুপাত হচ্ছে ৪:৩:৩। তাদের চলতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা। প্রত্যেক অংশীদারের উত্তোলনের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা হলে, এর হিসাব সমাপনী জের কত?
A. ১৭,৫০০
B. ২০,০০০
C. ১৪,৫০০
D. ২২,৫০০

(C) Explanation/ এর সমাপনী জের হবে=
চলতি হিসাবের প্রারম্ভিক জের + মুনাফার অংশ - উত্তোলন

$= ১২,০০০ + (৭৫,০০০ \times \frac{3}{10}) - ২০,০০০$

$= ১২,০০০+২২,৫০০-২০,০০০ = ১৪,৫০০$ টাকা

69. নিম্নের কোনটি লেনদেন নয়?
A. রহিমের নিকট হতে ২,০০০ টাকার ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো
B. মালিকের ছেলেকে ৫০০ টাকার উপহার দেয়া হলো
C. সেলিমকে মাসে ২,০০০ টাকা বেতন নিয়োগ দেয়া হলো
D. অগ্রিম বিমা প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা

(C) Explanation/ লেনদেনের আবশ্যিক ৩টি বৈশিষ্ট্যসমূহ:
i. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে ii. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
iii. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত থাকতে হবে
সুতরাং সেলিমকে মাসে ২,০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ দেওয়া হলো কোনো লেনদেন নয় কারণ অর্থের অঙ্কে পরিমাপ যোগ্য হলেও আর্থিক অবস্থান পরিবর্তন হয়নি।

70. ব্যাংকে জমাকৃত ১০,০০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যান হয়ে ফেরত আসে। হিসাব সমীকরণের প্রভাব কি?
A. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস পাবে
B. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস পাবে
C. সম্পত্তি ও দায় বাড়বে
D. সম্পত্তির হ্রাস পাবে

(A) Explanation/ ব্যাংকের জমা দানের ফলে নগদ সম্পত্তির কমে ব্যাংক সম্পত্তি বেড়ে গিয়েছিল পরবর্তীতে চেক প্রত্যাখান হওয়ায় নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

71. নিচের কোন সমীকরণটি ভুল?
A. সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব ;
B. সম্পদ - দায় = মালিকানা স্বত্ব;
C. সম্পদ - মালিকানা স্বত্ব = দায়;
D. সম্পদ + দায় = মালিকানা স্বত্ব (D)

72. নিচের কোনটি লেনদেন নয়?
A. প্রতিষ্ঠানের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়
B. প্রাপ্য হিসাব আদায়
C. বেতন পরিশোধ
D. হিসাব সহকারী পদের জন্য তিনজন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া

(D) Explanation/ লেনদেন সাধারণত নিম্নোক্ত পরিবর্তন হয়:
i) মোট সম্পদ বাড়লে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায় কমবে।
ii) মোট সম্পদ কমলে মোট মালিকানা স্বত্ব বা দায়কমবে।
iii) একটি সম্পদ বাড়লে অপর মোট দায় কমবে।
iv) মালিকানা স্বত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

73. মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সমাপ্তি জের দ্বারা কি বুঝায়?
A. সম্পত্তির উপর পাওনাদারের দাবি
B. সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠানের দাবি
C. সম্পত্তির উপর মালিকের দাবি
D. সম্পত্তির উপর দেনাদারের দাবি

(C) Explanation/ মালিকানা স্বত্ব বিবরণীর সমাপ্তি জের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা, কিংবা সম্পত্তির উপর মালিকের দাবি বুঝায়।

74. নিচের কোন লেনদেন মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করে না?
A. লভ্যাংশ প্রদান
B. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়
C. অগ্রিম আয়
D. বকেয়া বেতন

(A) Explanation/ মূলধন (মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ), আয়, ব্যয়, খরচ, মালিকানাস্বত্বকে প্রভাবিত করে।

CamScanner

75. ১০,০০০ টাকা সেবা প্রদান করে ৭,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেলে এবং অবশিষ্ট অংশ বকেয়া রইল। নিচের কোন পরিবর্তনটি সংঘটিত হবে?
A. দায় বৃদ্ধি ও সম্পত্তি হ্রাস B. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস
C. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস D. সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
Ⓓ Explanation: অবশিষ্ট অংশ = ১০,০০০ - ৭,০০০ = ৩,০০০ যার ফলে আয় বকেয়া থাকে এবং সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

76. নিচের কোনটি "Unearned revenue" এর উদাহরণ?
A. সেবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু বিলের টাকা পাওয়া যায় নি
B. অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি
C. বকেয়া বেতন
D. অপরিশোধিত সনদ
Ⓑ Explanation: আয় রাজস্ব বাবদ অগ্রিম গ্রহণ করা হলে তাকে বলা হয় অনুপার্জিত আয়। যেমন অগ্রিম সকল প্রকার আয়সমূহ।

77. দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলতে বুঝায়-
A. লেনদেন শনাক্তকরণ পদ্ধতি B. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি
C. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি D. জাবেদা ও খতিয়ান ব্যবহার
Ⓑ Explanation: আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন সমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ পূর্বক হিসাব বিজ্ঞানের বই সমূহে প্রতিটি লেনদেনের দুইটি পক্ষ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়।

78. নিচের কোনটি সত্য?
A. ডেবিট সম্পদ ও দায় দুটিই বৃদ্ধি করে
B. ডেবিট সম্পদ ও দায় দুটিই হ্রাস করে
C. ডেবিট সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস করে
D. ডেবিট সম্পদ হ্রাস ও দায় বৃদ্ধি করে
Ⓒ Explanation:
i) সম্পদ বৃদ্ধি পেলে সম্পদ হ্রাস পাবে অথবা দায় বৃদ্ধি পাবে অথবা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি।
ii) সম্পদ হ্রাস পেলে সম্পদ বৃদ্ধি পারে অথবা দায় হ্রাস পাবে অথবা মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পাবে।
iii) মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পেলে দায় বৃদ্ধি পাবে অথবা সম্পদ হ্রাস পাবে।

79. Which one is the correct extended balance sheet equation?
A. Assets + Expenses = Liabilities + Income + Capital
B. Assets + Expenses = Liabilities + Income – Capital
C. Assets - Expenses = Liabilities - Income – Capital
D. Assets + Expenses = Liabilities - Income + Capital
Ⓐ Explanation: Extended Equation : $A = L + C + R - E$

80. নিচের কোনটি লেনদেন নয়?
A. রহিম ৫,০০,০০০ টাকানিয়ে কারবার শুরু করল
B. সে ১০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করল।
C. ২.০,০০০ টাকা পণ্য ফরমায়েশ গ্রহণ করলো
D. সে ম্যানেজারকে ১০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করলো।
Ⓒ Explanation: পণ্য সরবরাহের ফরমায়েশ গ্রহণ করলে তা লেনদেন হবে না কারণ এর ফলে আর্থিক অবস্থার এখনো কোনো পরিবর্তন হয় নি।কোন ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে ৩ টি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয়। ১. আর্থিক অবস্থার পতিবর্তন ২. অর্থের মাপ কাঠির পরিমাপ যোগ্যতা এবং ৩. কমপক্ষে ২ টি পক্ষ জড়িত থাকতে হবে।

81. কোনটি হিসাব সত্তা হিসেবে বিবেচিত হবে না?
A. আলম লিঃ B. একটি মজুদ পণ্য
C. আলম লিঃ এর উৎপাদন বিভাগ
D. আলম লিঃ এর উৎপাদন বিভাগের মোড়ক
Ⓑ Explanation: একটি মজুদ পণ্য কোন হিসাব বা ব্যবসায় সত্তা নয়। এটি ব্যবসায় পরিচালনার একটি উপাদান। মজুদ পণ্য একটি চলতি সম্পত্তি সেই সাথে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের ব্যবহার হয়।

82. কোনটি লেনদেনের প্রমাণপত্র নয়?
A. জার্নাল ভাউচার B. ডেবিট নোট
C. চালান D. লেটার অব ক্রেডিট
Ⓓ Explanation: লেনদেনের প্রমাণপত্রগুলো হলো: জার্নাল ভাউচার, চালান, ডেবিট মেমো, ক্রেডিট মেমো ইত্যাদি।
লেটার অব ক্রেডিট মেমো। প্রত্যয়নপত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায় যে, লেটার অব ক্রেডিট লেনদেনের প্রমাণপত্র নয়।

83. অগ্রিম আয় কোন ধরনের হিসাব?
A. সম্পদ হিসাব B. দায় হিসাব
C. আয় হিসাব D. ব্যয় হিসাব
Ⓑ Explanation: অগ্রিম আয় দায় হিসাব। কেননা অগ্রিম আয় বলতে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেবা প্রদান করা হয়নি। সুতরাং অগ্রিম আয় দায় নির্দেশ করে।

84. একটি ৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু করা হলেও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে কোন সমন্বয়টি করতে হবে?
A. ৫,০০০ টাকা ব্যাংক জেরের সাথে যোগ করতে হবে।
B. ৫,০০০ টাকা নগদান হিসাব জের হতে বিয়োগ করতে হবে
C. ৫,০০০ টাকা ব্যাংক জের হতে বিয়োগ করতে হবে
D. ৫,০০০ টাকা নগদান হিসাব জেরের সাথে যোগ করতে হবে
Ⓑ Explanation: ৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু করা হলেও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি যা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংক জের হতে বিয়োগ করতে হবে। কারণ চেক ইস্যু করার সময় নগদান বইতে ব্যাঙক জের বাদ দেয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংকের বইতে সমন্বয় করা হয়নি তাই এখন ব্যাংক জের হতে বিয়োগ করতে হবে।

85. কোনটি হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ?
A. সম্পদ = দায় – মূলধন – আয় + খরচ – উত্তোলন
B. সম্পদ = দায় + মূলধন + আয় – উত্তোলন – খরচ
C. সম্পদ = দায় – মূলধন – আয় + খরচ + উত্তোলন
D. সম্পদ = দায় – মূলধন + আয় – খরচ + উত্তোলন
Ⓑ Explanation: হিসাব সমীকরণ, সম্পদ (A) = দায় B. + মালিকানা স্বত্ব (OE) বর্ধিতরূপ, সম্পদ (অ) = দায় B. + আয় (E) + মূলধন (C) - ব্যয় (Ex) - উত্তোলন (D)

86. কোনটি আয় নয়?
A. পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ B. ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ
C. সেবা থেকে প্রাপ্ত অর্থ D. ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
Ⓑ Explanation: ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি দায়। এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ আয় নয়।

87. প্রদেয় নোট বাবদ ব্যাংক থেকে ৫,০০০.০০ টাকা ধার গ্রহণ করা হলে হিসাব সমীকরণের কী প্রভাব পড়বে?
A. সম্পদ বাড়বে ও দায় কমবে
B. সম্পদ বাড়বে ও দায় বাড়বে
C. সম্পদ কমবে ও দায় বাড়বে
D. সম্পদ কমবে ও দায় কমবে
Ⓑ Explanation: নগদ টাকা (সম্পদ) ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে এবং নগদ গ্রহণের ফলে দায় (প্রদেয় নোট) ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

88. কোনটি লেনদেন নয়?
A. অফিস ভাড়া প্রদান
B. বেতনভুক্ত একজন কর্মী নিয়োগ
C. গ্রাহককে নগদে আয়কর পরামর্শ প্রদান
D. অগ্রিম বীমার ১ মাস মেয়াদ উত্তীর্ণ
Ⓑ Explanation: যে ঘটনা আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই ঘটনাই হিসাববিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয়। লেনদেন নয় এমন ঘটনা হিসাব বিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ হয় না।
এখানে বেতনভুক্ত একজন কর্মী নিয়োগ এই বিষয়টি আর্থিক অবস্থার কোনো ধরনের পরিবর্তনকারী কোনো ঘটনা যা বিষয় নয়। সুতরাং এটি লেনদেন নয়।

CamScanner

য়া বেতন' পরিশোধ করা হলে হিসাব সমীকরণে এর প্রভাব কী?

ম্পত্তি ও দায় বাড়বে B. সম্পত্তি ও দায় কমবে

ম্পত্তি কমবে ও দায় বাড়বে D. সম্পত্তি ও মালিকানাস্বত্ব কমবে

xplanation// বেতন যখন বকেয়া থাকে তখন এটি দায় সৃষ্টি করে। বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে তখন দায় কমবে। এবং বকেয়া বেতন নগদ টাকা পরিশোধ করার ফলে নগদান বা সম্পত্তি হ্রাস পায়। সুতরাং বেতন পরিশোধ করলে সম্পত্তি ও দায় উভয়ই হ্রাস পাবে।

কোম্পানির ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো ০০ টাকা ও দায় ছিল ৫০,০০০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ০০ টাকার সম্পত্তি ও ৩৪,০০০ টাকা দায় ছিল। ABC কোম্পানি উক্ত মুনাফা অর্জন করে?

,০০০ টাকা B. ১৬,০০০ টাকা

০০০ টাকা D. ১,৪৬,০০০ টাকা

lanation// সারা বছরে যত টাকা মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে তত লো সংশ্লিষ্ট বছরের মুনাফা।

রে, সারা বছরে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি = সমাপনী মালিকানা স্বত্ব – মালিকানা স্বত্ব

,০০০ – ৩৪,০০০) – (১,০০,০০০ – ৫০,০০০)

০০ – ৫০,০০০

০০

লে XYZ Company-এর সম্পদ হ্রাস পেল ৫০, ০০০ টাকা, এবং পেলো ৯০, ০০০ টাকা। তাহলে কোম্পানির Owner's equity-তে র্তন আসবে?

০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে B. ৪০, ০০০ টাকা হ্রাস পাবে

, ০০০ টাকা হ্রাস পাবে D. ১, ৪০, ০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে

nation// সম্পদ হ্রাস পেলে মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পায় এবং দায় হ্রাস কানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

equity = (– ৫০,০০০ + ৯০,০০০)

০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

ম্পদ বৃদ্ধি পেলে মালিকানাস্বত্ব বাড়ে, দায় বৃদ্ধি পেলে মালিকানাস্বত্ব কমে।

PRIME TEST

ত আয় ব্যবসায়ের কি নির্দেশ করে?

Ⓑ সম্পদ Ⓒ দায় Ⓓ ব্যয়

বচয় কি ধরনের হিসাব?

সম্পদ হিসাব Ⓑ দায় হিসাব

াব Ⓓ সম্পদ হিসাব

টি কোম্পনির দায়?

ব্যয় Ⓑ শেয়ার অবহার Ⓒ শেয়ার অবিহার Ⓓ কোনটি নয়

ত্তি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য :

Ⓑ আয় Ⓒ অন্তর্দায় Ⓓ বহির্দায়

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য

Ⓑ অন্তদায় Ⓒ বহিদায় Ⓓ দায় নহে

ত বুঝায়?

শাধে মালিকের দায় Ⓑ সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার

Ⓓ মূলধন + সঞ্চিতি

কোন শ্রেণীর হিসাব?

সাব Ⓑ সম্পত্তি হিসাব

Ⓓ কোনটি নয়

নি ১,০০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য শেয়ার ইস্যু করল। এতে নের কি প্রভাব পড়বে

মালিকানাস্বত্ব হ্রাস Ⓑ সম্পদ ও দায় বৃদ্ধি

মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি Ⓓ দায় হ্রাস ও মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি Ⓓ

09. ABC কোম্পানি XYZ কম্পানি থেকে ৬০০ টাকার সরঞ্জাম নগদে ক্রয় করেছে। এতেABC কোম্পানির হিসাব সমীকরণে কী প্রভাব পড়বে?

Ⓐ সম্পদ ও দায় বৃদ্ধি Ⓑ সম্পদ ও দায় হ্রাস

C. মোট সম্পদের কোন পরিবর্তন হবে না Ⓓ দায়ে কোন পরিবর্তন হবে না

10. বাকিতে পন্য ক্রয় হলে ক্রেতার হিসাব বহিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন হবে?

Ⓐ সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় বৃদ্ধি

Ⓑ দায় বৃদ্ধি এবং পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি

Ⓒ দায় বৃদ্ধি ও মালিকানাস্বত্ব হ্রাস

Ⓓ সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি

11. নিচের কোন লেনদেন মালিকানাস্বত্বকে প্রভাবিত করবে না

Ⓐ অগ্রীম আয় Ⓑ অগ্রীম আয়কর সমন্বয় জাবেদা

Ⓒ খরচ প্রদান Ⓓ লভ্যাংশ প্রদান

12. নিম্নের কোনটি হিসাব সমীকরণের বর্ধিত প্রকাশ?

Ⓐ সম্পত্তি + দায় = মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়

Ⓑ সম্পদ = দায় - মূলধন - উত্তোলন - আয় - ব্যয়

Ⓒ সম্পদ = দায় + মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়

Ⓓ সম্পদ + দায় = মূলধন - উত্তোলন + আয় - ব্যয়

13. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ টৌনল্যান্ড কোম্পানির সম্পত্তি ৩৫০০ টাকা এবং সত্তাধিকার ২০০০ টাকা। টৌনল্যান্ড কোম্পানির ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ দায় কত টাকা হবে?

Ⓐ ১৫০০ Ⓑ ১০০০ Ⓒ ২৫০০ Ⓓ ৩০০০

14. ব্যবসায়ে যদি নগদ টাকা চুরি হয় তবে হিসাবে এটির প্রভাব কি হবে?

Ⓐ নগদ কমবে, খরচ বাড়বে Ⓑ নগদ বাড়বে, খরচ বাড়বে

Ⓒ নগদ বাড়বে, খরচ কমবে Ⓓ নগদ কমবে, খরচ কমবে

15. একটি লেনদেন মোট সম্পত্তি ও মোট দায় উভয়ই ১০০০০ টাকা হ্রাস করে। এই লেনদেনটি হতে পারে:

Ⓐ নগদে ১০০০০ টাকা মূল্যের প্রিন্টার ক্রয়

Ⓑ ১০০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি আগুনে নষ্ট হয়েছে

Ⓒ ১০০০০ টাকার ব্যাংক ঋণ পরিশোধ

Ⓓ দেনাদার থেকে ১০০০০ টাকা পাওয়া গেল

16. একটি ব্যবসায়ীক লেনদেন সবসময় প্রভাবিত করে?

Ⓐ হিসাব সমীকরণকে Ⓑ নগদান হিসাব কে

Ⓒ লাভ-ক্ষতি হিসাব কে Ⓓ রেওয়ামিলের উভয় দিকে

17. মৌলিক হিসাব সমীকরণ যেভাবে প্রকাশ করা হয় :

Ⓐ A+L=E Ⓑ L+E=A

Ⓒ A+E=L Ⓓ A=L+E

18. যদি নাভানা লিঃ এর সম্পত্তি এবং দায় যথাক্রমে ৫০০০০ টাকা এবং ৯০০০০ টাকা হ্রাস পায় তবে মালিকানাস্বত্ব এর উপর কি প্রভাব পরবে?

Ⓐ ৪০০০ টাকা হ্রাস Ⓑ ১৪০০০০ টাকা বৃদ্ধি

Ⓒ ৪০০০০ টাকা বৃদ্ধি Ⓓ ১৪০০০০ টাকা হ্রাস

19. এবিসি কোম্পানির বৎসরের শুরুতে মোট সম্পত্তি ও দায় ছিলো ৮০০০০০ টাকা এবং ৫০০০০০ টাকা। যদি সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পত্তি ১৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং দায় ৮০০০০ টাকা হ্রাস পায় তবে বৎসর শেষে মালিকানা স্বত্ব কত হবে?

Ⓐ ৬৩০০০০ Ⓑ ৪৩০০০০

Ⓒ ৫২০০০০ Ⓓ ৫৩০০০০

20. অগ্রীম ভাড়া কোন ধরণের হিসাব :

Ⓐ সম্পত্তি হিসাব Ⓑ দায় হিসাব

Ⓒ মালিকানা স্বত্ব হিসাব Ⓓ ব্যয় হিসাব

Answer Sheet

01.	C	02.	A	03.	D	04.	C	05.	B
06.	B	07	A	08.	D	09.	C	10.	C
11.	A	12.	C	13.	A	14.	A	15.	C
16.	A	17.	D	18.	C	19.	D	20.	A

CamScanner

অধ্যায় ০৭ দ্রুত দাখিলা পদ্ধতি, হিসাব চক্র, জাবেদা ও খতিয়ান

হিসাববিজ্ঞান

টপিক আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের পরিভাষা

English	বাংলা
Accounts receivable	প্রাপ্য হিসাব (দেনাদার)
Accounts payable	প্রদেয় হিসাব (পাওনাদার)
Supplies expense	সম্ভার ব্যয় (মনিহারি খারচ)
Prepaid Expense	অগ্রপ্রদত্ত খরচ
Expense payable	বকেয়া খরচ
Unearned revenue	অনুপার্জিত আয়
Beggining inventory	মজুদ পন্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য
Ending inventory	সমাপনী মজুদ পণ্য
Sales on account	ধারে বিক্রয়
Purcheses on account	ধারে ক্রয়
Depreciation	অবচয়
Accumulated Depreciation	পুঞ্জিভুত অবচয়
Financial statement	আর্থিক বিবরনী
Statement of Financial	আর্থিক অবস্থার বিবরনী

টপিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি

- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো আর্থিক ঘটনা বা লেনদেন সমুহের দ্বৈত প্রবাহ বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিটি লেনদেন দুইটি পক্ষে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি।
- এই পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞানের একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।
- এই পদ্ধতিকে হিসাববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় এক পক্ষ ডেবিট করা হয় এবং অন্য পক্ষকে ক্রেডিট করা হয়।
- তবে কোন লেনদেনের একাধিক ডেবিট পক্ষ কিংবা ক্রেডিট পক্ষ থাকতে পারে। তবে মোট ডেবিট থাকা এবং ক্রেডিট টাকা অবশ্যই সমান হতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্ত্বা লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রতিটি লেনদেনের কমপক্ষে একটি পক্ষ ডেবিট এবং একটি পক্ষ ক্রেডিট হয়।
- ডেবিট ও ক্রেডিটের টাকার পরিমাণ অবশ্যই সমান হবে।
- এই পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়।
- সকল লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব রাখা সম্ভব হয় বলে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা।
- সকল তথ্য সঠিক ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয় বলে এটি একটি নির্ভরযোগ্য হিসাব ব্যবস্থা।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম- সুম্মাডি এরিথটিকা, জিওমেট্রিয়া, প্রপোরশনে এট প্রপোরশন্যালিটি।
- বইটি ১৪৯৪ সালে ইতালিতে ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।
- বইটি মোট ৫টি অংশে বিভক্ত যার ৩য় অংশে আধুনিক হিসাবিজ্ঞানের দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- বইটির Bookkeeping এর উপর ৩৬ টি অধ্যায় আছে। এই অংশের নাম দেওয়া হয় "de computes et scripturis"।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি

টপিক ডেবিট ও ক্রেডিট

- ডেবিট শব্দ দ্বারা হিসাবের বাম দিক এবং ক্রেডিট শব্দ হিসাবের ডান দিক বুঝায়।
- যেমন, জানুয়ারী ০১ ,তারিখে ধারে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ১০০০০ টাকা। লেনদেনটি লিপিবদ্ধ করার সময় আসবাবপত্র হিসাবকে ডেবিট ১০০০০ টাকা এবং পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট ১০০০০ টাকা। অর্থাৎ,

  আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট = ১০০০০
  পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট = ১০০০০

টপিক হিসাবের স্বাভাবিক জের

- সম্পত্তি/সম্পদ হিসাব বৃদ্ধি পেলে ডেবিট, হ্রাস পেলে ক্রেডিট এবং সম্পত্তি/ সম্পদের হিসাবের স্বাভাবিক জের ডেবিট হয়।
- দায় হিসাব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট, হ্রাস পেলে ডেবিট হয়। দায় হিসাবের স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হয়।
- মালিকানা স্বত্ব হিসাব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট, হ্রাস পেলে ডেবিট হয়। মালিকানা স্বত্বের স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হয়।
- আয় হিসাব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট, হ্রাস পেলে ডেবিট। আয় হিসাবের স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হয়।
- ব্যয় হিসাব বৃদ্ধি পেলে ডেবিট, হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়। ব্যয় হিসাবের জের ডেবিট হয়।

■ **হিসাবের জের:**

ডেবিট জের → ডেবিট > ক্রেডিট
শূন্য জের → ডেবিট = ক্রেডিট
ক্রেডিট জের → ডেবিট < ক্রেডিট

টপিক হিসাব চক্র

- হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত কার্যবলির ঘূর্ণায়মান অবস্থাকে হিসাব চক্র বলে

■ **হিসাব চক্রের বিভিন্ন ধাপ:**

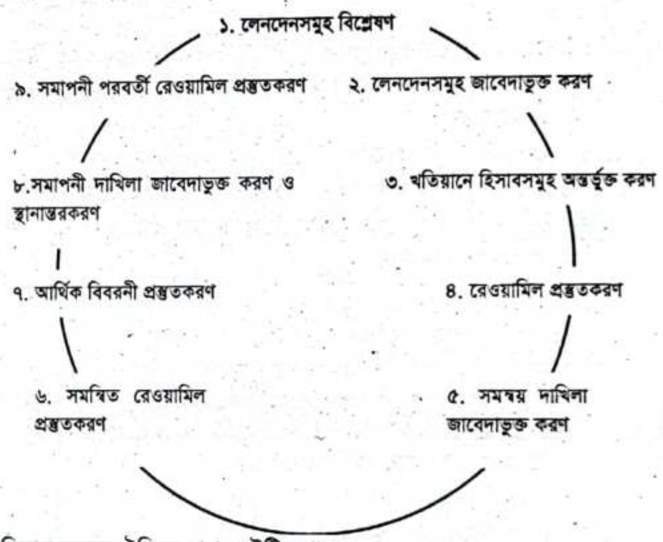

- হিসাব চক্রের ঐচ্ছিক ধাপ- দুইটি যথা
  i. কার্যপত্র বা খসড়া বিবরণী
  ii. বিপরীত দাখিল বা পাল্টা দাখিলা
- হিসাব চক্রের পরিত্যাজ্য ধাপ হলো- ১ টি
  i. ভূল সংশোধনী দাখিলা
- হিসাব চক্রের অর্ন্তগত -০৩ টি ধাপ (যথা-১.লেনদেন বিশ্লেষন, ২. লেনদেন জাবেদাভুক্তকরণ ও ৩. ঃখদিয়ানে হিসাব সমূহ স্থানান্তরকরণ) গুলো দৈনন্দিন সম্পন্ন করা হয়। আর এই০৩ টি ধাপকে হিসাবরক্ষণ বলা হয় । এবং ৪, ৫, ৬ ও ৭ ধাপগুলো হিসাবকালের ভিত্তিতে প্রতিমাসে, প্রতি তিন মাসে বা প্রতি বছরে সম্পন্ন করা হয় আর ৮ ও ৯ ধাপ হিসাবকাল শেষে সম্পন্ন করা হয়।
- সম্পন্ন হিসাব চক্রে ৩ বার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
- সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব চক্রের ধাপ হলো ৫ টি।
  i. জাবেদাভুক্তকরণ
  ii. খতিয়ান ভুক্ত করণ
  iii.রেওয়ামিল প্রস্তুত করণ
  iv.আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
  v. অনুপাত বিশ্লেষণ
- সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব চক্রের ঐচ্ছিক ধাপ- একটি যথা
  ১. রেওয়ামিল প্রস্তুত করণ

CamScanner

জাবেদা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন সংঘটিত প্রতিটি লেনদেন শনাক্ত করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করে সময়ের ক্রমানুসারে হিসাবনিকাশের যে প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে।

- জাবেদা শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা Journal। ফরাসী Jour শব্দ থেকে Journal শব্দটি উদ্ভূত।
- Jour শব্দের অর্থ হলো দিন (day)
- জাবেদা হিসাব বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের কাজ করে।
- লেনদেনকে প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করাকে লিখন বা দাখিলা দেওয়া হয়।
- জাবেদা লিখন বা দাখিলাকে কাঠামোগত ভাবে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. সরল দাখিলা ও ২. মিশ্র দাখিলা
- সরল দাখিলা: একটি লেনদেনের জাবেদা দাখিলার যদি শুধুমাত্র দুইটি হিসাবখাত জড়িত থাকে অর্থাৎ একটি ডেবিট হিসাব এবং একটি ক্রেডিট হিসাব থাকে তবে তাকে সরল দাখিলা বলে। যেমন: নগদে পণ্য বিক্রয় ৫০০০ টাকার লেনদেনটির জাবেদা দাখিলা হবে

নগদান হিসাব ডেবিট ৫০০০
বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট.........৫০০০

মিশ্র দাখিলা

কোনো একটি লেনদেনের জাবেদা দাখিলায় যদি তিন অথবা ততোধিক হিসাব খাত জড়িত থাকলে তাকে মিশ্র দাখিলা বলে। যেমন: পণ্য ক্রয় ১০০০০ টাকা যার ৫০০০ টাকা নগদে। এই লেনদেনটির জন্য জাবেদা দাখিলা হবেঃ

ক্রয় হিসাব ডেবিট -------১০০০০
নগদান হিসাব ক্রেডিট---------৫০০০
পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট--------৫০০০

- জাবেদা বইয়ের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যথা:
  - প্রাথমিক দাখিলা বই
  - দৈনন্দিন বই
  - হিসাব প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক বই
  - মূলবহি দাখিলা বই
  - লেনদেন সময়ানুক্রমিক বই

জাবেদার শ্রেণী বিভাগ

- ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ হতে জাবেদাকে ০২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
  1. সাধারণ জাবেদা/প্রকৃত জাবেদা/প্রধান জাবেদা
  2. বিশেষ জাবেদা
- **বিশেষ জাবেদা:** সমজাতীয় লেনদেন সমূহকে স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে জাবেদা ব্যবহার করা হয় তাকে বিশেষ জাবেদা বলে। বিশেষ জাবেদাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
  - ক্রয় জাবেদা/ক্রয় বহি
  - বিক্রয় জাবেদা/বিক্রয় বহি
  - ক্রয় ফেরত জাবেদা/বহি:ফেরত জাবেদা
  - বিক্রয় ফেরত জাবেদা/আন্ত:ফেরত জাবেদা
  - নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
  - নগদ প্রদান জাবেদা
  - প্রাপ্য বিল জাবেদা
  - প্রদেয় বিল জাবেদা
- **ক্রয় জাবেদা/ক্রয় বহি:** শুধু মাত্র ধারে পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় জাবেদা/ক্রয় বহি বলে। ("ধারে সম্পত্তি ক্রয়" ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়)।
- **বিক্রয় জাবেদা/বিক্রয় বহি:** শুধু মাত্র ধারে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় জাবেদা বলে।("ধারে সম্পত্তি বিক্রয়" বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়)।
- **ক্রয় ফেরত/বহি:ফেরত জাবেদা:** শুধু মাত্র ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয়ফেরত/বহি:ফেরত জাবেদা বলে।
- **বিক্রয়ফেরত/আন্ত:ফেরত জাবেদা:** শুধু মাত্র ধারে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসলে যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিক্রয় ফেরত/আন্ত:ফেরত জাবেদা বলে।
- **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা:** নগদে পণ্য বিক্রয়সহ সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলে।
- **নগদ প্রদান জাবেদা:** নগদে পণ্য ক্রয়সহ সকল প্রকার নগদে প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন যে বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রদান জাবেদা বলে।
- **প্রাপ্য বিল জাবেদা:** দেনাদার কর্তৃক স্বীকৃত প্রাপ্য বিল যে জাবেদায় করা হয় তাকে প্রাপ্য বিল জাবেদা বলা হয়। ("প্রাপ্য বিল প্রত্যাখ্যান" সংক্রান্ত লেনদেন প্রাপ্য বিল জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।)
- **প্রদেয় বিল জাবেদা:** পাওনাদারের বিপরীতে স্বীকৃত প্রদেয় বিলসমূহ যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে প্রদেয় বিল জাবেদা বলে ("প্রদেয় বিল প্রত্যাখান সংক্রান্ত লেনদেন" প্রদেয় বিল জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় না, সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।)

টপিক ২ সাধারণজাবেদা/প্রকৃত জাবেদ/প্রধান জাবেদা

- যে লেনদেনের দাখিলাসমূহ কোন বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, তাদেরকে যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে সাধারণ জাবেদা বলে।
- সাধারণ জাবেদায় যে সকল দাখিলাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় সেগুলো হলো: সমন্বয় দাখিলা, সমাপনী দাখিলা,বিপরীত দাখিলা, প্রারম্ভিক দাখিলা, ধারে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন, প্রাপ্য বিল প্রত্যাখ্যান প্রদেয় বিল প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত লেনদেন ইত্যাদি।

টপিক ২ প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা

- যে জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে পূর্ববর্তী হিসাবকালের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবগুলো পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয় তাকে প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা বলে। প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় "চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী" প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলায় সকল সম্পদ ডেবিট ও সকল দায় এবং মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট করা হয়।

টপিক ২ লেনদেন সংক্রান্ত দলিল সমূহ

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনের প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের দলিলপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় কারণ এসব দলিলপত্র অনুসারে লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি লেনদেন সংক্রান্ত দলিলপত্র উপস্থাপন করা হলো।
- **ক্যাশ মেমো:** বিক্রেতা কর্তৃক নগদে বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ, দর, মোট মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নিকট যে দলিল পাঠানো হয় তাকে ক্যাশ মেমো বলে।ক্যাশ মেমো তিন কপি প্রস্তুত করা হয়। মূল কপি ক্রেতাকে দেওয়া হয় এবং কার্বন কপিসমূহ বিক্রেতার নিকট থাকে। বিক্রেতা ক্যাশ মেমো দেখে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং ক্রেতা ক্যাশ মেমো দেখে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করে।
- **চালান:** বিক্রেতা কর্তৃক ধারে বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ, দর, মোট মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নিকট যে দলিল পাঠানো হয় তাকে চালান বলে।ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত চালানপত্রকে বিক্রয় চালান বলা হয়। বিক্রেতা বিক্রয় চালান দেখে বিক্রয় জাবেদা এবং ক্রয় চালান দেখে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করে।
- **ডেবিট নোট বা দেনা চিঠা:** ক্রেতা কর্তৃক কৃত পণ্য ফেরত পাঠিয়ে অথবা কোন প্রকার ভুল সংশোধন করার জন্য বিক্রেতা হিসাব ডেবিট করে তা বিক্রেতার নিকট অবহিত করার জন্য যে পত্র ইস্যু করা হয় তাকে ডেবিট নোট বা দেনা চিঠা বলে। ডেবিট নোটে পণ্যের পরিমাণ, দর, মূল্য প্রযোজ্য ব্যবসায়িক বাট্টা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। ডেবিট নোট দেখে ক্রয় ফেরত (বহি:ফেরত) জাবেদা প্রস্তুত করা হয়।
- **ক্রেডিট নোট বা পাওনা চিঠা:** বিক্রেতার কাছে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসলে অথবা কোন প্রকার ভুল সংশোধন করার জন্য বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার হিসাবকে ক্রেডিট করে তা ক্রেতাকে অবহিত করার জন্য যে পত্র ইস্যু করে তাকে ক্রেডিট নোট বা পাওনা চিঠা বলা হয়। ক্রেডিট নোটে পণ্যের পরিমাণ, দর, মূল্য প্রযোজ্য ব্যবসায়িক বাট্টা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। ক্রেডিট নোট দেখে বিক্রেতা বিক্রয় ফেরত (আন্ত:ফেরত) জাবেদা প্রস্তুত করে।

CamScanner

■ **ভাউচার:** পণ্য ক্রয়, পণ্য বিক্রয়, খরচ, আয়, ও অন্যান্য যাবতীয় লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য লেনদেনের সমর্থনে সংরক্ষিত লিখিত দলিলকে ভাউচার বলে।

- ভাউচার ২ প্রকার যথা-

i. ডেবিট ভাউচার
ii. ক্রেডিট ভাউচার

■ **ডেবিট ভাউচার:** নগদে পণ্য বিক্রয় সহ বিভিন্ন ধরনের প্রদত্ত ব্যয়ের প্রমানস্বরূপ যে ভাউচার সংরক্ষন করা হয় তাকে ডেবিট ভাউচার বলে।

■ **ক্রেডিট ভাউচার:** নগদে পণ্য বিক্রয় সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্ত আয়ের প্রমানস্বরূপ যে ভাউচার সংরক্ষন করা হয় তাকে ক্রেডিট ভাউচার বলে।

■ ডেবিট ভাউচার এবং ক্রেডিট ভাউচার দেখে নগদান বই প্রস্তুত করা হয়।

টপিক ২ বাট্টা ও বাট্টার প্রকারভেদ

- পণ্য বিক্রয় ও মূল্য পরিশোধের সময় পূর্বনির্ধারিত মূল্য থেকে যে অংশ বাদ দেওয়া হয় তাকে বাট্টা বলা হয়।
- বাট্টা ০২ প্রকার । যথা:

১. ব্যবসায়িক বাট্টা /বাণিজ্যিক বাট্টা/বিনিময় বাট্টা/ ট্রেড বাট্টা
২. নগদ বাট্টা

টপিক ২ কারবারী বাট্টা

- ধারে অথবা নগদে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্যের লিখিত মূল্য থেকে যে পরিমান মূল্য ছাড় দেয়া হয় তাকে কারবারী বাট্টা বলে। এ বাট্টার ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। পণ্যের লিখিত মূল্য থেকে কারবারী বাট্টা বাদ দিয়ে প্রকৃত বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টপিক ২ নগদ বাট্টা

■ দেনাদার বা ক্রেতাদের নিকট থেকে দ্রুত টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য পাওনাদার বা বিক্রেতা কর্তৃক দেনাদার বা ক্রেতাদের কে প্রাপ্য টাকা হতে যে পরিমাণ অর্থ ছাড় দেয় তাকে নগদ বাট্টা বলে। নগদ বাট্টা ০২ প্রকার। যথা-

১. বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা
২. ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা

■ **বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা:** গ্রাহক বা দেনাদার যদি শর্তানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তবে প্রকৃত মূল্য থেকে যে ছাড় দেওয়া হয় তাকে বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা বলে। বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট জের প্রকাশ করে যা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

■ **ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা:** সরবরাহকারী বা পাওনাদারকে শর্তানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে যে ছাড় পাওয়া যায় তাকে ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা বলে। ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে যা নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

■ ২/১০ নীট ৩০এর অর্থ হলো ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করতে হবে যদি ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে ২% নগদ বাট্টা পাবে।

টপিক ২ গাণিতিক সমস্যা

০১. একটি চালানে প্রতিটি ২০০০ টাকা মূল্যের ৫টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে যাতে ২০% কারবারী বাট্টা এবং ৫% নগদ বাট্টার উল্লেখ আছে। যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

সমাধান পণ্যের মোট মূল্য (২০০০× ৫) = ১০,০০০
- কারবারী বাট্টা (১০,০০০ × ২০%= ২,০০০

আদায় যোগ্য টাকা	= ৮০০০ টাকা
- নগদ বাট্টা (৮,০০০ × ৫%)	= ৪০০
পরিশোধ যোগ্য টাকা	= ৭,৬০০

যদি নগদ বাট্টার বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে আদায় যোগ্য টাকা থেকে আরো ৫% ছাড় পাবে। যদি নগদ বাট্টার বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে আদায় যোগ্য টাকা থেকে ৫% ছাড় পাবে না ।

০১. একটি চালানে প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ৮টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে যাতে ২৫% বাণিজ্যিক বাট্টা এবং ৫% নগদ বাট্টার উল্লেখ আছে। যদি ধারে ক্রয়ে সময়কালের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে কত টাকা প্রদান করা হয়েছিল?

সমাধান পণ্যের মোট মূল্য (১০০০× ৫) = ৮,০০০
- কারবারী বাট্টা (৮,০০০ × ২৫%= ২,০০০

আদায় যোগ্য টাকা	= ৬০০০ টাকা
- নগদ বাট্টা (৬,০০০ × ৫%)	= ৩০০
পরিশোধ যোগ্য টাকা	= ৫,৭০০

যদি নগদ বাট্টার বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে আদায় যোগ্য টাকা থেকে আরো ৫% ছাড় পাবে। যদি নগদ বাট্টার বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে আদায় যোগ্য টাকা থেকে ৫% ছাড় পাবে না ।

০১. একটি বিক্রয় জাবেদার যোগফল ২০০০০০ টাকা। কোম্পানি বিক্রয়মূল্যের সাথে ২০% ব্যবসায়ীক বাট্টা এবং ১০% নগদ বাট্টা প্রদান করে। যদি মেয়াদ কালের মধ্যে টাকা আদায় করা হয় তাহলে আদায় যোগ্য টাকার পরিমাণ কত?

সমাধান

বিক্রয় জাবেদার যোগফল	= ২,০০,০০০ টাকা
- নগদ বাট্টা (২,০০,০০০ × ১০%)	= ২০,০০০
পরিশোধ যোগ্য টাকা	= ১,৮০,০০০ টাকা

যদি জাবেদার যোগফল দেওয়া তাকে তাহলে সেখান থেকে ব্যবসায়ীক বাট্টা আগেই বাদ দেওয়া আছে। তাই এখানে ব্যবসায়ীক বাট্টার কোন কাজ হবে না।

০১. ১২ মে ২০১৯ তারিখে ধারে পণ্য বিক্রয় ১৬৬০০ টাকা। বিক্রয় শর্ত ২/১০ নিট ৩০। ১৬ মে ২০১৯ তারিখে বিক্রয়কৃত ১৬০০ টাকার পণ্য ফেরত আসে। মে ২২, ২০১৯ তারিখে পূর্ণ পরিশোধিত হিসাব নগদ গৃহীত হলে কত টাকা পাওয়া যাবে?

সমাধান

পণ্যের মোট মূল্য	= ১৬,৬০
- ফেরত	= ১,৬০০০
আদায় যোগ্য টাকা	= ১৫,০০০ টাকা
- নগদ বাট্টা (১৫,০০০ × ২%)	= ৩০০
পরিশোধ যোগ্য টাকা	= ১৪,৭০০

টপিক ২ খতিয়ান

■ হিসাবের যে পাকা বইতে প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহকে স্থায়ীভাবে পৃথক পৃথক শিরোনামের অধীনে স্বতন্ত্র ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।

- প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাবের সমষ্টিগত রূপকে খতিয়ান বলে।
- খতিয়ান হল হিসাবের পাকা বই।
- খতিয়ান সকল বইয়ের রাজা।
- খতিয়ানের লেনদেন লিপিবদ্ধের উৎস হলো জাবেদা।
- সাধারণ খতিয়ানের হিসাবের শিরোনাম ও জের নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তত করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল হিসাব সাধারণ খতিয়ানে পাওয়া যায়।
- দেনাদার/গ্রাহক/ক্রেতাদের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায় প্রাপ্য হিসাব (দেনাদার) খতিয়ানে ও বিক্রয় খতিয়ানে ।
- পাওনাদার/সরবরাহকারী/বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায় প্রদেয় হিসাব (পাওনাদার) খতিয়ানে ও ক্রয় খতিয়ানে।
- সাধারণ খতিয়ান হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার শ্রেণীবিন্যাসকরণ কাজটি করে।

টপিক ২ সাধারণ খতিয়ান

- যে খতিয়ানে সম্পত্তি, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব সম্পৃক্ত সকল হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে সাধারণ খতিয়ান বলে।

CamScanner

টপিক ২ সহকারী খতিয়ান

- সাধারণ খতিয়ানে সংক্ষিপ্তকারে লিপিবদ্ধ একটি হিসাবের বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য উক্ত হিসাবের সাথে সংক্ষিপ্ত প্রতিটি পক্ষের এক একটি স্বতন্ত্র হিসাব যে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে সহকারী খতিয়ান বলে।

টপিক ২ বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধকরণ এবং খতিয়ানে স্থানান্তর

- দৈনন্দিন সংঘটিত বিশেষ ধরনের লেনদেনসমূহ বিশেষ জাবেদায় প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করা হয়।
- বিশেষ জাবেদা থেকে প্রতিটি স্বতন্ত্র দফাকে সহকারী খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় প্রতিদিন
- বিশেষ জাবেদার যোগফল সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় প্রতি হিসাব কালের শেষে
- সাধারণ জাবেদা থেকে প্রতিটি স্বতন্ত্র দফাকে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তরিত হয় প্রতিদিন
- হিসাব কালের শেষে বিশেষ জাবেদার যোগফল যেখানে স্থানান্তরিত হয় তা ছকে নিম্নরূপ-

বিক্রয় জাবেদা	দেনাদার হিসাব ডবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট পাশে এবং দেনাদার হিসাব ডেবিট পাশে
ক্রয় জাবেদা	ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে ক্রয় হিসাব ডেবিট পাশে এবং পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট পাশে
বিক্রয় ফেরত জাবেদা	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট পাশে এবং দেনাদার হিসাব ক্রেডিট পাশে
ক্রয় ফেরত জাবেদা	পাওনাদার হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে পাওনাদার হিসাব ডেবিট পাশে এবং ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট পাশে
নগদ প্রাপ্তি জাবেদা	নগদান হিসাব ডেবিট সংশ্লিষ্ট হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে নগদান হিসাবের ডেবিট পাশে
নগদ প্রদান জাবেদা	সংশ্লিষ্ট হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে নগদান হিসাবের ক্রডিট পাশে
প্রাপ্য বিল জাবেদা	প্রাপ্য বিল হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট	সাধারন খতিয়ানে প্রাপ্য বিল হিসাব ডেবিট পাশে এবং দেনাদার হিসাব ক্রেডিট পাশে
প্রদেয় বিল জাবেদা	পাওনাদার হিসাব ডেবিট প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেডিট	সাধারণ খতিয়ানে পাওনাদার হিসাব ডেবিট পাশে এবং প্রদেয়ও বিল হিসাব ক্রেডিট পাশে।

- সাধরণ খতিয়ানের যে হিসাবটি সহকারি খতিয়ানের বিস্তারিত তথ্য সংক্ষিপ্তকারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ হিসাব বলে।
- নিয়ন্ত্রণ হিসাব এর অধীনে সকল হিসাব সহকারী খতিয়ানে সংরক্ষণ করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ হিসাব বলে।.
- নিয়ন্ত্রিত হিসাব সমূহের জের রেওয়ামিল এবং কোন আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত হয় না।

টপিক ২ নগদান বই

- যে বিশেষ জাবেদায় লেনদেন সমূহ তারিখের ক্রমানুযায়ী প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে।
- নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহ প্রাথমিকভাবে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হলেও এই বিশেষ জাবেদাটির হিসাব ছকের ন্যায় ডেবিট ও ক্রেডিট দুই পার্শ থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষে এর জের নির্ণয় করা হয়।
- নগদান বইকে জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই বলা হয়। এছাড়া নগদান বইকে জমা খরচের বইও বলা হয়।
- সনাতন পদ্ধতিতে নগদান বই প্রস্তুত করা হয় কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে নগদান বই এর পরিবর্তে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করা হয়।
- নগদান বইয়ের নগদ কলামে ক্রেডিট জের থাকা মানে হিসাবরক্ষক ভুল করেছে।
- সাধারণত চার ধরনের নগদান বইয়ের ব্যবহার হয়। যথা-
  ১. এক ঘড়া নগদান বই
  ২. দুই ঘড়া নগদান বই
  ৩. তিন ঘড়া নগদান বই
  ৪. খুচরা নগদান বই

টপিক ২ খুচরা নগদান বই

- প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অসংখ্য ছোট ছোট খরচ হয়। তাই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত (০৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা ইত্যাদি) সমস্ত খুচড়া খরচ প্রদানের দায়িত্ব অন্য একজন ক্যাশিয়ারের উপর ন্যস্ত করা হয়। এ ক্যাশিয়ারকে খুচড়া ক্যাশিয়ার, ছোট ক্যাশিয়ার বলেএবং যে বইতে এই সব খুচড়া হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খুচড়া নগদান বই বলে।

টপিক ২ খুচরা নগদান বইয়ের অগ্রদত্ত পদ্ধতি

- যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতেই খুচড়া খরচ নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট অংকের অর্থ খুচড়া ক্যাশিয়ারকে অগ্রীম প্রদান করা হয় তাকে খুচড়া নগদান বইয়ের অগ্রদত্ত পদ্ধতি বলে।
- এই পদ্ধতিতে মাসের শেষে খুচড়া ক্যাশিয়ারকে তার মাসের ব্যয় কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দেয়া হয়।
- এই পদ্ধতিতে সাধারণত খুচড়া নগদের প্রারম্ভিক জের ও সমাপনী জের সমান থাকে।

রিয়েল টেস্ট বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোন হিসাবসমূহ ডেবিট জের দেখাবে? [NU- Business: 2014-15]
A. সম্পত্তি, উত্তোলন, আয় B. সম্পত্তি, উত্তোলন, ব্যয়
C. সম্পত্তি, উত্তোলন, মালিকানা D. সম্পত্তি, কুঋণ সঞ্চিতি, ব্যয় **B**

02. জুন ৮, ২০১১ এ একটি ক্রয় চালানে মোট ১০,০০০ টাকার ৬টি পণ্য আছে এবং লেখা আছে ২/১০, n/৩০। জুন ১৮ তারিখে পরিশোধ করলে কত টাকা পরিশোধ্য হয়? [NU- Business: 2012-13]
A. ৯৮০০ টাকা B. ৯২৮০ টাকা C. ৯৬০০ টাকা D. ৯৫০০ টাকা **A**

03. ABC লিমিটেড ধারে আসবাবপত্র ক্রয় করল। এই লেনদেনটি যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তা হলো- [NU- Business: 2012-13]
A. ক্রয় জাবেদা B. বিক্রয় জাবেদা
C. সাধারণ জাবেদা/প্রকৃত জাবেদা D. ক্রয় ফেরত জাবেদা **C**

04. নিচের কোন হিসাবগুলোর স্বাভাবিক জের ডেবিট জের হবে: [NU- Business: 2011-12]
A. সম্পদ, খরচ, দায় B. সম্পদ, খরচ, মালিকানাস্বত্ব
C. সম্পদ, দায়, মালিকের উত্তোলন D. সম্পদ, উত্তোলন ও খরচ **D**

05. ক্রেডিট নোট পাওয়া গেল। কোন বইতে লেখা হবে: [NU- Business: 2011-12]
A. ক্রয় ফেরত বহি B. বিক্রয় বহি
C. ক্রয় বহি D. বিক্রয় ফেরত বহি **D**

06. বিক্রয় চালান প্রথম কোথায় লেখা হয়: [NU- Business: 2011-12]
A. নগদান বহি B. বিক্রয় বহি C. ক্রয় বহি D. বিক্রয় হিসাব **B**

07. ধারে বিক্রয়কে নগদ বিক্রয় হিসেবে হিসাবভুক্ত করলে নিচের কোনটি হবে? [NU- Business: 2010-11]
A. দেনাদার বেশি লেখা হবে B. মালিকানাস্বত্ব কমে যাবে
C. নগদ বেশি লেখা হবে D. বিক্রয় কম লেখা হবে **C**

08. বিক্রেতার কাছে মুসক (VAT) একটি- [NU- Business: 2010-11]
A. আয় B. ব্যয়
C. দায় D. আয় বা ব্যয় কোনোটিই নয় **C**

CamScanner

09. একজন পাওনাদারের ৯০০ টাকা জের হতে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৮৬০ টাকা দেওয়া হলো। তিনঘরা নগদান বহিতে দেখানো হবে- [NU- Business: 2010-11]
A. নগদান ক্রেডিট ৮৬০ টাকা, বাট্টা ক্রেডিট ৪০ টাকা
B. নগদান ক্রেডিট ৯০০ টাকা, বাট্টা ক্রেডিট ৪০ টাকা
C. নগদান ক্রেডিট ৮৬০ টাকা, বাট্টা ডেবিট ৪০ টাকা
D. নগদান ক্রেডিট ৯০০ টাকা বাট্টা ডেবিট ৪০ টাকা (A)

10. দেনাদারের ৮০০ টাকার জের হতে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৭৬০ টাকা পাওয়া গেল। তিনঘরা নগদান বইতে দেখানো হবে- [NU- Business: 2009-10]
A. নগদান ডেবিট ৮০০ টাকা, বাট্টা ক্রেডিট ৪০ টাকা
B. নগদান ডেবিট ৭৬০ টাকা, বাট্টা ক্রেডিট ৪০ টাকা
C. নগদান ডেবিট ৭৬০ টাকা, বাট্টা ডেবিট ৪০ টাকা
D. নগদান ডেবিট ৮০০ টাকা, বাট্টা ডেবিট ৪০ টাকা (C)

11. ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে ক্রেতা বিক্রেতাকে যে নোট প্রদান করে তাকে বলে- [NU- Business: 2009-10]
A. ক্রেডিট নোট B. ডেবিট নোট
C. ক্রেডিট ভাউচার D. ডেবিট ভাউচার (B)

12. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলনের জাবেদা দাখিলায় ক্রেডিটর হবে না কোনটি? [NU- Business: 2006-07]
A. ক্রয় হিসাব B. পণ্য হিসাব C. উত্তোলন হিসাব D. নগদান হিসাব (C)

13. যে সমস্ত লেনদেন অন্য কোনো প্রাথমিক বা সহকারী বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না, সেগুলো যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে বলে- [NU- Business: 2006-07]
A. দৈনিক বই B. বিশেষ জাবেদা বই
C. প্রকৃত জাবেদা D. বিক্রয় বহি (C)

14. কোনটি প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় না? [NU- Business: 2006-07]
A. বকেয়া বিক্রয় দাখিলা B. সংশোধনী দাখিলা
C. সমন্বয় দাখিলা D. সমাপনী দাখিলা (A)

15. খরচ, ব্যয়, লোকসান, ক্ষতি সংক্রান্ত হিসাবগুলো সমবায় নির্দেশ করে- [NU- Business: 2006-07]
A. ক্রেডিট জের B. ক্রেডিট ও ডেবিট জের
C. ডেবিট জের D. কোনোটিই নয় (C)

16. নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে মোট টাকার পরিমাণ হতে যে বাট্টা দেয়, তাকে বলে- [NU- Business: 2005-06]
A. কারবারি বাট্টা B. নগদ বাট্টা C. বকেয়া বাট্টা D. পরিমাণ বাট্টা (A)

17. যদি কোন ক্রেতা ধারে পণ্য ফেরত দেয়, তবে তা যে বইতে লিপিবদ্ধ হবে, তা হলো- [NU- Business: 2005-06]
A. নগদ প্রদান জাবেদা B. বিক্রয় জাবেদা
C. সাধারণ জাবেদা D. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা (C)

18. গ্রাহকগণের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায়- [NU- Business: 2004-05]
A. নামিক খতিয়ানে B. ক্রয় খতিয়ানে
C. বিক্রয় খতিয়ানে D. নগদান বহিতে (C)

19. কোন ধরনের লেনদেন বিক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়? [NU- Business: 2003-04]
A. ধারে বিক্রয় B. নগদ বিক্রয়
C. ধারে ও নগদ উভয় D. নগদে সম্পত্তি বিক্রয় (A)

20. কোন জাতীয় বাট্টা আগে গণনা করতে হয়? [NU- Business: 2003-04]
A. কারবারী বাট্টা B. নগদ বাট্টা C. ব্যাংক বাট্টা D. কোনোটিই নয় (A)

21. প্রদেয় বিল পরিশোধ করলে- [NU- Business: 2003-04]
A. সম্পত্তি বাড়ে ও কমে B. প্রদেয় বিল কমে ও মালিকানা স্বত্ব বাড়ে
C. সম্পত্তি কমে ও দায় কমে D. কোনোটিই নয় (A)

Lorem ipsum

22. নগদান বইয়ের নগদ কলামে ক্রেডিট অংশে ২০০ টাকার জের থাকলে আরা মনে করব- [NU- Business: 2002-03]
A. আমরা যা পেরেছি তার চাইতে ২০০ টাকা বেশি ব্যয় করেছি
B. আমাদের হাতে নগদ ২০০ টাকা রয়েছে
C. হিসাবরক্ষক ভুল করেছে
D. কেউ নগদ ২০০ টাকা চুরি করেছে (C)

23. নগদান বইকে কী বলা হয়ে থাকে? [NU- Business: 2002-03]
A. একটি জাবেদা B. একটি খতিয়ান
C. জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই D. একটি প্রাপ্তি ও প্রদানের বিবরণী (C)

24. নিচের কোনটি আইটেমটি সাধারণ খুচরা নগদান হতে পরিশোধ করা হয় না? [NU- Business: 2001-02]
A. ডাক মাশুল B. অফিস সরবরাহ
C. অফিসের আসবাব সংযোজন D. ডাকঘর বক্সের ভাড়া (C)

25. ক্রেডিট (credit) দ্বারা- [NU- Business: 2001-02]
A. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস পায় B. সম্পত্তি হ্রাস ও দায় বৃদ্ধি পায়
C. সম্পত্তি ও দায় উভয় বৃদ্ধি পায় D. সম্পত্তি ও দায় উভয় হ্রাস পায় (B)

26. নিচের কোনটি বাট্টা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়? [NU- Business: 2001-02]
A. পরিমাণ বাট্টা B. ব্যবসায়িক বাট্টা
C. নগদ বাট্টা D. কোনোটিই নয় (C)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়-
A. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ B. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
C. জাবেদাভুক্তকরণ D. যাচাইকরণ

(D) Explanation/ যাচাইকরণ হিসাব চক্রের কোন ধাপ নয়।

02. হিসাবচক্রের অত্যাবশ্যকীয় ধাপ নয়-
A. সংশোধনী জাবেদা B. সমাপনী জাবেদা
C. সাধারণ জাবেদা D. সমন্বয়ী জাবেদা

(A) Explanation/ সংশোধনী জাবেদা হলো হিসাব চক্রের পরিত্যাজ্য ধাপ। তাছাড়া কার্যপত্র বা খসড়া বিবরণী এবং বিপরীত দাখিলা জাবেদাভুক্তকরণ ও হস্তান্তরকরণ হলো হিসাবচক্রের ঐচ্ছিক ধাপ।

03. কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়?
A. লেনদেনের বিশ্লেষণ B. যাচাইকরণ
C. জাবেদাভুক্তকরণ D. শ্রেণীবদ্ধকরণ

(B) Explanation/ আধুনিক হিসাব চক্রের ধাপগুলো হলো:
- লেনদেন বিশ্লেষণ
- সমাপনী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
- জাবেদাভুক্তকরণ
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
- স্থানান্তরকরণ
- সমাপনী দাখিলা জাবেদা
- রেওয়ামিল প্রস্তুত করণ ভুক্তকরণ ও স্থানান্তর
- সমন্বয়-দাখিলা জাবেদাভুক্ত ও স্থানান্তর
- সমাপনী পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

অতএব বোঝা যাচ্ছে যাচাকরণ হিসাবচক্রের কোন ধাপ নয়।

04. কোনটি হিসাবচক্রের ঐচ্ছিক ধাপ?
A. বিপরীত দাখিলা C. সমন্বিত রেওয়ামিল
C. বিশেষ জাবেদা D. রেওয়ামিল

(A) Explanation/ আধুনিক হিসাব চক্রের ধাপগুলো হলো:
১. লেনদেন বিশ্লেষণ ২. জাবেদাভুক্ত করণ
৩. স্থানান্তর কারণ ৪. রেওয়ামিল প্রস্তুত করণ
৫. সমন্বয়-দাখিলা জাবেদাভুক্ত ও স্থানান্তর
৬. সমাপনী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
৭. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
৮. সমাপনী দাখিলা জাবেদা
৯. সমাপনী পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

এছাড়াও হিসাববিজ্ঞানের এদিকে ধাপগুলো হলো "কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ এবং বিপরীত দাখিলা"।

CamScanner

5. নিচের কোনটি হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার ধাপ নয়?
A. চিহ্নিতকরণ B. যাচাইকরণ C. লিপিবদ্ধকরণ D. যোগাযোগ

(B) Explanation// হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় ধাপ-
১. লেনদেন চিহ্নিতকরণ।
২. লেনদেন লিপিবদ্ধ করণ- লেনদেন বিশ্লেষণ; জাবেদাভুক্তকরণ এবং খতিয়ান।
৩. তথ্য সরবরাহ/ যোগাযোগ।

6. ধারে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি লিপিবদ্ধ করা হয়-
A. নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় B. নগদ প্রদান জাবেদায়
C. সাধারণ জাবেদায় D. ক্রয় জাবেদায়

(C) Explanation//
- ধারে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি লিপিবদ্ধ করা হয় সাধারণ জাবেদায়।
- সমন্বয় জাবেদা সাধারণ জাবেদার অংশ। তাই সম্পত্তি ধারে ক্রয় সমন্বয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা যায়। ফলে সমন্বয় জাবেদটি হবে যন্ত্রপাতি হিসেবে ডেবিট/পাওনাদার হিসেবে ক্রেডিট। ক্রয় জাবেদায়/ক্রয় বইয়ে শুধুমাত্র পণ্য ধারে ক্রয় হিসাবভুক্ত হয়, সম্পত্তি ধারে ক্রয় হিসাবভুক্ত হয় না।
- ধারে বিক্রয় হিসাবভুক্ত হয় বিক্রয় জাবেদা/বিক্রয় বইয়ে।
- নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় শুধু নগদ প্রাপ্তি লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্ত হয়।
- নগদ প্রদান জাবেদায় নগদ প্রদান লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্ত হয়।

7. নিচের কোনটি হিসাবচক্রের একটি ধাপ নয়?
A. নির্বাচন/ চিহ্নিতকরণ B. লিপিবদ্ধকরণ
C. যাচাইকরণ D. শ্রেণিকরণ

8. কোনটি হিসাবচক্রের ধাপ নহে?
A. Recording B. Classification
C. Summarizatio D. Reporting
E. Auditing

(E) Explanation// হিসাব চক্র :

১. লেনদেন শনাক্তকরণ	২. জাবেদা ভুক্তকরণ
৩. খতিয়ান ভুক্তকরণ	৪. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
৫. সমন্বয় দাখিলা	৬. সমন্বিত রেওয়ামিল
৭. আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুতকরণ	৮. সমাপনী দাখিলা
৯. সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল	

∴ Auditing (নিরীক্ষা) হিসাবচক্রের কোনো ধাপ নয়।

9. হিসাবচক্রের ধাপগুলোর মধ্যে শ্রেণি বিন্যাসকরণ ধাপকে বলা হয়-
A. জাবেদাভুক্তকরণ B. রেওয়ামিল তৈরিকরণ
C. খতিয়ানভুক্তকরণ D. আর্থিক বিবরণী তৈরীকরণ
E. কোনটি নয়

(C) Explanation// খতিয়ান:
- খতিয়ান লিপিবদ্ধকরণের উৎস হলো জাবেদা।
- খতিয়ানের অপর নাম স্থানান্তরকরণ।
- খতিয়ানকে বলা হয় হিসাবের রাজা/পাকা বই/স্থায়ী বই।
- খতিয়ান প্রতিটি লেনদেনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে বলে খতিয়ানকে শ্রেণিবিন্যাসকরণ বলে।

10. সমাপনী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ হিসাব চক্রের কততম ধাপ?
A. ৪র্থ B. ৬ষ্ঠ C. ৮ম D. নবম ও শেষ

(D) Explanation// ১. লেনদেন বিশ্লেষণ ২. লেনদেন জাবেদাভুক্ত করণ ৩. খতিয়ান হিসাব সমূহ স্থানান্তরকরণ ৪. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ৫. সমন্বয় দাখিলা জাবেদাভুক্তকরণ ও স্থানান্তর ৬. সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ৭. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ ৮. সমাপনী দাখিলা জাবেদাভুক্ত করণ ও স্থানান্তর করণ ৯. সমাপনী - পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

11. নিচের কোনটি হিসাব চক্রের অপরিহার্য ধাপ নয়?
A. লেনদেন জাবেদাভুক্তকরণ B. খতিয়ান পোস্টিং প্রদান
C. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ D. ওয়ার্কশিট প্রস্তুতকরণ

12. রেওয়ামিল প্রণয়ন হিসাব চক্রের কোন ধাপ?
A. ১ম ধাপ B. ২য় ধাপ
C. ৪র্থ ধাপ D. ৩য় ধাপ (C)

13. নিচের কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়?
A. লেনদেন জাবেদা লিখন
B. জাবেদা লিখন খতিয়ান লিপিবদ্ধ করা
C. কার্যপত্র সেবা প্রস্তুতকরণ
D. সমাপনী দাখিলা লিখন ও খতিয়ানভুক্তকরণ

14. হিসাব চক্রের কোন ধাপে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়?
A. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ B. জাবেদাভুক্তকরণ
C. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ D. কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ

(C) Explanation// হিসাব চক্র: লেনদেন বিশ্লেষণ → লেনদেন জাবেদাভুক্তকরণ → খতিয়ানে স্থানান্তরকরণ → রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ → সমন্বয় দাখিলা জাবেদাভুক্তকরণ ও স্থানান্তরকরণ → সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ → আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ → সমাপন-পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ।

15. ব্যবসায়িক লেনদেন পর্যালোচনার পর হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতির কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?
A. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ B. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
C. লেনদেনসমূহ জাবেদা প্রস্তুকরণ D. খতিয়ানভুক্তিকরণ (C)

16. দেনাদারের থেকে প্রাপ্তির সময় বিক্রেতা কর্তৃক কিছু টাকা ছাড় দিলে তাকে বলা হয়-
A. ব্যাংক বাট্টা B. প্রাপ্ত বাট্টা C. প্রদত্ত বাট্টা D. কারবারি বাট্টা

17. বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলে ক্রেতার হিসাব বহিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন হবে:
A. সম্পদ বৃদ্ধি এবং দায় বৃদ্ধি B. দায় বৃদ্ধি এবং পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি
C. দায় বৃদ্ধি এবং সম্পদ হ্রাস D. সম্পদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধি

(A) Explanation// বাকিতে পণ্য ক্রয়ের ফলে মজুদ পণ্য (সম্পদ) বৃদ্ধি পায় এবং অর্থ পরিশোধ না করায় পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব (দায়) বৃদ্ধি পায়।

18. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ২/১০/,n/৩০ শর্তে ৬,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে। ১,০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হয় এবং বাকি টাকা বাট্টাকালীন সময়ের মধ্যে পরিশাধ করা হয় তাহলে বাট্টার পরিমাণ টাকায় কত?
A. ১২০ B. ১০০ C. ৬০০ D. ৫০০

(B) Explanation// ২/১০, n/৩০ অর্থ হলো যদি ১০দিনের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করা হয় তবে প্রদেয় টাকার উপর ২% বাট্টা পাবে, এবং ৩০দিনের মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে হবে। এখানে, বাট্টা কালীন সময়ের মধ্যে পরিশোধ করায় বাট্টার পরিমাণ হবে- (৬,০০০-১,০০০) × ২% = ১০০টাকা।

19. সকল সম্পদ ডেবিট ও সকল দায় এবং মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট হলে জাবেদাটির ধরন কিরূপ হবে?
A. প্রারম্ভিক জাবেদা লিখন B. সমাপনী জাবেদা লিখন
C. সমন্বয়ী জাবেদা লিখন D. সংশোধনী জাবেদা লিখন

(A) Explanation// হিসাবকালের শুরুতে হিসাব তালিকা অনুসারে পূর্ববর্তী হিসবাকালের সম্পত্তি ও দায়ের উদ্বৃত্ত নিয়ে প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদান করা হয়। একে সকল প্রকার সম্পত্তি ডেবিট এবং সকল প্রকার দায় ও মূলধনকে ক্রেডিট করা হয়।

20. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ২/১০, n/৩০ শর্তে ৬০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে। ১০০০ টাকার পণ্য ফেরত দেয়া হয় এবং বাকি টাকা বাট্টাকালীন পরিশোধ করা হয়, তাহলে বাট্টার পরিমাণ টাকায় কত?
A. ১২০ B. ১০০ C. ৬০০ D. ৫০০

(B) Explanation// বাট্টার পরিমাণ = (ক্রয়মূল্য – পণ্য ফেরত) × ২%
= (৬,০০০ – ১,০০০) × ২%
= ৫,০০০ × ২% = ১০০ টাকা

[২/১০,n/৩০ এর অর্থ হলো ১০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করলে ২% বাট্টা পাবে, অন্যথায় ৩০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে]

CamScanner

21. সাধারণত নিচের কোন হিসাব সেট এর ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে?
A. আয়, মূলধন, সম্পদ B. দায়, মূলধন, ব্যয়
C. আয়, দায়, মূলধন D. সম্পদ, মালিকের উত্তোলন, খরচ

(D) Explanation সাধারণত সম্পত্তি,ব্যয়, ক্ষতি, উত্তোলন, লভ্যাংশ, প্রদান স্বাভাবিক অবস্থায় ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে।

22. ক্রয় বই ও ক্রয় হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কি?
A. প্রথমটি খতিয়ান, পরেরটি জাবেদা B. প্রথমটি জাবেদা, পরেরটি খতিয়ান
C. এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই D. কোনোটিই নয়

(B) Explanation ক্রয় বই বলতে বাকিতে ক্রয়কৃত লেনদেন সমূহ ক্রয় বইয়ে সংরক্ষণ বা লিখা হয়। অন্যদিকে ক্রয় হিসাব হলো খতিয়ানের অংশ। যেখানে বাকিতে ও নগদে যত ধরনের লেনদেন রয়েছে। সব লিপিবদ্ধ হয়। সুতরাং ক্রয় বই একটি জাবেদা ও ক্রয় হিসাব একটি খতিয়ান।

23. বিক্রয় বাট্টা কোন ধরনের হিসাব?
A. আয় হিসাব B. ব্যয় হিসাব
C. বিপরীত আয় হিসাব D. দায় হিসাব

(C) Explanation বিপরীত/প্রতি সম্পদ : পুঞ্জিভূত অবচয়/অবচয়, কু-ঋণ সঞ্চিতি, প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি, দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি।
- **বিপরীত/প্রতি দায় :** পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি, প্রদেয় বিলের বাট্টা সঞ্চিতি।
- **বিপরীত/প্রতি মালিকানা স্বত্ব :** উত্তোলন, মালিকের/ অংশীদারদের চলতি হিসাব, ট্রেজারি স্টক।
- **বিপরীত/প্রতি আয় :** বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা।
- **বিপরীত/প্রতি ব্যয় :** ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা।

24. অগ্রদত্ত পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত খুচরা নগদান তহবিল ৳ ২,০০০। নির্দিষ্ট সময়কালে ৳ ১,৪৬০ খরচ হলো। প্রধান ক্যাশিয়ার খুচরা ক্যাশিয়ারকে সময়ান্তে প্রদান করবে-
A. ৳ ৫৪০ B. ৳ ২,৫৪০
C. ৳ ১,৪৬০ D. ৳ ২,০০০

(C) Explanation যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতেই ঐ সময়ের খুচরা খরচের জন্য নির্দিষ্ট অংকের অর্থ খুচরা ক্যাশিয়ারকে অগ্রিম দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব দাখিল করার পর প্রধান ক্যাশিয়ার ছোট ক্যাশিয়ারকে মোট ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে অগ্রদত্ত পদ্ধতি বলে। যেহেতু প্রশ্নে ১৪৬০ টাকা খরচের কথা বলা হয়েছে তাই প্রধান ক্যাশিয়ার খুচরা ক্যাশিয়ারকে ১৪৬০ টাকাই প্রদান করবে।

25. বিক্রয় ফেরত বই প্রস্তুত করতে কোনটি প্রয়োজন?
A. ডেবিট নোট B. ক্রয় ফেরত বই
C. ক্রেডিট নোট D. বিক্রয় ফেরত হিসাব

(C) Explanation বিক্রীত মাল ফেরতের জন্য ক্রেডিট নোট ব্যবহৃত হয়। এতে উক্ত ফেরতের মালের সম্পূর্ণ বিবরণ, মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য উল্লেখ করে ক্রেতার নিকট পত্র প্রেরণ করে।

26. 'বাকীতে কলকব্জা ক্রয়' এই লেনদেনটি লিপিবদ্ধ হবে-
A. ক্রয় বহিতে B. ক্রয় হিসাবে C. প্রকৃত জাবেদায় D. কোনটিই নয়

(C) Explanation ধারে কলকব্জা ক্রয় সাধারণ বা প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কারণ ধারে পণ্য ক্রয় শুধু জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

27. তিনঘরা নগদান বহির নগদ কলামে ২০০ টাকা ক্রেডিট জের আছে। এর অর্থ –
A. হাতে ২০০ টাকা আছে B.প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রদান ২০০ টাকা বেশি
C. হিসাব রক্ষক ভুল করেছে D. ২০০ টাকা চুরি হয়েছে

(C) Explanation ব্যাংক হিসাব ব্যাতীত সকল সম্পত্তির ক্রেডিট জের হয় না। এখানে হিসাবরক্ষক ভুল করেছে।

28. বিক্রয় চালানে পণ্যের মূল্য ভুলবশতঃ বেশি ধার্য করা হলে, যার ভুল সংশোধন করা হয়-
A. ক্রেডিট ভাউচার B. ডেবিট ভাউচার
C. ক্রেডিট নোট D. ডেবিট নোট

(C) Explanation বিক্রয় চালানে পণ্যের মূল্য ভুলবশত বেশি ধার্য করা হলে সেই ভুল সংশোধন করা হয় ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে।

29. অর্জিত মুনাফা মূলধনে পরিণত করার জন্য মঞ্জুর করা হয়-
A. অনাঙ্কিক শেয়ার B. বোনাস শেয়ার
C. বিলম্বিত শেয়ার D. অধিকারযোগ্য শেয়ার

(B) Explanation শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদে লভ্যাংশ না দিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার বন্টন করা হলে ঐ শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে। মূলত বোনাস শেয়ারের মাধ্যমেই অর্জিত মুনাফাকে মূলধনে পরিণত করা যায়।

30. গ্রাহকদের মধ্যে পণ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হলে তা লিপিবদ্ধ হয়-
A. সাধারণ জাবেদায় B. বিশেষ জাবেদায়
C. সমন্বয় জাবেদায় D. কোনটিই নয়

(A) Explanation গ্রাহকদের বিনামূল্য পণ্য বিতরণ করা হলে তা বিজ্ঞাপন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। যা সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

31. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ দলিল-
A. ডেবিট ভাউচার B. চালান C. ডেবিট নোট D. ক্যাশ মেমো

(B) Explanation বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ, দর, মোট মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নিকট যে দলিল পাঠানো হয় তাকে চালান বলে। চালান পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ দলিল।

32. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। সঠিক জাবেদা কোনটি?
A.আসবাবপত্র ডেবিট, নগদান ক্রেডিট
B. ক্রয় ডেবিট, নগদান ক্রেডিট
C. উত্তোলন ডেবিট, নগদান ক্রেডিট
D. উত্তোলন ডেবিট, আসবাবপত্র ক্রেডিট

(C) Explanation মালিকের ব্যক্তিগত যে কোন খরচ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদান করা হলে উত্তোলন হিসেবে ধরে নিয়ে উত্তোলন হিসাবকে ডেবিট করতে হয়। সুতরাং জাবেদাটি হবে- উত্তোলন হিসাব ডেঃ নগদান হিসাব ক্রেডিট।

33. দ্রুত দেনা পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত বাট্টাকে বলা হয়–
A. কারবারী বাট্টা B. দ্রুত প্রদান বাট্টা
C.নগদ বাট্টা D.পাইকারী/মোট বাট্টা

(C) Explanation বাট্টা দুই প্রকার। যথা:
১. কারবারী/ব্যবসায়িক বাট্টা ২. নগদ বাট্টা
- **কারবারী বাট্টা:** পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের সময় চালান মূল্য থেকে যে পরিমাণ অর্থ ছাড় দেওয়া হয় তাকে কারবারী বাট্টা বলে।
- **নগদ বাট্টা:** বাকিতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে বিবিধ দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবে উদ্ভব হয়। দীর্ঘদিন বাকী টাকা আদায় না হলে ব্যবসায়ের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। কাজেই দেনাদারের নিকট থেকে দ্রুত টাকা আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় দেওয়া হয়, একেই নগদ বাট্টা বলে।

34. ডেবিট মেমোরেন্ডাম কে ব্যবহার করেন?
A. দেনাদার B. কোম্পানি C. ব্যাংক D. পাওনাদার

(C) Explanation আমানতকারী ব্যাংক হিসাব কোনো কারণে হ্রাস পেলে ব্যাংকের বইতে আমানতকারী নামে রক্ষিত হিসাবকে ডেবিট করা হয় কিন্তু একই তারিখে আমানতকারীকে জানানো সম্ভব হয় না। এমন সব ঘটনা আমানতকারীকে জানানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃক যে মেমোরেন্ডাম ইস্যু করা হয় তাকে ডেবিট মেমো বলে। মূলত ডেবিট মেমোরেন্ডাম তৈরি করা হয় বিভিন্ন খরচের জন্য। আর ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম তৈরি করা হয় বিভিন্ন প্রকার আয়ের জন্য। ডেবিট ও ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম ব্যাংককৃত তৈরি বা প্রস্তুতকৃত ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

35. রাসেল কর্পোরেশনের জন্য বর্ধিত ক্রেডিট টার্ম 2/10 net 30 EOM। এক্ষেত্রে ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করলে হারানো বার্ষিক শতকরা নগদ বাট্টার হার-
A. ৩৬.৭৩ B. ৩৭.২৪ C. ২৪.৪৮ D. ২৪.৮২ **(A)**

36. বিক্রয় বহিতে যা লিপিবদ্ধ হয়–
A. নগদ বিক্রয় B. বাকিতে বিক্রয় C. সকল বিক্রয় D. বিক্রয় ফেরত

(B) Explanation বিক্রয় বহিঃ যত ধরনের বাকিতে বিক্রয় করা হয় সবকিছু বিক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ হয়।

CS CamScanner

37. ডেবিট নোটের সাহায্যে কোনটি লেখা হয়?

A. ক্রয় ফেরত বহি B. বিক্রয় ফেরত বহি
C. ক্রয় বহি D. বিক্রয় বহি

(A) Explanation// চালান: বাকিতে ক্রয় - বিক্রয়ের প্রমাণপত্র।
ক্যাশমেমো/ভাউচার: নগদে ক্রয় - বিক্রয়ের প্রমাণপত্র।
ডেবিট নোট: ক্রয় ফেরত লেনদেনের প্রমাণপত্র
ক্রেডিট নোট: বিক্রয় ফেরত লেনদেনের প্রমাণপত্র

38. ধারে বিক্রীত পণ্য ফেরত আসলে যে বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়–

A. নগদ প্রদান বহি B. সাধারণ বহি
C. নগদ গ্রহণ বহি D. বিক্রয় বহি

(B) Explanation// ধারে বিক্রীত পণ্য ফেরত আসলে সাধারণ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

39. ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ক্রেতা ফেরত পাঠালে বিক্রেতা সাধারণত যে বহিতেলিখবে-

A. নগদ পরিশোধ জাবেদায় B. বিক্রয় জাবেদায়
C. সাধারণ জাবেদায় D. নগদ গ্রহণ জাবেদায় (C)

40. করিম তার ব্যবসায়ে ২০,০০০ টাকা আনয়ন করল, লেনদেনটির ব্যাখ্যা হবে-

A. সম্পত্তি বৃদ্ধি, দায় বৃদ্ধি B. সম্পত্তি বৃদ্ধি, দায়হ্রাস
C. সম্পত্তি বৃদ্ধি, মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি D. সম্পত্তিহ্রাস, দায়হ্রাস (C)

41. যে ধরনের লেনদেন বিক্রয় হিসাব এ লিপিবদ্ধ হয়-

A. নগদে ও ধারে বিক্রয় B. নগদে বিক্রয়
C. ধারে বিক্রয় D. সম্পত্তি নগদে বিক্রয়

(C) Explanation// বিক্রয় হিসাবে নগদ ও ধারে দুটো লিপিবদ্ধ করা হয় কিন্তু বিক্রয় জাবেদায় শুধুমাত্র ধারে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

42. কোন দ্রব্যের তালিকা মূল্যের উপর যে বাট্টা প্রদান করা হয় তা হলো-

A. প্রাপ্ত বাট্টা B. কারবারী বাট্টা C. নগদ বাট্টা D. রিবেট

(B) Explanation// কোন দ্রব্যের তালিকা মূল্যের উপর যে বাট্টা প্রদান করা হয় তাকে তাকে কারবারী বাট্টা বলে। আবার দেনাদারের নিকট হতে দ্রুত টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে পাওনাদার তার প্রাপ্য হতে যে পরিমাণ অর্থ ছাড় দেয় তাকে নগদ বাট্টা বলে।

43. একটি লাভ উপার্জনকারী কোম্পানির মুনাফা হলে Income Summary Account ক্লোজ করার জন্যে নিচের কোন জাবেদা দাখিলার প্রয়োজন হয়?

A. Income Summary Dr.; Retained Earnings Cr.
B. Retained Earnings Dr.; Income Summary Cr.
C. Income Summary Dr.; Drawing Cr.
D. Drawing Dr.; Income Summary Cr. (A)

44. মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা খরচ করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে একটি মোটর গাড়ি ক্রয় করার জাবেদা হবে–

A. মোটর গাড়ি হিসাব Dr; অতিরিক্ত মূলধন হিসাব Cr
B. মোটর গাড়ি হিসাব Dr; নগদান হিসাব Cr
C. মোটর গাড়ি হিসাব Dr; উত্তোলন হিসাব Cr
D. উপরের কোনটিই নয় (D)

45. অনর্জিত 'সেবা রাজস্ব' হিসাবের কিছু অংশ অর্জিত হলে তার জন্য জার্নাল এন্ট্রি হবে–

A. নগদান হিসাব Dr; অনর্জিত সেবা রাজস্ব হিসাব Cr
B. অনর্জিত সেবা রাজস্ব হিসাব Dr; নগদান হিসাব Cr
C. অনর্জিত সেবা রাজস্ব হিসাব Dr; সেবা রাজস্ব হিসাব Cr
D. নগদান হিসাব Dr; সেবা রাজস্ব হিসাব Cr

(C) Explanation// লেনদেনটির জাবেদা হবে:
অনর্জিত সেবা রাজস্ব হিসাব Dr → দায়হ্রাস
সেবা রাজস্ব হিসাব Cr → আয় বৃদ্ধি

46. নিচের কোন হিসাবটি সাধারণত স্থায়ী মজুদ পদ্ধতি ব্যবহারকারী একটি মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির খতিয়ানে দেখা যাবে?

A. ক্রয় হিসাব B. আন্তঃপরিবহন
C. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় D. ক্রয় বাট্টা হিসাব

(C) Explanation// নিত্য/ অবিরত/ স্থায়ী মজুদ পদ্ধতিতে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ স্থায়ী মজুদ পদ্ধতি ব্যবহারকারী একটি মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানীর খতিয়ানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব দেখা যাবে।

47. যদি একজন ক্রেতা ধারে কেনা পণ্য ফেরত দেয়, বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত যে বহিতে দাখিলা দেয় তা হলো–

A. ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল B. বিক্রয় জাবেদা
C. সাধারণ জাবেদা D. ক্যাশ রিসিট জার্নাল

(C) Explanation// প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সংঘটিত হয় এমন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ জাবেদা ব্যবহার করা হলেও যে সব লেনদেনের দাখিলা কোনো বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, সে সব লেনদেন যে জাবেদার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে সাধারণ জাবেদা বলে। যে সব বিষয় সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়- ধারে সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়, ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত (যদি ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করা না হয়), কুঋণ অবলোপন, প্রাপ্য বিল প্রত্যাখ্যাত, প্রদেয় বিল প্রত্যাখ্যাত ইত্যাদি।

48. সুদ অর্জিত কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নাই, সেক্ষেত্রে জাবেদা–

A. নগদান হিসাব ডেবিট, সুদ আয় হিসাব ক্রেডিট
B. সুদ আয় হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট
C. প্রাপ্য সুদ হিসাব ডেবিট, সুদ আয় হিসাব ক্রেডিট
D. প্রদেয় সুদ হিসাব ডেবিট, সুদ আয় হিসাব ক্রেডিট

(C) Explanation// 'সুদ অর্জিত হয়েছে যা এখনও পাওয়া যায় নি' লেনদেনটির জাবেদা হবে–
প্রাপ্য/ বকেয়া সুদ হিসাব – ডেবিট
সুদ আয় হিসাব – ক্রেডিট

49. সকল সম্পদ ডেবিট এবং সকল দায় ও মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট হলে জাবেদাটির ধরন কিরূপ হবে?

A. প্রারম্ভিক জাবেদা লিখন B. সমাপনী জাবেদা লিখন
C. সমন্বয় জাবেদা লিখন D. সংশোধনী জাবেদা লিখন

(A) Explanation// সাধারণভাবে প্রারম্ভিক জাবেদা লিখলে হিসাববিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী সমস্ত সম্পদ ডেবিট ও সকল দায় ও মালিকানাস্বত্ব ক্রেডিট করা হয়। অন্যান্য জাবেদা লিখনের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়।

50. নগদে বিক্রীত পণ্য ফেরত আসলে তার জন্য জাবেদা হবে-

A. বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট; দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
B. বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট; পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
C. দেনাদার হিসাব ডেবিট; বিক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
D. পাওনাদার হিসাব ডেবিট; বিক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট

(B) Explanation// নগদে পণ্য বিক্রয় করলে,
নগদান হিসাব ডেবিট
বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
নগদে বিক্রীত পণ্য ফেরত:
জাবেদা- (১) বিক্রয় ফেরত হিসাব - ডেবিট
(২) পাওনাদার হিসাব - ক্রেডিট

51. ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয়া হলে তার জন্য জাবেদা হবে-

A. ক্রয় হিসাব Dr; পাওনাদার হিসাব Cr,
B. ক্রয় ফেরত হিসাব Dr; পাওনাদার হিসাব Cr,
C. পাওনাদার হিসাব Dr; ক্রয় ফেরত হিসাব Cr,
D. নগদান হিসাব Dr; ক্রয় হিসাবCr

(C) Explanation// বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য জাবেদা:
ক্রয় হিসাব ডেবিট
পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
ক্রয়কৃত পণ্য ফেরতের জাবেদা:
পাওনাদার হিসাব - Dr
ক্রয় ফেরত হিসাব - Cr

CS CamScanner

CamScanner

65. জুন মাসের ১৩ তারিখে ৭৫০ টাকার পণ্য ২/১০, নিট ৩০ শর্তে বিক্রয় করা হয়েছে। জুনের ১৬ তারিখে ৫০ টাকার পণ্য ফেরত আসে। জুনের ২৩ তারিখে সম্পূর্ণ পাওনা পাওয়া গেলে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ কত?

A. ৬৫০.০০ B. ৬৮৫.০০ C. ৬৮৬.০০ D. ৭০০.০০

(C) Explanation উপরিউক্ত প্রশ্ন হতে পাই, ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে ২% ছাড়া দিবে। ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

সুতরাং বাট্টা = (৭৫০ - ৫০) × ২%

= ৭০০ × (৭০০ × ২%) = ৬৮৬

66. ৫১৯০০ টাকা আয়কর প্রদান ডেবিট হবে কোন হিসাবে?

A. আয়কর B. উত্তোলন C. লাভ-ক্ষতি D. মূলধন

(B) Explanation সাধারণত আয়করের জাবেদা

আয়কর হিসাব ডেবিট

উত্তোলন হিসাব ক্রেডিট

সুতরাং ৫১,৯০০ টাকা আয়কর ডেবিট হলে উত্তোলন হিসাব ক্রেডিট।

67. বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের জাবেদা কী?

A. ক্রয় হিসাব ডেবিট; বিজ্ঞপন ব্যয় হিসাব ক্রেডিট

B. বিজ্ঞাপন ব্যয় হিসাব ডেবিট; ক্রয় হিসাব ক্রেডিট

C. বিজ্ঞাপন ব্যয় হিসাব ডেবিট; বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট

D. কোনটিই নয়

(B) Explanation বিনামল্যে পণ্য বিতরণ এটি এক ধরনের বিজ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে। এবং পণ্য বিক্রয় নামে কোনো হিসাবে হয় না পণ্য এর পরিবর্তে ক্রয় হিসাব লিপিদ্ধ করা হয়।

সুতরাং বিনামূল্যে পণ্য বিতরণের জাবেদা– বিজ্ঞাপন ব্যয় হিসাব ডেবিট; ক্রয় হিসাব ক্রেডিট।

68. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সাধারণত প্রকাশ করে?

A. ডেবিট জের B. ক্রেডিট জের C. যে-কোন জের D. কোনোটাই নয়

(A) Explanation প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সাধারণত প্রকাশ করে ডেবিট জের। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসেব বিবরণী।

69. ডেবিট নোট ব্যবহৃত হয়?

A. ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে

B. ধারে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার ক্ষেত্রে

C. নগদে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে

D. নগদে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার ক্ষেত্রে

(A) Explanation ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে ডেবিট নোট ব্যবহৃত হয়।

70. নিচের কোনটি শ্রেণিবিন্যাসকরণ প্রক্রিয়ার অংশ?

A. লেনদেন চিহ্নিতকরণ B. জাবেদা লিখন

C. বিশ্লেষণ D. খতিয়ানভুক্ত করণ

(D) Explanation কোন নির্দিষ্ট হিসাবকালে সংঘটিত সমজাতীয় লেনদেনগুলোর শ্রেণিবদ্ধ বিবরণকে হিসাব বলে। একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, দায়, আয়, ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব খাত বলা হয়।

71. যে ভুল রেওয়ামিলের মিলকরণে ব্যাঘাত ঘটায় না-

A. যোগের ভুল B. স্থানান্তরের ভুল

C. নীতিগত ভুল D. উদ্ধৃত্ত নির্ণয়ের ভুল

(C) Explanation রেওয়ামিল প্রণয়নের মাধ্যমে যে সকল ভুল ধরা পড়ে:

খতিয়ান হতে রেওয়ামিলে তোলার ভুল

- জের বাদ পড়ার ভুল
- খতিয়ান জের ভুল পাশে লিখা
- যোগফল নির্ণয়ে ভুল
- ভুল অংকে জের লিখা

করণিক ভুল:

- বাদ পড়ার ভুল/ বিচ্যুতির ভুল
- লিখার ভুল
- বে-দাখিলার ভুল
- পরিপূরক ভুল

নীতিগত ভুলঃ মূলধন ও মুনাফার নীতি প্রয়োগে ভুল রক্ষতশীলতার নীতি প্রয়োগে ভুল বস্তুনিষ্ঠতার নীতি প্রয়োগে ভুল।

72. যে হিসাবের জের ডেবিট বা ক্রেডিট উভয়ই হতে পারে?

A. গ্রাহকের ব্যাংক B. দেনাদার C. পাওনাদার D. কোনটি নয় (A)

73. নিম্নের কোন হিসাব সমূহ ডেবিট জের দেখাবে?

A. সম্পত্তি, উত্তোলন, আয় B. সম্পত্তি, উত্তোলন, ব্যয়

C. সম্পত্তি, উত্তোলন, মালিকানা স্বত্ব D. সম্পত্তি, কল্যাণ সঞ্চিতি, ব্যয় (B)

74. যে হিসাবের জের ক্রেডিট হয়না?

A. সুদ আয় হিসাব B. শেয়ার অধিহার হিসাব

C. ব্যাংক হিসাব D. সরঞ্জাম হিসাব (D)

75. নিম্নলিখিত কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়?

A. মালিকানা বৃদ্ধি পেলে ডেবিট B. মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পেলে ডেবিট

C. সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় D. সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় (A)

76. দুতরফা দাখিলা বলতে বুঝায়-

A. লেনদেন সনাক্তকরণ পদ্ধতি B. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি

C. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি D. ডেবিট ও ক্রেডিট নিবারণ পদ্ধতি (B)

77. কোন হিসাবের স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হতে পারে না?

A. অগ্রীম খরচ B. রাজস্ব হিসাব

C. মালিকানা স্বত্ব হিসাব D. দায় হিসাব (A)

78. নিচের কোন হিসাব সেট এর সাধারণত ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে?

A. সম্পত্তি, খরচ, রাজস্ব B. সম্পত্তি, দায়, উত্তোলন

C. সম্পত্তি, খরচ, মূলধন D. সম্পত্তি, উত্তোলন, খরচ (D)

79. সকল সম্পদ ডেবিট ও সকল দায় এবং মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট হলে জাবেদারি ধরন কিরূপ হবে?

A. প্রারম্ভিক জাবেদা লিখন B. সমাপনী জাবেদা লিখন

C. সমন্বয়ী জাবেদা লিখন D. সংশোধনী জাবেদা লিখন (A)

80. দু'তরফা দাখিলা বলতে বুঝায়-

A. সম্পত্তিবাচক এবং নামিক হিসাবসমূহ

B. প্রত্যেকটি লেনদেনকে দুটি পক্ষে লিপিবদ্ধকরণ দুটি

C. দুটি জাবেদা এবং একটি খতিয়ানের ব্যবহার

D. জাবেদার ব্যবহার (B)

81. হিসাব বিজ্ঞানের দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়-

A. ১৯৪৪ সালে B. ১৭৪৪ সালে C. ১৯৯৪ সালে D. ১৪৯৪ সালে (D)

82. ডেবিট দ্বারা-

A. সম্পদ ও দায় উভয় বৃদ্ধি পায় B. সম্পদ ও দায় উভয় হ্রাস পায়

C. সম্পদ বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস পায় D. সম্পদ হ্রাস ও দায় বৃদ্ধি পায় (C)

83. কোন হিসাবের স্বাভাবিক জের ক্রেডিট হতে পারে না?

A. অগ্রিম খরচ B. রাজস্ব হিসাব

C. মালিকানা স্বত্ব হিসাব D. দায় হিসাব (A)

84. 'কর্মচারীদের উৎসব বোনাস (Festival bonus)দেওয়া হল'- এর জাবেদা হবে।

A. বেতন ও ভাতা হিঃ ডেবিট, নগদান হিঃ ক্রেডিট

B. নগদান হিঃ ডেবিট, বেতন ও ভাতা হিঃ ক্রেডিট

C. উৎসব বোনাস হিঃ ডেবিট, বেতন হিঃ ক্রেডিট

D. বেতন হিঃ ডেবিট, উৎসব বোনাস হিঃ ক্রেডিট (B)

85. ইংরেজি journal শব্দটি ফরাসি শব্দ হতে উদ্ভূত। 'jour' 'jour'শব্দের অর্থ হচ্ছে-

A. অর্থ B. হিসাব

C. দিন D. লেনদেন (C)

86. সমাপনী দাখিলা জাবেদা এবং খতিয়ান ভুক্ত করার পর কোন হিসাবটির ব্যালেন্স শূন্য হয়?

A. সেবা আয় B. বিজ্ঞাপন সরবারাহ

C. অগ্রিম বীমা D. দালানকোঠা (A)

87. সকল সম্পদ ডেবিট ও সকল দায় এবং মালিকানা স্বত্ব ক্রেডিট হলে জাবেদারি ধরন কিরূপ হবে?

A. প্রারম্ভিক জাবেদা লিখন B. সমাপনী জাবেদা লিখন

C. সমন্বয়ী জাবেদা লিখন D. সংশোধনী জাবেদা লিখন উ (A)

CamScanner

[illegible]. [illegible] recording [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
Ans: C

[illegible]. [illegible] 'Jour' 'Jour' [illegible]

A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]
Ans: C

[illegible]. [illegible] (opening entry) [illegible]

A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
Ans: C

[illegible]. [illegible] ডেবিট ও [illegible] ক্রেডিট হলে আবেদাতির ধরন কিরূপ?

A. [illegible] B. [illegible] ধারণা
C. [illegible] D. [illegible] ধারণা
Ans: A

[illegible]. [illegible] [illegible] হতে ফেরত আসে, তবে সাধারণত যে [illegible] হয় তা হল-

A. [illegible] B. বিক্রয় জাবেদা
C. [illegible] D. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
Ans: C

[illegible]. [illegible] জাবেদা এবং খতিয়ান ভুক্ত করার পর কোন হিসাবটির ব্যালেন্স শূন্য হবে?

A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. বিজ্ঞাপন সরবরাহ
Ans: A

[illegible]. [illegible] নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের জাবেদা হবে-

A. [illegible] ডেবিট, [illegible] ক্রেডিট
B. নগদ ডেবিট, ঋণ ক্রেডিট
C. নগদ ডেবিট, [illegible] ক্রেডিট
D. নগদ ডেবিট, [illegible] ক্রেডিট
Ans: D

[illegible]. নিচের কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়?

A. জাবেদাভুক্তকরণ B. খতিয়ানভুক্তকরণ
C. রেওয়ামিল তৈরিকরণ D. ভুলের তদন্তকরণ
Ans: D

[illegible]. [illegible] ২০,০০০ টাকার আসবাবপত্র বাকিতে ক্রয় করল। সংশ্লিষ্ট হিসাবদ্বয় হবেঃ

A. ক্রয় হিসাব ও দেনাদার হিসাব
B. বিক্রয় হিসাব ও পাওনাদার হিসাব
C. আসবাবপত্র হিসাব ও পাওনাদার হিসাব
D. আসবাবপত্র হিসাব ও বিক্রেতা হিসাব
Ans: C

97. বকেয়া খরচের জন্য সমন্বয় জাবেদা প্রভাবিত করবে?

A. সম্পত্তি ও খরচ B. দায় ও আয়
C. সম্পত্তি ও আয় D. খরচ ও দায়
Ans: D

98. নিচের কোনটি করণিক ভুল নয়?

A. বাদ পড়ার ভুল B. নীতিগত ভুল
C. পূরক ভুল D. লিখনের ভুল
Ans: B

99. একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে। এটি কি ধরনের ভুল?

A. বাদ পড়ার ভুল B. লিখনের ভুল
C. নীতির ভুল D. পরিমাণের ভুল
Ans: C

100. রবিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা পিটারের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে, কী ধরনের ভুল হবে?

A. বাদ পড়ার ভুল B. খতিয়ানভুক্তির ভুল
C. পরিপূরক ভুল D. লেখার ভুল
Ans: B

PRIMARY

01. [illegible]
(A) [illegible] হিসাব (B) [illegible] হিসাব
(C) [illegible] হিসাব (D) [illegible]

02. [illegible] কি নির্দেশ করে?
(A) [illegible] (B) [illegible] (C) [illegible] (D) [illegible]

03. কোনটি হিসাব চক্রের ধাপ নয়?
(A) [illegible] (B) [illegible] (C) [illegible] (D) [illegible]

04. কোনটি মুনাফা জাতীয় খরচ?
(A) [illegible] (B) [illegible]
(C) [illegible] (D) [illegible]

05. মূলধন [illegible] কি ধরনের হিসাব?
(A) [illegible] হিসাব (B) [illegible] হিসাব
(C) [illegible] হিসাব (D) [illegible] হিসাব

06. International Accounting Standard Board (IASB) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(A) 1998 (B) 1973 (C) 2001 (D) [illegible]

07. বাংলাদেশে হিসাব বিজ্ঞানের পেশাগত সংগঠন কোনটি?
(A) ICAB (B) AICPA (C) IIBA (D) ICMAB

08. [illegible] কি ধরনের হিসাব?
(A) [illegible] (B) নামিক হিসাব (C) ব্যক্তিবাচক (D) [illegible]

09. আর্থিক বিবরণীতে নর্তন প্রাপ্য করার জন্য ব্যবহৃত মান কোনটি?
(A) GAAP (B) IFRS (C) IASC (D) SAAT

10. নিচের কোনটি হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার ধাপ নয়?
(A) শনাক্তকরণ (B) [illegible]
(C) তথ্য আদান প্রদান (D) লিপিবদ্ধকরণ

11. কোনটি নামিক হিসাব নহে?
(A) বিক্রয় রাজস্ব (B) মজুদ পণ্য (C) নীট বিক্রয় (D) মজুরী ব্যয়

12. শেয়ার আবেদন হিসাব কোন প্রকারের হিসাব?
(A) নামিক (B) ব্যক্তিবাচক (C) সম্পত্তি (D) দায়বাচক

13. নিম্নের কোনটি কোম্পানির দায়?
(A) প্রাথমিক ব্যয় (B) শেয়ার অবহার (C) শেয়ার অধিহার (D) কোনটি নয়

14. সাধারণ সঞ্চিতি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য :
(A) সম্পত্তি (B) আয় (C) অন্তর্দায় (D) বহিদায়

15. মূলধন একটি ব্যবসায়ের জন্য
(A) সম্পত্তি (B) অন্তর্দায় (C) আয় (D) বহিদায়

16. নীট মুনাফা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য
(A) সম্পত্তি (B) অন্তদায় (C) বহিদায় (D) দায় নয়

17. ইকুইটি বলতে বুঝায়?
(A) দায় পরিশোধে মালিকের দায় (B) সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার
(C) মূলধন (D) মূলধন + সঞ্চিতি

18. বিক্রয় ফেরত কোন শ্রেণীর হিসাব?
(A) নামিক হিসাব (B) সম্পত্তি হিসাব (C) ব্যক্তিবাচক (D) কোনটি নয়

19. নামিক হিসাবের পূর্বে অগ্রীম বা বকেয়া শব্দ যোগ করলে তাকে বলে
(A) বিশেষ নামিক হিসাব (B) ব্যক্তিবাচক হিসাব
(C) প্রতিনিধিত্ব ব্যক্তিবাচক হিসাব (D) সম্পত্তিবাচক হিসাব

20. বকেয়া খরচ কোন ধরনের হিসাব?
(A) ব্যয়বাচক (B) দায় বাচক (C) মূলধন (D) সম্পত্তি বাচক

Answer Sheet

01.	C	02.	C	03.	B	04.	C	05.	A
06.	B	07	A	08.	C	09.	B	10.	[illegible]
11.	B	12.	D	13.	D	14.	C	15.	[illegible]
16.	B	17.	D	18.	A	19.	C	20.	[illegible]

অধ্যায় ০৪

রেওয়ামিল

হিসাববিজ্ঞান

হিসাবকাল শেষে ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের গাণিতিক সমতা যাচাই ও চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য সাধারণ খতিয়ানে সংরক্ষিত হিসাবসমূহের শিরোনাম ও জের নিয়ে প্রস্তুতকৃত তালিকাকে রেওয়ামিল বলে।

- রেওয়ামিলের মাধ্যমে হিসাবসমূহের নির্দিষ্ট তারিখের সর্বশেষ ব্যলেন্স বা জের প্রদর্শন করা হয়।রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় হিসাবকালের শেষে নির্দিষ্ট তারিখ বা নির্দিষ্ট বিন্দুর জন্য।
- রেওয়ামিল হিসাব চক্রে সার-সংক্ষেপকরণ কাজটি করে ।
- রেওয়ামিল হিসাবচক্রের চতুর্থ নাম্বার ধাপ ।
- রেওয়ামিলের মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের গানিতিক সমতা প্রমান করা হয়।
- রেওয়ামিল খতিয়ানের সকল হিসাবের জের সংবলিত তালিকা মাত্র।
- সম্পত্তি, দায়, মালিকানাসত্ব,আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাব রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় ।
- যে সকলের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুতকরণে রেওয়ামিল সহায়তা করে ।
- রেওয়ামিলের মাধ্যমে হিসাব নিকাশের কিছু ভুল ত্রুটি সহজে উদঘাটন করা যায় ।
- হিসাব চক্রে মোট তিনবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় ।যথা:
  1. অসমন্বিত রেওয়ামিল
  2. সমন্বিত রেওয়ামিল
  3. সমাপনী পরবর্তী রেওয়ামিল

টপিক ২ রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা

রেওয়ামিল তৈরির উদ্দেশ্য হলো হিসাব রক্ষণের গানিতিক সমতা পরীক্ষা করা রেওয়ামিলের যোগফলের সমতা সর্বদা হিসাবনিকাশের গাণিতিক শুদ্ধতার প্রমাণ হবে এমনটা নয় ।কারন হিসাবনিকাশ কিছু কিছু ভুল থাকা সত্ত্বেও রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পাশের যোগফল মিলে যায় ।যেমন :

i. একটি লেনদেন যদি জাবেদাভুক্ত করা না হয় ।
ii. একটি সঠিক জাবেদা দাখিলা যদি পোস্টিং (খতিয়ানহিসাবে স্থানান্তর) না করা হয়
iii. একটি জাবেদা দাখিলা যদি দুইবার পোস্টিং করা হয়
iv. জাবেদাভুক্তকরণ অথবা পোস্টিং এ ভুল হিসাব শিরোনাম ব্যবহার করা হয় ।
v. লেনদেনের টাকার পরিমান ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় হিসাবে সমপরিমানে কম বা বেশি লেখা হয় ।
vi. এই যে হিসাবনিকাশের বিভিন্ন ভুল থাকা সত্ত্বেও রেওয়ামিল মিলে যায় বলে উক্ত ভুল সমূহকে রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা বলে । রেওয়ামিলের যে সব ভুল ধরা পরে না

এ ভুল কে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায় ।নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

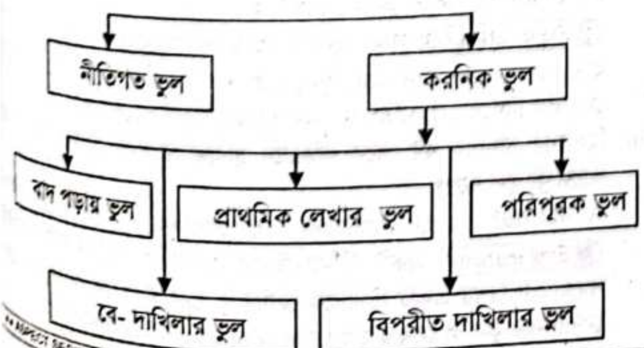

- **নীতিগত ভুল :** হিসাবরক্ষণের স্বীকৃত নীতিমালাকে পরিহার করে হিসাবরক্ষন করা হলে তাকে নীতিগত ভুল বলে ।নীতিগত ভুলের উদাহরণ হলো : মূলধন জাতীয় লেনদেনকে মুনাফা জাতীয় লেনদেন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে মূলধন জাতীয় লেনদেন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা ।যেমন:
  - আসবাবপত্র ক্রয় করে, ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা ।
  - যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় কে মজুরি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা ।
  - একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী বিক্রয় উদ্দেশ্য আসবাবপত্র ক্রয় করে আসবাবপত্র হিসাবে লিখা ।

  এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।
- **বাদ পড়ার ভুল :** যদি কোন লেনদেন হিসাবনিকাশে বই সমূহে লিপিবদ্ধকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ পরে যায়,তবে তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে । যেমন- পণ্য ক্রয় ১০০০০ টাকা হিসাবে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পরে না ।
- **পরিপূরক ভুল :** যদি লেনদেন লিপিবদ্ধকরনে একটি ভুলের দ্বারা একটি ভুলের পরিমান পূরণ হয়ে যায়,তখন তাকে পরিপূরক ভুল বলে ।যেমন- ভাড়া খরচ হিসাবে ডেবিট দিকে ১০০০ টাকা কম লেখা হয়েছে এবং বেতন ব্যয় হিসাবে ডেবিট দিকে ১০০০ টাকা বেশি লেখা হয়েছে ।এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।
- **বেদাখিলা ভুল / খতিয়ানভুক্তির ভুল :**সমজাতীয় হিসাব দ্বারা ভুল করলে/জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের ভুল, মুনাফাজাতীয় লেনদেনকে মুনাফাজাতীয় এবং মূলধনজাতীয় লেনদেন দ্বারা মূলধন জাতীয় লেনদেন দ্বারা ভুল, A এর জায়গায় B এর নাম লেখার দ্বারা ভুলকে বে-দাখিলার ভুল বলে ।যেমন-
  - মজুরি প্রদান করে বেতন হিসাবে লেখা ।
  - যন্ত্রপাতি ক্রয় আসবাবপত্র হিসাবে লেখা ।
  - রবিনকে টাকা প্রদান করে নাহিদ লেখা

  এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।
- **প্রাথমিক লিখনের ভুল :** কোন লেনদেন প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করার সময় ডেবিট ও ক্রেডিট উভয়পক্ষে টাকার পরিমান লিখতে ভুল হলে তাকে প্রাথমিক লিখনের ভুল বলে ।যেমন- ১০০০০ টাকার পন্য ক্রয় করে উভয় দিকে (ক্রয় হিসাব ও নগদান হিসাব) ১০০০ টাকা লিখা ।এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।
- **বিপরীত দাখিলার ভুল :** যখন কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় , যে হিসাবটি ডেবিট তাকে ক্রেডিট এবং যে হিসাবটি-ক্রেডিট তাকে ডেবিট করা হয় তাকে বিপরীত দাখিলার ভুল বলে ।যেমন- নগদে সম্ভার ক্রয় করে । নগদান হিসাব ডেবিট ও সম্ভার হিসাব ক্রেডিট করা এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।

টপিক ২ অনিশ্চিত হিসাব

- রেওয়ামিলের দুইপাশ না মিললে রেওয়ামিলের যে দিকের যোগফল কম আছে, সেই দিকে ব্যবধানের পরিমান বসিয়ে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মিলানো হয় ।এই উদ্দেশ্য যে নতুন হিসাব খোলা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে ।

= অনিশিচত হিসাব হলো এক পক্ষের ভুল ।
= অনিশ্চিত হিসাব কোন স্থায়ী হিসাব নয় ।
= অনিশ্চিত হিসাবে ভুল ত্রটি ধরা পরা মাত্রই সংশোধনী দাখিলা দিতে হয় ।
= আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে অনিশ্চিত হিসাবের ভুল খুজে বের করতে হবে।

টপিক ২ গাণিতিক সমস্যা

০১. **একটি হিসাবের জের ৫০০ টাকা ভুল পাশে বসানো হয়েছে। অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের পার্থক্য কত হবে?**

সমাধান • একটি হিসাবের জের যদি ভুল পাশে বসানো হয় তাহলে পার্থক্য হবে ওই হিসাবের ২ গুন। ভুল পাশে ২ বার বসানো হয় তাহলে পার্থক্য হবে ওই হিসাবের ৩ গুন।

- তাহলে পার্থক্য= ৫০০ X ২ = ১০০০ টাকা

CamScanner

২. একটি ভাড়া খরচ হিসাবের জের ৪৭৫ টাকা রেওয়ামিলের ভুল পাশে দুইবার বসানো হয়েছে ।অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের পার্থক্য কত হবে?

সমাধান তাহলে পার্থক্য= ৪৭৫ × ৩ = ১৪২৫ টাকা

৩. একটি হিসাবের জের ১০০০ সঠিক পাশে দুইবার বসানো হয়েছে। অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের পার্থক্য কত হবে

সমাধান • একটি হিসাবের জের যদি সঠিক পাশে দুইবার বসানো হয়েছে ।তাহলে পার্থক্য হবে ওই হিসাবের ১ গুন।.সঠিক পাশে ৩ বার বসানো হয় তাহলে পার্থক্য হবে ওই হিসাবের ২ গুন।

• .তাহলে পার্থক্য= ১০০০ × ১ = ১০০০ টাকা

৩. একটি খতিয়ানের জের ৪২০ টাকা রেওয়ামিলে দুইবার লেখা হয়েছে । রেওয়ামিলের দুইপাশের পার্থক্য কত হবে

সমাধান তাহলে পার্থক্য= ৪২০ × ১ = ৪২০ টাকা

৫. একটি খতিয়ান হিসাবের জের ৭৬ টাকা যা ভুল পাশে ৬৭ টাকা লেখা হয়েছে ।রেওয়ামিলের পার্থক্য কত হবে

সমাধান তাহলে পার্থক্য= ৭৬ + ৬৭ = ১৪৩ টাকা

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. রেওয়ামিল মিলবে না, যখন— [NU- Business: 2014-15]
A. একটি সঠিক জাবেদা দুবার এন্ট্রি দিলে
B. উত্তোলন ২০০ টাকা, উত্তোলন হিসাবে ২,০০০ টাকা ডেবিট এবং নগদ হিসাবে ক্রেডিট করা হয় ২০০ টাকা
C. পাওনাদারকে প্রদত্ত ৬৫০ টাকার জন্য পাওনাদার হিসাবকে ডেবিট করা হয় ৬৫ টাকায় এবং নগদান হিসাবে ক্রেডিট করা হয় ৬৫ টাকা
D. উপরের কোনটিই নয় Ⓒ

02. দৈনন্দিন মেরামত খরচ যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। এটি কী ধরনের ভুল? [NU- Business: 2009-10]
A. পরিপূরক ভুল B. কর্তব্যের ভুল
C. বাদপড়ার ভুল D. নীতির ভুল Ⓓ

03. রেওয়ামিল সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়? [NU- Business: 2008-09]
A. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করে
B. আর্থিক অবস্থার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়
C. চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করা সহজ হয়
D. হিসাবের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় Ⓐ

04. সমাপনী মজুত সাধারণত রেওয়ামিলে– [NU- Business: 2006-07]
A. অনিশ্চিত হিসাবে লেখা হয়
B. ক্রেডিট কলামে লেখা হয়
C. ডেবিট কলামে লেখা হয়
D. কোন কলামে লেখা হয় না Ⓓ

05. নিম্নলিখিত কোন ভুলটি রেওয়ামিলের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হবে? [NU- Business: 2005-06]
A. করিমের নিকট প্রাপ্ত ৫৭৪ টাকার চেক করিমের ৪৭৫ টাকা লিখিত হয়।
B. বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
C. ৩০০ টাকার ধারে বিক্রিত পণ্য দু'তরফা হিসাবে ৩০ টাকায় লিখিত হয়।
D. ২৫০ টাকার ক্রয় সম্পূর্ণভাবে হিসাবে লেখা থেকে বাদ পড়ে। Ⓑ

06. রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের টাকার পরিমাণ সমান হলেও রেওয়ামিলের ভুল থাকতে পারে। এটি কী জাতীয় ভুল? [NU- Business: 2002-03]
A. নীতিগত ভুল
B. যোগের ভুল
C. বাদপড়া ভুল
D. জের টানার ভুল Ⓑ

07. কোনটি রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে বসে? [NU- Business: 2002-03]
A. সাধারণ সঞ্চিতি B. বেতন
C. মজুরি D. আসবাবপত্র Ⓐ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোনটি করণিক ভুল নয়?
A. নীতিগত ভুল B. পূরক ভুল C. বাদ পড়ার ভুল D. লিখনের ভুল
Ⓐ Explanation নীতিগত ভুল ব্যতিত সব করণিক ভুল।

02. নিচের কোনটি রেওয়ামিল মিলকরণে প্রভাব ফেলে?
A. করিম এন্ড সন্স থেকে ক্রয়কৃত পণ্য ৪৪০ টাকার পরিবর্তে উভয় হিসাব ৪০৪ টাকা লেখা হয়েছে।
B. পেট্রোল খরচ মোটর গাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে।
C. তাহের এন্ড সন্স এর কাছে ২৫০ টাকার পণ্য বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে হিসাব থেকে বাদ পড়েছে।
D. বিদ্যুৎ খরচ ৫০০ টাকা শুধু নগদান বহিতে লেখা হয়েছে।
Ⓓ Explanation এখানে অপশন (A) তে লেখার ভুল হয়েছে অর্থাৎ টাকার পরিমাণ উভয় পক্ষে/ হিসাবে কম লেখা হয়েছে যা মিলকরণে প্রভাব ফেলবে না; আবার অপশন (B. তে বে-দাখিলার ভুল হয়েছে অর্থাৎ এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাব দেখানো হয়েছে যা রেওয়ামিলে প্রভাব ফেলে না। এবং অপশন (C. তে একটি লেনদেন সম্পূর্ণভাবে জাবেদাভুক্তকরণ হতে বাদ পড়েছে যা রেওয়ামিল মিলকরণে বাধা সৃষ্টি করে না। অন্যদিকে অপশন (D. তে বিদ্যুৎ খরচ শুধুমাত্র এখানে হিসাব পোস্টিং করা হয়েছে যা রেওয়ামিল মিলকরণে প্রভাব ফেলে।

03. পদ্মা সার্ভিসেস হিসাব লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত ভুলগুলো করেছে। এসব ভুলের কোনটি জন্য রেওয়ামিল মিলবে না?
A. সেবা প্রদান ২০,০০০ টাকা জবেদাভুক্ত হয়নি।
B. দেনাদারের কাছ থেকে প্রাপ্ত ১০,০০০ টাকা খতিয়ানভুক্ত হয়নি।
C. মারুফকে প্রদত্ত ৫,০০০ টাকা মাসুদের হিসাব লেখা হয়েছে।
D. কর্মচারীকে প্রদত্ত বেতন ১৫,০০০ টাকা বেতন হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ১০,০০০ টাকা Ⓓ

04. রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলবে যদি:
A. প্রাপ্য বিল হিসাবে ক্রেডিট পোস্টিং ৫২৫ টাকা বাদ পড়ে
B. ভাড়া খরচ হিসাবের ডেবিট ৪৭৫ টাকার স্থলে ৪৫৭ টাকা পোস্টিং করা হয়
C. সাপ্লাই একাউন্টের ডেবিট ৯,০০০ টাকা ইকুইপমেন্ট একাউন্টে ৯০০ টাকা ডেবিট করা হয়।
D. ভাড়া হিসাব একটি লেনদেন রেকোর্ড করা না হয়।
E. প্রদেয় হিসাবসমূহ ৪১৫ টাকার ক্রেডিট পোস্টিং দুইবার করা হয়
Ⓓ Explanation রেওয়ামিলের উভয় দিকে সমপরিমাণ বেশি/সমপরিমাণ কম টাকা লিপিবদ্ধ হলে, ভুল থাকা সত্ত্বেও রেওয়ামিলে মিলে যাবে। এখানে, Option D একটি লেনদেন রেকর্ড না করার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা দ্বারা ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পক্ষে সমপরিমাণ বাদ পড়া বুঝাচ্ছে। অতএব, এ ভুলটি হলে রেওয়ামিল অমিল হবে না, মিলে যাবে। বাকিগুলো একক স্বত্বার ভুল তাই এই ভুলগুলোর কারণে রেওয়ামিল মিলবে না।

05. নিম্নের কোন ভুলটি রেওয়ামিলের মাধ্যমে ধরা পড়ে?
A. যে লেনদেন জাবেদা ভুক্ত করা হয়নি
B. একটি জাবেদা দাখিলা খতিয়ানে দুইবার পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।
C. লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে পরিপূরক ভুল
D. লেনদেন স্থানান্তরে ভুল E. লেখার ভুল
Ⓓ Explanation যে সকল ভুল রেওয়ামিলের সাহায্যে ধরা পড়ে না সেগুলো হলো- লেখার ভুল, বাদ পড়ার ভুল, খতিয়ানে হিসাব পোস্টিং এ ভুল, রেওয়ামিলে যোগফল নির্ণয়ে ভুল, খতিয়ানে লেখার সময় টাকার অংকে ভুল।

06. হিসাবের প্রাথমিক বই থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যে ভুল সংঘটিত হয় তাকে কী ভুল বলে?
A. বাদ পড়া B. লেখার ভুল C. বেদাখিলা D. পরিপূরক ভুল
Ⓒ Explanation একটি নির্দিষ্ট হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট করার পরিবর্তে সমজাতীয় অপর একটি হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করলে যে ভুল হয় তাকে বেদাখিলার ভুল বা লেখার ভুল (Errors of commission)বলে।

CS CamScanner

7. করিম এর কাছে প্রদেয় টাকা হারুন এর হিসাবে ডেবিট করা হলে, এটা কি ধরনের ভুল হবে?

A. বাদ পড়ার ভুল
B. খতিয়ানভুক্তির ভুল
C. পরিপূরক ভুল
D. লেখার ভুল

(B) Explanation/ একটি নির্দিষ্ট হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট করার পরিবর্তে সমজাতীয় অপর একটি হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করলে যে ভুল হয়। তাকে বে-দাখিলার ভুল বা লেখার ভুল (Error s of Commission) বলে।

8. রহিমের কাছে থেকে প্রাপ্ত টাকা পিটারের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে কী ধরনের ভুল হবে?

A. বাদ পড়ার ভুল
B. খতিয়ানভুক্তির ভুল
C. পরিপূরক ভুল
D. নীতির ভুল

(B) Explanation/ এক হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করার ভুলকে বলা হয় বে-দাখিলার ভুল (Errors of Commision)। Option B তে খতিয়ানভুক্তির ভুল বা Errors of Posting আছে, যা দ্বারা বে-দাখিলার ভুল বা Errors of Commision কে বুঝানো হয়।

9. নিম্নের কোনটি সার-সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ার অংশ?

A. চিহ্নিতকরণ
B. বিশ্লেষণ
C. জাবেদা লিখন
D. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

(D) Explanation/ রেওয়ামিলের মাধ্যমে খতিয়ানের জেরগুলোকে একত্রিত করে সংক্ষেপে সমগ্র হিসাবের নির্ভুলতা যাচাই করা হয়।

10. নিম্নে কোন ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলবে না?

A. একটি লেনদেন সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে
B. হিসাবের একপক্ষ বাদ পড়েছে
C. সরঞ্জাম ক্রয় আসবাবপত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে
D. বিক্রয় খরচ, হিসাবেই ডেবিট করা হয়েছে

(B) Explanation/ হিসাবের দুইটি পক্ষের মধ্যে একপক্ষ হিসাবভুক্ত হলে এবং অপরপক্ষটি বাদ পড়ে গেলে রেওয়ামিল মিলবে না। একপক্ষের ভুলের জন্য অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা রেওয়ামিল মিলানো হয়।

11. বিক্রয়ের জন্য নগদে মেশিন ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছে। এটি হচ্ছে-

A. লিখনের ভুল
B. পরিপূরক ভুল
C. নীতিগত ভুল
D. কোন ভুল নয়

(D) Explanation/ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়।

12. ব্যাংক ব্যালেন্স ক্রেডিট হলে রেওয়ামিলে দেখানো হয়-

A. ক্রেডিট পার্শ্বে
B. ডেবিট পার্শ্বে
C. রেওয়ামিলের নিচে
D. কোনদিকেই নয়

(A) Explanation/ ব্যাংক হিসাব সম্পত্তিবাচক হলেও এটার ক্রেডিট ব্যালেন্স হতে পারে, সেক্ষেত্রে ক্রেডিট ব্যাংক ব্যালেন্স।
অর্থাৎ ব্যাংক জমাতিরিক্ত রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে দেখাতে হবে।

13. কোনটি রেওয়ামিলে ক্রেডিট করা হয় না?

A. সঞ্চিতি তহবিল
B. ব্যাংক জমাতিরিক্ত
C. আন্তঃফেরত
D. উত্তোলনের সুদ

(C) Explanation/ আন্ত:ফেরত বা বিক্রয়ফেরত হলো বিপরীত আয় হিসাব যা বিক্রয় বা আয়কে হ্রাস করে। এবং আয় হ্রাস পেলে ডেবিট হয়। তাই আন্তঃফেরত ক্রেডিট হয় না।

14. প্রাপ্ত বাট্টা হিসাবে ব্যালেন্স ২৫ টাকার স্থলে রেওয়ামিলের ডেবিট পার্শ্বে ভুলবশত ৫২ টাকা দেখানো হলে, রেওয়ামিলের দুই দিকের পার্থক্য হবে-

A. ৭৭ টাকা
B. ১০৪ টাকা
C. ২৭ টাকা
D. ২৬ টাকা

(A) Explanation/
- প্রাপ্ত বাট্টা রেওয়ামিলে ক্রেডিট দিকে বসে।
- কিন্তু এখানে ৫২ টাকা ডেবিট পার্শ্বে ভুলবশত বেশি দেখানো হয়েছে।
- ফলে পার্থক্য হবে (২৫ + ৫২) = ৭৭ টাকা।

15. রেওয়ামিলে ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ হয়-

A. বিক্রয় বাট্টা
B. ক্রয় বাট্টা
C. প্রদত্ত বাট্টা
D. ক্রয়

(B) Explanation/ রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে বসে সম্পদ ব্যয় ও প্রতি বা বিপরীত হিসাব। অন্যদিকে ক্রেডিট দিকে বসে আয়,মূলধন দায়, প্রতি বা বিপরীত ব্যয় হিসাব। প্রশ্নে ক্রয় বাট্টা হলো বিপরীত ব্যয় হিসাব যা বিক্রয় হিসাবকে কমিয়ে দেয়। তাই ক্রয় বাট্টা ক্রেডিট লিপিবদ্ধ হবে।

16. রহিমের হিসাব ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩,০০০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে। অন্যদিকে করিমের হিসাব ২,০০০ টাকার পরিবর্তে ৪,০০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। এটি যে ধরনের ভুল-

A. বে-দাখিলা
B. বাদ পড়া
C. লেখা
D. পরিপূরক

(D) Explanation/ হিসাবরক্ষকের অজান্তসারে একটি ভুল দ্বারা অন্য একটি ভুলের পরিমাণ পূরণ হয়ে গেলে তাকে পরিপূরক ভুল বলে। এখানে প্রথমে রহিম হিসাবে ২,০০০ টাকা বেশি ডেবিট করা হয়েছে যার ফলে রহিম হিসাব কমে গিয়েছে। অপর দিকে আবার ২,০০০ টাকা বেশি ক্রেডিট করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে রহিম হিসাব সমান অবস্থানে ফিরে এসেছে। প্রথম ভুলটি দ্বিতীয় ভুলের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। এ ধরনের ভুলকে পরিপূরক ভুল বলে।

17. কোনটি নীতিগত ভুল?

A. একটি লেনদেন একবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে
B. একটি লেনদেন ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০০ টাকা লেখা হয়েছে
C. মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ধরা হয়েছে
D. সবগুলি

(C) Explanation/ মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়কে মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করার ভুলকে নীতিগত ভুল বলে। যেমন: যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।

18. কোনটি নীতিগত ভুল?

A. একটি লেনদেন আদৌ হিসাবভুক্ত হয় নি
B. একটি লেনদেন ১৫০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০০ টাকা লেখা হয়েছে
C. মূলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো
D. সবগুলো

(C) Explanation/
- যদি কোনো লেনদেন হিসাবনিকাশে বইসমূহে লিপিবদ্ধকরণ থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়, তবে তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। অপশন 'ক' হলো 'বাদ পড়ার ভুল'।
- কোনো লেনদেন প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করার সময় টাকার পরিমাণে ভুল হলে তাকে পরিমাণ লিখনের ভুল বলে। অপশন 'খ' হলো 'লিখনের ভুল'।
- মূলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয় ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাব লিপিবদ্ধ করা নীতি ভুল। যেমন – খরচ হিসাবের পরিবর্তে সম্পদ হিসাব ডেবিট করা, আবার সম্পদ হিসাবের পরিবর্তে খরচ হিসাব করা। অপশন 'গ' হলো 'নীতিগত ভুল'।

19. রেওয়ামিল কোন ধরনের হিসাব?

A. ব্যক্তিবাচক
B. সম্পত্তিবাচক
C. নামিক
D. কোনটিই নয়

(D) Explanation/ রেওয়ামিল হচ্ছে এমন একটি তালিকা যেখানে আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় জাতীয় হিসাবগুলোর জেরগুলোকে সাজিয়ে হিসাবের শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

20. সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে না দেখানোর কারণ-

A. প্রারম্ভিক মজুদ রেওয়ামিলে থাকে
B. সমাপনী মজুদ পণ্য বিক্রয়ের মধ্যে থাকে
C. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় রেওয়ামিলে থাকে
D. সমাপনী মজুদ পণ্য ক্রয়ের মধ্যে থাকে

(D) Explanation/ সমাপনী মজুদ পণ্য ক্রয়ের মধ্য অন্তর্ভুক্ত আকারে রেওয়ামিলে প্রদর্শিত হয় না।

CamScanner

21. চলতি বছরের বকেয়া আয় রেওয়ামিলের-
A. ডেবিট দিকে বসে
B. ক্রেডিট দিকে বসে
C. দুই দিকে বসে
D. কোন দিকেই বসে না

Ⓐ Explanation/ চলতি বছরের বকেয়া আয় হলো সম্পদ এবং বকেয়া ব্যয় হলো দায় সম্পদ সবসময় রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে বসে।

22. হিসাবের প্রাথমিক বই থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যে ভুল সংঘটিত হয় তাকে কি ভুল বলে?
A. লেখার ভুল
B. নীতিগত ভুল
C. বেদাখিলার ভুল
D. বাদ পরার ভুল
Ⓒ

23. হাসিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা হাশমের হিসাব ক্রেডিট করা হলে কি ধরনের ভুল হবে?
A. বাদ পড়ার ভুল
B. লেখার ভুল
C. নীতির ভুল
D. পরিপূরক ভুল

Ⓒ Explanation/
- নীতিগত ভুল: মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা। যেমন: (মেশিন সংস্থাপন খরচ) মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু (মজুরি খরচ) মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলে নীতিগত ভুল হয়।
- লেখার ভুল: লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় টাকার পরিমাণে ভুল হলে তাকে লেখার/ লিখনের ভুল বলে। যেমন: সংস্থাপন খরচ ৫,০০০ টাকা সংস্থাপন হিসাবে ৫,৫০০ টাকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- বে-দাখিলার ভুল: লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সময় কোন নির্দিষ্ট হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করার বদলে সমজাতীয় অন্য হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করলে তাকে বে-দাখিলার ভুল বলে। যেমন: ৫,০০০ টাকার বেতনকে ৫,০০০ টাকায় ভাড়া হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হলে।

এখানে, হাসিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা হাশমের হিসাব ক্রেডিট করার ফলে বে-দাখিলার ভুল হয়।

24. রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য কি?
A. সময় ক্রমানুসারে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ
B. হিসাবের জের বের করা
C. লেনদেনের সারমর্মকরণ
D. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই

Ⓓ Explanation/ রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা। এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ
- চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের কাজ ত্বরান্বিত করা।
- সময় সংক্ষেপ করা
- ব্যয় হ্রাস করা
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

25. যদি ৯৪ টাকার ক্রয় ফেরত ভুলবশত বিক্রয় ফেরত হিসাবে ডেবিট করা হয় কিন্তু সরবরাহকারীর হিসাবে শুদ্ধভাবে লিখলে, রেওয়ামিলের মোট জের প্রদর্শিত হবে-
A. ডেবিট দিক থেকে ক্রেডিট দিকে ৯৪ টাকা বেশি হবে
B. ক্রেডিট দিক থেকে ডেবিট দিকে ৯৪ টাকা বেশি হবে
C. ডেবিট দিক থেকে ক্রেডিট দিকে ১৮৮ টাকা বেশি হবে
D. ক্রেডিট দিক থেকে ডেবিট দিকে ১৮৮ টাকা বেশি হবে

Ⓓ Explanation/ এখানে ক্রয় ফেরত হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে ৯৪ টাকা ভুলে বিক্রয় ফেরত হিসাবে ডেবিট করেছে ৯৪ টাকা যার ফলে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিক থেকে (৯৪ × ২) = ১৮৮ টাকা বেশি প্রদর্শিত হবে।

26. মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনটি?
A. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে খরচকৃত অর্থ
B. স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ে খরচকৃত অর্থ
C. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়
D. অডিটদের সম্মানী

Ⓐ Explanation/ যে ব্যয় মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে এবং একের অধিক বছর ব্যবহার করা যায় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। যেমন: কম্পিউটার ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

27. রেওয়ামিল প্রণয়নের মাধ্যমে কোন ভুল ধরা পড়ে?
A. নীতির ভুল
B. লিখার ভুল
C. দ্বৈত লিখার ভুল
D. বাদ পড়ার ভুল
Ⓓ

28. যেসকল ভুল রেওয়ামিলে ব্যাঘাত ঘটায় না-
A. যোগের ভুল
B. স্থানান্তর ভুল
C. নীতির ভুল
D. বাদ পড়ার ভুল
Ⓒ

29. X এর নিকট থেকে ২,০০০ টাকা প্রাপ্তির স্থলে ২০০ টাকা এবং Y এর নিকট থেকে ২০০ টাকা প্রাপ্তির স্থলে ২,০০০ টাকা লেখা হলে, এটি কোন ধরনের ভুল?
A. নীতিগত ভুল
B. পরিপূরক ভুল
C. বেদাখিলার ভুর
D. লেখার ভুল

Ⓑ Explanation/ একটি ভুল যদি অন্য একটি ভুল দিয়ে পূরণ হয়ে যায় তাহলে তাকে পরিপূরক ভুল বলা হয়।

PRIME TEST

01. রেওয়ামিলের উভয়দিক মিলবে যদি:
Ⓐ প্রাপ্য বিল হিসাবে ক্রেডিট পোস্টিং ৫২৬ টাকা বাদ পড়ে।
Ⓑ ভাড়া খরচ হিসাবের ডেবিট ৪৭৫ টাকার স্থলে ৪৫৭ টাকা পোস্টিং করা হয়
Ⓒ সাপ্লাই একাউন্টের ডেবিট ৯০০০ টাকা ইকুইপমেন্ট একাউন্টে ৯০০ টাকা ডেবিট করা হয়।
Ⓓ ভাড়া হিসাবে একটি লেনদেন রের্কড করা না হয়।

02. নিম্নের কোন ভুলটি রেওয়ামিলের সাহায্যে ধরা পড়ে?
Ⓐ যে লেনদেন জাবেদাভুক্ত করা হয় নি।
Ⓑ একটি জাবেদা দাখিলা দুইবার খতিয়ানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে
Ⓒ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে পরিপূরক ভুল।
Ⓓ লেনদেন স্থানান্তরে ভুল।

03. হিসাবের প্রাথমিক বই থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় ভুল সংগঠিত হয় তাকে কি ভুল বলে?
Ⓐ বাদ পড়ার ভুল
Ⓑ লেখার ভুল
Ⓒ বেদাখিলা ভুল
Ⓓ পরিপূরক ভুল

04. এনামের কাছে প্রদেয় টাকা হারুনের হিসাবে ডেবিট করা হলে কি ধরনের ভুল?
Ⓐ বাদ পড়ার ভুল
Ⓑ নীতিগত ভুল
Ⓒ খতিয়ানভুক্তিরভুল
Ⓓ পরিপূরক ভুল

05. রবিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা পিটারের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে, এটা কি ধরনের ভুল?
Ⓐ বাদ পড়ার ভুল
Ⓑ খতিয়ানভুক্তির ভুল
Ⓒ নীতিগত ভুল
Ⓓ পরিপূরক ভুল

06. নিম্নের কোনটি সার-সংক্ষেপকরণ প্রক্রিয়ার অংশ?
Ⓐ চিহ্নিতকরন
Ⓑ খতিয়ান প্রস্তুতকরন
Ⓒ রেওয়ামিল প্রস্তুতকরন
Ⓓ বিশ্লেষণ

07. একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী আসবাবপত্র ক্রয়, মাল ক্রয় হিসাবে ডেবিট করেছে।এটা কি ধরনের ভুল?
Ⓐ নীতিগত ভুল
Ⓑ পরিপূরক ভুল
Ⓒ কোন ভুল হয়নি
Ⓓ লেখার ভুল

08. আসবাবপত্র ক্রয় মালামাল ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়।।এটা কি ধরনের ভুল?
Ⓐ নীতিগত ভুল
Ⓑ পরিপূরক ভুল
Ⓒ বাদ পড়ার ভুল
Ⓓ লেখার ভুল

09. রেওয়ামিলের দুইদিক মিলবে না যদি-
Ⓐ আসবাবপত্র ক্রয় পণ্য ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়
Ⓑ বেতন প্রদানকরে বেতন হিসাব খতিয়ানভুক্ত করা না হয়
Ⓒ বাকিতেযন্ত্রপাতিক্রয় ভুলেক্রয় হিসাবডেবিটও নগদানহিসাবক্রেডিটকরা হয়
Ⓓ অগ্রিম বীমা ভুলে বীমা খরচ ডেবিট করা হয়

CS CamScanner

10. একটি মুনাফাজাতীয় ব্যয় মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে ।এটা কি ধরনের ভুল?

Ⓐ নীতিগত ভুল Ⓑ পরিপূরক ভুল
Ⓒ বাদ পড়ার ভুল Ⓓ লেখার ভুল

11. নিচের কোনটি করণিক ভুল নয়?

Ⓐ নীতিগত ভুল Ⓑ লিখনের ভুল
Ⓒ বাদ পড়ার ভুল Ⓓ পূরক ভুল

12. একটি হিসাবের জের ৮০ টাকা রেওয়ামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো হয়েছে ।অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পাশের পার্থক্য কত টাকা হবে?

Ⓐ ১৬০ টাকা Ⓑ ৮০ টাকা
Ⓒ ২৪০ টাকা Ⓓ ১২০ টাকা

13. রেওয়ামিল প্রস্তুত করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল:

Ⓐ সব লেনদেন লিপিবদ্ধ হয়েছে তা প্রমান করা ।
Ⓑ খতিয়ানে স্থানান্তরের পর ডেবিট ও ক্রেডিট গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ
Ⓒ জাবেদা এবং খতিয়ানের কোন ভুল হয়ে থাকলে তা বের করা
Ⓓ বছরের নীট আয় বের করা

14. যদি রেওয়ামিলের যোগফল না মিলে তবে রেওয়ামিলের ব্যবধান অবশ্যই কোথায় স্থানান্তর করতে হবে?

Ⓐ লাভ-ক্ষতি হিসাবে Ⓑ অনিশ্চিত হিসাবে
Ⓒ নগদান হিসাবে Ⓓ মূলধন হিসাবে

15. একটি হিসাবের জের ১২০ টাকা, যা রেওয়ামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো হয়েছে । অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পাশের পার্থক্য কত হবে?

Ⓐ ১২০ টাকা Ⓑ ৬০ টাকা
Ⓒ ২১০ টাকা Ⓓ ২৪০ টাকা

16. একটি হিসাবের জের ৪২ টাকা ,যা রেওয়ামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো হয়েছে । অন্যান্য সব ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পাশের পার্থক্য কত হবে?

Ⓐ ৪২ টাকা Ⓑ ২১ টাকা
Ⓒ ৮৪ টাকা Ⓓ ২৪ টাকা

17. অনিশ্চিত হিসাবে একটি বড় ধরনের জের থাকলে কী করা হবে?

Ⓐ উদ্বর্তপত্রে কর্তন করতে হবে
Ⓑ আগামী সময়কালের জন্য জের টেনে নিয়ে যেতে হবে
Ⓒ চূড়ান্ত হিসাব ছাপানোর আগে ভুল খুজে বের করতে হবে
Ⓓ লাভ-ক্ষতি হিসাবে কর্তন করতে হবে

18. একটি ভুলসংশোধন করার সময় কখন একটি অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করা হয়,যখন ভুলটি?

Ⓐ এক দিকের ভুল Ⓑ দুই দিকের ভুল
Ⓒ সকল ধরনের ভুল Ⓓ সম্পূরক ভুল

19. যে সব ভুল রেওয়ামিল মিলকরণে ব্যাঘাত ঘটায় না–

Ⓐ যোগের ভুল
Ⓑ নীতির ও করণিক ভুল
Ⓒ স্থানান্তরের ভুল
Ⓓ কোনটি নয়

20. বিক্রয়ের জন্য নগদে মেশিন ক্রয় করে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। এটি হচ্ছে-

A. লিখনের ভুল B. পরিপূরক ভুল
C. নীতিগত ভুল D. কোন ভুল নয়

Answer Sheet

01.	D	02.	D	03.	C	04.	C	05.	B
06.	C	07	C	08.	A	09.	B	10.	A
11.	A	12.	A	13.	B	14.	B	15.	D
16.	C	17.	C	18.	A	19.	B	20.	D

অধ্যায় ০৫

সংশোধনী দাখিলা

হিসাববিজ্ঞান

- হিসাবনিকাশে কোন ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করার জন্য যে জাবেদা দেওয়া হয় তাকে সংশোধনী দাখিলা বলে।
- সংশোধনী দাখিলা দেওয়া হয় সাধারন/প্রকৃত/প্রধান জাবেদায় ।
- হিসাবকালের যে কোন সময় ভুল খুজে পাওয়ার সাথে সাথে সংশোধনী দাখিলায় দিতে হয় ।
- সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের পরিত্যাজ্য ধাপ ।

ভুল সংশোধনী দাখিলার ভুল সমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা:

১. একতরফা ভুল

২. দুতরফা ভুল

■ **একতরফা ভুল :** যে ভুল এ লেনদেনের একটি পক্ষ জড়িত থাকে তাকে একতরফা ভুল বলে ।যেমন- নগদে পণ্য ক্রয় ১০০০ টাকা নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হলেও ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি ।এখানে খেয়াল করার বিষয়টি হল, নগদে পণ্য ক্রয় ১০০০ টাকা যার দুইটি পক্ষ হল ক্রয় হিসাব ডেবিট ও নগদান হিসাব ক্রেডিট ।এখানে লেনদেনের দুটি পক্ষর মধ্যে একটি নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছি ।অর্থাৎ হিসাবে একটি পক্ষ সঠিক হিসাবে লিখেছি কিন্তু অন্য একটি পক্ষ ভুল লিখা হয়েছে ।যেহেতু হিসাবের একটি পক্ষ ভুল হয়েছে সুতরাং এটি একতরফা ভুল ।

০১. একতরফা ভুল সংশোধনী দাখিলার জন্য অনিশ্চিত হিসাব আনতে হয় ।
উপরোক্ত লেনদেনটির ভুল সংশোধনের জন্য দাখিলা হবে-
ক্রয় হিসাব ডেবিট ১০০০ টাকা
অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ১০০০ টাকা

■ **দুতরফা ভুল :** যে ভুল লেনদেনের দুটি পক্ষ জড়িত থাকে তাকে দুতরফা ভুল বলে। যেমন- বিবিধ দেনাদারের নিকট হতে প্রাপ্তি ১০০০০ টাকা যার নগদান হিসাব কে সঠিক ভাবে ১০০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয় ।কিন্তু দেনাদারের পরিবর্তে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে ১০০০০ টাকা ।এখানে লক্ষ করে দেখা যায় যে আমরা নগদান হিসাব সঠিক করে লিখলেও দেনাদার হিসাব ক্রেডিট করার পরিবর্তে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করেছি। অর্থাৎ দেনাদারের হিসাবের সাথে সাথে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করেছি ।এখানে দুইটি পক্ষকে ভুল লিখা হয়েছে সুতরাং এটি দুতরফা ভুল ।

উপরোক্ত লেনদেনটির ভুল সংশোধনের জন্য দাখিলা হবে-
বিক্রয় হিসাব ডেবিট ১০০০০ টাকা
দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ১০০০০ টাকা

টপিক ২ কিছু সংশোধনী দাখিলার সমাধান

০১. ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪০০০০ টাকা, যা ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। তাহলে
যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট ৪০,০০০
ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৪০,০০০

০২. বেতন প্রদান করা হয়েছে ১০০০ টাকা , যা বেতন খরচ হিসাবে ১০০ টাকা লেখা হয়েছে।
বেতন হিসাব ডেবিট ৯০০
অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ৯০০

০৩. ধারে আসবাবপত্র বিক্রয় ১০০০০ টাকা, যা বিক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
বিক্রয়হিসাব ডেবিট ১০,০০০
আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০

০৪. বেতন প্রদান করা হয়েছে ১০০০ টাকা যা বেতন খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ১০০০০ টাকা।
অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট ৯০০০
বেতন হিসাব ক্রেডিট ৯০০০

CS CamScanner

অধ্যায় ০৬ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়

■ **মূলধন জাতীয়ব্যয় :** যে সকল ব্যয়ের কার্যকারীতা একাধিক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে তাদের কে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে।

■ **মুনাফা জাতীয় ব্যয় :** যে সকল ব্যয়ের উপযোগিতা একটি আর্থিক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে।

নিম্নে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

মূলধন জাতীয় ব্যয়	মুনাফা জাতীয়/ রাজস্ব জাতীয় ব্যয়
দালান কোঠার সম্প্রসারণ	দালান-কোঠার অবচয়
স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের আইনি খরচ	দালান-কোঠার মেরামত ব্যয়
লাইসেন্সের নবায়ন ফি	বিদ্যুৎ বিল
ভূমি উন্নয়ন ব্যয়	বিমা বিল
পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামত ব্যয় (ব্যবহারের জন্য)	যন্ত্রপাতি মেরামত খরচ
ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিরআমদানিশুল্কব্যয়	কাঁচামালের আমদানি শুল্ক
স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় পরিবহণ ব্যয়	পণ্যের পরিবহণ খরচ
দালান নির্মাণ ব্যয়	দালান-কোঠার চুনকাম খরচ
স্থায়ী সম্পত্তির প্রদত্ত ভ্যাট ও শুল্ক	বিজ্ঞাপন খরচ
	বেতন খরচ

টপিক ২ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

■ যে সকল ব্যয় মুনাফা জাতীয়/রাজস্ব জাতীয় কিন্তু তার প্রভাব একাধিক বছর থাকে তাকে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে। সহজ কথায় বলি, যদি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের আগে অগ্রীম কথা উল্লেখ থাকলে সেটি হবে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যায় যেমন, অগ্রিম বিজ্ঞাপন খরচ, অগ্রীম ভাড়া, অগ্রীম বেতন, কারখানা স্থানান্তর ব্যয়।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. যন্ত্রপাতির মেরামত খরচ যন্ত্রপাতি হিসেবে দেখানো হলে— [NU- Business: 2014-15]
A. মুনাফা বাড়ে, সম্পত্তি বাড়ে B. মুনাফা কমে, সম্পত্তি বাড়ে
C. মুনাফা ও সম্পত্তি কমে D. মুনাফা বাড়ে তো সম্পত্তি কমে **Ⓐ**

02. রাজস্ব খরচকে ভুলক্রমে মূলধনি খরচ হিসাবে দেখালে হিসাবের ক্ষেত্রে এর প্রভাব কী হতে পারে? [NU- Business: 2013-14]
A. নিট মুনাফা বেড়েছে এবং নিট সম্পদ কমেছে
B. নিট মুনাফা বেড়েছে এবং নিট সম্পদ বেড়েছে
C. নিট মুনাফা কমেছে এবং নিট সম্পদ বেড়েছে
D. নিট মুনাফা কমেছে এবং নিট সম্পদ কমেছে **Ⓒ**

03. যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জাহাজ ভাড়া কোন ধরনের লেনদেন? [NU- Business: 2006-07]
A. মুনাফা জাতীয় B. মূলধন জাতীয়
C. বিলম্বিত মূলধন জাতীয় D. মূলধনায়িত ব্যয় **Ⓑ**

04. মূলধন জাতীয় লেনদেন দ্বারা কী প্রস্তুত করা যায়? [NU- Business: 2006-07]
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব B. লাভ-লোকসান হিসাব
C. লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব D. উদ্বৃত্তপত্র **Ⓓ**

05. একটি মেশিন স্থাপনের জন্য ৫,০০০ টাকা মজুরি খরচ হয়, যার জন্য ডেবিট করতে হবে- [NU- Business: 2002-03]
A. মজুরি হিসাব B. যন্ত্রপাতি হিসাব
C. অবচয় হিসাব D. মেরামত হিসাব **Ⓑ**

06. প্রাথমিক ব্যয় কোন জাতীয় ব্যয়? [NU- Business: 2002-03]
A. মুনাফা B. পরোক্ষ C. মূলধন D. কোনটিই নয় **Ⓒ**

07. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ হচ্ছে- [NU- Business: 2001-02]
A. অগ্রিম ভাড়া প্রদান B. যৌথ মূলধনি কারবারে প্রাথমিক খরচ
C. অবচয় D. উপরের সব কয়টি **Ⓐ**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. কোনটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ?
A. অগ্রিম ভাড়া B. বার্ষিক খরচ
C. অবচয় D. পুরানো গাড়ির পুনঃসংস্কার ব্যয়

Ⓐ **Explanation** অগ্রিম ব্যয় বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়।

02. নিচের কোনটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়?
A. মেশিনের ক্রয়মূল্য B. মেশিনের আমদানি শুল্ক
C. মেশিনের বিমা খরচ D. মেশিনের সংস্থাপন ব্যয়

Ⓒ **Explanation** মুনাফা জাতীয় লেনদেনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- টাকার অংক তুলনামূলকভাবে কম।
- এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য সংগঠিত।
- নিয়মিত ঘটে।
- বেশিদিন পর্যন্ত সুযোগ ভোগ করা যায় না।
- এখানে শুধুমাত্র মেশিনের বিমা খরচ মুনাফাজাতীয় ব্যয়। অন্যদিকে মেশিনের ক্রয়মূল্য, আমদানী শুল্ক, সংস্থাপন ব্যয় সমূহ মূলধন জাতীয় ব্যয়।

03. একটি পুরোনো গাড়ীর পুনঃসংস্করণ ব্যয়- উদাহরণ
A. একটি মূলধন জাতীয় খরচের B. একটি বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচের
C. একটি মুনাফা জাতীয় খরচের D. একটি পরিচালন ব্যয়ের **Ⓐ**

04. 'কমিশন অগ্রিম পাওয়া গেল'- লেনদেনটির জাবেদা হবে-
A. প্রাপ্য কমিশন ডেবিট, কমিশন আয় ক্রেডিট
B. নগদান হিসাব ডেবিট, কমিশন আয় ক্রেডিট
C. নগদান হিসাব ডেবিট, অনুপার্জিত কমিশন আয় ক্রেডিট
D. নগদান হিসাব ডেবিট, প্রাপ্য কমিশন ক্রেডিট

Ⓒ **Explanation** এখানে অগ্রিম কমিশন পাওয়া গেলে 'নগদ' নামক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং 'অনুপার্জিত/অগ্রিম কমিশন' নামক দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

05. নিম্নের কোনটি মূলধন জাতীয় ব্যয় নয়?
A. আসবাবপত্র ক্রয় B. ভূমি ক্রয়
C. কপিরাইট অর্জন ব্যয় D. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়

Ⓓ **Explanation** স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা অর্জনমূল্য হলো মূলধন জাতীয় ব্যয়; আর, স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় হলো মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

06. মূলধন জাতীয় ব্যয় কোথায় দেখান হয়?
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব B. লাভ- লোকসান হিসাব
C. উদ্বত্ত পত্রের দায় পার্শ্বে D. উদ্বৃত্ত পত্রের সম্পত্তি

Ⓓ **Explanation** যে সকল ব্যয়ের কার্যকারিতা একের অধিক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং সে সব ব্যয় স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যয় করা হয় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে। মূলধন জাতীয় ব্যয় উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পাশে লিখা হয়।

07. নিম্নের কোনটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ নয়?
A. বিশেষ প্রকৃতির মেরামত ব্যয় B. কারখানা হস্তান্তর ব্যয়
C. কর্জের উপর সুদ D. কোম্পানি গঠনে খরচ

Ⓒ **Explanation** যে-সব খরচ প্রকৃতিগত মুনাফাজাতীয় খরচ কিন্তু একাধিক হিসাবকালে আয় অর্জনে সাহায্য করে, তাদেরকে বলা হয় বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচ। কর্জের উপর সুদ (ঋণের উপর সুদ) একটি মুনাফাজাতীয় খরচ, কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ খরচ। তাই কর্জের উপর সুদ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ নয়।

08. নীচের কোনটি মূলধনজাতীয় ব্যয় নয়?
A. মোটরগাড়ি ক্রয় B. স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়
C. কপিরাইট অর্জন ব্যয় D. আসবাবপত্র ক্রয়

Ⓑ **Explanation** মূলধন জাতীয় ব্যয় এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
১. তুলনামূলকভাবে টাকার অংক বড় হয়।
২. এক বছরের বেশি সময় ধরে সুবিধা ভোগ করা যায়।
৩. নিয়মিত ঘটে না।
উদাহরণ স্বরূপ: মোটর গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

CS CamScanner

...র একটি-

A. মূলধন জাতীয় আয় B. মূলধন জাতীয় ব্যয়

C. মুনাফা জাতীয় আয় D. মুনাফা ব্যয় **Ⓐ**

...জাতীয় খরচকে ভুলক্রমে মূলধন জাতীয় খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হলে-

A. নিট লাভ বাড়বে B. মালিকানা স্বত্ব কমবে

C. সম্পত্তি কমবে D. সবগুলোই

Explanation/ মুনাফাজাতীয় খরচকে ভুলক্রমে মূলধন জাতীয় খরচ হিসাবে ...হলে লাভ লোকসান হিসাব অথবা ক্রয় বিক্রয় হিসাবে খরচের পরিমাণ ...প্রদর্শন করবে যার ফলে নিট লাভ বেশি দেখাবে।

...জাতীয় ব্যয়-

A. নতুন মেশিন ক্রয় B. মেশিন সংস্থাপন ব্যয়

C. মেশিন সংযোজন ব্যয় D. মেশিনের অবচয়

Explanation/ যে সকল ব্যয় সাধারণত ১ বছর বা তার কম সময়ের জন্য ...হয় তাকে মুনাফা-জাতীয় ব্যয় বলে। অপশনে মেশিনের অবচয় হলো ...জাতীয় ব্যয় যা প্রতি বছর ধার্য করা হয়। অপরদিকে নতুন মেশিন ক্রয়, মেশিন সংস্থাপন ও সংযোজন ব্যয় হলো মূলধন জাতীয় ব্যয়।

...কোনটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় নয়?

A. ...বন B. অবচয়

C. ...ব্যয় D.বিক্রীত পণ্যের ব্যয় **Ⓒ**

...কোনটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ?

A. ... B. অগ্রপ্রদত্ত ভাড়া

C. ... D. প্রাথমিক খরচ

Explanation/ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের প্রকৃতি মুনাফা জাতীয় হলেও ...সুফল একাধিক বছর পাওয়া যায়। যেমন: বিলম্বিত বিজ্ঞাপন, ব্যবসায় ...ব্যয়, অগ্রপ্রদত্ত ভাড়া ইত্যাদি।

...খরচ' যে ধরনের সম্পদ-

A. ... B. চলতি

C. ... D. স্থায়ী **Ⓐ**

...আসবাবপত্র ক্রয়,মাল ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়। এটি কোন ধরনের ভুল?

A. ... B. নীতিগত C. পরিপূরক D. বাদ পড়া

Explanation/ মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় এবং ...জাতীয় আয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করার ...নীতিগত ভুল বলে।

...মূলধনী ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে কোনটি নির্ণয়ে ভুল হবে?

A. ব্যাংক উদ্বৃত্ত B. দেনাদার C.পাওনাদার D.নিট মুনাফা

Explanation/ মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ ...হলে আয় বিবরণীতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি দেখাবে। ফলে নিট মুনাফা ...নির্ণয়ে ভুল দেখাবে।

...মেশিন সংস্থাপন ব্যয় বাবদ মজুরি প্রদান ৫০০ টাকা, মজুরি হিসেবে ডেবিট করা ...এটি হবে-

A. ...র ভুল B. বাদ পড়ার ভুল C.নীতিগত ভুল D.কোনটিই নয়

Explanation/ মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় কে মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করার ...নীতিগত ভুল বলে।

এখানে মেশিন সংস্থাপন ব্যয় একটি মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু এটাকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে যার কারণে এটি নীতিগত ভুল।

18. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। সঠিক জাবেদা হবে-

A. আসবাবপত্র ডেবিট, নগদান ক্রেডিট

B. ক্রয় ডেবিট, নগদান ক্রেডিট

C. উত্তোলন ডেবিট,আসবাবপত্র ক্রেডিট

D. উত্তোলন ডেবিট, নগদান ক্রেডিট

Ⓓ Explanation/ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে কোন খরচ ব্যবসায় হতে প্রদান করা হলে, জাবেদা হবে- উত্তোলন হিসাব - ডেবিট, নগদান হিসাব - ক্রেডিট

19. মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে। এটি কি ধরনের ভুল?

A. নীতির B. পরিমাণের

C. পূরক D. মূল্য নিরূপণের

Ⓐ Explanation/ মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় বা মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করার ভুলকে নীতিগত ভুল বলে।

20. মূলধন জাতীয় আয়-

A. লভ্যাংশ প্রাপ্তি B. শেয়ার প্রিমিয়াম

C. অনাদায়ী পাওনা D. বিনিময়ের সুদ

Ⓑ Explanation/ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যাবলির দ্বারা অর্জিত আয় বা মুনাফা ব্যতীত অন্য আয়সমূহ মূলধন জাতীয় আয় বলে। যেমন: স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় জনিত মুনাফা, অধিহারে শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যু, শেয়ার বাজেয়াপ্তজনিত মুনাফা ইত্যাদি।

21. একটি হিসাবকালের শুরুতে যে এন্ট্রি দেয়া হয়-

A. সমাপনী এন্ট্রি B. প্রারম্ভিক এন্ট্রি

C. সমন্বয়ী এন্ট্রি D. সংশোধনী এন্ট্রি

Ⓑ Explanation/ একটি হিসাবকালের শুরুতে প্রারম্ভিক দাখিলা দেওয়া হয়।

22. কোনটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি নয়-

A. ঋণ গ্রহণ B. সরকারি অনুদান

C. আসবাবপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ D. বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি

Ⓓ Explanation/ কমপক্ষে এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য যখন কোনো টাকা পাওয়া যায় তাকে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলে। এটি দীর্ঘমেয়াদি ও অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির এবং বারবার ঘটেনা। এটি দায়বাচক হিসেবে গণ্য হয়।

প্রাপ্তিগুলো হলো:

১) মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ২) ঋণ গ্রহণ বা ঋণপত্র ইস্যু

৩) স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৪) সরকারি ও বেসরকারি অনুদান

23. মূলধনী খরচকে ভুলক্রমে মুনাফাজাতীয় খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হলে-

A. নিট মুনাফা কমবে B. মালিকানা স্বত্ব কমবে

C. সম্পত্তি কমবে D. সবগুলো

Ⓓ Explanation/ মূলধনী খরচের মাধ্যমে ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন ঘটে। কিন্তু এটি ভুলক্রমে মুনাফা জাতীয় খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ হলে এর ফলে আয় বিবরণীতে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি দেখাবে বলে নিট মুনাফা কমবে। আর নিট মুনাফা কম হওয়ার ফলে মালিকানা স্বত্ব কমবে। অন্যদিকে সম্পত্তি কমবে।

24. নিচের কোনটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়?

A. পাঁচ বছরের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়

B পাঁচ বছরের জন্য কম্পিউটার ক্রয়

C পাঁচ বছরের জন্য গাড়ী ক্রয়

D কোনটি নয়

Ⓓ Explanation/ মুনাফা জাতীয় ব্যয় এর প্রভাব এক বছরের অধিক সময় বলবৎ থাকে অর্থাৎ একটি হিসাব বছরে নিঃশেষিত না হয়ে একাধিক বছরে নিঃশেষিত হয় তাকে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে। যেমন: স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়, প্রাথমিক খরচ ইত্যাদি।

25. জনাব X তার ব্যবসায়ের জন্য ১২ লক্ষ টকা দিয়ে একটি মোটরগাড়ি কিনেছেন। গাড়িটির বাৎসরিক মেরামত ব্যয় ২০,০০০ টাকা, অবচয় ১ লক্ষ টাকা ও পরিচালনা ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। গাড়ি বাবদ ব্যবসায় মুনাফা জাতীয় ব্যয় হলো-

A.১৪,০০,০০০ B.২,০০,০০০

C.১,০০,০০০ D.৮০,০০০

Ⓑ Explanation/ যে সকল ব্যয় নিয়মিত সংগঠিত হবে, টাকার অংক ছোট হবে ও যে ব্যয়ের ফলে এক বছরের বেশি সময় ধরে ভোগ করা যাবে না তাকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে।

CS CamScanner

বকেয়া আয়/প্রাপ্য রাজস্ব	আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদ গ্রহণ বা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	যতটুকু অর্জিত হয়েছে তা বকেয়া রয়েছে	সম্পত্তি কম এবং আয় কম দেখানো হয়	সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধি পায়	প্রাপ্য আয় ডেঃ সংশ্লিষ্ঠ আয় ক্রেঃ
বকেয়া ব্যয়/প্রদেয় খরচ	ব্যয় সংঘটিত হয়েছে কিন্তু নগদে প্রদান বা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি	যতটুকু সংঘটিত হয়েছে তা বকেয়া রয়েছে	দায় কম এবং ব্যয় কম দেখানো হয়	দায় বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়	সংশ্লিষ্ঠ ব্যয় ডেঃ প্রদেয় ব্যয় ক্রেঃ
সম্ভার/মনিহারি	সম্পত্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যার সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছে	যতটুকু অংশ ব্যবহৃত হয়েছে	সম্পদ বেশি এবং ব্যয় কম দেখানো হয়	সম্পত্তি হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়	সম্ভার ব্যয় ডেঃ সম্ভার ক্রেঃ
সমন্বয়ের ধরন	হিসাবকাল শেষে সমন্বয়ের কারণ	সমন্বয়ের পরিমাণ	সমন্বয়ের পূর্বে হিসাবের অবস্থা	সমন্বয়ের প্রভাব	সমন্বয় দাখিলা
সম্ভার মনিহারি (ব্যতিক্রম নিয়মে)	প্রাথমিকভাবে ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধকৃত সম্ভার অব্যবহৃত রয়েছে	যতটুকু অংশ অবব্যহৃত রয়েছে	ব্যয় বেশি এবং সম্পদ কম দেখানো হয়	ব্যয় হ্রাস এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়	সম্ভার ডেঃ সম্ভার ব্যয়ঃ ক্রেডিট
অবচয়	সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহার জনিত ব্যয় চার্জ করা হয়েছে	যে পরিমান অংশ ব্যবহৃত হয়েছে	সম্পত্তি বেশি দেখানো হয় এবং ব্যয় কম দেখানো হয়	সম্পত্তি হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়	অবচয় হিসাব ডেঃ পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেঃ
কু-ঋণ সঞ্চিতি	প্রাপ্য হিসাবের কিছু অংশ আদায়ের অযোগ্য হওয়ার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে	অনুমতি বা সাম্ভব্য অনাদেয় অংশ	সম্পদ বেশি এবং ব্যয় কম দেখানো হয়	সম্পত্তি হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়	কুঋণ ব্যয় ডেঃ কুঋণ সঞ্চিতি ক্রেঃ

টপিক ২ সমন্বয় দাখিলা লিখনের ফলাফল

- যথাযথভাবে সমন্বয় দাখিলার প্রয়োগে দুইটি ব্যাপার নিশ্চিত করে । যথঃ
  ১. উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ত্বের সঠিক পরিমান প্রদর্শন অর্থাৎ প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা।
  ২. আয় বিবরণীতে সঠিক পরিমাণ আয় ও ব্যয় প্রদর্শন করে সঠিক নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় অর্থাৎ সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা।

টপিক ২ সমাপনী দাখিলা

- কোন নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে অস্থায়ী(নামিক) হিসাবসমূহ বন্ধ করে এদের জেরসমূহ মালিকানা স্বত্ব(মালিকের মূলধন বা জমাকৃত মুনাফা) হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য হিসাবকাল শেষে যে দাখিলা দেওয়া হয় তাকে সমাপনী দাখিলা বলে।
- সমাপনী দাখিলা হিসাবচক্রের একটি আব্যশিক ধাপ।
- সমাপনী দাখিলা অন্তর্ভূক্ত করা হয় সাধারন জাবেদায়
- সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয় হিসাবকাল বা সময়কাল ধারনা অনুযায়ী
- প্রকৃতি অনুযায়ী হিসাবসমূহকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ
  ১. অস্থায়ী হিসাব
  ২. স্থায়ী হিসাব

টপিক ২ অস্থায়ী হিসাব

- শুধুমাত্র একটি হিসাবকালের সাথে সম্পর্কিত হিসাবসমূহকে অস্থায়ী হিসাব বলে।
- অস্থায়ী হিসাবের উদাহরণ হলোঃ আয় বিবরণীর সকল হিসাব (আয় হিসাব ও সকল ব্যয় হিসাব) এবং মালিকের উত্তোলন/অংশীদারদের উত্তোলন/লভ্যাংশ।
- হিসাবকাল শেষে সকল অস্থায়ী হিসাব সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে সমাপ্ত বা বন্ধ করা হয়।
- সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পর অস্থায়ী হিসাবের (আয়, ব্যয় ও উত্তোলন) শূন্য জের হয়।
- সমাপনী দাখিলা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সকল আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সরাসরি "মালিকের মূলধন" হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত না করে আয় সারাংশ (income summary) নামক অন্য আরেকটি অস্থায়ী হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত বা বন্ধ করা হয়।
- এরপর আয় সারাংশ হিসাবে নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে "মালিকের মূলধন বা জমাকৃত মুনাফা" হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।
- মালিকের উত্তোলন হিসাবকে সরাসরি মালিকের মূলধন হিসাবে এবং লভ্যাংশ হিসাবকে সরাসরি জমাকৃত মুনাফা হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়।

টপিক ২ স্থায়ী হিসাব

- এক বা একাধিক ভবিষ্যৎ হিসাবকালের সাথে সম্পর্কিত হিসাবসমূহকে স্থায়ী হিসাব বলে।
- স্থায়ী হিসাবের উদাহরণ হলোঃ উদ্বৃত্তপত্রের সকল হিসাব (সকল সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব)
- হিসাবকাল শেষে স্থায়ী হিসাবসমূহ সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে সমাপ্ত বা বন্ধ করা হয় না, বরং স্থায়ী হিসাবসমূহের জের পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয়।
- সমাপনী দাখিলার হিসাবসমূহ বন্ধ করার ধারা হলোঃ আয়, ব্যয় ,আয় সারাংশ ও সবশেষে উত্তোলন।
- আয় সারাংশের ক্রেডিট জের নির্দেশ করে নীট লাভ এবং আয় সারাংশের ডেবিট জের নির্দেশ করে নীট ক্ষতি।

টপিক ২ সমাপনী দাখিলার প্রক্রিয়া

এক মালিকানা ব্যবসায়ের সমাপনী প্রক্রিয়া	কোম্পানির সমাপন প্রক্রিয়া
১. আয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে আয় সারাংশ হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ স্বতন্ত্র আয় হিসাব ডেবিট আয় সারাংশ ক্রেডিট	১. আয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে আয় সারাংশ হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ স্বতন্ত্র আয় হিসাব ডেবিট আয় সারাংশ ক্রেডিট
২. ব্যয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে আয় সারাংশ হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ আয় সারাংশ ডেবিট স্বতন্ত্র ব্যয় হিসাব ক্রেডিট	২. ব্যয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে আয় সারাংশ হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ আয় সারাংশ ডেবিট স্বতন্ত্র ব্যয় হিসাব ক্রেডিট
৩. আয় সারাংশ হিসাব বন্ধ করে মালিকে মূলধন হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ আয় সারাংশ হিসাবের ক্রেডিট জের নিট লাভ নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যে সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয় তা হলোঃ আয় সারাংশ ডেবিট মালিকের মূলধন ক্রেডিট অন্যদিকে আয় সারাংশ হিসাবের ডেবিট জের নিট ক্ষতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যে সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয়ঃ মালিকের মূলধন ডেবিট আয় সারাংশ ক্রেডিট	৩. আয় সারাংশ হিসাব বন্ধ করে জমাকৃত মুনাফা হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ আয় সারাংশ হিসাবের ক্রেডিট জের নিট লাভ নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যে সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয় তা হলোঃ আয় সারাংশ ডেবিট জমাকৃত মুনাফা ক্রেডিট অন্যদিকে আয় সারাংশ হিসাবের ডেবিট জের নিট ক্ষতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যে সমাপনী দাখিলা দেওয়া হয়। জমাকৃত মুনাফা ডেবিট আয় সারাংশ ক্রেডিট
৪. মালিকের উত্তোলন বন্ধ করে মালিকের মূলধন হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ মালিকের মূলধন ডেবিট মালিকের উত্তোলন ক্রেডিট	৪. লভ্যাংশ হিসাব বন্ধ করে জমাকৃত মুনাফা হিসাবে স্থানান্তরের জন্যঃ জমাকৃত মুনাফা ডেবিট লভ্যাংশ ক্রেডিট

CamScanner

04. চৈতি লিমিটেড ভুলক্রমে বকেয়া সেবা আয়ের সমন্বয় সাধন করেনি। আর্থিক বিবরণীতে এর ফলাফল কী হবে?
A. আয় বেশি দেখানো হবে
B. দায় কম দেখানো হবে
C. সম্পত্তি কম দেখানো হবে
D. মুনাফা বেশি দেখানো হবে

C Explanation বকেয়া সেবা আয় সমন্বয় না করার ফলে আয় কম ও সম্পদ কম দেখাবে।

05. গার্ডেন এক্সপ্রেস ভুলক্রমে ৫০,০০০ টাকার বকেয়া সেবা আয় সমন্বয় সাধন করেনি। আর্থিক বিবরণীতে এর ফলাফল কী হবে?
A. রাজস্ব বেশি দেখানো হবে।
B. সম্পত্তি বেশি দেখানো হবে।
C. নিট মুনাফা বেশি দেখানো হবে।
D. দায় বেশি দেখানো হবে।

X Explanation বকেয়া সেবা আয় বলতে বোঝায় যে আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে গ্রহণ করা হয় নি। এটি সমন্বয় করলে আয় ও সম্পদ দুটিই বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সমন্বয় হয়নি তাই আয় ও সম্পদ দুটিই কম দেখাবে। Option গুলোতে সঠিক উত্তর নাই।

06. অনুপার্জিত আয়ের সমন্বয় দাখিলা-
A. দায় হ্রাস করে ও রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করে।
B. দায় হ্রাস করে ও রাজস্ব- আয় হ্রাস করে।
C. সম্পত্তির বৃদ্ধি করে ও দায় বৃদ্ধি করে।
D. সম্পত্তি বৃদ্ধি করে ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে।

A Explanation আয় অর্জিত হওয়ার পূর্বে আয় বাবদ অগ্রিম নগদ অর্থ গ্রহণ করা হলে তাকে অগ্রিম আয় বা অনুপার্জিত আয় বলে। অনুপার্জিত আয় হলো এক ধরনের চলতি দায়। অনুপার্জিত আয়কে প্রাথমিকভাবে দায় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলে, হিসাবকাল শেষে অনুপার্জিত আয়ের যতটুকু অংশ অর্জিত হয়েছে ততটুকু অর্জিত অংশের সমন্বয় দাখিলা প্রদান করতে হবে। অনুপার্জিত আয় সমন্বয় করা হলে দায় হ্রাস পায় এবং আয় / রাজস্ব বৃদ্ধি পায়।
সুতরাং অনুপার্জিত আয় সমন্বয় করা হলে অনুপার্জিত আয় নামক দায় হ্রাস পায় এবং আয় বৃদ্ধি পায়।

07. নিচের কোনটির জন্য সমন্বয় জাবেদার প্রয়োজন হয় না?
A. অগ্রিম প্রদত্ত বিমা
B. বকেয়া খরচ
C. অর্জিত আয়
D. অবচয়

C Explanation ব্যয়/স্বীকৃত নীতি ও মিলকরণ নীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হয়। যেখানে অগ্রিম ব্যয়ের ব্যয়িত অংশ সমন্বয় করা হয় কিন্তু যে আয় অর্জিত হয়েছে তার জন্য কোনো সমন্বয় প্রদান করা হয় না। সুতরাং, সঠিক উত্তর হলো অর্জিত আয়।

08. বছরের শেষে সমন্বয়ের পূর্বে অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হিসেবের জের ছিল ৩২,০০০ টাকা, যেখানে ডিসেম্বরের ১ তারিখে ৪ মাসের অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া ছিল। ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রয়োজনীয় সমন্বয় জাবেদা নিম্নরূপ:
A. ভাড়া খরচ হিসাব ডেবিট ২৪,০০০ টাকা; অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হিসাব ক্রেডিট ২৪,০০০ টাকা
B. অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হিসাব ডেবিট ৮,০০০ টাকা; ভাড়া খরচ হিসাব ক্রেডিট ২৪,০০০ টাকা।
C. অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হিসাব ডেবিট ২৪,০০০ টাকা; ভাড়া খরচ হিসাব ক্রেডিট ২৪,০০০ টাকা।
D. ভাড়া খরচ হিসাব ৮,০০০ টাকা; প্রাপ্য ভাড়া হিসাব ক্রেডিট ৮,০০০ টাকা

D Explanation ৪ মাসের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হয়েছিল ৩২,০০০ টাকা। তখন জাবেদা দেওয়া হয়েছিল; (সম্পদ হিসেবে লিপিবদ্ধ)
অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হিঃ Dr ৩২,০০০
নগদান হিসাব হিঃ Cr ৩২,০০০
১ মাসের ভাড়া সমন্বয়ে জাবেদা হবে {(৩২,০০০ ÷ ৪) = ৮,০০০}
ভাড়া খরচ হিঃ Dr- ৮,০০০
অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়া হি : Cr- ৮,০০০।

09. ভাড়া হিসাবে ৫,০০০ টাকা ডেবিট জের ছিল। বছর শেষে দেখা যায় যে, এর মধ্যে ২,০০০ টাকা পরবর্তী বছরের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে নিচের কোন সমন্বয় দাখিলা দিতে হবে?
A. ভাড়া হিসাবে ডেবিট, নগদান হিসাবে ক্রেডিট।
B. নগদান হিসাব ডেবিট, ভাড়া হিসাব ক্রেডিট
C. নগদান হিসাব ডেবিট, অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট
D. অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট, ভাড়া হিসাব ক্রেডিট

D Explanation ভাড়া হিসাবের ডেবিট জের ৫,০০০ টাকা অর্থাৎ উক্ত বছরে ভাড়া ব্যয় ৫,০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়। বছর শেষে ২,০০০ টকা পরবর্তী বছরের সাথে সম্পৃক্ত তাই ৫,০০০ টাকা ভাড়া থেকে ২,০০০ টাকা অগ্রিম ভাড়া সমন্বয় জাবেদা:
অগ্রিম ভাড়া- ডেবিট
ভাড়া হিসাব- ক্রেডিট

10. যদি অনুপার্জিত আয়ের সমন্বয় দাখিলা না দেওয়া হয়, তবে-
A. সম্পত্তি বেশি দেখানো হবে
B. দায় বেশি দেখানো হবে
C. আয় বেশি দেখানো হবে
D. ব্যয় বেশি দেখানো হবে

B Explanation যখন অগ্রিম/অনুপার্জিত আয় গ্রহণ করা হয় তখন 'দায়' সৃষ্টি হয়। অতঃপর, হিসাবকাল শেষে অনুপার্জিত আয়ের উপার্জিত অংশে সমন্বয় করতে হয়। অনুপার্জিত আয় সমন্বয় করা হলেঃ আয় বৃদ্ধি পায় এবং দায় হ্রাস পায়। অতএব, অনুপার্জিত আয়ের সমন্বয় দাখিলা দেওয়া না হলেঃ আয় কম দেখানো হবে এবং দায় বেশি দেখানো হবে।

11. নিম্নের কোন আইটেমটি সাধারণতঃ সমন্বয়যোগ্য নয়?
A. পূর্বপরিশোধিত খরচ
B. বকেয়া খরচ
C. বকেয়া রাজস্ব
D. অর্জিত রাজস্ব

D Explanation আয় ও খরচসমূহ যে হিসাবকালে অর্জিত হয়েছে তাদের সেই হিসাবকালেই লিপিবদ্ধ করার জন্য সমন্বয় দাখিল দেওয়া হয়। তাই অগ্রিম বা বকেয়া খরচ ও আয় সমূহের সমন্বয় দাখিলা হয়। আর যেহেতু অর্জিত রাজস্বের স্বাভাবিক এন্ট্রি হয়, তাই এটি সমন্বয়যোগ্য নয়।

12. অনুপার্জিত আয়ের সমন্বয় জাবেদা না দেওয়া হলে হিসাব সমীকরণের ওপর কি প্রভাব পড়বে?
A. দায় কম এবং বেশি দেখানো হয়
B. দায় এবং মালিকানাস্বত্ব বেশি দেখানো হয়
C. দায় বেশি এবং মালিকানাস্বত্ব কম দেখানো হয়
D. সম্পত্তি বেশি এবং আয় কম দেখানো হয়

C Explanation অনুপার্জিত আয়ের সঠিক সমন্বয় দাখিলা হলো
অনুপার্জিত আয় হিসাব– ডে.
সংশ্লিষ্ট আয় হিসাব– ক্রে.
যার মাধ্যমে দায় হ্রাস পাবে ও আয় বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সমন্বয় না করা হলে দায় বেশি ও মালিকানা স্বত্ব বা আয় কম দেখাবে।

13. ভাড়া হিসাবে ৫০০০ টাকা ডেবিট জের ছিল। বছর শেষে দেখা যায় যে, এর মধ্যে ২০০০ টাকা পরবর্তী বছরের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে নিচের কোন সমন্বয় দাখিলা দিতে হবে?
A. ভাড়া হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট
B. অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট, ভাড়া হিসাব ক্রেডিট
C. নগদান হিসাব ডেবিট, ভাড়া হিসাব ক্রেডিট
D. নগদান হিসাব ডেবিট, অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট **B**

14. নিচের কোনটি কখনো সমাপনি-উত্তর রেওয়ামিলে যায় না?
A. আয়কর
B. পুঞ্জীভূত অবচয়
C. প্রদেয় লভ্যাংশ
D. অনার্জিত রাজস্ব

A Explanation সমাপনী দাখিলা ও স্থানান্তরের পর হিসাবচক্র আরেকটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। যাকে সমাপনোত্তর রেওয়ামিল বলে। এই রেওয়ামিলে অস্থায়ী হিসাব দেখানো হয় না। কারণ সমাপনী দাখিলারি মাধ্যমে অস্থায়ী হিসাব বন্ধ করা হয়। তাই আয়কর সমাপনোত্তর রেওয়ামিলে যায় না।

CamScanner

15. বকেয়া আয় সমন্বয় করা না হলে:
A. সম্পত্তি এবং আয় বেশি দেখানো হয়
B. দায় বেশি এবং আয় কম দেখানো হয়
C. সম্পত্তি এবং আয় কম দেখানো হয়
D. দায় এবং আয় কম দেখানো হয়

(D) Explanation/ বকেয়া আয়ের সমন্বয় জাবেদা হলো-

বকেয়া আয় হিসাব ডেবিট → সম্পদ বৃদ্ধি
আয় হিসাব ক্রেডিটট → আয় বৃদ্ধি

সুতরাং যদি সমন্বয় জাবেদা প্রদান করা না হয় তাহলে সম্পদ ও আয় কম দেখাবে।

16. অনুপার্জিত আয় সম্পর্কিত সমন্বয় জাবেদা ভুলবশত বাদ পড়েছে। এই ভুলের কারণে–
A. দায় এবং খরচ কম দেখানো হবে
B. দায় বেশি এবং আয় কম দেখানো হবে
C. সম্পদ বেশি এবং ব্যয় কম দেখানো হবে
D. সম্পদ বেশি এবং আয় কম দেখানো হবে (B)

17. নির্দিষ্ট হিসাবকালের সঠিক আয় ব্যয় নির্ণয়ের জন্য যে জাবেদা করা হয়-
A. সমন্বয় জাবেদা B. সাধারণ জাবেদা
C. সমাপনী জাবেদা D. প্রারম্ভিক জাবেদা

(A) Explanation/ নির্দিষ্ট হিসাবকালের সঠিক আয়-ব্যয় নির্ণয়ের জন্য সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়।

18. কোনটির জন্য সমন্বয় এন্ট্রি দিতে হয়?
A. বাকিতে পণ্য ক্রয় B. বকেয়া বেতন প্রদান
C. বকেয়া ভাড়া প্রাপ্তি D. অবচয় ধরা হলে

(D) Explanation/ আয় বা রাজস্বসমূহ যে হিসাবকালে অর্জিত হয়েছে এবং ব্যয় বা খরচসমূহ যে হিসাবকালে সংঘটিত হয়েছে, উক্ত অর্জিত আয় এবং সংঘটিত ব্যয়কে সেই হিসাবকালেই লিপিবদ্ধ করার জন্য সমন্বয় দাখিলা দিতে হয়। এখানে শুধুমাত্র অবচয় ধার্যের সমন্বয় এন্ট্রি দিতে হয়।

19. ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল ব্যবসায়ের জন্য ১১% সুদের হারে ৫০০০ টাকা ঋণ নেয়া হল। ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বছর সমাপ্ত হলে, ২০১৫ সালে সুদ খরচের পরিমাণ-
A. ৪৫.৮৩ B. ৪১২.৫০ C. ৫৫০ D. ২৭৫

(B) Explanation/ ঋণের সুদ $= ৫০০০ \times \frac{১১}{১০০} \times \frac{৯}{১২}$

$= ৫০০ \times \frac{৯}{১২} = ৪১২.৫০$ টাকা

এখানে, ৫০০০ টাকার এক বছরের ঋণের সুদ ৫৫০ টাকা। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিলের ১ তারিখ অর্থাৎ ৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে তাই ৯ মাসের সুদ ধরতে হবে।

20. বকেয়া আয়ের জন্য সমন্বয় জাবেদা প্রদান না করা হলে-
A. সম্পত্তি বেশি দেখাবে B. দায় কম দেখাবে
C. আয় বেশি দেখাবে D. সম্পত্তি কম দেখাবে

(D) Explanation/

- বকেয়া আয়ের সমন্বয় জাবেদা হলো- বকেয়া আয় হিসাব ডেবিট আয় হিসাব ক্রেডিট
- সুতরাং যদি সমন্বয় জাবেদা প্রদান করা না হয় তাহলে সম্পদ ও আয় কম দেখাবে।

21. যে হিসাব শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরী করা হয়-
A. ওয়ার্ক শীট B. নগদ প্রবাহ বিবরণী
C. উদ্বৃত্তপত্র D. আয়-ব্যয় বিবরণী

(A) Explanation/ কার্যপত্র বা Worksheet হচ্ছে একটি খসড়া কাজ, যা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

22. আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে গ্রহন করা না হলে তাকে বলে-
A. অগ্রিম আয় B. সেবা আয় C. বকেয়া D. কোনটিই নয়

(C) Explanation/ আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে গ্রহণ করা না হলে তাকে বকেয়া আয় বলা হয়।

23. অগ্রিম বেতন প্রদান এক ধরনের-
A. দায় B. মূলধন
C. সম্পত্তি D. কোনটিই নয়

(C) Explanation/

- অগ্রিম খরচসমূহ - চলতি সম্পদ
- অগ্রিম আয়/অনুপার্জিত আয়সমূহ - চলতি দায়
- বকেয়া খরচসমূহ - চলতি দায়
- বকেয়া আয়সমূহ - চলতি সম্পদ

24. আর্থিক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য কোনটি খসড়া হিসেবে প্রস্তুত করা হয়?
A. রেওয়ামিল B. সমন্বয়ী দাখিলা
C. বন্ধকরণ দাখিলা D. কার্যপত্র

(D) Explanation/ কার্যপত্র হলো একটি খসড়া বিবরণী।

- কার্যপত্র কেবলমাত্র সমন্বয় দাখিলা প্রদান এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতে সহজ করার জন্য একটি নকশা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- অর্থাৎ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে খসড়া হিসেবে কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়।
- এটি হিসাব চক্রের আবশ্যিক ধাপ নয়, এটি ঐচ্ছিক ধাপ।

25. অগ্রিম খরচের সমন্বয়–
A. সম্পদ হ্রাস, খরচ বৃদ্ধি B. সম্পদ হ্রাস, আয় বৃদ্ধি
C. খরচ হ্রাস, সম্পদ বৃদ্ধি D. আয় হ্রাস, সম্পদ বৃদ্ধি

(A) Explanation/ অগ্রিম খরচের জাবেদা :
অগ্রিম খরচ হিসাব ডেবিট
অগ্রিম খরচের ফলে খরচ হিসাব ক্রেডিট সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস পায় অগ্রিম খরচ এর সমন্বয় জাবেদা:
খরচ হিসাব ডেবিট
অগ্রিম খরচ হিসাব ক্রেডিট

- অগ্রিম খরচের সমন্বয়ের ফলে সম্পদ হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

26. কোনটি সমন্বয়ী দাখিলা নয়?
A. অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট, ভাড়া হিসাব ক্রেডিট
B. নগদ হিসাব ডেবিট, অনুপার্জিত রেভিনিউ হিসাব ক্রেডিট
C. সুদ হিসাব ডেবিট, প্রদেয় সুদ হিসাব ক্রেডিট
D. ভাড়া হিসাব ডেবিট, অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট

(B) Explanation/ • বকেয়া আয়, বকেয়া ব্যয় বা খরচ, অগ্রিম প্রদত্ত খরচ, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, অবচয় ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতের সাথে সমন্বয় সাধন (যোগ বা বিয়োগ) করার জন্য যে দাখিলা ব্যবহার করা হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলা হয়।

- এখানে অনুপার্জিত আয় নগদ প্রাপ্তি সমন্বয় দাখিলা নয়।

27. সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়-
A. বকেয়া ধারণা অনুসারে B. আয়-ব্যয় সমন্বয় নীতি অনুসারে
C. হিসাবকাল ধারণা অনুসারে D. রক্ষণশীলতা ধারণা অনুসারে

(C) Explanation/ হিসাবকাল ধারণা অনুসারে -

- আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। অর্থাৎ লাভ- ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়।

28. অনুপার্জিত আয় সমন্বয়ের ফলে-
A. আয় কমে, দায় বাড়ে B. দায় বাড়ে, সম্পদ কমে
C. দায় কমে, আয় বাড়ে D. দায় কমে, সম্পদ বাড়ে

(C) Explanation/

- অনুপার্জিত আয় সমন্বয়ের জাবেদা হলো-
অনুপার্জিত আয় হিসাব - ডেবিট আয় হিসাব - ক্রেডিট
- সুতরাং জাবেদা হতে বোঝা যাচ্ছে অনুপার্জিত আয় সমন্বয়ের ফলে দায় হ্রাস পায় ও আয় বৃদ্ধি পায়।

CamScanner

59. সমাপনী দাখিলা দেয়ার পর কোন হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য হবে?
A. সেবা আয় হিসাব B. অগ্রিম ব্যয় হিসাব
C. অনুপার্জিত আয় হিসাব D. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব

Ⓐ Explanation/ হিসাবকাল শেষে অস্থায়ী/নামিক হিসাবসমূহ বন্ধ করে এদের জের মালিকানা স্বত্ব হিসেবে স্থানান্তর করার জন্য যে দাখিলা দেওয়া হয়, তাকে সমাপনী দাখিলা বলে।
যেমন: আয়, ব্যয়, মালিকের উত্তোলন। সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পর আয়েসের জের সর্বদা শূন্য হবে। এ কারণে সেবা আয় হিসাবের জের শূন্য হবে।

60. 'উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
A. আন্তর্জাতিক হিসাব মানের অনুসরণ
B. সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদেরকে তথ্য প্রদান
C. প্রতিষ্ঠানের বিভাগ ভিত্তিক তথ্য প্রদান
D. ব্যবসায়ের অর্থায়নে সহায়তা

Ⓑ Explanation/ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যয় নির্ধারণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। সেই সাথে এর মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সম্পর্কে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের তথ্য প্রদান করে।

61. কোনটি অস্থায়ী হিসাব?
A. পাওনাদার হিসাব B. মজুত পণ্য হিসাব
C. অবচয় হিসাব D. ভাড়া হিসাব

Ⓓ Explanation/ শুধু একটি হিসাবে কালের সাথে সম্পর্কিত হিসাবসমূহকে অস্থায়ী হিসাব বলে। অস্থায়ী হিসাবের উদাহরণসমূহ হলো আয় বিবরণীর সকল হিসাব (সকল আয় হিসাব ও সকল ব্যয় হিসাব) এবং মালিকের উত্তোলন ও লভ্যাংশ। হিসাব শেষে সকল অস্থায়ী হিসাব সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানে ভাড়া হচ্ছে অস্থায়ী হিসাব।

62. কোন হিসাবটি হিসাববছর শেষে বন্ধ করে দেয়া হয়?
A. মূলধন B. অনুপার্জিত আয়
C. অগ্রিম বিমা D. উত্তোলন

Ⓓ Explanation/ হিসাবকাল শেষে সকল অস্থায়ী হিসাব সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
অস্থায়ী হিসাবে উদাহরণ সমূহ হলো: আয় বিবরণী হিসাব (সকল আয় হিসাব ও সকল ব্যয় হিসাব) মালিকের উত্তোলন ও লভ্যাংশ ইত্যাদি

PRIME TEST

01. নিচের কোনটি বকেয়া আয়ের সমন্বয়ঃ
Ⓐ দায়/খরচ সমন্বয় Ⓑ সম্পদ /আয় সমন্ব
Ⓒ সম্পদ/খরচ সমন্বয় Ⓓ দায়/আয় সমন্বয়

02. নিচের কোনটির জন্য সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজন হয় না?
Ⓐ অগ্রীম খরচ Ⓑ বকেয়া আয়
Ⓒ বকেয়া ব্যয় Ⓓ অর্জিত আয়

03. নিম্নের কোন হিসাবটি একটি অস্থায়ী হিসাব
Ⓐ অনাদায়ী দেনা Ⓑ অগ্রিম ব্যয় Ⓒ অবচয় সঞ্চিতি Ⓓ হাতে নগদ

04. যদি অনুপার্জিত আয়ের সমন্বয় দাখিলা দেওয়া না হয় তবে নিচের কোনটি বেশি দেখানো হবে?
Ⓐ সম্পদ বেশি দেখানো হবে Ⓑ আয় বেশি দেখানো হবে
Ⓒ মূলধন বেশি দেখানো হবে Ⓓ দায় বেশি দেখানো হবে

05. একটি সমন্বয় দাখিলা , যাতে খরচ ডেবিট এবং সম্পদ ক্রেডিট করার প্রয়োজন হয়। সেটি কি?
Ⓐ অগ্রপ্রদত্ত খরচ Ⓑ অনুপার্জিত আয়
Ⓒ বকেয়া আয় Ⓓ বকেয়া খরচ

06. ভাড়া ব্যয় হিসাবে ক্রেডিট জের থাকা মানে বুঝায়
Ⓐ ঐ তারিখে আমাদের ভাড়া বকেয়া আছে
Ⓑ ঐ তারিখে আমাদের ভাড়া আগাম দেওয়া আছে
Ⓒ আমরা অনেকবেশি ভাড়া দেখিয়েছে
Ⓓ আমরা ভাড়া বাবদ খুব অল্প টাকা দিয়েছি

07. কোন ধরনের হিসাবের জন্য সমাপনী দাখিলা প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ সম্পত্তি বাচক হিসাব Ⓑ নামিক হিসাব
Ⓒ ব্যক্তিবাচক হিসাব Ⓓ অব্যক্তিবাচক হিসাব

08. সমাপনী দাখিলার প্রয়োজন হয়
Ⓐ ব্যয় বাচক হিসাবে Ⓑ আয় ও ব্যয় বাচক হিসাবে
Ⓒ দায় বাচক হিসাবে Ⓓ আয় বাচক হিসাবে

09. সমাপনী জাবেদা পোস্টিং এর পর কোন হিসাবের জের শূন্য হবে না?
Ⓐ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয় Ⓑ অবচয় হিসাব
Ⓒ বেতন হিসাব Ⓓ বিমা খরচ হিসাব

10. নীচের কোন হিসাবটি বছর শেষে বন্ধ করা হয়?
Ⓐ মূলধন হিসাব Ⓑ যন্ত্রপাতি হিসাব
Ⓒ চলতি হিসাব Ⓓ উত্তোলন হিসাব

11. সমাপনী দাখিলা লিখন ও খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করার পর যে হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য হয় তা
Ⓐ সেবা আয় Ⓑ বিজ্ঞাপনী মালামাল
Ⓒ অগ্রপ্রদত্ত ভাড়া Ⓓ অনুপার্জিত আয়

12. যদি অনুপার্জিত আয় প্রাথমিক ভাবে আয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। তবে হিসাবকাল শেষে অনুপার্জিত আয় চিহ্নিত করে কোথায় সমন্বয় দাখিলা অন্তর্ভুক্ত হবে?
Ⓐ আয় হিসাবে ডেবিট Ⓑ খরচ হিসাবে ক্রেডিট
Ⓒ সম্পত্তি হিসাবে ক্রেডিট Ⓓ অনুপার্জিত আয় হিসাবে ডেবিট

13. অনার্জিত রাজস্ব এর জন্য সমন্বয় দাখিলা
Ⓐ দায় হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি Ⓑ সম্পদ ও রাজস্ব বৃদ্ধি করে
Ⓒ রাজস্ব ও সম্পদ হ্রাস করে Ⓓ সম্পদ হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি করে

14. তিন মাসের ভাড়া দেওয়া হয়েছে ৩০০০ টাকা যার মধ্যে এক মাসের ভাড়া পরবর্তী বছরের জন্য। এ বছরের অগ্রীম ভাড়া কত?
Ⓐ ৩০০০ Ⓑ ১০০০
Ⓒ ২০০০ Ⓓ ৪০০০

15. অনুপার্জিত আয় কী হিসাবে গণ্য হয়?
Ⓐ দায় Ⓑ সম্পত্তি
Ⓒ আয় Ⓓ মালিকানা স্বত্ব

16. নিম্নের কোন আইটেমটি সাধারণত সমন্বয়যোগ্য নয়?
Ⓐ পূর্বপরিশোধিত খরচ Ⓑ বকেয়া খরচ
Ⓒ অর্জিত রাজস্ব Ⓓ অনার্জিত রাজস্ব

17. অনুপার্জিত আয় সমন্বয় করলে তার প্রভাব কি হবে?
Ⓐ দায় হ্রাস পাবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে Ⓑ আয় ও সম্পত্তি হ্রাস পাবে
Ⓒ আয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে Ⓓ শুধু দায় বৃদ্ধি পাবে

18. অবচয় হিসাবের সমন্বয় জাবেদা করা না হলে বেশি দেখানো হবে
Ⓐ মোট ব্যয় Ⓑ মোট সম্পত্তি
Ⓒ পুঞ্জিভূত অবচয় Ⓓ মোট মুনাফা

19. আয় অর্জিত হলে, বৃদ্ধি পায় না
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ মূলধন
Ⓒ দায় Ⓓ মুনাফা

20. হিসাবের জেরসমূহের সমন্বয় করা প্রয়োজন
Ⓐ সকল খরচকে আয়ের সাথে সমন্বয়
Ⓑ নমিক হিসাবসমূহ জেরগুলিকে হিসাবকাল ধারনায় রূপান্তর করা
Ⓒ রেওয়ামিল সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য
Ⓓ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য

Answer Sheet

01.	B	02.	D	03.	A	04.	D	05.	A
06.	A	07	B	08.	B	09.	A	10.	D
11.	A	12.	A	13.	A	14.	B	15.	A
16.	C	17.	A	18.	B	19.	C	20.	D

CamScanner

অধ্যায় ০৮ আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ আর্থিক বিবরণীসমূহ

- হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন বা বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করাকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ নামে অভিহিত করা হয়। IAS 1.10 অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:
- হিসাবকালের সমন্বিত আয়ের বিবরণী।
- হিসাবকালের মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তনের বিবরণ।
- হিসাবকালের সমাপ্তি দিবসের আর্থিক অবস্থার বিবরণ।
- হিসাবকালের নগদ প্রবাহের বিবরণ।
- টীকা, হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহৃত ও অন্যান্য টীকাসমূহের ব্যাখ্যা।
- আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে ব্যবহৃত ৪টি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। যথাঃ
  ১. আয় বিবরণী/বিশদ আয়বিবরণী/হিসাবকালের সমন্বিত আয়ের বিবরণী
  ২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী/জমাকৃত মুনাফা বিবরণী/হিসাবকালের মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তনের বিবরণী
  ৩. হিসাবের আর্থিক অবস্থার বিবরণী
  ৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী

টপিক ২ আয় বিবরণী

- যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের অর্জিত আয়সমূহ এবং সংঘটিত ব্যয়সমূহ উপস্থাপন করার মাধ্যমে নীট লাভ বা ক্ষতি নিরুপন করা হয় তাকে আয় বিবরণী বলে।
- আয় বিবরণী হল ক্রয় বিক্রয় ও লাভ ক্ষতি হিসাবের সমন্বিত রূপ।
- আয় বিবরণী প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফর নির্ণয় করে।
- আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় একটি হিসাবকাল বা সময়কালের জন্য।
- আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সময়কাল বা হিসাবকাল ধারনা অনুযায়ী।
- এটি প্রস্তুত করা হয় প্রতিষ্ঠানের নামিক হিসাবগুলো দ্বারা।
- এটি প্রস্তুতের পরে সমাপনী দাখিলা দিতে হয়।
- আয় বিবরণীতে অর্জিত আয় ও সংঘটিত ব্যয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- মুনাফা = অর্জিত আয়>সংঘটিত ব্যয়:
- ক্ষতি = সংঘটিত ব্যয় >অর্জিত আয়
- কোম্পানির আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় , ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের তালিকা ১১ এর পার্ট ২ অনুযায়ী।
- মোট লাভ = বিক্রয় > বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
- নীট লাভ= মোট আয় > মোট ব্যয়
- কোম্পানির আয়কর দিতে হয় নীট লাভ এর উপর।
- বিক্রয় আয়, মোট লাভ ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় একধাপ ও বহুধাপি আয় বিবরণী উভয়টিতেই দেখা যায়।
- বহুধাপি আয় বিবরণীতে দফাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন ধাপে দেখানো হয়।
- বহুধাপি আয় বিবরণীতে পরিচালন বহির্ভূত আয়ঃ সুদ আয়, সম্পত্তি বিক্রয় হতে অর্জিত ইত্যাদি।
- বহুধাপি আয় বিবরণীতে পরিচালন বহির্ভূত ব্যয়ঃ সুদ ব্যয়, পণ্য পরিবহণ জনিত ক্ষতি ইত্যাদি।

টপিক ৩ আয় বিবরণীর সীমাবদ্ধতা

- এতে অনেক অনুমান নির্ভর আইটেম (ব্যয় ও সঞ্চিতি) থাকে যা সঠিকভাবে নিরুপন করা যায় না।
- এখানে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন বিবেচনা করা হয় না।

টপিক ৪ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী

- যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে মালিকের স্বত্ব পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য যে বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয় তাকে মালিকানা স্বত্ব বিবরণী বলে।
- মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তকারে প্রদর্শন করে।
- মালিকানা স্বত্বের উপাদান-মূলধন, উত্তোলন ও লাভ বা ক্ষতি।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী তৈরি করা হয় নির্দিষ্ট হিসাবকাল বা সময়কাল শেষে।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সময় কাল বা হিসাবকাল ধারনা অনুযায়ী।

টপিক ৫ জমাকৃত মুনাফা বিবরণী

- আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে কোম্পানির অর্জিত মুনাফা বন্টন ও জমাকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে জমাকৃত মুনাফা বিবরণী বলে।
- জমাকৃত মুনাফা বিবরণী হলো কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব বিবরণী যা একটি হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- জমাকৃত মুনাফা বিবরণী আয় বিবরণী প্রস্তুতে পরে ও উদ্বৃত্ত প্রস্তুতের পূর্বে প্রস্তুত করতে হয়।
- বেশিরভাগ কোম্পানি জমাকৃত মুনাফা বিবরণীর পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব বিবরণীর প্রস্তুত করে থাকে ।
- জমাকৃত মুনাফা বিবরণীর উপাদান হলঃ বন্টনযোগ্য মুনাফা, বিগত বছরের অবন্টিত মুনাফা, লভ্যাংশ ও সঞ্চিতি সমূহ।

টপিক ৬ আর্থিক অবস্থার বিবরণী/উদ্বৃত্তপত্র

- হিসাবকালের শেষ দিনে বা একটি নির্দিষ্ট তারিকে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দায় ও মালিকানা স্বত্ব লিপিবদ্ধ করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্র বলে।
- এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা তুলে ধরে-একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু বা নির্দিষ্ট তারিখের জন্য।
- উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারনা অনুযায়ী।

■ উদ্বৃত্তপত্রের মূল বিষয়বস্তু বা উদ্বৃত্তপত্রে উপস্থাপিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলোঃ
১. প্রতিষ্ঠানের নাম
২. প্রস্তুতের তারিখ এবং
৩. হিসাব সমীকরণের সার্বিক অবস্থা

■ কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের তালিকা ১১ অনুযায়ী।

■ শ্রেণিবিন্যাসিত উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তিসমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয় যথাঃ
১. চলতি সম্পত্তি
২. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ
৩. স্থাবর সম্পত্তি ও সরঞ্জাম
৪. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি

- উদ্বৃত্তপত্রে চলতি সম্পত্তিকে তারল্যের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও চলতি দায়কে গুরুত্বের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

■ একমালিকানা ব্যবসায়ের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা সাজানোর ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথাঃ
১. তারল্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতি
২. স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার পদ্ধতি
৩. চলতি মিশ্রণ পদ্ধতি

■ কোম্পানির উদ্বৃত্ত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা
১. হিসাব ছক
২. প্রতিবেদন ছক

- ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিবেদন ছক বেশি ব্যবহৃত হয়।
- সম্ভাব্য দায় কে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় না।

টপিক ২ উদ্বৃত্তপত্রের সীমাবদ্ধতা

- এখানে স্থায়ী সম্পত্তির সবসময় ক্রয়মূল্য দেখানো হয়।
- এখানে এমন কিছু সম্পত্তি দেখানো হয় যার কোনো বাস্তব অসতিত্ব নেই। যেমনঃ অলীক সম্পত্তি।
- এটি সারা বছরকে প্রতিফলিত করে না।
- এতে অনেক অনুমান নির্ভর আইটেম থাকে।যেমনঃ কুঋণ সঞ্চিতি।
- এখানে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন বিবেচনা করা হয় না।

টপিক ২ নগদ প্রবাহ বিবরণী

- যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে।
- নগদ প্রবাহ বিবরণী হিসাবকাল বা সময়কাল ধারণা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়।
- নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় IAS-7 অনুযায়ী।
- যে সকল লেনদেন শুধুমাত্র নগদে সংঘটিত হয় সেগুলো এই বিবরণীকে প্রভাবিত করে।
- নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় নগদান ভিত্তিতে।
- নগদ প্রবাহ বিবরণী হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

■ নগদ প্রবাহ বিবরণী দুইটি পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়।
যথা ঃ
১. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি
২. পরোক্ষ পদ্ধতি

- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নগদ প্রবাহ বিবরণীতে দেখানো হয়ঃ (গ্রাহকের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি ও সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান)

■ নগদ প্রবাহ বিবরণী উপস্থাপন করে।
১.প্রারম্ভিক নগদ টাকার পরিমান
২. সারা হিসাবকাল ধরে নগদের পরিবর্তন
৩. নগদ টাকার সমাপনী জের।

■ বিভিন্ন ধরনের নগদ প্রবাহগুলো নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পরিচালনাকৃত নগদ/ প্রবাহ	• অবচয়/ অবলোপন • স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ • স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত ক্ষতি • চলতি সম্পত্তির বৃদ্ধি • চলতি সম্পত্তির হ্রাস • চলতি দায়ের বৃদ্ধি • চলতি দায়ের হ্রাস
বিনিয়োগকৃত নগদ প্রবাহ	• দীর্ঘমেয়াদী/ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় • দীর্ঘমেয়াদী/ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়
অর্থায়নকৃত নগদ প্রবাহ	• শেয়ার ইস্যু • বন্ড ইস্যু • লভ্যাংশ প্রদান • বন্ড পরিশোধ

■ নগদ প্রবাহ বিবরণীতে প্রাপ্তি ও প্রদান সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।
১. পরিচালনা সংক্রান্ত (Operating) ঃ যেমন- পণ্য বিক্রয়/সেবা প্রদান থেকে নগদ প্রাপ্তি।
২. বিনিয়োগ সংক্রান্ত (Investing) ঃ যেমন- দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়জনিত নগদ প্রবাহ
৩. অর্থায়ন সংক্রান্ত (Financing) ঃ যেমন - শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রবাহ।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. আর্থিক বিবরণীর অংশ নয় কোনটি? [NU- Business: 2014-15]
A. আয় বিবরণী B. মালিকের স্বত্বাধিকার বিবরণী
C. উদ্বৃত্তপত্র D. মূল্য সংযোজন বিবরণী **D**

02. বছরের শেষে একটি কোম্পানি ৯০০ টাকা মূল্যের একটি মেশিন ধারে ক্রয় করে। লেনদেনটি প্রভাব ফেলবে- [NU- Business: 2013-14]
A. Income statement only B. Balance sheet only
C. Income statement and Owners' equity statement
D. Income statement, Owner's equity statement and Balance Sheet **B**

03. একটি আর্থিক প্রতিবেদন যাহা একটি নির্দিষ্ট তারিখে হিসাবসমূহের তথ্য তুলে ধরে- [NU- Business: 2012-13]
A. আয় বিবরণী B. পুঞ্জীভূত আয় বিবরণী
C. উদ্বৃত্তপত্র D. নগদ প্রবাহ বিবরণী **C**

04. আয় বিবরণী সীমাবদ্ধতা কোনটি? [NU- Business: 2012-13]
A. অডিট করা যায় না
B. অনেক ব্যয় অনুমানের ভিত্তিতে করা
C. আয়কর অফিস এই বিবরণী একেবারেই আমলে আনে না
D. সম্পত্তি ও দায় এই বিবরণীতে আসে না **B**

05. একটি রেওয়ামিলের দুটো পাশ মিলবে না, যদি: [NU- Business: 2011-12]
A. একটি সঠিক জাবেদা দুইবার পোস্ট করা হয়
B. ধারে সাপ্লাইস ক্রয়কে যদি সাপ্লাইস ডেবিট এবং নগদকে ক্রেডিট করা হয়
C. ১০০ টাকা নগদ উত্তোলন যদি উত্তোলন হিসাবে ১০০০ টাকা ডেবিট এবং নগদান হিসাবে ১০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়
D. পাওনাদারকে ৪৫০ টাকা পরিশোধ যদি পাওনাদার হিসেবে ৪৫ টাকা ডেবিট এবং নগদান ৪৫ টাকা ক্রেডিট করা হয় **C**

06. সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে যেসব হিসাবগুলো দেখানো হয় তা, হচ্ছে- [NU- Business: 2005-06]
A. বাস্তব হিসাব B. নামিক হিসাব
C. ব্যক্তিগত হিসাব D. অনার্জিত আয় হিসাব **B**

07. সুনামের অবলোপ কোনটির মাধ্যমে করা যুক্তিসংগত? [NU- Business: 2005-06]
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব B. লাভ-লোকসান হিসাব
C. বৈষয়িক বিবৃতি D. উদ্বৃত্তপত্র **B**

08. উদ্বৃত্তপত্র ঐ ধরনের একটি বিবরণী, যা- [NU- Business: 2004-05]
A. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য B. একটি মাসের
C. একটি হিসাব কালের D. একটি নির্দিষ্ট তারিখের **D**

09. বিজ্ঞাপন ব্যয় কোথায় দেখানো হয়? [NU- Business: 2002-03]
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিটে B. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট
C. লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিটে D. লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিটে **C**

10. উদ্বৃত্তপত্রে (Balance Sheet) উপস্থাপিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন ধরনের তথ্যাবলি হচ্ছে- [NU- Business: 2001-02]
A. প্রতিষ্ঠানের নাম, তারিখ ও হিসাব সমীকরণের সার্বিক অবস্থা
B. মূলধন, দায় ও সম্পত্তির বিবরণ
C. মূলধন, দায় ও সম্পত্তির অঙ্ক
D. মালিকের স্বত্ব, অবিলিকৃত আয় ও সম্পত্তি **A**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়..........।
A. একটি নির্দিষ্ট তারিখে B. সমাপ্ত বছরের জন্য
C. একটি হিসাব বছরের জন্য D. একটি আর্থিক বছরের জন্য

A Explanation/ উদ্বৃত্তপত্র হচ্ছে একটি ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট একটি তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণীপত্র। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যায়। উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুর/নির্দিষ্ট তারিখের জন্য।

CamScanner

02. নিচের কোন বিবরণীটি একটি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দেয়?
A. নগদ প্রবাহ বিবরণী B. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী
C. আয় বিবরণী D. উদ্বৃত্তপত্র
D Explanation উদ্বৃত্তপত্র হচ্ছে একটি ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট একটি তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণীপত্র। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যায়। উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর তারিখের জন্য। প্রশ্নটিতে নির্দিষ্ট সময়বিন্দু বা তারিখের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়। A, B ও C নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

03. নিচের লেনদেনের কোনটি উদ্ধর্তপত্রের সমষ্টিকে প্রভাবিত করবে না?
A. মালিক কর্তৃক ৮,০০০ টাকা উত্তোলন
B. ৩,০০০ টাকার বকেয়া খরচ পরিশোধ করা
C. দেনাদারের কাছ থেকে ৪,০০০ টাকা আয় করা।
D. ধারে ৫০০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করা।
C Explanation দেনাদারের কাছ থেকে ৪,০০০ টাকা আদায় লেনদেনটি উদ্ধর্তপত্রের সমষ্টিকে প্রভাবিত করে না। কারণ উক্ত লেনদেনের দ্বারা ৪,০০০ টাকা নগদ বৃদ্ধি ও ৪,০০০ টাকা দেনাদার হ্রাস পায়। অর্থাৎ চলতি সম্পদের মোট পরিমাণে কোনো প্রভাব ফেলছে না। এটি কাঠামোগত পরিবর্তন।

04. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা মূলত:
A. অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য
B. বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের জন্য
C. নিরীক্ষকদের জন্য
D. ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার জন্য

05. নিম্নের কোনটি আয় বিবরণী একটি সীমাবদ্ধতা?
A. আয় বিবরণী তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ
B. আয় বিবরণী অডিট অত্যন্ত জটিল
C. কিছু ব্যয় এবং সঞ্চিতি সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না
D. শেয়ারহোল্ডারগণ আয় বিবরণীকে বিশ্বাস করেন না
C Explanation কিছু ব্যয় যেমন অবচয় এবং কিছু সঞ্চিতি যেমন: অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ইত্যাদি অনুমানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় যা আয় বিবরণীর একটি সীমাবদ্ধতা।

06. নিচের কোনটি আর্থিক বিবরণীর অংশ নয়?
A. আর্থিক অবস্থার বিবরণী B. মূল্য সংযোজন বিবরণী
C. কম্প্রিহেনসিভ আয় বিবরণ D. নগদ প্রদান বিরণী
E. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের পরিবর্তন বিবরণী
B Explanation চারটি মূল আর্থিক বিবরণী হলো: (১) কম্প্রিহেনসিভ/বিশদ আয় বিবরণী বা আয় বিবরণী, (২) মালিকের স্বত্ব বিবরণী [এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে] বা শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের পরিবর্তন বিবরণী (বিকল্প হিসেবে, সংরক্ষিত আয় বিবরণী) [কোম্পানির ক্ষেত্রে], (৩) আর্থিক অবস্থার বিবরণী (উদ্বৃত্তপত্র) এবং (৪) নগদ প্রবাহ বিবরণী। এছাড়া আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ আর্থিক বিবরণীর নোটসমুহ আর্থিক বিবরণীর ৫৩ অংশ হিসেবে গণ্য হয়। তবে মূল্য সংযোজন বিবরণী আর্থিক বিবরণীর অংশ নয়।

07. ফলাফল নিট আয় হবে যখন:
A. সম্পদ দায়ের চেয়ে বেশি B. সম্পদ আয়ের চেয়ে বেশি
C. খরচ আয়ের চেয়ে বেশি D. আয় খরচের চেয়ে বেশি
D Explanation মোট আয় মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলে নিট আয়/লাভ হয়।

08. একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা যা থেকে জানা যায়:
A. নগদ প্রবাহ বিবরণী B. উদ্ধৃত্তপত্র
C. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী D. লাভ-লোকসান হিসাব
B Explanation উদ্বৃত্তপত্র হচ্ছে একটি ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট একটি তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণীপত্র। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যায়।

09. একটি মোটরগাড়ি ৮,০০০ টাকায় কেনা হয়েছে যার মধ্যে ৩৬ টাকা পেট্রোল খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ মূল্য ৮,০০০ টাকা মোটরগাড়ি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র এর কী প্রভাব পড়েছে?
A. লাভ বেড়েছে ৩৬ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি বেড়েছে ৩৬ টাকা
B. লাভ বেড়েছে ৩৬ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি কমেছে ৩৬ টাকা।
C. লাভ কমেছে ৩৬ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি বেড়েছে ৩৬ টাকা।
D. লাভ কমেছে ৩৬ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি কমেছে ৩৬ টাকা
E. লাভে কোনো প্রভাব পড়েনি কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি বেড়েছে ৩৬ টাকা
A Explanation স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করলে তা সরাসরি উদ্বৃত্তপত্রে এন্ট্রি হয়। তাই ৮,০০০ টাকার সম্পত্তিতে ৩৬ টাকা পেট্রোল খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকায় লাভ-ক্ষতি হিসাবে খরচ ৩৬ টাকা কম দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ লাভ বেড়েছে ৩৬ টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি ৩৬ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

10. সুনাম কখন উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়?
A. ব্যবসায়ের খ্যাতি বৃদ্ধি পেলে
B. শেয়ারের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেলে
C. অন্য একটি ব্যবসা ক্রয়ের সময় সুনাম অর্জিত হলে
D. ব্যবসায়ের বিশ্বস্ত গ্রাহক থাকলে
C Explanation সুনাম উদ্বৃত্তপত্রে স্থায়ী সম্পত্তি অধীনে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয় যখন একটি কোম্পানি অন্য কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করে অথবা একীভূত হয় তখন অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির নিট শনাক্তকৃত সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হলে এই অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অর্থই সুনাম হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

11. বাংলাদেশে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অনুসরণ করা হয়?
A. বাংলাদেশ অডিটিং স্টান্ডার্ডস
B. ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্টান্ডার্ডস
C. বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টি স্ট্যান্ডার্ডস
D. এস.ইসি রুলস ১৯৮৭
C Explanation বর্তমানে FRC- ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। FRS এর মানসমূহ কে বাংলাদেশ এর ব্যবহার যোগ্য হিসাব নিকাশের মান/নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করে নতুন নাম দেয় FRSB (Financial, Reporting Standards of Bangladesh)। ২০১৫ সালে Financial Reporting Act 2015 নতুন আইন অনুযায়ী।

12. আর্থিক বিবরণীতে ৪টি বিবরণী অন্তর্ভুক্ত।
A. দুই B. তিন C. পাঁচ D. কোনোটিই নয়
D Explanation আর্থিক বিবরণীর সংখ্যা ৪টি। যথা: ১. বিশদ আয়-বিবরণী, ২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, ৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও ৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী। কিন্তু IAS- 01 অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর অংশ ৫টি। যথা: ১. বিশদ আয়-বিবরণী, ২. মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, ৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী, ৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী ও ৫. আর্থিক বিবরণীর টীকা বা অংশ।

13. কোনটি উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় না?
A. সম্ভাব্য দায় B. চলতি দায়
C. চলতি জমা D. বহির্দায়
A Explanation উদ্বৃত্তপত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্ভাব্য দায় দেখানো হয় না। যেসকল দায়/সম্পদ ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে সে সকল দায়/সম্পদকে সম্ভাব্য দায়/সম্ভাব্য বলা হয়। এসব হিসাব শুধুমাত্র টীকা বা নোট আকারে দেখানো হয়।

14. নিচের কোনটির ফলে উদ্বৃত্তপত্রের মোট যোগফল অপরিবর্তিত থাকবে-
A. প্রাপ্য বিলের মূল্য আদায় হলে B. প্রদেয় বিল নগদে পরিশোধিত হলে
C. ধারে মজার ক্রয় করা হলে D. ঋণ পরিশোধ করা হলে
A Explanation প্রাপ্য বিলের মূল্য আদায় হলে উদ্বৃত্তপত্রের মোট যোগফলে কোন প্রভাব পড়বে না অর্থাৎ উদ্বৃত্তপত্রের মোট যোগফল অপরিবর্তিত থাকে। কারণ সমপরিমাণ টাকা একবার সম্পদ পাশে নগদের সাথে যোগ হবে এবং আবার সম্পদ পাশে প্রাপ্য বিল হতে বিয়োগ করে।

CamScanner

15. আয়-ব্যয় বিবরণীতে তৈরী করা হয়-
A. একটি হিসাবকালের জন্য
B. নির্দিষ্ট তারিখের জন্য
C. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য
D. প্রতিদিনের জন্য

(A) Explanation/ একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয়সমূহ এবং ব্যয়সমূহ উপস্থাপন করার মাধ্যমে নিট আয় বা নিট ক্ষতি নিরূপণ করার জন্য আয়-বিবরণী তৈরী করা হয়।

16. এক মালিকানা কারবারের স্থিতিপত্রে চলতি সম্পত্তিগুলো নিম্নরূপ ক্রমে সাজানো হয়-
A. মজুদ পণ্য, দেনাদার, ব্যাংক জমা, নগদ জমা
B. নগদ জমা, ব্যাংক জমা, দেনাদার, মজুদ পণ্য
C. দেনাদার, মজুদ পণ্য, ব্যাংক জমা, নগদ জমা
D. মজুদ পণ্য, দেনাদার, নগদ জমা, ব্যাংক জমা

(B) Explanation/ এক মালিকানা কারবারে স্থিতিপত্রে চলতি সম্পদ দেখানো হয়
নগদ → ব্যাংক জমা → দেনাদার → মজুদ পণ্য।

17. আর্থিক বিবরণী নয়-
A. আয়-ব্যয় বিবরণী
B. নগদ প্রবাহ বিবরণী
C. উদ্বৃত্তপত্র
D. রেওয়ামিল

(D) Explanation/ আর্থিক বিবরণী: হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিবেদন বা বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় তাদেরকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়।
আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে আর্থিক- বিবরণীর ৫টি অংশ:
১) বিশদ আয় বিবরণী
২) মালিকানাস্বত্ব বিবরণী
৩) নগদ প্রবাহ বিবরণী
৪) সংযুক্ত নোট বা শাদ টিকা।
৫) আর্থিক অবস্থার বিবরণী/উদ্বর্তপত্র

18. ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল বলতে বোঝায়-
A. অন্তর্দায় হ্রাস
B. বহির্দায় বৃদ্ধি
C. মুনাফাজনিত অন্তর্দায় বৃদ্ধি
D. আয় বৃদ্ধি

(D) Explanation/ ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি পেলে ব্যবসায়ের অবস্থা ভালো হয়। আয় বৃদ্ধি পেলে মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

19. অ-বিমাকৃত পণ্য আগুনে বিনষ্ট হলে-
A. মোট লাভ হ্রাস পায়
B. মোট লাভ বৃদ্ধি পায়
C. নিট লাভ অপরিবর্তীত থাকে
D. মোট লাভ অপরিবর্তিত থাকে (C)

20. মালিকানা স্বত্বাধিকার বলতে বোঝায়-
A. শুধু মূলধন
B. লাভ
C. মূলধন ও অবণ্টিত লাভ
D. সম্পত্তি

(C) Explanation/ মালিকানা স্বত্ব হিসাব বলতে মালিকের মূলধন হিসাব, অংশীদারদের মূলধন হিসাব, শেয়ার মূলধন, জমাকৃত মুনাফা বোঝায়।

21. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ --
A. সুদ
B. চাঁদা
C. আজীবন সদস্যের চাঁদা
D. ভাড়া

(C) Explanation/ আজীবন সদস্যের চাঁদা হলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কেননা এই চাঁদা নিয়মিত পাওয়া যায় না। এবং এর ফল এক বছরে বেশি সময় ধরে হয়ে থাকে।

22. প্রারম্ভিক মূলধন ২,০০,০০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ৪০,০০০ টাকা। সুদের হার ১৫% হলে, লাভ লোকসান বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে –
A. ৩০,০০০ টাকা B. ২৮,০০০ টাকা C. ৩৬,০০০ টাকা D. ৪২,০০০ টাকা

(A) Explanation/ মূলধনের সুদ নির্ণয় করা সময় প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সারা বছরের সুদ ধরতে হবে তবে অতিরিক্ত মূলধন প্রদানের তারিখ না দেওয়া থাকলে অতিরিক্ত মূলধনের সুদ ধরতে হবে ৬ মাসের।
∴ মূলধনের সুদ = ২০০০০০ × ১৫% = ৩০০০০ টাকা

23. সবচেয়ে কম তারল্য সম্পদ -
A. সুনাম
B. বন্ড/শেয়ার
C. ভূমি
D. স্থায়ী আমানত

(C) Explanation/ এখানে ভূমি সমচেয়ে কম তারল্য সম্পদ। কারণ ভূমি চিরস্থায়ী সম্পদ যা সুনাম, বন্ড ও স্থায়ী আমানতের মত অতি সহজে নগদে রুপান্তর করা যায় না।

24. মুনাফার উপর নির্ভরশীল-
A. ঋণপত্রের সুদ
B. কর্মচারীদের বেতন
C. ডিবেঞ্চারের সুদ
D. আয়কর

(D) Explanation/ আয়কর মুনাফার উপর নির্ভরশীল, কারণ মুনাফা না হলে আয়কর দিতে হয় না।

25. আগুনে বিনষ্ট পণ্য ৫০,০০০ টাকার বিপরীতে বিমা কোম্পানি ৩০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলে সম্পদ হিসেবে দেখানো হবে-
A. ২০,০০০ টাকা B. ৫০,০০০ টাকা C. ৩০,০০০ টাকা D. ৮০,০০০ টাকা

(C) Explanation/ আগুনে বিনষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি হতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ উদ্বৃত্তপত্রে চলতি সম্পদে দেখাতে হয় এবং অবশিষ্ট অপরিচালন ব্যয়ে আগুনে বিনষ্টজনিত ক্ষতি হিসেবে দেখাতে হয়।
সুতরাং বিমা কোম্পানি হতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ৩০,০০০ টাকা সম্পদ হিসেবে দেখাতে হয়।

26. জানুয়ারীর ১ তারিখে প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ ৩৫০০ টাকা, সাপ্লাইজ ক্রয় ৬৭৫০ টাকা, সমাপনী সাপ্লাইজ ২৫০০ টাকা হলে সাপ্লাইজ ব্যয় কত?
A. ৭৭৫০ টাকা B. ৮০০০ টাকা C. ৭৫০ টাকা D. কোনটিই না

(A) Explanation/ সাপ্লাইজ ব্যয় = প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ + সাপ্লাইজ ক্রয়-সমাপনী সাপ্লাইজ
= ৩৫০০ + ৬৭৫০ - ২৫০০ = ৭,৭৫০ টাকা

27. কোনটি সঠিক?
A. মুনাফা মূলধন পরিবর্তন করে
B. মুনাফা মূলধন হ্রাস করে
C. মূলধন কেবলমাত্র মুনাফা আনে
D. মুনাফা মূলধন বৃদ্ধি করে

(D) Explanation/
• আর্থিক বিবরণী নির্ণয়ের সময় আয় বিবরণী হতে প্রাপ্ত মুনাফা মূলধন হিসেবে স্থানান্তর করতে হয়।
• অর্থাৎ মূলধনের সাথে যোগ করা হয় যার ফলে মূলধনকে বৃদ্ধি করে।

28. নিট আয় + পরিচালন ব্যয় = ?
A. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
B. বিক্রয়ের পরিমাণ
C. নিট বিক্রয়
D. মোট মুনাফা

(D) Explanation/ আয় বিবরণীর প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ-

বিক্রয় আয়	***
(-) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	(***)
পরিচালন মুনাফা	***
(-) পরিচালন ব্যয়	(***)
নিট মুনাফা	***

অর্থাৎ নিট মুনাফা = মোট মুনাফা - পরিচালন ব্যয়
বা নিট মুনাফা + পরিচালন ব্যয় = মোট মুনাফা।

29. উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুতের জন্য ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের কোন তফসিলে এর নির্দেশনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে?
A. তফসিল-৮ B. তফসিল-৯ C. তফসিল-১০ D. তফসিল-১১ (D)

30. অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ দেখানো হয় ..... বিবরণীতে।
A. ব্যয় B. আয় C. আর্থিক অবস্থা D. সংরক্ষিত আয়

(D) Explanation/ অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ, লভ্যাংশ প্রদান ইত্যাদি সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে আয় হতে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

31. ধারে ক্রয় ১০,০০০ টাকা এখনও হিসাবভুক্ত হয়নি। রেওয়ামিলে ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা এবং পাওনাদার ১,৫০,০০০ টাকা টাকা দেখানো আছে। আর্থিক বিবরণীতে পাওনাদারের পরিমাণ কত হবে?
A. ২,১০,০০০ টাকা
B. ১,৫০,০০০ টাকা
C. ১,৬০,০০০ টাকা
D. ১,৪০,০০০ টাকা

(C) Explanation/ ধারে পণ্য ক্রয়ের জাবেদা-

জাবেদা	প্রভাব
ক্রয় হিসাব ডে. পাওনাদার হিসাব ক্রে.	খরচ বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি

ধারে ক্রয় যথাক্রমে হিসাব ও পাওনাদার হিসাবকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীতে পাওনাদার হিসাব = ১,৫০,০০০ + ১০,০০০ = ১,৬০,০০০ টাকা।

CS CamScanner

...কোনটি উদ্বৃত্তপত্রের উদ্দেশ্য নয়?
A. ...র্ট তারিখ বছরের দেখানো　　B. মোট দেনার পরিমাণ দেখানো
C. মূলধন ও তার প্রকৃতি দেখানো　　D. আয় ও ব্যয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান

Explanation উদ্বৃত্তপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক অবস্থা জানা। অর্থাৎ সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া। উদ্বৃত্তপত্রের অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো ...দেনা-পাওনা জানা, মূলধন সম্পর্কে জানা, অগ্রিম-বকেয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। বছরের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান উদ্বৃত্তপত্রের উদ্দেশ্য নয়।

...উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুতের জন্য ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ...কোন তফসিলে এর নির্দেশনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে?
A. তফসিল-১　B. তফসিল-৯　C. তফসিল-১০　D. তফসিল-১১

Explanation • কোম্পানির লাভ-ক্ষতি/আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের তালিকা- ১ এর পার্ট-বি অনুযায়ী।
• এছাড়া কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের তালিকা বা তফসিল- ১ অনুযায়ী।
• উদ্বৃত্তপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে কোম্পানি আইনের ১৮৫ ধারায়।

...কোনটি মালিকানা স্বত্বের অংশ?
A. সংরক্ষিত তহবিল　　B. পরিশোধিত মূলধন
C. শেয়ার প্রিমিয়াম　　D. উপরের সবগুলি

Explanation কারবারের সম্পত্তির বিপরীতে মালিকের / শেয়ারহোল্ডারদের দাবীকে বলা হয় মালিকের মূলধন বা মালিকানা স্বত্ব বা মালিকের ইক্যুইটি। মালিকানা স্বত্বের অংশ – যেমন: শেয়ার মূলধন পরিশোধিত, মূলধন শেয়ার প্রিমিয়াম, জমাকৃত মুনাফা, সাধারণ সঞ্চিতি, বিশেষ সঞ্চিতি, বিশেষ তহবিল, ট্রেজারি স্টক, অবণ্টিত মুনাফা, সংরক্ষিত আয় ইত্যাদি। মালিকের মূলধনকে নিট সম্পত্তি নামেও ডাকা হয়।

...প্রাথমিক খরচাবলী হচ্ছে একটি-
A. স্থায়ী সম্পদ　B. চলতি দায়　C. ভুয়া সম্পদ　D. অচলতি দায়

Explanation যে সকল সম্পদের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই, বর্তমান বাজার মূল্য নেই, কেনা-বেচা করা যায় না তাদেরকে ভুয়া সম্পদ বলে। যেমন: প্রাথমিক খরচাবলি, শেয়ার অবহার, শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যুতে কমিশন। ...শেয়ার গ্রহণের কমিশন, গবেষণা খরচ, ঋণপত্রের অবহার, লাভ-লোকসান হিসাবের জের ইত্যাদি।

...মেসার্স এক্স কোং এর রেওয়ামিলে প্রদর্শিত সমাপনী মজুদের মূল্য ৩০,০০০ টাকা। এটি হিসাবভুক্ত হবে-
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে　　B. লাভ-ক্ষতি হিসাবে
C. উদ্বৃত্তপত্রে　　D. A এবং B উভয়টিতে

Explanation হিসাববিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতিতে সমাপনী মজুত মূল্য আয় বিবরণীতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয় কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়।

...মালিকানা স্বত্ব বলতে বুঝায়-
A. মূলধন + অবণ্টিত মুনাফা　　B. মূলধন + দায়
C. চলতি + দীর্ঘমেয়াদী দায়　　D. মূলধন + সম্পদ

Explanation • সম্পত্তির উপর মালিকানার/অংশীদারদের শেয়ারহোল্ডারদের দাবি/স্বত্ব মালিকানা স্বত্ব বলে। যেমন: মালিকানা প্রতিষ্ঠানে মালিকের মূলধন ও মুনাফা।
• অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারি মূলধন, শেয়ার অধিকার, জমাকৃত মুনাফা, সাধারণ সঞ্চিতি, বিশেষ সঞ্চিতি, বিশেষ তহবিল, ট্রেজারি স্টোক, মুলধন + অবণ্টিত মুনাফা।

...অপরিচালন খরচ-
A. বেতন　B. ভাড়া　C. মজুরী　D. ব্যাংক চার্জ

Explanation মজুরি হলো প্রত্যক্ষ খরচ যা বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে, বেতন, ভাড়া, ব্যাংক চার্জ ইত্যাদি পরিচালন ব্যয়ের উদাহরণ।

39. উদ্বৃত্তিপত্রে সম্পদ হিসাবে সবশেষে দেখানো হয়-
A. নগদ　　B. স্থায়ী সম্পদ
C. চলতি সম্পদ　　D. অলীক সম্পদ

(D) Explanation • উদ্বৃত্তিপত্রে সম্পদ হিসেবে সব শেষে দেখানো হয় অলীক সম্পদ।
• অলীক সম্পদ বলতে প্রাথমিক খরচাবলি শেয়ার অবহার লাভ - লোকসান হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত ইত্যাদি।

40. দায় এর উদাহরণ নয় কোনটি?
A. আয়কর সঞ্চিতি　　B. অগ্রিম আয়
C. বিলম্বিত ব্যয়　　D. অবণ্টিত মুনাফা

(C) Explanation • দায়সমূহ হলো খরচের বকেয়া, আয়ের অগ্রিম পাওনাদার, প্রদেয়সমূহ, শেয়ার মূলধন, সাধারণ সঞ্চিতি, আয়কর সঞ্চিতি, অবণ্টিত মুনাফা, ঋণপত্র, অন্যান্য ঋণ ইত্যাদি।
• সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিলম্বিত ব্যয় দায় নয় এটি একটি সম্পদ।

41. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের অবশিষ্টাংশ দেখানো হয়-
A. নগদান হিসাবে　　B. উদ্বৃত্তপত্রে
C. ক্রয় বিক্রয় হিসাবে　　D. কোনটিই নয়

(B) Explanation বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় খরচ:
১) বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন খরচ　　২) বড় অঙ্কের মেরামত ব্যয়
৩) প্রাথমিক খরচ　　৪) গবেষণা ব্যয়
এসকল ব্যয় আর্থিক বিবরণীর উদ্বর্তপত্র দেখানো হয়।

42. মালিকানা স্বত্ব বলতে-
A. শেয়ার মূলধনের উপর মালিকের অধিকার
B. সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার
C. সম্পত্তির উপর সকল পক্ষের অধিকার
D. সম্পত্তির উপর তৃতীয় পক্ষের অধিকার

(B) Explanation মালিকানা স্বত্ব বলতে সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকারকে বোঝায়।

43. সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে বলে-
A. সম্পদ　　B. খরচ
C. ব্যয়　　D. দায়

(C) Explanation সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে ব্যয় বলে।
অপরদিকে ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত ত্যাগ স্বীকারকে খরচ বলে।

44. অস্পর্শনীয় সম্পদ নয়-
A. সুনাম　　B. ট্রেডমার্ক
C. কপি রাইট　　D. টাইপ রাইটার

(B) Explanation যেসব সম্পদ দৃষ্টিগোচর হয় না বা দেখা যায় না তাদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পদ বলে। যেমন: সুনাম, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপি রাইট (গ্রন্থ স্বত্ব) ট্রেড নেম, লাইসেন্স, ফ্র্যানসাইজ ইত্যাদি।

45. নিট মুনাফার জন্য ক্রেডিট লিখন যে হিসাবের ক্রেডিট দিকে লিখতে হয়-
A. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব　　B. মূলধন হিসাব
C. উত্তোলন হিসাব　　D. লাভ-ক্ষতি হিসাব

(B) Explanation হিসাবকাল শেষে নিট মুনাফাকে আয় বিবরণী থেকে মূলধন হিসাবের ক্রেডিট দিকে স্থানান্তর করা হয়।

46. সমাপনী মজুদ পণ্য আগুনে বিনষ্ট হলে-
A. মোট লাভ হ্রাস পায়　　B. মোট লাভ বৃদ্ধি পায়
C. মোট লাভ অপরিবর্তীত থাকে　　D. কোনটিই নয়

(C) Explanation বছর শেষে যে পরিমাণ পণ্য মজুদ বা অব্যবহৃত থাকে তা সমাপনী মজুদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবিক্রীত বা অব্যবহৃত মজুদ পণ্য আগুনে বিনষ্ট হলে বা ক্ষতি হলে তা সমাপনী মজুদ হতে বিয়োগ করা হলেও পরবর্তীতে ক্রয় বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে সমাপনী মজুদের নিচে আবার ঐ পরিমাণ অর্থ বসানো হয়। যার ফলে মোট লাভের কোন পরিবর্তন হয় না।

CamScanner

47. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় মূলতঃ ——।
A. অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্যে B. বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের জন্যে
C. নিরীক্ষকদের জন্যে D. ব্যবস্থাপকদের জন্যে

Ⓑ Explanation/ আর্থিক বিবরণী মূলত প্রস্তুত করা হয় হিসাববিজ্ঞানের বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের নিকট ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের জন্য।

48. নিচের কোনটি আর্থিক বিবরণীর অংশ নয়?
A. আয় বিবরণী B. নগদ প্রবাহ বিবরণী
C. মূল্য সংযোজন বিবরণী D. আর্থিক অবস্থার বিবরণী

Ⓒ Explanation/ আর্থিক বিবরণীর অংশ ৫টি। যথা:
১. হিসাবকালের সমন্বিত আয়ের বিবরণী/ কম্প্রিহেনসিভ আয় বিবরণী/ বিশদ আয় বিবরণী।
২. হিসাবকালের মালিকানা স্বত্ব বিবরণী।
৩. হিসাবকালের সমাপ্তি দিনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী।
৪. হিসাবকালের নগদ প্রবাহ বিবরণী।
৫. টীকা।

49. নিম্নের কোনটি আর্থিক বিবরণী?
A. মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তনের বিবরণী B. আয় বিবরণী
C. স্থিতিপত্র D. উপরের সব কয়টি

Ⓓ Explanation/ আর্থিক বিবরণী: হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিবেদন বা বিবরণী সমূহ প্রস্তুত করা হয় তাদেরকে আর্থিক বিবরণী বলে। আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে চারটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। (১) আয় বিবরণী; (২) মালিকানা স্বত্ব বিবরণী: (৩) উদ্বৃত্তপত্র: (৪) নগদ প্রবাগ বিবরণী।

50. নিচের কোনটি একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র প্রদর্শন করে?
A. মোট লাভ B. নিট লাভ C. মোট সম্পত্তি D. নিট সম্পত্তি

Ⓒ Explanation/ কারবারের সঠিক আর্থিক অবস্থার চিত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট উপস্থাপন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং মালিকানা স্বত্ব উল্লেখ করে যে বিবরণী প্রস্তুত করে তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। আবার, আর্থিক অবস্থার বিবরণী দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র প্রদর্শন করে মোট সম্পত্তি।

PRIME TEST

01. আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য–
Ⓐ মোট লাভ বৃদ্ধি করা Ⓑ নিট লাভ বৃদ্ধি করা
Ⓒ মোট সম্পদ বৃদ্ধি করা Ⓓ উপরের সব কয়টি

02. আর্থিক বিবরণীতে সংযুক্ত টীকায় তথ্য প্রদান করা হয় কারণ–
Ⓐ ক্রয় মূল্য নীতির জন্য Ⓑ মিলকরণ নীতির জন্য
Ⓒ পূর্ণপ্রকাশ নীতির জন্য Ⓓ আয় স্বীকৃতি নীতির জন্য

03. একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা যা থেকে জানা যায়–
Ⓐ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓑ উদ্বৃত্ত পত্র
Ⓒ মালিকানা স্বত্ব বিবরণী Ⓓ লাভ-লোকসান হিসাব

04. উদ্বৃত্তপত্র নির্দেশ করে-
Ⓐ সারা বছরের আর্থিক অবস্থা B একটি নির্দিষ্ট তারিখের আর্থিক অবস্থা
C সারা বছরের আয় ব্যয়ের অবস্থা D একটি নির্দিষ্ট তারিখের আয় ব্যয়ের অবস্থা

05. নিচের থেকে সঠিক আর্থিক বিবরণী বেছে নাও।
Ⓐ আয় বিবরণী Ⓑ উদ্বৃত্তপত্র
Ⓒ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓓ A, B ও C

06. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে?
Ⓐ মোট লাভ Ⓑ নিট লাভ Ⓒ মোট সম্পত্তি Ⓓ নিট সম্পত্তি

07. উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা যায়, বছরে সর্বোচ্চ-
Ⓐ ১ বার Ⓑ২ বার Ⓒ৪ বার Ⓓ ৩৬৫ বার

08. আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ে বিবেচিত হয় না কোনটি?
Ⓐ অবচয় Ⓑ ভাড়া ব্যয়
Ⓒ কাঁচামালের আমদানি শুল্ক Ⓓ দালান সম্প্রসারণ ব্যয়

09. কোন দুটি দফা উদ্বৃত্তপত্রে এক সাথে দেখানো যায় না?
Ⓐ মূলধন ব্যয় এবং দীর্ঘমেয়াদী দায় Ⓑ মূলধনী লাভ এবং মূলধনী ক্ষতি
Ⓒ মূলধনী এবং স্থায়ী সম্পত্তি Ⓓ প্রাথমিক খরচ এবং বিলম্বিত দায়

10. কোন সময়ে নীট আয়ের সৃষ্টি হয়, যখন-
Ⓐ দায় থেকে সম্পদ বৃদ্ধি পায় Ⓑ রাজস্ব থেকে সম্পদ বেশি হয়
Ⓒ রাজস্ব থেকে ব্যয় বেশি হয় Ⓓ ব্যয় থেকে রাজস্ব বেশি হয়

11. মজুরি বকেয়া আছে ৩,০০০.০০ টাকা। রেওয়ামিলে মজুরির পরিমাণ দেওয়া আছে ৬২,০০০.০০ টাকা। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বকেয়া মজুরির পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ৩,০০০.০০ টাকা Ⓑ ৬,৫০০.০০ টাকা
Ⓒ ৬,৯০০০.০০ টাকা Ⓓ ৬৫,০০০.০০ টাকা

12. আন্তর্জাতিক হিসাবমান-০১ (IAS-01) অনুযায়ী কোনটি আর্থিক বিবরণীর অংশ নয়?
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী Ⓑ নগদ প্রবাহ বিবরণী
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ নোট ও বিভিন্ন দফার ব্যাখ্যা

13. 'লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল' কোম্পানীর কোন কোন আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়?
Ⓐ মালিকানা স্বত্ব, সংরক্ষিত আয় ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী
Ⓑ মালিকানা স্বত্ব, আয় ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী
Ⓒ মালিকানা স্বত্ব, আয় ও সংরক্ষিত আয় বিবরণী
Ⓓ সংরক্ষিত আয়, আয় ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী

14. কোন কোম্পানির উদ্ধৃতপত্র প্রস্তুত করার সময় স্থায়ী সম্পদের অধীনে কোন উপাদানটি লিপিবদ্ধ হয়?
Ⓐ প্রাপ্যবিল Ⓑ চলতি বিনিয়োগ
Ⓒ মজুদ Ⓓ প্যাটেন্ট

15. একটি ঔষধ উৎপাদকারী কোম্পানি ৫০০০০০০ টাকার ঔষধ বিনামূল্যে নমুনা হিসেবে বিতরণ করে। চূড়ান্ত হিসাবপ্রস্তুত করার সময় এই ব্যয় দেখানো হয় কোন হিসাবে?
Ⓐ লাভ-ক্ষতি Ⓑ কারবারি
Ⓒ কারবারি এবং লাভ-ক্ষতি উভয় Ⓓ উদ্ধৃত্তপত্র

16. কোনটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে উদ্বৃত্তপত্রের ছক?
Ⓐ তালিকা-১১ Ⓑ ফর্ম-এফ Ⓒ ফর্ম-বি Ⓓ টেবিল-এ

17. চার বছর মেয়াদে অগ্রিম বীমা প্রিমিয়াম ১,০০০ টাকা হলে প্রথম বছরের শেষে স্থিতিপত্রে কত টাকা উদ্ধৃত্ত থাকবে?
Ⓐ ১,০০০ Ⓑ ৭৫০ Ⓒ ২৫০ Ⓓ ২০০

18. একটি কোম্পানি একখণ্ড জমি ক্রয় করল। আনুমানিক আগামী ৫ বছরের মধ্যে কোম্পানিটি উক্ত জমিতে একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করবে। প্ল্যানটির নির্মাণপূর্ব এই ৫ বছর জমিটি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকবে। আর্থিক বিবরণীতে জমিটি প্রদর্শন করতে হবে-
Ⓐ প্ল্যান্ট এ্যাসেট Ⓑ জমি ক্রয়
Ⓒ দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ Ⓓঅস্পর্শনীয় সম্পত্তি

19. ২০২০ সালে নিট মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা এবং কর হার ৩৫% হলে, করপূর্ব মুনাফা কত?
Ⓐ ৯৭,৫০০ টাকা Ⓑ ১,৩০,৫৬৯ টাকা
Ⓒ ২,০২,৫০০ টাকা Ⓓ ২,৩০,৭৬৯ টাকা

20. কোনটি অপরিচালন ব্যয়?
Ⓐ অবচয় Ⓑ ঋণের সুদ
Ⓒ অনাদায়ী পাওনা Ⓓ বিজ্ঞাপন খরচ

Answer Sheet

01.	D	02.	C	03.	B	04.	B	05.	D
06.	C	07	D	08.	D	09.	D	10.	D
11.	A	12.	A	13.	D	14.	D	15.	A
16.	A	17.	B	18.	C	19.	D	20.	B

CamScanner

অধ্যায় ০১

সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব

হিসাববিজ্ঞান

সম্পত্তি: সম্পত্তি হলো প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত এমন কোন বিষয় যা থেকে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা পাবে। সব সম্পদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যৎ সেবা বা সুবিধা প্রদানের যোগ্যতা।

টপিক ২ চলতি সম্পত্তি

- চলতি সম্পত্তি হলো ঐ ধরনের সম্পত্তি যা একটি কোম্পানি এক বছর বা ইহার পরিচালন চক্র(যেটি বড়) এর মধ্যে নগদে রূপান্তর বা ভোগ করবে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ কোম্পানি ১ বছর সময় ব্যবহার করে থাকে।
- উদ্বৃত্তপত্রে কোম্পানি চলতি সম্পত্তি সমূহ তারল্যের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- নগদ টাকা ব্যবসায়ে সর্বাধিক তরল সম্পত্তি।
- উদাহরণঃ নগদ, স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ, বিনিয়োগ, বিক্রয় যোগ্য সিকিউরিটিজ, প্রাপ্য সমূহ (প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য বিল, প্রাপ্য নোট), মজুদ পণ্য অগ্রপ্রদত্ত ব্যয়, অফিস সরবরাহ ইত্যাদি।

টপিক ২ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ

- এক বছরের মধ্যে বিক্রয় না করার উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানির শেয়ার বা বন্ডে বিনিয়োগ।

টপিক ২ স্থায়ী বা স্থাবর সম্পত্তি

- সাধারণত এক বছরের চেয়ে অধিক মেয়াদি স্পর্শনীয় সম্পত্তিকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে।
- স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করতে হয়।
- স্থায়ী সম্পত্তিকে হিসাববিজ্ঞানের ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী অর্জন মূল্য হিসাবভুক্ত করতে হবে।
- স্থায়ী সম্পত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের দীর্ঘ জীবন রয়েছে এবং বিশেষত পুনঃবিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয় না।
- উদাহরণঃ ভূমি, ভূমি উন্নয়ন, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, ডেলিভারি ভ্যান, প্ল্যান্ট সম্পত্তি, ইত্যাদি।

টপিক ২ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি

- যে সকল দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির বাহ্যিক রূপ নেই অর্থাৎ স্পর্শ করা যায় না তাদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে।
- অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উপর অবলোপন ধার্য করতে হয়।
- উদাহরণঃ সুনাম, পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেডনেম, ব্রান্ডনেম, লাইসেন্স, ফ্রানচাইজ ইত্যাদি।

টপিক ২ প্রাকৃতিক/ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি

- প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত যে সব সম্পদ স্থায়ী প্রকৃতির কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি বলা হয়।
- ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির উপর অবচয় বা অবলোপন ধার্য না করে অপচয় (Depletion) ধরতে হয়।

টপিক ২ অলীক সম্পত্তি

- কিছু ধরনের খরচ বা ক্ষতিকে, খরচ হিসাবে না দেখিয়ে সম্পদ হিসাবে দেখানো হয় তাকে অলীক সম্পত্তি বলে।
- উদাহরণঃ প্রাথমিক খরচাবলি, শেয়ার অবহার, লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট জের ইত্যাদি।

দায় : কারবারের সম্পত্তির বিপরীতে যে কোন দাবিকেই দায় বলা হয়। তবে সাধারণত দায় বলতে আমরা বহিঃদায়কেই বুঝি। অর্থাৎ দায় বলত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর তৃতীয় পক্ষের দাবিকে বুঝানো হয়।

টপিক ২ চলতি বা স্বল্পমেয়াদি দায়

- চলতি দায় হল ঐ ধরনের দায় যা একটি কোম্পানি এক বছর বা ইহার পরিচালন চক্র এর মধ্যে পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে বেশিভাগ কোম্পানি এক বছর সময় ব্যবহার করে থাকে।
- চলতি দায়সমূহ উদ্বৃত্তপত্রে গুরুত্বের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- উদ্বৃত্তপত্রে চলতি দায় অংশে প্রথমে প্রদেয় নোট তারপর প্রদেয় হিসাব প্রদর্শন করা হয়।
- উদাহরণঃ প্রদেয় হিসাবসমূহ,প্রদেয় নোট, প্রদেয় ব্যয়, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চলতি অংশ ইত্যাদি।

টপিক ২ স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায়

- যে সকল দায় কোম্পানি এক বছর বা তারও পরে পরিশোধ করবে তাকে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায় বলা হয়।
- উদাহরণঃ বন্ড বা ঋণপত্র, বন্ধ কি ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ইত্যাদি।

টপিক ২ সম্ভাব্য দায়

- প্রকৃতপক্ষে দায় নয় কিন্তু ভবিষ্যতে দায়ের সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয়কে সম্ভাব্য দায় বলে।
- সম্ভাব্য দায়কে উদ্বৃত্তপত্রে ফুটনোট বা পাদটীকা আকারে দেখানো হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।
- উদাহরণঃ ওয়ারেন্টি সংক্রান্ত, দায়, জামিন সংক্রান্ত দেনা, চুক্তিভঙ্গের খেসারত দেওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

টপিক ২ মালিকানা স্বত্ব

- প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর মালিকের দাবিকে মালিকের স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্ব বলে। মালিকানা স্বত্বকে নীট সম্পত্তি বলা হয়।
- এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্বকে বলা হয় মালিকের স্বত্ব। মালিকের স্বত্ব হিসাবের উদাহরণ হলোঃ মালিকের মূলধন হিসাব।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্বকে বলা হয় অংশীদারদের স্বত্ব। অংশীদারদের স্বত্ব হিসাবসমূহের উদাহরণ হলোঃ অংশিদার 'ক' এর মূলধন হিসাব, অংশিদার 'খ' এর মূলধন হিসাব ইত্যাদি।
- কোম্পানির মালিকানা স্বত্বকে বলা হয় শেয়ারহোল্ডার স্বত্ব। শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব হিসাবসমূহকে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ
  ১. পরিশোধিত মূলধন হিসাব
  ২. জমাকৃত মুনাফা হিসাব
- পরিশোধিত মূলধনে অংশ ২টি যথা
  ১. শেয়ার মূলধন (অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মূলধন)
  ২. অতিরিক্ত পরিশোধিত মূলধন
- পরিশোধিত মূলধনকে প্রদত্ত মূলধন ও জমাকৃত মুনাফাকে অর্জিত মূলধন বলে।
- কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত নিজ শেয়ার কোম্পানি বাজার থেকে ক্রয় করে নিলে তাকে ট্রেজারি স্টক বলে।

টপিক ২ সঞ্চিতিসমূহ

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা আরও সুদৃঢ় করার জন্য এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ক্ষতি বা দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য যে পরিমান অর্থ মুনাফা হতে আলাদা করে রাখা হয় তাকে সঞ্চিতি বলা হয়।
- কোম্পানির সঞ্চিতি সমূহের মালিক হলো শেয়ারহোল্ডারগণ।
- সঞ্চিতি সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা
  ১. মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি
  ২. মূলধন জাতীয় সঞ্চিতি

টপিক ২ মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি

- মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ
- সাধারণ সঞ্চিতিঃ ভবিষ্যত্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোন আর্থিক অসুবিধা দেখা দিলে তা যেন দূর করা যায় এ উদ্দেশ্যেই সাধারণ সঞ্চিতি সৃষ্টি-করা হয়।

CamScanner

- কোন নির্দিষ্ট খরচের উদ্দেশ্যে নিয়ে সাধারণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় না।
- নিট মুনাফা থেকে তহবিল স্থানান্তর করে সাধারণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়।
- **বিশেষ সঞ্চিতিঃ** বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে যে সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় তাকে বিশেষ সঞ্চিতি বলে। যেমনঃ লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল, কর্মচারি কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি।
- **গোপন সঞ্চিতিঃ** গোপন সঞ্চিতি গোপনে সৃষ্টি করা হয়, ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ছাড়া এই সঞ্চিতির কথা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করা হয় না।
- গোপন সঞ্চিতি কখনও সরাসরি হিসাবভুক্ত করা হয় না ফলে ব্যবসায়ের উদ্বৃত্তপত্রে ইহা প্রদর্শন করা হয় না।
- **মূলধন জাতীয় সঞ্চিতিঃ** ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যতিত অপৌনঃপুনিক লেনদেনের মাধ্যমে এই জাতীয় সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ যে সকল লেনদেনের মাধ্যমে মূলধন জাতীয় লাভ হয় তা হতে মূলধন জাতীয় সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়।
- কোম্পানির বাজেয়াপ্ত শেয়ারের টাকা মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোনটি কাল্পনিক সম্পত্তি? [NU- Business: 2014-15]
A. ট্রেড মার্ক B. প্রারম্ভিক খরচ
C. সুনাম D. কপিরাইট **B**

02. অনার্জিত রাজস্ব (Unearned Revenue) একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের- [NU- Business: 2010-11]
A. রাজস্ব B. দায়
C. সম্পত্তি D. মালিকানাস্বত্ব **B**

03. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ কোন ধরনের হিসাব? [NU- Business: 2009-10]
A. দায় B. সম্পত্তি
C. ব্যয় D. আয় **A**

04. নিচের কোনটি অলীক সম্পত্তি? [NU- Business: 2008-09]
A. সুনাম B. পেটেন্ট
C. কপিরাইট D. শেয়ার মূল্যের ছাড় **A**

05. কোনটি উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পাশে উল্লেখ করা হয়? [NU- Business: 2005-06]
A. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ B. শেয়ার প্রিমিয়াম
C. প্রাথমিক খরচ D. বিবিধ পাওনাদার **C**

06. প্রারম্ভিক খরচ কোন ধরনের সম্পত্তি? [NU- Business: 2005-06]
A. স্থায়ী সম্পদ B. চলতি সম্পদ
C. অলীক সম্পদ D. কোনোটিই নয় **C**

07. প্রারম্ভিক খরচ কোন ধরনের সম্পত্তি? [NU- Business: 2003-04]
A. স্থায়ী সম্পত্তি B. চলতি সম্পত্তি
C. অলীক সম্পদ D. একটি ব্যয় **C**

08. নিম্নোক্ত কোন মাধ্যমে লভ্যাংশ উত্তোলন করা হয়? [NU- Business: 2002-03]
A. চেক B. শেয়ার সার্টিফিকেট
C. শেয়ার ওয়ারেন্ট D. ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট **A**

09. শেয়ার বাট্টা কোন জাতীয় সম্পত্তি? [NU- Business: 2001-02]
A. চলতি সম্পত্তি B. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি
C. কাল্পনিক D. কোনোটিই নয় **C**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বিপরীত সম্পত্তি কী ধরনের জের প্রকাশ করে?
A. ক্রেডিট B. ডেবিট
C. শূন্য D. ডেবিট এবং ক্রেডিট দুটোই

02. অনুপার্জিত আয় নির্দেশ করে
A. আয় B. চলতি দায়
C. ব্যয় D. দীর্ঘমেয়াদি দায়

B Explanation// চলতি / স্বল্পমেয়াদী দায়: বিবিধ পাওনাদার (প্রদেয় হিসাব), স্বল্প মেয়াদি ঋণ, প্রদেয় বিল/নোট (অনুর্ধ্ব ১বছর মেয়াদি), বকেয়া/প্রদেয় খরচ, অনুপার্জিত আয়, প্রদেয় কর, প্রদেয় লভ্যাংশ ইত্যাদি।

03. নিচের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
A. সুনাম B. পেটেন্ট
C. শেয়ার মূল্যে ছাড় D. কপিরাইট

C Explanation// অলীক সম্পত্তির উদাহরণ: প্রাথমিক খরচাবলি, শে অবহার, শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যুতে কমিশন/দায় গ্রাহকের কমিশন, গবেষণা খ ঋণপত্রের অবহার, লাভ- লোকসান হিসাবের জের ইত্যাদি।

04. নিম্নোক্ত কোনটি একটি ব্যবসায়ের সর্বাধিক তরল সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হ
A. দেনাদার B. মজুদ পণ্য
C. শেয়ারের বিনিয়োগ D. ব্যাংক উদ্বৃত্ত

D Explanation// সকল প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির জন্য তহবিল বা ব্যাংকের উদ্বৃত্ত সর্বাধিক তরল হিসাবে বিবেচিত হয়।

05. নিচের কোনটি চলতি দায় নয়?
A. প্রদেয় মজুরি B. স্বল্পমেয়াদী ঋণ
C. প্রদেয় কর D. প্রদেয় বন্ড

D Explanation// চলতি বা স্বল্পমেয়াদী দায়: বিবধ পাওনাদার (প্রদেয় হি স্বলপমেয়াদী ঋণ, প্রদেয় বিল/নেট (অনুর্ধ্ব ১বছর মেয়াদী) বকেয়া/প্রদেয় অনুপার্জিত আয়,প্রদেয় কর, প্রদেয় লভ্যাংশ ইত্যাদি।
স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায়: প্রদেয় বিল/ নেট (১বছরের অধিক মেয়াদি), প্র নেট (ঋণপত্র), প্রদেয় বন্ড, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বন্ধকি ঋণ বা প্রদেয় বন্ধক ইত্য

06. অবচয় সঞ্চিতি হচ্ছে
A. একটি কন্ট্রা-সম্পদ হিসাব
B. একটি খরচ হিসাব
C. একটি মালিকানা স্বত্ব হিসাব
D. একটি সম্পদ হিসাব

A Explanation// কোনো সম্পত্তি হ্রাস প্রদর্শন করার জন্য সম্পত্তি হিসাব বিপরীতে অন্য একটি হিসাব প্রস্তুত করা হলে, তাকে বিপরীত তা প্রতি স হিসাব বা কন্ট্রা সম্পত্তি হিসাব বলে। যেমন: পুঞ্জীভূত অবচয়, সন্দেহজনক হিসাব, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব প্রভৃতি।

07. নিম্নের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
A. সুনাম B. ব্যবসায় চিহ্ন
C. প্রাথমিক খরচ D. লাইসেন্সিং

C Explanation// বড় ধরনের খরচ বা তাকে খরচ হিসেবে না দেখিয়ে স হিসেবে দেখানো হলে তাকে অলীক সম্পত্তি / ভুয়া / কাল্পনিক সম্পদ (অসমা ব্যয়) বলা হয়। যেমন প্রাথমিক খরচাবলি, শেয়ার অবহার, শেয়ার ও ঋ ইস্যুতে কমিশনের দায়। গ্রাহকের কমিশন, গবেষণা খরচ, ঋণপত্রের অব লাভ-লোকসান হিসাবের জের ইত্যাদি।

08. নিচের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
A. কপিরাইট B. শেয়ার অবহার
C. সুনাম D. পেটেন্ট

09. অবচয় সঞ্চিতি হচ্ছে-
A. একটি কন্ট্রা-অ্যাসেট হিসাব B. একটি মালিকানা স্বত্ব হিসাব
C. একটি সম্পদ হিসাব D. একটি খরচ হিসাব

10. মালিকের সুনাম ব্যবসায়ের একটি-
A. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি B. বিলম্বিত সম্পত্তি
C. চলতি সম্পত্তি D. কোনটিই নয়

D Explanation// ব্যবসায় এবং মালিকের সত্ত্বা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। মালি সুনাম ব্যবসায়ের সাথে জড়িত নয়। বরং ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠানের জন্য অস্পর্শনীয় সম্পদ।

11. স্থায়ী হিসাব-
A. অবচয় হিসাব B. পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব
C. উত্তোলন হিসাব D. ঋণের সুদ হিসাব

B Explanation// যে হিসাব হিসাবকাল শেষে বন্ধ করে দেওয়া হয় হিসাবটি পরবর্তী বছরেও চলমান থাকে তাকে স্থায়ী হিসাব বলে।

CamScanner

...হিসাবকাল শেষে যে ধরনের হিসাবগুলি বন্ধ করতে হয়-

A. সম্পত্তি হিসাব   B. দায় হিসাব

C. আয় ও ব্যয় হিসাব   D. সকল ধরনের হিসাব

Explanation/ সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে হিসাবকাল শেষে নামিক/অস্থায়ী (আয় ব্যয় হিসাব) হিসাবগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

...সমাপনী জাবেদা পোস্টিং এর পর কোন হিসাবের জের শূন্য হবে না?

A. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয় হিসাব   B. অবচয় হিসাব

C. বেতন হিসাব   D. বিমা খরচ হিসাব

Explanation/ সমাপনী জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে নামিক হিসাব বন্ধ করা হয়। কিন্তু স্থায়ী হিসাব যেমন: সম্পদ, দায় সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে বন্ধ করা হয় না। অপরদিকে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয় হলো সম্পদ বা স্থায়ী হিসাব।

...নিট সম্পত্তি বলতে বুঝায়-

A. মোট সম্পত্তি বাদ চলতি দায়   B. মূলধন বাদ মোট সম্পত্তি

C. মোট সম্পত্তি বাদ মোট দায়   D. মোট সম্পত্তি বাদ চলতি দায়

Explanation/ মোট সম্পত্তি থেকে মোট দায় বাদ দিলে নিট সম্পত্তি পাওয়া যায়।

নিট সম্পত্তি = মোট সম্পত্তি বাদ – মোট দায়

...সম্পদ নয়-

A. অবণ্টিত মুনাফা   B. স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ

C. পেটেন্ট   D. দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ

Explanation/ • অবণ্টিত মুনাফা সম্পদ নয়।

• অবণ্টিত মুনাফা হলো কোম্পানির নিজস্ব মূলধনের একটি অংশ।

... ১৭,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ১০,০০০ টাকা নগদে এবং ৭,০০০ টাকা বাকীতে ক্রয় করা হলে হিসাব সমীকরণের (A = L + OE) যে উপাদানের পরিবর্তন হবে-

A. A ও L   B. L ও OE

C. A ও OE   D. A'   **A**

... যন্ত্রপাতির পুঞ্জীভূত অবচয় হলো-

A. বিপরীত সম্পত্তি হিসাব   B. দায় হিসাব

C. ব্যয় হিসাব   D. আয় হিসাব

Explanation/ যন্ত্রপাতির পুঞ্জীভূত অবচয় হলো বিপরীত সম্পত্তি হিসাব বা কন্ট্রা সম্পত্তি।

... আন্তঃফেরত যে ধরনের হিসাব-

A. বিপরীত সম্পত্তি হিসাব   B. বিপরীত আয় হিসাব

C. দায় হিসাব   D. বিপরীত ব্যয় হিসাব

Explanation/ আন্তঃফেরত একটি বিপরীত আয় হিসাব।

• ধারে বিক্রয়পণ্য কোনো কারণে ফেরত হলে উক্ত ফেরত যে হিসেবে লেখা হয় তাকে বিক্রয় ফেরত বলে বা আন্তঃফেরত বলে।

... কন্ট্রা (বিপরীত) হিসাবের উদাহরণ কোনটি?

A. অবচয় খরচ হিসাব   B. প্রাপ্য হিসাব

C. বিক্রয় হিসাব   D. ক্রয় ফেরত হিসাব   **D**

... যখন একটি কোম্পানি ট্রেজারী শেয়ার ক্রয় করে তখন কী ঘটে?

A. সম্পদ ও মালিকানা স্বত্ব উভয়ই বৃদ্ধি পায়

B. সম্পদ হ্রাস পায়

C. সম্পদ ও মালিকানা স্বত্ব উভয়ই হ্রাস পায়

D. মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়

Explanation/ • সাধারণত কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশকে শেয়ার বলে। আর জনসাধারনের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের যে অংশ পুনরায় ক্রয় করে কোম্পানি শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব পুনরায় গ্রহণ করে তাকে ট্রেজারি শেয়ার বলে।

• অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় করার ফলে শেয়ার মূলধন হিসাব ডেবিট করা হয় ফলে মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পায়। অপর দিকে শেয়ার মূল্য বাবদ নগদ টাকা প্রদান করা হয় ফলে নগদ বা সম্পদ হ্রাস পায়।

21. স্থায়ী হিসাব নয়-

A. প্রাপ্য বিল হিসাব   B. প্রদেয় বিল হিসাব

C. পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব   D. ক্রয় হিসাব

D Explanation/ • স্থায়ী হিসাব বলতে সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্বকে বুঝায়।

• ক্রয় হিসাব অস্থায়ী বা নামিক হিসাব।

22. কোনটি স্থায়ী হিসাব?

A. বেতন হিসাব   B. উত্তোলনের সুদ হিসাব

C. প্রাপ্য বিল হিসাব   D. ঋণের সুদ হিসাব

C Explanation/ স্থায়ী হিসাব বলতে সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাব কে বোঝায়। অপরদিকে আয়-ব্যয় হলো নামিক হিসাব অর্থাৎ অস্থায়ী হিসাব। যেমন: বেতন হিসাব, উত্তোলনের সুদ, ঋণের সুদ।

23. হার্ডওয়ার কর্পোরেশন ২০২০ সালে জানুয়ারী ১ তারিখ ২০ বছর মেয়াদী বন্ধকী প্রদেয় নোট ইস্যু করে। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অপরিশোধিত মূল ঋণের জের দেখানো হবে–

A. চলতি দায় হিসেবে

B. দীর্ঘমেয়াদী দায় হিসেবে

C. আংশিক চলতি এবং আংশিক দীর্ঘমেয়াদী দায় হিসাব

D. প্রদেয় সুদ হিসেবে

B Explanation/ প্রদেয় নোট, প্রদেয় বন্ড, প্রদেয় ঋণপত্র ইত্যাদির অপরিশোধিত মূল ঋণের জের দীর্ঘমেয়াদী দায় হিসেবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হবে।

24. সাধারণ সঞ্চিতি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য–

A. সম্পত্তি   B. অন্তর্দায়   C. আয়   D. বহির্দায়

B Explanation/ অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্দায় বলতে সে সকল হিসাবকে বুঝায় যা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত। যেমন: মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন, নিট লাভ, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদি।

অন্যদিকে বর্হিদায় হলো দীর্ঘমেয়াদী দায় ও চলতি দায় সমূহের সমষ্টি।

25. নিচের কোনটি চলতি দায় নয়?

A. প্রদেয় মজুরী   B. দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চলতি অংশ

C. স্বল্প-মেয়াদি ঋণ   D. প্রদেয় বন্ড

D Explanation/

• চলতি বা স্বল্পমেয়াদি দায়: বিবিধ পাওনাদার (প্রদেয় হিসাব), স্বল্পমেয়াদি ঋণ, প্রদেয় বিল/ নোট (অনূর্ধ্ব ১ বছর মেয়াদি), বকেয়া/ প্রদেয় খরচ, অনুপার্জিত আয়, প্রদেয় কর, প্রদেয় লভ্যাংশ ইত্যাদি।

• স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায়: প্রদেয় বিল/ নোট (১ বছরের অধিক মেয়াদি), ঋণপত্র, প্রদেয় বন্ড (Bonds payable), দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, বন্ধকি ঋণ বা প্রদেয় বন্ধক ইত্যাদি।

26. অনুপার্জিত আয় একটি–

A. আয়   B. সম্পদ   C. ব্যয়   D. দায়

D Explanation/ অনুপার্জিত আয় হলো সে সকল আয় যা সেবা প্রদানের পূর্বেই অগ্রিম গ্রহণ করা হয়। অনুপার্জিত আয় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দায়।

27. নিচের কোন লেনদেনটির দুটি হিসাব 'সম্পত্তি' বাচক হিসাব?

A. নগদে পণ্য ক্রয়   B. বাকীতে পণ্য ক্রয়

C. নগদে আসবাবপত্র ক্রয়   D. বাকীতে আসবাবপত্র ক্রয়   **C**

28. অগ্রিম ভাড়া পাওয়া গেলে জবেদা হবে-

A. ভাড়া হিসাব ডেবিট ; অগ্রিম ভাড়া হিসাব ক্রেডিট

B. অগ্রিম ভাড়া হিসাব ডেবিট ; ভাড়া হিসাব ক্রেডিট

C. নগদান হিসাব ডেবিট ; ভাড়া হিসাব ক্রেডিট

D. নগদান হিসাব ডেবিট ; অগ্রিম ভাড়া রাজস্ব হিসাব ক্রেডিট   **D**

29. নিচের কোন আয়টি দায়?

A. নগদে বিক্রয়   B.বাকীতে বিক্রয়

C. ভাড়া প্রাপ্তি   D. অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি   **D**

30. নিচের কোনটি অবচয়হীন সম্পদ?
A. দালানকোঠা B. [illegible] C. [illegible] D. ফ্রি হোল্ড ভূমি

ⒹExplanation// অবচয়হীন বা অক্ষয় সম্পদ বলতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারে যে সকল স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় না। যেমন: সুনাম, [illegible] সুনাম, ফ্রি হোল্ড ভূমি ইত্যাদি। [illegible]

31. [illegible] কাজে ব্যবসায়ের জন্য [illegible] হিসাব [illegible] একটি [illegible] দিলেন। এর জন্য কোন দাখিলাটি সঠিক?
A. [illegible] হিসাব ডেবিট; ক্রয় হিসাব ক্রেডিট
B. উত্তোলন হিসাব ডেবিট; ক্রয় হিসাব ক্রেডিট
C. ক্রয় হিসাব ডেবিট; উত্তোলন হিসাব ক্রেডিট
D. কোন দাখিলার প্রয়োজন নেই।

ⒹExplanation// [illegible] দাখিলার প্রয়োজন নেই।
লেনদেনের আবশ্যিক এটি বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে
২. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে
৩. কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত থাকতে হবে
Note : [illegible] লেনদেন [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] হবে না।

32. নিচের কোনটি অবচয়হীন দায়?
A. সুনাম B. ফ্রি হোল্ড C. বিজ্ঞাপন ব্যয় D. A ও B

ⒹExplanation// অবচয়হীন বা অক্ষয় সম্পদ বলতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারে যে সকল স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় না। যেমন: সুনাম, [illegible] সুনাম, ফ্রি হোল্ড ভূমি ইত্যাদি। [illegible]

33. নিচের কোনটি চলতি দায়?
A. পাওনাদার B. বকেয়া বেতন C. প্রদেয় বিল D. সবগুলো

ⒹExplanation// চলতি দায়: যে সকল দায় স্বল্পমেয়াদে এক বছরের মধ্যে পরিশোধ্য তাকে চলতি দায় বলে। যেমন: পাওনাদার, প্রদেয় বিল, [illegible] উত্তোলন, ব্যাংক ঋণ, বকেয়া খরচ, অনুপার্জিত আয় ব্যাংক জমাতিরিক্ত ইত্যাদি।

34. অগ্রিম ভাড়া কোন ধরনের হিসাব?
A. সম্পত্তি হিসাব B. দায় হিসাব
C. মালিকানা স্বত্ব হিসাব D. আয় হিসাব

ⒶExplanation//
- অগ্রিম খরচ চলতি সম্পত্তি হিসাব
- অগ্রিম আয় চলতি দায় হিসাব
- বকেয়া খরচ চলতি দায় হিসাব
- বকেয়া আয় চলতি সম্পত্তি হিসাব

35. চলতি সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়-
A. নগদ B. ব্যাংক জমা
C. দেনাদার D. [illegible]

ⒹExplanation// ১ বছরের কম সময়ে নগদে রূপান্তর উপযোগী সম্পত্তিকে চলতি সম্পত্তি বলে।

36. অগ্রাধিকার শেয়ার সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি সত্য নয়?
A. অগ্রাধিকার শেয়ার এর উপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়ে থাকে
B. অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক
C. অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান
D. অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদান করতে পারেন।

ⒹExplanation// অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান। কোম্পানিতে মুনাফা হলে প্রথমে শেয়ার মালিকগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পান। তবে এরা পরিচালক হতে বা নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না এবং নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত দেয়ার সুযোগ পায় না।

37. [illegible]
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

[illegible]Explanation// [illegible]

38. জনাব X [illegible] টাকা [illegible]
A. ১ লক্ষ টাকা B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible] টাকা

[illegible]Explanation// A = L + OE
A = [illegible] + [illegible] + [illegible] = [illegible]
OE = [illegible] − [illegible] = [illegible]

39. নিচের কোনটি চলতি দায় নয়?
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

ⒹExplanation// [illegible]

40. নিচের কোনটি [illegible] নয়?
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

ⒹExplanation// [illegible]

41. [illegible] হিসাবে কিসের দ্বারা বৃদ্ধি পায়?
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]

ⒹExplanation// [illegible]
[illegible] হিসাব ডেবিট
[illegible] হিসাব ক্রেডিট

42. নিচের কোন দায় স্থায়ী দায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়?
A. বকেয়া পাওনাদার B. ঋণপত্র
C. [illegible] D. [illegible]

ⒹExplanation// যে সকল দায় [illegible] ১ বছর [illegible] হয় না, তাকে দীর্ঘমেয়াদি দায় বা স্থায়ী দায় বলা হয়। যেমন: [illegible] ইত্যাদি। [illegible] স্থায়ী সম্পদ [illegible] দায় ব্যবহার করা হয়।

43. কোনটি হিসাববিজ্ঞানের সঠিক সূত্র?
A. মোট সম্পত্তিসমূহ = মোট দায়সমূহ
B. মূলধন দায় = মোট সম্পত্তি − বিক্রয়
C. নিট চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি − চলতি দায়
D. সবগুলো

ⒹExplanation// প্রশ্নের A, B, C ও D এ দেওয়া সূত্রগুলো সঠিক। [illegible] হবে।

44. বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় লেনদেনটির প্রভাব হলো-
A. সম্পত্তি দায় ও হ্রাস B. সম্পত্তি ও দায় বৃদ্ধি
C. সম্পত্তি হ্রাস এবং দায় বৃদ্ধি D. সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং দায় হ্রাস

ⒷExplanation// বাকিতে আসবাবপত্র ক্রয় করলে আসবাবপত্র নামক সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় ও বাকিতে ক্রয় করায় আসবাবপত্র [illegible] দেনা নামক দায় বৃদ্ধি পায়।

CamScanner

কোন সম্পদের তারল্য সবচেয়ে বেশি?
A. শেয়ার
B. দালানকোঠা
C. ঋণপত্র
D. ট্রেজারি বিল
(D) Explanation/ ট্রেজারি বিল এক প্রকার স্বল্পমেয়াদি শর্তহীন সরকারি ঋণপত্র।

কোনটি দায় নয়?
A. অনুপার্জিত আয়
B. প্রদেয় হিসাব
C. অগ্রিম ব্যয়
D. প্রদেয় ব্যয়
(C) Explanation/ ১ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য দায়কে চলতি দায় বলা হয়। যেমন: ব্যাংক জমাতিরিক্ত পাওনাদার, প্রদেয় লভ্যাংশ, প্রদেয় সুদ ইত্যাদি।

কোনটি চলতি মূলধনের অংশ নয়
A. প্রাপ্য বিল
B. স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক লোন
C. প্রদেয় লভ্যাংশ
D. গ্যাস লাইনের জন্য সিকিউরিটি জমা
(D) Explanation/ গ্যাসলাইনের জন্য সিকিউরিটিজ জমা মূলধন জাতীয় বা স্থায়ী সম্পদ। সুতরাং এটি চলতি মূলধনের অংশ নয়।

বিপরীত সম্পত্তি কী ধরনের জের প্রকাশ করে?
A. শূন্য
B. ডেবিট
C. ক্রেডিট
D. ডেবিট ও ক্রেডিট দুটোই
(C) Explanation/ বিপরীত সম্পত্তি ক্রেডিট জের প্রকাশ করে।

'ব্র্যান্ড নাম' কোন ধরনের সম্পদ?
A. অলীক সম্পদ
B. সম্পর্শনীয় সম্পদ
C. অস্পর্শনীয় সম্পদ
D. তরল সম্পদ
(C) Explanation/ যেসব দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির শারীরিক আকার থাকে না তবে আর্থিক মূল্য বা উপকারিতা বিদ্যমান থাকে তাদেরকে অস্পশর্নয় সম্পত্তি বলে। একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি হলো সুনাম। ব্যান্ড নামে হচ্ছে এক ধরনের সুনাম। এছাড়াও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি গুলা হলো পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেডনেম, লাইসেন্স, ফ্রাইচাইজ, ইজারা চুক্তি ইত্যাদি অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ।

১২০% হিসাবে প্রদত্ত ভাড়া ৩০,০০০ টাকার মধ্যে অগ্রিম ভাড়া কত টাকা?
A. ৪,০০০
B. ৫,০০০
C. ৬,২৫০
D. ২০,০০০
(B) Explanation/ ভাড়া প্রদত্ত ৩০০০০টাকা

$$\therefore ১০০\% \text{ ভাড়া} = ৩০০০০ \times \frac{১০০}{১২০} = ২৫০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{অগ্রিম ভাড়া} = (৩০০০০ - ২৫০০০) \text{ টাকা} = ৫০০০ \text{ টাকা}$$

PRIME TEST

01. একটি কোম্পানির ১০০০০০০ টাকা প্রাপ্য রয়েছে যা ৩৫০ দিনের মধ্যে প্রাপ্য। এটি প্রদর্শিত হবে-
Ⓐ উদ্বৃত্তপত্রে চলতি সম্পদ হিসাবে
Ⓑ উদ্বৃত্তপত্রে স্থায়ী সম্পদ হিসাবে
Ⓒ উদ্বৃত্তপত্রে চলতি দায় হিসাবে
Ⓓ আয় বিবরণীতে আয় হিসাব

02. অনুপার্জিত আয় নির্দেশ করে :
Ⓐ আয়
Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি দায়
Ⓒ চলতি দায়
Ⓓ চলতি সম্পদ

03. নিচের কোনটি অলিক সম্পত্তি?
Ⓐ সুনাম
Ⓑ পেটেন্ট
Ⓒ শেয়ার মূল্য ছাড়
Ⓓ কপিরাইট

04. নিম্নোক্ত কোনটি ব্যবসায়ের সর্বাধিক তরল সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।
Ⓐ দেনাদার
Ⓑ ব্যাংক উদ্বৃত্ত
Ⓒ মজুদ পণ্য
Ⓓ শেয়ারের বিনিময়

05. নিচের কোনটি চলতি দায় নয়?
Ⓐ প্রদেয় মজুরী
Ⓑ সল্পমেয়াদি ঋণ
Ⓒ পাওনাদার
Ⓓ প্রদেয় বন্ড

06. অগ্রিম প্রদত্ত খরচ একটি?
Ⓐ স্থায়ী সম্পত্তি
Ⓑ কাল্পনিক সম্পত্তি
Ⓒ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি
Ⓓ চলতি সম্পত্তি

07. চলতি সম্পত্তি লিপিবদ্ধ করা হয়।
Ⓐ তারল্যের ভিত্তিতে
Ⓑ গুরুত্বের ভিত্তিতে
Ⓒ বর্ণমালার ভিত্তিতে
Ⓓ জাবেদার ভিত্তিতে

08. সুনাম একটি;
Ⓐ চলতি সম্পত্তি
Ⓑ তরল সম্পত্তি
Ⓒ অলিক সম্পত্তি
Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি

09. পেটেন্ট কোন ধরনের সম্পত্তি?
Ⓐ নগদ সম্পত্তি
Ⓑ স্থায়ী সম্পত্তি
Ⓒ চলতি সম্পত্তি
Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি

10. একটি কয়লার খনি কোন ধরনের সম্পত্তি?
Ⓐ ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ
Ⓑ স্থায়ী সম্পদ
Ⓒ অলীক সম্পদ
Ⓓ আর্থিক সম্পদ

11. ব্র্যান্ড নাম কোন ধরনের সম্পদ?
Ⓐ অলীক সম্পদ
Ⓑ স্পর্শনীয় সম্পদ
Ⓒ অস্পর্শনীয় সম্পদ
Ⓓ তরল সম্পদ

12. কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ?
Ⓐ ট্রেডমার্ক
Ⓑ গ্রন্থস্বত্ব
Ⓒ সুনাম
Ⓓ সবগুলো

13. কোনটি মালিকানা স্বত্বের অংশ নয়?
Ⓐ পরিশোধিত মূলধন
Ⓑ সাধারণ রিজার্ভ
Ⓒ বন্ড
Ⓓ মূলধন রিজার্ভ

14. নিম্নের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
Ⓐ অনুপার্জিত আয়
Ⓑ সুনাম
Ⓒ প্রাপ্য হিসাব
Ⓓ প্রারম্ভিক খরচ

15. নিম্নের কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তি?
Ⓐ অগ্রপ্রদত্ত বিমা
Ⓑ ঋণপত্রের উপর বাট্টা
Ⓒ প্রারম্ভিক খরচ
Ⓓ ট্রেডমার্ক

16. নিম্নের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
Ⓐ সুনাম
Ⓑ পেটেন্ট
Ⓒ শেয়ার মূল্যের ছাড়
Ⓓ কপিরাইট

17. নিচের কোনটি চলতি সম্পদ নয়?
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ
Ⓑ মজুদ পণ্য
Ⓒ প্রদেয় কর
Ⓓ অগ্রপ্রদত্ত বিমা

18. নিম্নের কোনটি চলতি দায় নয়?
Ⓐ প্রদত্ত মজুরী
Ⓑ স্বল্পমেয়াদি ঋণ
Ⓒ প্রদেয় কর
Ⓓ প্রদেয় বন্ড

19. প্রারম্ভিক খরচ কোন ধরনের সম্পত্তি?
Ⓐ স্থায়ী সম্পদ
Ⓑ চলতি সম্পদ
Ⓒ অলীক সম্পদ
Ⓓ স্থায়ী সম্পদ

20. উদ্বৃত্তপত্রের রিজার্ভ ফান্ডের মালিক হলো
Ⓐ কোম্পানি
Ⓑ পরিচালকবৃন্দ
Ⓒ ব্যাংক
Ⓓ শেয়ারহোল্ডারগণ

Answer Sheet

01.	A	02.	C	03.	C	04.	B	05.	D
06.	D	07	A	08.	D	09.	D	10.	A
11.	C	12.	D	13.	C	14.	D	15.	D
16.	C	17.	C	18.	D	19.	C	20.	D

CamScanner

অধ্যায় ১০ যৌথমূলধনী কোম্পানি আর্থিক বিবরণী

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার

- যৌথমূলধনী কোম্পানির মূলধনকে কতগুলো সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। এর প্রত্যেক অংশকে শেয়ার বলে। কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সাধারণত সমান হয়ে থাকে।
- যে ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে থাকে তাকে শেয়ারহোল্ডার বলে।
- শেয়ারহোল্ডারগণ হলো যৌথমূলধনী কোম্পানির মালিক।
- যৌথমূলধনী কোম্পানির শেয়ার সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য ।
- শেয়ার সাধারণত দুই প্রকার। যথ
  ১. সাধারণ শেয়ার
  ২. অগ্রাধিকার শেয়ার/অধিকারযুক্ত শেয়ার

টপিক ২ সাধারণ শেয়ার

- যে শেয়ারের মালিকগণ সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ ভোগ করেন ও মূলধন ফেরত পান এবং কোম্পানির দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সর্বাধিক থাকে, সে সকল শেয়ারকে সাধারণ শেয়ার বলে।
- যদি কোন বছরে কোম্পানির মুনাফা অর্জন না হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ কোনো লভ্যাংশ পায় না। তবে তারাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক এবং ভোটাধিকার ক্ষমতার অধিকারী ও একমাত্র তারাই।

টপিক ২ অগ্রাধিকার শেয়ার

- যে শেয়ারের মালিকানা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে কোম্পানির লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং মূলধন ফেরত পাবার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার রাখেন, তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণরা লভ্যাংশ একটি নির্দিষ্ট হারে সর্ব প্রথমেই দেওয়া হয়।
- কোম্পানির বিলোপ সাধনকালে মূলধন ফেরত পাবার ব্যাপারেও এদের অগ্রাধিকার থাকে।
- অগ্রাধিকার শেয়ার ইকুইটি ও ঋণের সংমিশ্রণ ।

টপিক ২ বিভিন্ন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ

- **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মালিকগণ কোনো বছর কোম্পানি মুনাফা অর্জিত না হলেও পরবর্তী মুনাফা অর্জনকারী বছরগুলোতে যদি পূর্বের বকেয়া লভ্যাংশসহ বর্তমান লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন, তাকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- সাধারনত ৬ বছর পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ সঞ্চিতি থাকে।
- **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** শুধুমাত্র লাভ হলে যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মালিকগণ নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং যাদের জন্য পরবর্তী বছরের কোনোরূপ মুনাফা সঞ্চিতি থাকে না, যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিশোধ করা যায়, তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এ শেয়ার ইস্যু করা হয়
- **অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে শেয়ার মালিকগণের শেয়ারকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইস্যু করা হয় না এবং যার টাকা পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি পুনরায় কিনতে পারে না বরং কোম্পানির বিলোপ সাধনের সময়েই এর মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়। সেগুলোকে পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার কখনোই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না তাকে অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে সব শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন এবং পরে অন্যদের সাথে অবশিষ্ট লভ্যাংশেও অংশগ্রহণ করেন, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ারঃ** যে-সব শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন কিন্তু অবশিষ্ট লভ্যাংশে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- **বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ারঃ** যে সব শেয়ার মালিকগণ অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বন্টন এবং মূলধন ফেরত দেওয়ার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত পায়, সে সব শেয়ারকে বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার বলে।

টপিক ২ অন্যান্য শেয়ার

- **প্রাথমিক শেয়ার (Primary Share)ঃ** কোম্পানি নিবন্ধনের প্রথমে সাধারণ জনগণের নিকট যে শেয়ার বিক্রয় করে তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।
- **অধিকার শেয়ার/ রাইট(Right) শেয়ারঃ** কোম্পানি বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে নতুন শেয়ার বিক্রয়ের আহবান করলে তাকে রাইট শেয়ার বলে।
- **বোনাস শেয়ারঃ** কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে নতুন শেয়ার বিতরণ করলে তাকে বোনাস শেয়ার বলে। এ ধরনের শেয়ারের ফলে কোম্পানির জমাকৃত মুনাফা শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত হয়। ফলে জমাকৃত মুনাফা হ্রাস পায় ও শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পায়। বোনাস শেয়ার ইস্যুর কারণগুলো হলোঃ
  i. লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নগদ অর্থের অপর্যাপ্ততা
- **অনাঙ্কিত মূল্যের শেয়ারঃ** যে শেয়ারের শেয়ার প্রতি মূল্য কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে না, তাকে অনাঙ্কিত মূল্যের শেয়ার বলে। যেমন: কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে লেখা রয়েছে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ার ইস্যুর পূর্বে বা শেয়ার ইস্যুর সময় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শেয়ার প্রতি মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

টপিক ২ ঋণপত্র/বন্ড

- যে দলিলের মাধ্যমে কোম্পানি তার ধারকের নিকট হতে গৃহীত ঋণের স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে ঋণপত্র বলে। অর্থাৎ ঋণপত্র হলো কোম্পানির ঋণের দলিল যার মাধ্যমে কোম্পানি ঋণ গ্রহণ করে। ঋণপত্র বিলি করা হলে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা দায়ের সৃষ্টি হয়।

টপিক ২ শেয়ার ইস্যু

- যৌথমূলধনী কোম্পানি তিন উপায়ে শেয়ার ইস্যু করে থাকে। যথা
  ১. সমহারে শেয়ার ইস্যু
  ২. অধিহারে শেয়ার ইস্যু
  ৩. অবহারে শেয়ার ইস্যু
- **সমহারে শেয়ার ইস্যু**
  - যখন যৌথমূলধনী কোম্পানি তার শেয়ার, শেয়ারের লিখিত মূল্যে বা অভিহিত মূল্যে জনসাধারনের নিকট বিলি করে, তখন তাকে সমহারে শেয়ার ইস্যু বলে।
- **অধিহারে শেয়ার ইস্যু**
  - যখন যৌথমূলধনী কোম্পানি তার শেয়ার, শেয়ারের লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অধিহারে বা প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমনঃ শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০ টাকা, যদি কোম্পানি ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার ১২ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে তাহলে অতিরিক্ত (১২-১০)= ২ টাকায় হলো শেয়ার অধিহার বা প্রিমিয়াম।
- **অবহারে শেয়ার ইস্যু**
  - যখন যৌথমূলধনী কোম্পানি তার শেয়ার, শেয়ারের লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অবহারে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমনঃ শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০ টাকা, যদি কোম্পানি ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার ৯ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে তখন (১০-৯) = ১ টাকাই হলো শেয়ার অবহার।

CamScanner

অধিহারে ও অবহারে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত অধিহারে শেয়ার ইস্যুঃ

- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৫৭ (১) ধারা অনুযায়ী "নগদে বা অন্যভাবে হোক, কোনো কোম্পানি অধিহারে উহার শেয়ার ইস্যু করলে, উক্ত কোম্পানি সকল অধিহারের সর্বমোট মূল্যমানের সমান অর্থ শেয়ার অধিহার হিসাব নামের একটি হিসাবে স্থানান্তরিত করবে।
- তবে কোম্পানির শেয়ার প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC)"।

অবহারে শেয়ার ইস্যুঃ

- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৫৩ (১) ধারা অনুযায়ী কোনো কোম্পানি পূর্বে কোনো শ্রেণীর শেয়ার ইস্যু করে থাকলে, উহা পরবর্তীতে বাট্টা দিয়ে সেই শ্রেণির শেয়ার ইস্যু করতে পারবে।

তবে অবহারে শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে ৪ টি শর্ত অবশ্যই বিবেচ্যঃ

১. বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে, সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বলে কোম্পানির ক্ষমতা থাকতে হবে এবং উহা আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমদিত হবে। [১৫৩(১-A.]
২. বাট্টার সর্বোচ্চ হার, যা কোনো অবস্থায় শতকরা দশভাগ (১০%) এর বেশি হবে না। [১৩৫ (১-B.]
৩. কোম্পানি যে তারিখে উহার কার্যাবলি আরম্ভ করার অধিকারী, সেই তারিখ হতে এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না। [১৫৩(১-C.]
৪. বাট্টা দিয়ে শেয়ার ইস্যুকরণ আদালত যে তারিখে অনুমদন করে, সেই তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেই শেয়ার ইস্যু করতে হবে। [১৫৩ (১-D.]

টপিক ২ শেয়ার মূলধনের শ্রেনীবিভাগ অনুমদিত মূলধন

- কোম্পানি যে পরিমাণে মূলধন নিয়ে অনুমোদন লাভ করে তাকে অনুমদিত বা নিবন্ধিত বা নামমাত্র মূলধন বলে। কোম্পানি গঠনের সময় যে স্মারকলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয় সেই স্মারকলিপিতেই এই মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। স্মারলিপি পরিবর্তন করা ব্যতীত নিবন্ধিত মূলধনের চেয়ে অধিক পরিমাণ মূলধন কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

যেমনঃ মিথিলা লিমিটেড ২০,০০,০০০ টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত যা প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ার। ফলে নির্দিষ্ট আংকিক মূল্যে বিভক্ত এই ২০,০০,০০০ টাকায় কোম্পানির অনুমদিত মূলধন।

- **ইস্যুকৃত মূলধন/বিলিযোগ্য মূলধন/বণ্টনযোগ্য মূলধন**
  - এটা নিবন্ধিত মূলধনের সেই অংশ যা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য ইস্যু করা হয়। যেহেতু নিবন্ধিত মূলধনের অংক মূলধন সংগ্রহের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে, সেহেতু কোনো অবস্থাতেই বিলিযোগ্য বা ইস্যুকৃত মূলধন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে বেশি হতে পারে না।
  - উদাহরণঃ মিথিলা লিমিটেডের অনুমদিত মূলধন ২০,০০,০০০ টাকা হলে এর বিলিযোগ্য মূলধন এর সমান বা কম হতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বেশি হবে না । মিথিলা লিমিটেড ১০ লক্ষ্য টাকার যার প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যে ৫০০০ শেয়ার জনসাধারণের নিকট ইস্যু করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রদান করেছে।
- **বিলিকৃত মূলধন**
  - ইস্যুকৃত বা বিলিযোগ্য মূলধনের যে অংশ কেনার জন্য জনসাধারণের দরখাস্তের মাধ্যমে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে তাকে বিলিকৃত মূলধন বলে। যেমনঃ মিথিলা লিমিটেড ইস্যুকৃত ৫০০০ শেয়ারের মধ্যে ৪৫০০ শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া গেল, এক্ষেত্রে (২০০×৪৫০০)=৯০০,০০০ টাকা হবে বিলিকৃত মূলধন।
  - তবে হ্যাঁ; বিলিকৃত শেয়ারের সবটায় যদি ক্রয়ের জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ইস্যুকৃত এবং বিলিকৃত মূলধন সমপরিমাণ হবে।

- **তলবকৃত মূলধন**
  - বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ পরিশোধ করার জন্য শেয়ার ক্রেতাগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে তলবকৃত মূলধন বলে। এটা বিলিকৃত মূলধনের একটি অংশও হতে পারে আবার পুরোটাও হতে পারে।
- **আদায়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন**
  - মোট তলবকৃত মূলধনের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণ পরিশোধ করেছেন তাকে আদায়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন বলে। যদি তলবকৃত অর্থের সবটায় পরিশোধ করা হয় তবে তলবকৃত মূলধন ও আদায়কৃত মূলধন সমপরিমাণ হবে।

টপিক ২ শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ

- শেয়ার বাজেয়াপ্ত বলতে শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানা বাতিল করাকে বুঝায়। এর ফলেঃ
- শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির শেয়ার মালিকানা হারায়।
- ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত শেয়ার মূলধন হ্রাস পায়
- কোম্পানি বাজেয়াপ্ত শেয়ারের টাকা মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করে। এতে কোম্পানি লাভবান হয়।
- শেয়ার বাজেয়াপ্ত করার সময় বিবেচ্যঃ
- সাধারণত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক জারিকৃত তলবের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিচালকমণ্ডলী তাদের সভায় উক্ত শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার মালিকানা বাতিল করে।
- শেয়ার বাজেয়াপ্ত করতে হলে শেয়ারহোল্ডারকে ২১ দিনের নোটিস দিতে হবে।
- বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিলি করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবহার বা বাট্টা হলো ১০%।

টপিক ২ মূলধন সঞ্চিতি

- কোম্পানি তার নিট লাভের পুরোটায় মুনাফা হিসাবে বণ্টন করে না। এই নিট লাভের একটা অংশ তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চিতি করে। এই সঞ্চিতি অর্থকেই মূলধন সঞ্চিতি বলে।
- পরিশোধিত মূলধন, জমাকৃত মুনাফা বা শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় শেয়ার বিভাজন বা খণ্ডনের মাধ্যমে।
- শেয়ারের বিনিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় শেয়ার বিভাজানের (Stock Split) মাধ্যমে।

টপিক ২ সংশ্লিষ্ট গানিতিক সমস্যা

০১. মেঘনা কোম্পানি ২০১৪ সনের ১ জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমদিত মূলধনের পরিমাণ ছিলো ১০ টাকা মূল্যের ৩০০০০ শেয়ার । প্রথম বছর কোম্পানি ১০,০০০ শেয়ার ১,২০,০০০ টাকা এবং ৫০০০ শেয়ার ৪৫০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার বিলি বাবদ সব টাকা আদায় হয়েছে। শেয়ার প্রিমিয়াম এবং শেয়ার উহার পরিমান কত?

সমাধান ১০,০০০ শেয়ার যার প্রতিটির ১০ টাকা মূল্য ১,০০,০০০ শেয়ার মূলধন বাট কোম্পনি ১০,০০০ শেয়ার বাবদ ১,২০,০০০ টাকা আদায় করে তাহলে বার্তি অংশ টুকু হলোশেয়ার প্রিমিয়াম যা ২০,০০০ টাকা । আবার ৫,০০০ শেয়ার যার প্রতিটির ১০ টাকা মূল্য ৫০,০০০ শেয়ার মূলধন বাট কোম্পনি ৫,০০০ শেয়ার বাবদ ৪৫,০০০ টাকা আদায় করে তাহলে ৫,০০০ টাকা শেয়ার উহার।

০২. মিথিলা লিমিডেট ২০১০ সালে ১ জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। মিথিলা লিমিটেড এর অনুমদিত মূলধনের পরিমাণ ছিলো প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২০০০০ শেয়ার। প্রথম বছর ৫০০০ শেয়ার ৬০০০০০ টাকা এবং ১০০০০ শেয়ার ৯৫০০০০ টাকায় বিলিবাবদ সব পাওনা আদায় হয়েছে। কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রের যোগফল কত হবে?

সমাধান উদ্বৃত্তপত্রের যোগফল = (পরিশোধিত মূলধন + মোট অধিহার)
= ১৫,০০,০০০ + ১,০০,০০০
= ১৬,০০,০০০ টাকা

পরিশোধিত মূলধন = মোট ইস্যু কৃত শেয়ার × শেয়ার প্রতি মূল্য
= ১৫,০০০ × ১০০ = ১৫,০০,০০০

CamScanner

০৩. লিমিটেড ২০১৮ সাল ১ জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। Khan লিমিটেড এর অনুমদিত মূলধনের পরিমান ছিলো ৩০ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ টাকা শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ২০,০০০ শেয়ার ৬৬,০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ শেয়ার ২,৭০,০০০ টাকায় বিলি করে। বিরিবাবদ সব টাকা আদায় হয়েছে। Khan লিমিটেড উদ্বৃত্তপত্র পরিশোধিত মূলধন হিসাবে মোট কত টাকা দেখানো হয়েছিলো?

সমাধান পরিশোধিত মূলধন = মোট ইস্যু কৃত শেয়ার × শেয়ার প্রতি মূল্য
= ৩০,০০০ × ৩০ = ৯,০০,০০০

০৪. সিফাত লিমিটেডের মূলধন কাঠামো এরুপঃ সাধারণ শেয়ার ১,০০,০০০ টাকা, ৫% অগ্রাধিকার শেয়ার ৬০০০০ টাকা ৮% ঋণপত্র ১৫০০০ টাকা। সিফাত লিমিটেড এর নিট আয় ২৫০০০ টাকা হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের সর্বোচ্চ কত টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যাবে?

সমাধান নিট আয় থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেবার পর। অবশিষ্ঠ লভ্যাংশ সাধারণ বন্টন করা হয়।
অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ= অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন × লভ্যাংশের হার = ৬০,০০০ × ৫% = ৩০০০ টাকা
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ = ২৫,০০০ - ৩০০০ = ২২,০০০

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. Stock split এর উদ্দেশ্য কী? [NU- Business: 2013-14]
A. মূলধন বৃদ্ধি B. মালিকানা বৃদ্ধি
C. সম্পদ বৃদ্ধি D. বিনিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি **D**

02. যদি প্রতিটি শেয়ারের পূর্ণ মূল্য (Face value) ১০০ টাকা এবং অবহার (Discount) ৫ টাকা হয়, তবে মূলধন হিসাবে কত টাকা লিপিবদ্ধ হবে? [NU- Business: 2013-14]
A. ১০৫ টাকা B. ৯৫ টাকা C. ১০০ টাকা D. সবগুলো ভুল **C**

03. যদি প্রতিটি শেয়ারের পূর্ণ মূল্য (Face value) ২০ টাকা এবং অধিহার (Premium) ৩ টাকা হয়, তবে মূলধন হিসাবে কত টাকা লিপিবদ্ধ হবে? [NU- Business: 2012-13]
A. ২৩ টাকা B. ১৭ টাকা C. ২০ টাকা D. ৬০ টাকা **C**

04. সুপ্রাণ কোম্পানির মূলধন কাঠামো ছিল— সাধারণ শেয়ার ১,০০,০০০ টাকা। ৭% অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ১,০০,০০০ টাকা। ১০% ঋণপত্র ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির মুনাফা ৬ লক্ষ টাকা হলে, কত টাকা ঋণপত্রের মালিকদের দেওয়া যাবে? [NU- Business: 2012-13]
A. ২,০০,০০০ টাকা B. ২০,০০০ টাকা
C. ৬,০০,০০০ টাকা D. ৫,০০,০০০ টাকা **B**

05. একটি কোম্পানি নিট মুনাফা ১৬,৬০০ টাকা, ৮% অগ্রাধিকার শেয়ারের সংখ্যা ২০,০০০ টাকা প্রতিটি ১/- টাকার। ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১/- টাকার ৫০০০ টাকা সাধারণ তহবিলে (general reserve) স্থানান্তর করা হলো। বাকি অর্থ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন করা হলে, লভ্যাংশের হার হবে: [NU- Business: 2011-12]
A. ২০% B. ১০%
C. ২৫% D. ৪০% **A**

06. সাধারণ শেয়ার মূলধন ৫,০০,০০০ টাকা, নিট লাভ ১,০০,০০০ টাকা, লাভক্ষতি বন্টন হিসাবে সমাপনী ক্রেডিট জের ৩,০০,০০০ টাকা, শেয়ার ডিসকাউন্ট ৬৫,০০০ টাকা হলে ইক্যুইটির সমাপনী জের হবে- [NU- Business: 2010-11]
A. ৮,৬৫,০০০ টাকা B. ৭,৩৫,০০০ টাকা
C. ৮,৩৫,০০০ টাকা D. ৫,৩৫,০০০ টাকা **B**

07. সাধারণ শেয়ার মূলধন ১,০০,০০০ টাকা, নিট ক্ষতি ২০,০০০ টাকা, সুদ ৩,০০০ টাকা, লাভক্ষতি বন্টনে হিসাবের ক্রেডিট জের ৭০,০০০ টাকা, শেয়ার প্রিমিয়াম ৬,০০০ টাকা হলে কোম্পানির ইক্যুইটির পরিমাণ হবে– [NU- Business: 2009-10]
A. ১,৭৮,০০০ টাকা B. ১,৭৬,০০০ টাকা
C. ১,৮১,০০০ টাকা D. ১,৭৯,০০০ টাকা **B**

08. বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা কোন হিসেবে স্থানান্তরিত করতে হবে? [NU- Business: 2005-06]
A. মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে B. সংরক্ষিত মূলধন হিসাবে
C. শেয়ার বণ্টন হিসাবে D. মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে **D**

09. শেয়ার মূলধনের যে অংশ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তাকে বলা হয়- [NU- Business: 2005-06]
A. অতলবী মূলধন B. তলবী মূলধন C. শেয়ার মূলধন D. ব্যাংক হিসাব **A**

10. বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিলির পর বাজেয়াপ্তকৃত অঙ্ক কোন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়? [NU- Business: 2004-05]
A. মুনাফা সঞ্চিতি B. বিশেষ সঞ্চিতি
C. সাধারণ সঞ্চিতি D. মূলধন সঞ্চিতি **D**

11. কোনটি মালিকানা স্বত্বের অংশ নয়? [NU- Business: 2004-05]
A. পরিশোধিত মূলধন B. সাধারণ রিজার্ভ
C. বন্ড D. মূলধন রিজার্ভ **C**

12. উদ্বৃত্ত পত্রে রিজার্ভ ফান্ডের মালিকানা হচ্ছে- [NU- Business: 2002-03]
A. কোম্পানি B. পরিচালকবৃন্দ
C. পাওনাদারবৃন্দ D. শেয়ারহোল্ডারগণ **A**

13. নিচের কোন লেনদেন দ্বারা কোম্পানির নগদ টাকা খরচ হয় না? [NU- Business: 2002-03]
A. বোনাস শেয়ার ইস্যু B. অবচয় ইস্যু
C. শেয়ার বিনিময়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় D. উপরের সবকয়টি **D**

14. নিচের কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তি? [NU- Business: 2002-03]
A. ট্রেড মার্ক B. যন্ত্রপাতি C. নগদ টাকা D.মজুত পণ্য **A**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোনটি আর্থিক বিবরণী অংশ নয়?
A. আর্থিক অবস্থার বিবরণী B. মূল্য সংযোজন বিবরণী
C. নগদ প্রবাহ বিবরণী D. কম্প্রিহেনসিভ আয় বিবরণী

B Explanation IAS (International Accounting Standards)-1 অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর অংশ ৫টি। যথা ; (i) আয় বিবরণী (ii) মালিকানাস্বত্ব বিবরণী বা জমাকৃত মুনাফা বিবরণী (iii) উদ্বৃত্তপত্র (iv) নগদ প্রবাহ বিবরণী (v) আর্থিক বিবরণীর সংযুক্ত নোটস। সুতরাং মূল্য সংযোজন বিবরণীর আর্থিক বিবরণীর অংশ নয়।

02. সংরক্ষিত আয়কে বিবেচনা করা হয় ——।
A. ব্যবস্থাপনার দায় B. কোম্পানির সম্পদ
C. কোম্পানির দায় D. A এবং C

C Explanation কোম্পানির নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে সংরক্ষিত আয় বলে। সংরক্ষিত আয়কে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় ও মালিকানা ও স্বত্ব অংশের মালিকানা স্বত্বতে দেখানো হয়। অর্থাৎ সংরক্ষিত আয় হলো কোম্পানির অন্তর্দায় বা দায়।

03. উপার্জনের গুণমান (Quality of Earnings) নির্দেশ করে–
A. আয় পরিমাপ B. কোম্পানীর তারল্য মূল্যায়ন পরিমাপ
C. পূর্ণ ও স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশের স্তর D. অনিয়মিত আয় পরিমাপ

D Explanation উপার্জনের গুণমান হলো আয়ের সেই শতাংশ যা বিক্রয় বৃদ্ধি বা খরচ কমানোর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। যেটি দ্বারা অনিয়মিত আয় পরিমাপকে নির্দেশ করে।

04. একটি কোম্পানির আয় বিবরণীতে কর পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা এবং আয়কর ২,১০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে। কোম্পানিটি তার অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর ৫০,০০০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এবং ডিবেঞ্চারের ওপর ৩,০০,০০০ টাকা সুদ প্রদান করেছে। যদি কোম্পানিটির সারাবছর ধরে ১,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার, ১০% ১০,০০০ অগ্রাধিকার শেয়ার এবং ১৫% ২০,০০০ ডিবেঞ্চার বিলিকৃত থাকে, তবে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় কত হবে?
A. ৪.৪০ টাকা B. ১.৯০ টাকা C. ৪.৯০ টাকা D. ৪.০০ টাকা **A**

CS CamScanner

05. বাসনা কোম্পানির ১০% হারে ১,০০,০০০ টাকার ঋণপত্র, ১২% হারে ২,০০,০০০ টাকার অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার, এবং প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। যদি কোম্পানির নিট মুনাফা ১,৫৯,০০০ টাকা হয়, তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার প্রতি সর্বোচ্চ কত টকা লভ্যাংশ পেতে পারে?
A. ৩.০০ টাকা B. ২.৫০ টাকা C. ২.১৫ টাকা D. ১.৮০ টাকা **B**

06. বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের জের কোন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে?
A. মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে B. সংরক্ষিত মূলধন হিসাবে
C. শেয়ার বন্টন হিসাবে D. মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে
D Explanation বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনঃবিক্রয় করা হলে শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের জের মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। নতুন জাবেদা হলো-
শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাব – ডেবিট
মূলধন সঞ্চিতি হিসাব- ক্রেডিট

07. সানফ্লাওয়ার কোম্পানি ২০২২ সালে ১,৮৬,০০০ টাকা নীট আয় প্রকাশ করে এবং সাধারণ শেয়ারের উপর ২৬,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে। কোম্পানিটির ৬%, ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের আরও ১০,০০০ অপুঞ্জীভূত অগ্রাধিকার শেয়ার রয়েছে এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর ৬০,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটির পরিমাণ ২০২২ সালের ১ জানুয়ারিতে ১২,০০,০০০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সনে ১৬,০০,০০০ টাকা ছিল। ২০২২ সনে কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার কত হবে?
A. ১০% B. ৭.১% C. ৯% D. ১৩.৩% **C**

08. রেওয়ামিলে দেনাদার ৫২,০০০ টাকা, লিখিত অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা এবং অলিখিত অনাদায়ি পাওনা ২,০০০ টাকা। যদি দেনাদারের ওপর ৫% সঞ্চিতি রাখা হয় এবং অনাদায়ি পাওনা সঞ্চিতির ক্রেডিট ব্যালেন্স ১,০০০ টাকা হয়, তাহলে চলতি বছরে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত রাখতে হবে?
A. ২,৫০০টাকা B. ১,০০০টাকা C. ২,৪০০টাকা D. ১,৫০০টাকা
A Explanation দেনাদার- ৫২,০০০টাকা
(-) নতুন অনাদায়ি পাওনা- ২,০০০টাকা (অলিখিত অংশ)
নিট দেনাদার- ৫০,০০০টাকা
∴ চলতি/নতুন অনাদায়ি পাওনা সঞ্চিতি = (৫০,০০০ × ৫%) = ২,৫০০টাকা

09. বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা কোন হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে?
A. রাজস্ব সঞ্চিতি হিসেবে B. সংরক্ষিত মূলধন হিসেবে
C. মূলধন সঞ্চিতি হিসেবে। D. শেয়ার বন্টন হিসাবে।
C Explanation কোম্পানি তার নিট লাভের সম্পূর্ণ অংশ মুনাফা হিসেবে বন্টন না করে এই নিট লাভের একটা অংশ তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চিত করে এবং এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন সঞ্চিতি বলে। এর আরেক নাম নিম-মূলধন তহবিল অথবা Quaasi Capital Fund. বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃ বিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসেবে উদ্বৃত্ত টাকা মূলধন সঞ্চিতি হিসেবে স্থানান্তর করতে হয়।

10. শেয়ারহোল্ডারগণ নিম্নের কোনটির দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়?
A. নিট মুনাফা B. লভ্যাংশ
C. সুদ D. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
B Explanation শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের মূলধন বিনিয়োগের বিপরীতে কোম্পানি হতে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। এটি তাদেরকে আর্থিক ভাবে লাভোবান করে।

11. বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হলে নিচের কোনটি ঘটবে?
A. মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পাবে B. মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পাবে
C. মালিকানা স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকবে D. সম্পদ বৃদ্ধি পবে
C Explanation বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশের কিছু অংশ মূলধনে রূপান্তর করা জন্য বোনাস শেয়ার ইস্যু কর হয়। আমরা জানি লভ্যাংশ ও মূলধন উভয়ই মালিকানা স্বত্বের অংশ। লভ্যাংশকে মূলধনে রূপান্তর করার ফলে মালিকানা স্বত্বের সমপরিমাণ টাকা একবার বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যবার হ্রাস পাবে তাই মালিকানা স্বত্বে মোট পরিমাণের কোনো পরিবর্তন হবে না।

12. বাড়িগাঁও কোম্পানির ১০% হারে ১,০০,০০০ টাকার ঋণ, ১২% হারে ২,০০,০০০ টাকার অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার, এবং প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ারে রয়েছে। যদি কোম্পানির কর পরবর্তী নিট মুনাফা ১,৫০,০০০ টাকা হয়, তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ সর্বোচ্চ কত টাকা লভ্যাংশ পেতে পারে?
A. ১,৫০,০০০ টাকাB. ১,২৬,০০০ টাকাC. ১,১৬,০০০ টাকাD.১,০৬,০০০
B Explanation মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে আগে অগ্রাধিকার পাবে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ। এরপর অবশিষ্ট মুনাফা পাবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ।
অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ = (২,০০,০০০ × ১২%) = ২৪,০০০ টাকা
∴ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ পাবে (১,৫০,০০০ – ২৪,০০০)
= ১,২৬,০০০ টাকা।

13. মোট সম্পত্তিহ্রাস এর কারণ-
A. স্টক লভ্যাংশ B. স্টক বিভাজন C. নগদ লভ্যাংশ D. সম্পত্তি ক্রয় **C**

14. একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল নিম্নোক্ত হিসাবগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে- দেনাদার ২৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান ১০,০০০ টাকা, ব্যাংকে জমাতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা, পাওনাদার ৮,০০০ টাকা, স্থায়ী সম্পত্তি ১৫,০০০ টাকা, সমাপনি মজুদ ৮,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকরী মূলধন কত?
A. ৪২,০০০ টাকা (Tk. 42,000) B. ৪৫,০০০ টাকা (Tk. 45,000)
C. ৫০,০০০ টাকা (Tk. 50,000) D. ৩০,০০০ টাকা (Tk.30,000) **D**

15. নিচের কোনটি আয় বিবরণীতে দেখানো হয় না?
A. লাভ ও লোকসানসমূহ B. শেয়ার প্রিমিয়াম
C. আয়কর খরচ D. বিক্রয় বাট্টা
B Explanation আয় বিবরণীতে দেখানো হয় পরিচালন আয়, পরিচালন ব্যয়, অন্যান্য (অপরিচালন) আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানসমূহ। শেয়ার প্রিমিয়াম দেখানো হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বৃত্ত পত্রে।

16. নিট মুনাফা ৩০,০০০ টাকা। করের হার ৪০% হলে কর পূর্ব মুনাফা-
A. ৫০,০০০ টাকা B. ৭,৫০,০০০ টাকা
C. ৪৫,০০০ টাকা D. ১২,০০০ টাকা
A Explanation করপূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}}$

$$= \frac{৩০,০০০}{১ - ০.৪০} = ৫০০০০ \text{ টাকা}$$

17. যৌথ মূলধনী কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে-
A. ট্রেজারি বিল B. ডিবেঞ্চার
C. শেয়ার D. বন্ড
C Explanation যৌথ মূলধনী কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে শেয়ার।
- আবার ডিবেঞ্চার/ঋণপত্র বা বন্ড যৌথ মূলধনী কোম্পানির পাওনাদার নির্দেশ করে।

18. শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দেয়া হলে:
A. সম্পত্তি বাড়বে এবং দায় কমবে B. সম্পত্তি কমবে এবং দায় বাড়বে
C. সম্পত্তি কমবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব কমবে
D. সম্পত্তি কমবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব বাড়াবে
E. শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব কোনো প্রভাব পড়বে না
C Explanation শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ বাবদ নগদ প্রদান করলে, নগদ বা ব্যাংক জমা নামক সম্পত্তি হ্রাস পাবে এবং লভ্যাংশ নামক শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব হ্রাস পাবে।

19. একজন বিনিয়োগকারী গ্রীন ফার্মার ১০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ৩০ টাকায় ১০০ টি শেয়ার ক্রয় করেন। বিনিয়োগকারীর দায়-
A. ৩০০০ B. ৩০০
C. ১০০০ D. ১০০ টাকায় সীমাবদ্ধ
C Explanation একজন বিনিয়োগকারী গ্রীন ফার্মার ১০টাকা মূল্যমানের শেয়ার ২০ টাকা প্রিমিয়াম সহ প্রতিটি ৩০ টাকার ১০০০ টি শেয়ার ক্রয় করলে বিনিয়োগকারীর দায় হবে = (৩০ × ১০০) – (২০ × ১০০) = ১০০০ টাকা।

CamScanner

20. বোনাস শেয়ার হিসেবে লভ্যাংশ প্রদান করা হলে-
A. শেয়ার হোল্ডারদের স্বত্ব বৃদ্ধি পাবে
B. শেয়ার হোল্ডারদের স্বত্ব হ্রাস পাবে
C. শেয়ার হোল্ডারদের স্বত পরিবর্তন হবে না
D. মালিকানা স্বত্ব ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে **C**

21. ইস্যুকারী কোম্পানি হতে শেয়ার ক্রয় অথবা তার পক্ষে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণকারীকে বলা হয়-
A. প্রবর্তক B. গ্রাহক C. ঋণদাতা D. অবলেখক
D Explanation • ইস্যুকারী কোম্পানি হতে শেয়ার ক্রয় অথবা তার পক্ষে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণকারীকে অবলেখক বলে।
• সবচেয়ে বড় অবলেখক ICB যা Investment Corporation of Bangladesh স্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে।

22. অর্থসংস্থান ব্যয়-
A. কমিশন B. বেতন C. সুদ D. বিজ্ঞাপন
C Explanation শেয়ার বন্ড বা বিভিন্ন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। তাই এর উপর প্রদত্ত সুদকে অর্থসংস্থান ব্যয় বলে।

23. শেয়ারের ফেসভ্যালু- কে বলা হয়-
A. বুক ভ্যালু B. পার ভ্যালু C. মার্কেট ভ্যালু D. কোনটিই নয়
C Explanation শেয়ারের লিখিত বা অবিহিত মূল্যকে Face value/par value বলা হয়।

24. একটি কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকের মধ্যে ৫ঃ১ অনুপাতে নতুন শেয়ার বিতরণ করল। এ ধরনের শেয়ারের নাম কি?
A. অধিকার শেয়ার B. বোনাস শেয়ার C. সাধারণ শেয়ার D. স্থাপকের শেয়ার
B Explanation কোম্পানির সঞ্চিত লভ্যাংশের কিছু অংশ শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত করার জন্য বর্তমান/Existing শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে বোনাস শেয়ার বন্টন/ইস্যু করা হয়।

25. কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয়, তাকে কি বলে?
A. অনুমোদিত মূলধন B. নিবন্ধিত মূলধন
C. নামমাত্র মূলধন D. সবগুলি
D Explanation • কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে অনুমোদন লাভ করে বা নিবন্ধিত হয় তাকে অনুমোদিত বা নিবন্ধিত বা নামমাত্র মূলধন বলে।
• কোম্পানি নিবন্ধনের সময় স্মারকলিপিতে এই মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।

26. 'Stock Split' এর উদ্দেশ্য কি?
A. মূলধন বৃদ্ধি B. মালিকানা বৃদ্ধি
C. সম্পদ বৃদ্ধি D. নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধি
D Explanation Stock Split হলো একটি শেয়ার বা স্টককে সমমূল্যের অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলা। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকে। এটি ছোট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার পৌছানোর অন্যতম কৌশল।

27. শেয়ার অধিহার কোম্পানির চূড়ান্ত পত্রের-
A. লাভ লোকসান অবন্টন হিসাবে দেখানো হয়
B. উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়
C. উদ্বৃত্তপত্রে দায় হিসাবে দেখানো হয়
D. লাভ লোকসান হিসাবে দেখানো হয়
C Explanation • শেয়ার অধিহার কোম্পানির দায় হিসেবে গণ্য করা হয়।
• তাই এটি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পাশে দেখানো হয়।
• অন্যদিকে শেয়ার অবহার কোম্পানির সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় তাই এটি সম্পত্তি পাশে দেখানো হয়।

28. শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে অবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হতে পারে?
A. অভিহিত মূল্যের ৫% B. অভিহিত মূল্যের ১০%
C. অভিহিত মূল্যের ১৫% D. অভিহিত মূল্যের ২০%
B Explanation • যখন যৌথ মূলধনী কোম্পানি তার শেয়ারে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অবহারে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারে লিখিত মূল্য ১০০টাকা, তা যদি কোম্পানি ৯০টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তবে (১০০ - ৯০) = ১০টাকাই হলো শেয়ার অবহার।
• কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ১৫৩ ধারা অনুসারে, একটি কোম্পানি সর্বোচ্চ ১০% অবচয় শেয়ার ইস্যু করতে পারে এবং কোম্পানি কার্যারম্ভের ১ বছরের মধ্যে অবহারে শেয়ার ইস্যু করতে পারে না।

29. কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা স্টকের কারণে তহবিলের বৃদ্ধি মূলত:
A. দায়ের বৃদ্ধি B. ইকুইটির বৃদ্ধি C. নগদ বৃদ্ধি D. নগদ হ্রাস
A Explanation ঝুঁকিমুক্ত ঋণপত্রের ক্ষুদ্র একটি একককে বন্ড বলে এবং বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানির দায় বৃদ্ধি পায়।

30. এফসি কোম্পানি লি. এর ৮% হারে ২,০০,০০০ টাকার ডিবেঞ্চার, ১০% হারে ৫,০০,০০০ টাকার অগ্রাধিকার শেয়ার এবং প্রতিটি ১০ টাকার মূল্যের ১,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। যদি বছর শেষে কোম্পানির কর পূর্ববর্তী মুনাফা ১,৫০,০০০ টাকা হয় তবে এবং কর হার ৪০% হয় তবে (সাধারণ) শেয়ার প্রতি আয় — টাকা।
A. ০.৪০ B. ০.৯০ C. ০.৮৪ D. ০.৩০
B Explanation শেয়ার প্রতি আয় = $\frac{\text{কর পরবর্তী মুনাফা}}{\text{সাধারণ শেয়ার সংখ্যা}}$
$= \frac{৯০,০০০}{১,০০,০০০}$ [১,৫০,০০০ × (১,৫০,০০০ × ৪০%) = ০.৯০

31. যে ধরনের শেয়ারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয় না–
A. রাইট শেয়ার B. সাধারণ শেয়ার
C. অগ্রাধিকার শেয়ার D. বোনাস শেয়ার
D Explanation কোম্পানির সঞ্চিত তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা হলে পরিচালকগণ উক্ত তহবিলের একটি অংশ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে অতিরিক্ত শেয়ার হিসেবে পুরাতন শেয়ার মালিকদের বন্টন করা হয় যাকে বলা হয় অধিবৃত্তি বা অধিবৃত্তি শেয়ার বলে।

32. মি. জাহিদ, স্কয়ার ফার্মা লিমিটেডের প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ১০০টি শেয়ার প্রিমিয়ামসহ প্রতি শেয়ার ২০০ টাকায় ক্রয় করেন। তাঁর দায় কত টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ?
A. ৫,০০০ টাকা B. ১০,০০০ টাকা C. ৩০,০০০ টাকা D. ২০,০০০ টাকা
B Explanation মি. জাহিদের দায় = ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ টাকা।

33. লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বন্টন করাকে বলে-
A. সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত B. সংরক্ষিত আয় C. ডিভিডেন্ট D. নিট আয়
C Explanation নিট মুনাফা বা নিট আয়ের যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বা ডিভডেন্ট বলে। শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ ২ ভাবে বণ্টিত হয়। যথা: ১ নগদ লভ্যাংশ, ২. স্টক লভ্যাংশ।
অর্থাৎ, লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাজে বন্টন করাকে বলে ডিভিডেন্ট।

34. ফাতেমা লিঃ ১০ টাকা মূল্যের ২০,০০০ শেয়ার ইস্যু করে যা পূর্ণ মূল্যে পরিশোধিত। চলতি বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ ১,৩০,০০০ টাকা। ১০% হারে লভ্যাংশ কত?
A. ১০,৩০০ টাকা B. ১৩,০০০ টাকা C. ১৫,০০০ টাকা D. ২০, ০০০ টাকা
D Explanation লভ্যাংশ = পরিশোধিত মূলধন × ১০%
= (১০ × ২০,০০০) × ১০% = ২,০০,০০০ × ১০% = ২০,০০০ টাকা

35. যারা কোম্পানি শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদেরকে বলে-
A. অবলেখক B. নিবন্ধক
C. দালাল D. কমিশন এজেন্ট **A**

36. মিঃ রশিদ স্কয়ার ফার্মার একটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ১০০ টি শেয়ার প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ২০০ টাকায় ক্রয় করেন। তার দাম কত টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ?
A. ৫,০০০ টাকা B. ১০,০০০ টাকা
C. ১৫,০০০ টাকা D. ২০,০০০ টাকা **B**

CamScanner

... বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হলো নিচের কোনটি ঘটবে?
A. মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পাবে   B. মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পাবে
C. শেয়ারের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে   D. মালিকানা স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকবে

Ⓓ Explanation/ লভ্যাংশ প্রদান বাবদ বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হলে জমাকৃত মুনাফা (সংরক্ষিত আয়) নামক শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব হ্রাস পায় এবং শেয়ার মূলধন নামক শেয়ারহোল্ডার স্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

... লিমিটেডের প্রতিটি শেয়ারের নামিক মূল্য ১০ টাকা। অবহার ২ টাকা। বিক্রিত শেয়ারের সংখ্যা ৫,০০০। মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে-
A. ৫০,০০০ টাকা B. ৬০,০০০ টাকা C. ৪০,০০০ টাকা D. ১০,০০০ টাকা

Ⓐ Explanation/ মূলধন হিসাবে শুধুমাত্র নামিক বা অভিহিত মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিহার বা অবহার মূলধন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অবহারে শেয়ার ইস্যুকরণ জাবেদা:
শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট- ৪০,০০০
শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট - ১০,০০০
শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট - ৫০,০০০

... ইকবাল ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ২০০টি গ্রামীনফোন শেয়ার ১৫০ টাকা দরে কিনলেন। তার দায়-
A. ৩০,০০০   B. ১,৫০০   C. ২,০০০   D. ২৮,০০০

Ⓒ Explanation/ মি: আনোয়ার ১০টাকা অভিহিত মূল্যের ২০০টি গ্রামীন ফোন শেয়ার ১৫০টাকা দরে ক্রয় করলে তার দায় = ২০০×১০= ২,০০০টাকা।

... স্টক লভ্যাংশ এবং বোনাস শেয়ার ——।
A. Synonymous   B. Anonymous
C. Different terms   D. সব কয়টি

Ⓐ Explanation/ স্টক লভ্যাংশ: নগদ লভ্যাংশের পরিবর্তে বা নগদ লভ্যাংশের পাশাপাশি বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তাকে স্টক লভ্যাংশ বলে।

- বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে যে শেয়ার বিনামূল্যে বণ্টন করা হয় তাকে বোনাস শেয়ার বলে। অর্থাৎ স্টক লভ্যাংশ এবং বোনাস শেয়ার Synonymous।

... বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের অতিরিক্ত টাকা কোন হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে?
A. মূলধন সঞ্চিতি হিসাব   B. সংরক্ষিত মূলধন হিসাব
C. রাজস্ব সঞ্চিতি হিসাব   D. সাধারণ সঞ্চিতি হিসাব   Ⓐ

... একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করে-
A. নিট মুনাফা থেকে   B. নগদ প্রবাহ থেকে
C. পরিচালন মুনাফা থেকে   D. সংরক্ষিত তহবিল থেকে

Ⓓ Explanation/ যৌথ মূলধনী কোম্পানি মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে সংরক্ষিত তহবিল থেকে।

... রাইট শেয়ার কাদের মধ্যে ইস্যু করা হয়?
A. কোম্পানির পরিচালক   B. কোম্পানির ভবিষ্যত শেয়ারহোল্ডার
C. সাধারণ শেয়ার আবেদনকারী   D. বিদ্যমান সাধারণ শেয়ারহোল্ডার

Ⓓ Explanation/ কোন কোম্পানি অধিকতর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ঐ শেয়ারের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ ক্রয়ের অধিকার অনুপাতিক হারে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারের জন্য সংরক্ষণ করলে তাকে রাইট শেয়ার বলে। এই শেয়ারে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

44. নিম্ন বর্ণিত কোন পক্ষটি যৌথ মূলধনী কারবারের হিসাব পরীক্ষা করতে পারেন?
A. চার্টার্ড সেক্রেটারিজ   B. কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্স
C. চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টেন্স   D. চার্টার্ড একাউন্টেন্স

Ⓓ Explanation/ Private Accounting অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা হিসেবে প্রাইভেট হিসাববিদদের কাজ: আর্থিক ও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বাজেটিং, হিসাব তথ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি।
Public Accounting- স্বাধীন পেশা (CA, CPA) হিসেবে পাবলিক হিসাববিদদের কাজ: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পরামর্শ ইত্যাদি।

45. স্টক লভ্যাংশ প্রদান করা হলে কোম্পানির স্থিতিপত্রে কী পরিবর্তন হয়?
A. কোন আইটেমের কোন পরিবর্তন হয় না   B. সম্পত্তি ও মূলধন বৃদ্ধি পায়
C. সম্পত্তি ও মূলধন হ্রাস পায়   D. শুধু মূলধন বৃদ্ধি পায়

Ⓒ Explanation/ মূলধন বৃদ্ধি পায় কিন্তু জমাকৃত আয় হ্রাস পায়। স্টক লভ্যাংশ প্রদান করার ফলে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট কোম্পানির দায় হ্রাস পায় এবং নগদ লভ্যাংশ বাবদ নগদ টাকা প্রদান করার ফলে সম্পত্তি হ্রাস পায়। অর্থাৎ দুটি পরিবর্তিত হয়।

46. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি হ্রাসের কারণ-
A. স্টক লভ্যাংশ   B. স্টক বিভাজন
C. বিক্রয় ফেরত   D. নগদ লভ্যাংশ

Ⓓ Explanation/ একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি হ্রাসের কারণ হলো নগদ লভ্যাংশ। কেননা নগদ লভ্যাংশ প্রদান করার ফলে কোম্পানির নগদ টাকা হ্রাস পায় অর্থাৎ সম্পত্তি হ্রাস পায়।

PRIME TEST

01. নিচের কোনটিকে ইকুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বলা হয়?
Ⓐ বন্ড   Ⓑ সাধারণ শেয়ার
Ⓒ ঋণপত্র   Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার

02. একটি কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকদের নিকট ২ : ১ অনুপাতে নতুন শেয়ার বিতরণ করল। এ ধরনের শেয়ারের নাম কি?
Ⓐ রাইট শেয়ার   Ⓑ প্রাথমিক শেয়ার
Ⓒ স্থগিত শেয়ার   Ⓓ বোনাস শেয়ার

03. কোন ধরনের শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশের হার সর্বদা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার   Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার   Ⓓ অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার

04. সঞ্চিত মুনাফা হিসাব-
Ⓐ পরিশোধিত মূলধনের একটি উপবিভাজন
Ⓑ কোম্পানীতে সঞ্চিত রাখা নিট আয়
Ⓒ লাভ-ক্ষতি হিসাবে ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়
Ⓓ শেয়ার মূলধন হিসাবে যোগ করায়

05. নিচের কোনটি ছাড়া অগ্রাধিকার শেয়ারের সাধারণ শেয়ার এর উপর অগ্রাধিকার আছে?
Ⓐ লভ্যাংশ   Ⓑ অবসায়নকালীন সম্পত্তি
Ⓒ পুঞ্জীভূত লভ্যাংশ   Ⓓ ভোট প্রদান

06. বাজেয়াপ্ত কৃত একটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা, তলবকৃত মূল্য ৮০ টাকা এবং পরিশোধিত মূল্য ৬০ টাকা হলে মূলধন হিসেবে ডেবিট হবে-
Ⓐ১০০   Ⓑ৬০   Ⓒ৮০   Ⓓ৪০

07. সাধারণ শেয়ারের উপর ১০ % নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা আর্থিক অবস্থার কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে?
Ⓐ কাঠামোগত পরিবর্তন   Ⓑ গুণগত পরিবর্তন
Ⓒ পরিমাণগত পরিবর্তন   Ⓓ A ও B উভয় সঠিক

08. কোম্পানী আইনের ৫৪(১) ধারা মতে শেয়ারকে স্টকে রূপান্তরের কত দিনের মধ্যে নিবন্ধককে জানাতে হবে?
Ⓐ ১০ দিন   Ⓑ ১৫ দিন
Ⓒ ২০ দিন   Ⓓ ২৫ দিন

09. শেয়ারের অভিহিত মূল ৫,০০,০০০.০০ টাকা, বাজার মূল্য ৭,৫০,০০০.০০ টাকা, বই মূল্য ৬,২০,৫০০.০০ টাকা এবং কোম্পানির নীট লাভের পরিমাণ ৮,০০,০০০.০০ টাকা। কোম্পানির যদি ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাহলে লভ্যাংশের পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ২৫,০০০.০০ টাকা   Ⓑ ৩০,০০০.০০ টাকা
Ⓒ ৩৫,০০০.০০ টাকা   Ⓓ ৫০,০০০.০০ টাকা

10. অবহারে শেয়ার বণ্টন-
Ⓐ মূলধন জাতীয় লোকসান   Ⓑ মুনাফা জাতীয় লোকসান
Ⓒ বিলম্বিত জাতীয় লোকসান   Ⓓ বিলম্বিত মূলধন জাতীয় লোকসান

11. কোম্পানি যখন নিজের শেয়ার নিজেই ক্রয় করে, তখন তাকে কী বলে?
Ⓐ ট্রেজারি স্টক Ⓑ সাধারণ স্টক
Ⓒ খন্ডন স্টক Ⓓ কমন স্টক

12. বাংলাদেশে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কার্তপক্ষের কাছ থেকে আদেশপত্র নিতে হয়?
Ⓐ অর্থ মন্ত্রণালয় Ⓑ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
Ⓒ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Ⓓ বাংলাদেশ ব্যাংক

13. বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হলে-
Ⓐ মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পাবে Ⓑ মালিকানাস্বত্ব অপরিবর্তিত থাকবে
Ⓒ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে Ⓓ মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পাবে

14. বাড়িপাঁও কোম্পানির ১০% হারে ১০০০০০ টাকা ঋণ, ১২% হারে ২০০০০০ টাকার অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার এবং প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫০০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। যদি কোম্পানির কর পরবর্তী নিট মুনাফা ১৫০০০০ টাকা হয় তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ সর্বোচ্চ কত টাকা লভ্যাংশ পেতে পারে?
Ⓐ ১৫০০০০টাকা Ⓑ ১২৬০০০টাকা
Ⓒ ১১৬০০০টাকা Ⓓ ১৩৬০০০টাকা

15. একটি কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে ৫ঃ১ অনুপাতে নতুন শেয়ার বিতরণ করল। এ ধরনের শেয়ারের নাম কি?
Ⓐ রাইট শেয়ার Ⓑ সাধারণ শেয়ার
Ⓒ অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ বোনাস শেয়ার

16. বাজেয়াপ্তকৃত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা কোন হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে?
Ⓐ মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে Ⓑ সংরক্ষিত মূলধন হিসাবে
Ⓒ মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে Ⓓ শেয়ার আবন্টন হিসাবে

17. কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রির আহবান জানিয় বিবরণী পত্র প্রচার করে তাকে বলা হয়
Ⓐ নিবন্ধিত মূলধন Ⓑ বিলিযোগ্য মূলধন
Ⓒ তলবকৃত মূলধন Ⓓ পরিশোধিত মূলধণ

18. অগ্রাধিকার শেয়ার সম্পর্কে যেটি সত্য, তা হলো
Ⓐ ইহা শেয়ারহোল্ডারগণের ইকুইটির অংশ
Ⓑ ইহা ইকুইটি ও ঋণের মিশ্রণ
Ⓒ ইহা একটি ঋণ
Ⓓ ইহা শেয়ারহোল্ডারগণের ইকুইটির অংশ নয়

19. যমুনা কোম্পানি ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমদিত মূলধনের পরিমাণ ছিলোঃ প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২৫০০০ সাধারণ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ৭০০০ শেয়ার মোট ৮৪০০০০ টাকায় এবং ৮০০০ শেয়ার মোট ৬৮০০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার বিলি বাবদ সব টাকা আদায় হয়েছে। শেয়ার প্রিমিয়ামের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২০০০০ টাকা Ⓑ ১৮০০০০টাকা
Ⓒ ১৪০০০০টাকা Ⓓ ১২০০০০টাকা

20. মেঘনা কোম্পানি ১৯৯৫ সনের ১ জানুয়ারী তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমদিত মূলধনের পরিমাণ ছিলোঃ প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২০০০০ সাধারণ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ৫০০০ শেয়ার মোট ৬০০০০০ টাকা এবং ১০০০০ শেয়ার মোট ৯৫০০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার বাবদ সব পাওনা টাকা আদায় হয়েছে। বছরান্তে কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে পরিশোধিত মূলধন হিসাবে মোট কত টাকা দেখানো হয়েছিলো?
Ⓐ ১৫০০০০০ টাকা Ⓑ ১৫৫০০০০টাকা
Ⓒ ১৬০০০০০ টাকা Ⓓ ১৪৫০০০০টাকা

Answer Sheet

01.	D	02.	D	03.	A	04.	B	05.	D
06.	C	07	D	08.	B	09.	D	10.	A
11.	A	12.	C	13.	B	14.	B	15.	D
16.	C	17.	C	18.	B	19.	C	20.	A

অধ্যায় ৩৩ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী

- আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবের জন্য আমানতকারী ও ব্যাংক আলাদাভাবে হিসাব সংরক্ষন করে। সময়ের পার্থক্যের কারনে এবং যে কোন পক্ষের ভুলের কারনে ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাবের এবং আমানতকারী কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাবের জেরের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। উক্ত পার্থক্যসমূহকে সমন্বয় বা মিলকরণের জন্য আমানতকারী কর্তৃক যে বিবরনী প্রস্তুত করা হয় তাকে ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী বলে।
- ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করে আমানতকারী।
- ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।
- এই বিবরণী একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- পরিবহনাধীন/ট্রানজিটে জমা (Deposites in Transit) ঃ আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি বা জমা হয়নি যা ব্যাংক জেরের সাথে যোগ হবে।
- অপরিশোধিত বকেয়া চেক/(Outstanding Check) ঃ আমানতকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক যা এখনও ব্যাংককে উপস্থাপিত হয়নি , যা ব্যাংক জের থেকে বিয়োগ করতে হবে।
- প্রত্যাখ্যাত চেক/অপর্যাপ্ত তহবিল চেক /NSF(Not Sufficient fund Check) ঃ আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক, যা চেক প্রদানকারীর ব্যাংক তহবিল অপর্যাপ্ত থাকায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমন দফার জন্য ব্যাংক আমানতকারী বরাবর ডেবিট নোট ইস্যু করে। যা আমানতকারীর জের হতে বাদ দিতে হয়।
- ক্রেডিট মেমো (Credit Memorandum) ঃ আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব বৃদ্ধি পেলে (ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য বিল/ নোটের মূল্য আদায়, ব্যাংক জমার উপর সুদ অর্জন, ইত্যাদি) আমানতকারীকে জানানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃক যে মেমো ইস্যু করা হয় তাকে ক্রেডিট মেমো বলে। এসব বিষয় আমানকারীর জেরের সাথে যোগ করতে হয়।
- ডেবিট মেমো(Debit Memorandum)ঃ আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব হ্রাস পেয়ে (প্রত্যাখ্যাত চেক/অপর্যাপ্ত তহবিল চেক/NSF চেক ,ব্যাংক সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় বিল/নোট পরিশোধ ইত্যাদি) আমানতকারীকে জানানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃক যে মেমো ইস্যু করা হয় তাকে ডেবিট মেমো বলে । এসব বিষয় আমানতকারীর জের হতে বাদ দিতে হবে।
- আমানতকারীর ভুল(Error by the Depositor) ঃ আমানতকারী যদি ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদের লিপিবদ্ধ না করে যা লিপিবদ্ধ করার সময় কোন ভুল করে।
- ব্যাংকের ভুল(Error by the Bank)ঃ যদি আমানতকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যাংক পাস বইতে লিপিবদ্ধ না করলে অথবা লিপিবদ্ধ করার সময় কোন ভুল করলে।
- রুবেল কর্তৃক পাওনাদার আপন কে ৮৪০০০ টাকার চেক প্রদান করে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার সময় ৩৯০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা ব্যাংক মিলকরণ বিবরনীতে আমানতকারী হতে বাদ দিতে হবে ৪৫০০০ টাকা

টপিক ২ ব্যাংকে সমন্বয় বিবরনী তৈরিতে প্রভাব ফেলবে

- সরবরাহকারীকে চেক দেয়া হয়েছে কিন্তু তা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।
- ব্যাংক ব্যাংক চার্জ এর জন্য মক্কেলের হিসাব ডেবিট করেছে।
- ব্যাংক ২৫০০০ টাকার স্থলে ৫২০০০ টাকা ক্রেডিট করেছে।
- পোষ্ট ডেটের জন্য ব্যাংক একটি চেক প্রত্যাখান করেছে।
- ব্যাংকে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি জমাকৃত চেক।
- ব্যাংকে কর্তৃক চার্জকৃত আদায় খরচ।

CamScanner

... সমন্বয় বিবরণী তৈরিতে প্রভাব ফেলবে না

- ... দেনাদারের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি।
- ... বাবদ ইস্যুকৃত ও ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত চেক।
- ... নিকট থেকে চেক পাওয়া গেছে কিন্তু তা ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়নি।
- ... বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী প্রাপ্ত ব্যাংক জের + পরিবহনাধীন চেক/ ... জমা চেক/ ডিপোজিট জমা চেক/ মাধ্যপথে আমানত (আদায়ের জন্য ... জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক এখনো আদায় করেনি এমন চেক) (-) ... চেক/ অপরিশোধিত চেক/ অনুপস্থিত চেক (পাওনাদারকে চেক ইস্যু করা ... কিন্তু সে এখনো ব্যাংকে উপস্থাপন করেনি) ব্যাংক বিবরণী বা পাশ ... সমন্বিত (সঠিক) জের।
- ... আমানতকারীর বই বা নগদান বই অনুযায়ী প্রাপ্ত ব্যাংক জের + ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম (দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা, ব্যাংক জমার সুদ/ ... সুদ, ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোটের মূল্য আদায়) (-) ডেবিট মেমোরেন্ডাম (ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের মূল্য পরিশোধ, ব্যাংক সার্ভিস চার্জ/সেবা বাবদ কর্তন, প্রত্যাখ্যাত চেক/ অমর্যাদা কৃত চেক/ NSF চেক বা অমর্যাদা কৃত চেক/ NSF চেক বা অপর্যাপ্ত তহবিল চেক)।
- ... আমানতকারীর বই বা নগদান বইয়ের সমন্বিত (সঠিক) জের।

গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ছক

ব্যাংক বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী অসমন্বিত জের	****	আমানতকারীর বই বা নগদান বই অনুযায়ী অসমন্বিত জের	****
+ ট্রানজিটে জমা	***	+ ক্রেডিট মেমো	***
- বকেয়া চেক	***	- ডেবিট মেমো	***
+/- ব্যাংকের ভুল	***	+/- আমানতকারীর ভুল	***
ব্যাংক বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী সমন্বিত জের/ সঠিক জের/ উদ্বৃত্তপত্রের যোগফল	****	আমানতকারীর বই বা নগদান বই অনুযায়ী সমন্বিত জের/ সঠিক জের/ উদ্বৃত্তপত্রের যোগফল	****

... চর্চা :

- এখানে ট্রানজিটে জমা আরো অনেক নামে ডাকা হয়: পরিবহনাধীন চেক/ পথে জমা চেক/ ডিপোজিটে জমা চেক/ মাঝপথে আমানত (আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক এখনো আদায় করেনি এমন চেক)।
- এখানে বকেয়া চেক আরো অনেক নামে ডাকা হয়: বকেয়া চেক/ অপরিশোধিত চেক/ অনুপস্থাপিত চেক (পাওনাদারকে চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু সে এখনো ব্যাংকে উপস্থাপন করেনি)।
- ক্রেডিট মেমোর আইটেম গুলো: (দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা, ব্যাংক জমার সুদ, মঞ্জুরকৃত সুদ, ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য নোটের মূল্য আদায় ইত্যাদি।)
- ডেবিট মেমোর আইটেম গুলো: (ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের মূল্য পরিশোধ, ব্যাংক সার্ভিস চার্জ, সেবা বাবদ কর্তন, প্রত্যাখ্যাত চেক, অমর্যাদাকৃত চেক, NSF চেক বা অপর্যাপ্ত তহবিল চেক)।

বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. অ্যাকাউন্ট্যান্ট নগদান বইতে ৩১ ডিসেম্বর ৩০,০০০ টাকা দেখিয়েছেন। তিনি জানেন না যে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ধরেছে ৫০০ টাকা। দেনাদার সরাসরি ২০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে যা অ্যাকাউন্ট্যান্ট খবর পাননি। আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট একটি ৭০০০ টাকার চেক ইস্যু করেছেন যেটি এখনও ব্যাংকে উপস্থিত করা হয়নি। ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংক কত টাকা জের দেখাবে? [NU- Business: 2013-14]
A. ৪২,০০০ টাকা B. ৭৪,০০০ টাকা
C. ৩৮,৫০০ টাকা D. ৩৫,৪০০ টাকা **C**

02. নিচের কোনটি ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতের সময় জমাদানকারীর বইয়ের জেরের সাথে যোগ করতে হবে? [NU- Business: 2012-13]
A. ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ
B. ব্যাংক থেকে অর্জিত সুদ
C. ব্যাংক জমাকৃত চেক বা ডিজঅনার (dishonored) হয়েছে
D. ইস্যুকৃত ৫৫০ টাকার চেকে ৫০৫ টাকা লিখা হয়েছে **B**

03. ১ সেপ্টেম্বর ব্যাংক বিবরণীতে (Bank statement) ২০১৫ টাকা ব্যালেন্স দেখায়। ঐ দিন পর্যন্ত ৮১ টাকা ব্যাংক সেবা খরচ নগদান বহিতে দেখানো হয়নি। ৬০০ টাকার একটি চেক পাওনাদারকে দেওয়া হয়, যা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি। ঐ দিন হাল নাগাদ করার পূর্বে নগদান বহিতে ব্যালেন্স ছিল: [NU- Business: 2011-12]
A. ১৪৯৬ টাকা B. ২১০১ টাকা C. ২৫৩৪ টাকা D. ২৬০১ টাকা **A**

04. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়া চেক– [NU- Business: 2004-05]
A. ব্যাংক জেরের সাথে যোগ দিতে হবে B. ব্যাংক জের হতে বাদ দিতে হবে
C. নগদান হিসাব জের হতে বাদ দিতে হবে
D. নগদান হিসাব জেরের সাথে যোগ দিতে হবে **B**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. **পদ্মা লিমিটেডের ব্যাংক বহিতে ব্যালেন্স ছিল ১,৭৯০ টাকা (ডেবিট)। ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে তুলনা করে দেখা যায় যে, এখনও ১,০৪০ টাকার একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি এবং ৮২০ টাকার আমানত ক্রেডিট করা হয়নি। এমতাবস্থায়, ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কত হবে?**
A. ৭০ টাকা ডেবিট B. ১৫৭০ টাকা ক্রেডিট
C. ২০১০ টাকা ডেবিট D. ৩৬৫০ টাকা ক্রেডিট

B Explanation পাশ বই (ব্যাংকের বই) অনুযায়ী

অসমন্বিত জের (ডেবিট জের বা ব্যাংক জমাতিরিক্ত)	১,৭৯০
(+) বকেয়া চেক (একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি)	১৪০
(–) পথিমধ্যে জমা (ব্যাংক বইতে আমানত ক্রেডিট করা হয়নি)	৮২০

∴ পাশ বই (ব্যাংকের বই)-এর সমন্বিত/সঠিক জের ২,০১০ (ডেবিট জের বা ব্যাংক জমাতিরিক্ত)
প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ, প্রশ্নের ভাষা অনুযায়ী অপশন C-ই গ্রহণযোগ্য।

02. **প্রাপ্য হিসাব থেকে চেকে প্রাপ্তি ৩,২৫০ টাকা যা ভুলে নগদ বইতে ৩,৫২০ টাকা লেখা হয়েছে। এই ভুলটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে কীভাবে দেখাতে হবে?**
A. নগদ বইয়ের সাথে যোগ হবে ২৭০ টাকা
B. ব্যাংক বিবরণী থেকে বিয়োগ হবে ২৭০ টাকা
C. ব্যাংক বিবরণীর সাথে যোগ হবে ২৭০ টাকা
D. নগদ বই থেকে বিয়োগ হবে ২৭০ টাকা

D Explanation প্রাপ্য হিসাব থেকে চেক প্রাপ্তি ৩২৫০ টাকা ভুলে নগদান বইতে ৩৫২০ টাকা লেখা আছে।
- অর্থাৎ নগদান বইতে (৩৫২০ − ৩২৫০) = ২৭০ টাকা বেশি লেখা হয়েছে।

তাই নগদান বইতে ২৭০ টাকা বিয়োগ করতে হবে।

03. **পাওনাদারকে দেয়া ৩৫২০ টাকার চেক ভুলে নগদ বইতে ৩২৫০ টাকা লেখা হয়েছে। এই ভুলটি ব্যাংক সমন্বয়ে বিবরণীতে কীভাবে দেখাতে হবে?**
A. নগদ বইয়ের সাথে যোগ হবে ২৭০ টাকা।
B. ব্যাংক বিবরণীর সাথে যোগ হবে ২৭০ টাকা।
C. নগদ বই থেকে বিয়োগ হবে ২৭০ টাকা।
D. ব্যাংক বিবরণী থেকে বিয়োগ হবে ২৭০ টাকা।

C Explanation পাওনাদারকে দেওয়া ৩৫২০ টাকার চেক ভুলে নগদান বইতে ৩২৫০ টাকা লেখা হয়েছে। যার কারণে নগদান বই থেকে ইস্যুকৃত চেক বাবদ (৩৫২০-৩২৫০) বা ২৭০ টাকা কম বিয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ নগদান বইতে ২৭০ টাকা বেশির রয়েছে। ভুলটি শুদ্ধ করতে হলে, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে নগদান বই থেকে বিয়োগ হবে ২৭০ টাকা।

CamScanner

04. যমুনা এন্টারপ্রাইজ নিচের কোনটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরিতে প্রভাব ফেলবে না?

A. পরিবহনাধীন জমা ১০,০০০

B. ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত পাওনাদার বরাবর ইস্যুকৃত চেক ১০,০০০ টাকা

C. ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ৫০০ টাকা

D. আমানতকারীর ভুল ৬,০০০ টাকা

(B) Explanation// নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণী উদ্বৃত্ত গড়মিলের কারণ/ যে সমস্ত কারণ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরীতে প্রভাব ফেলবে।

- ট্রানজিটে জমা/ পরিবহনাধীন চেক/ পথিমধ্যে জমা (Deposite in transit)
- ইস্যুকৃত চেক পরিশোধিত/বকেয়া চেকসমূহ/অনুপস্থিত চেক (Outstanding Cheque
- ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায়।
- ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ।
- তৃতীয় পক্ষ হতে সরাসরি আদায়।
- ব্যাংক মঞ্জুরীকৃত সুদও ধার্যকৃত চার্জ।
- অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে চেক প্রত্যাখ্যান (NSF Chequ[E].
- আমানতকারীর ভুল ও ব্যাংকের ভুল।
- পাওনাদারকে ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হলে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে প্রভাব ফেলবে না।

05. একটি চেক যা সঠিকভাবে ব্যাংক কর্তৃক লিখিত ও পরিশোধিত হয়েছে ৪৪৮ টাকায় কিন্তু ভুলবশত ব্যাংক চেকটি ৪৮৪ টাকায় লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংক সমন্বয়ে বিবরণীর জন্য নিচের কোনটি সঠিক?

A.ব্যাংক জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করা।

B. নগদান জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করা।

C. ব্যাংক জের থেকে ৩৬ টাকা বিয়োগ করা।

D. নগদান জের থেকে ৪৪৮ টাকা বিয়োগ করা।

E. নগদান জের থেকে ৮৪ টাকা বিয়োগ করা।

(B) Explanation// এখানে একটি চেক ব্যাংক কর্তৃক সঠিকভাবে লিখিত ও পরিশোধিত হয়েছে ৪৪৮ টাকায়। কিন্তু নগদান বইতে উক্ত চেকের টাকা ভুলবশত ৪৮৪ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার ফলে নগদান বইয়ের ব্যাংক ব্যালেন্স হতে অতিরিক্ত (৪৮৪ - ৪৪৮) = ৩৬ টাকা কম দেখানো হয়েছে। সুতরাং ভুলটি সংশোধন করার জন্য নগদান বইয়ের জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করতে হয়।

06. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে 'ডিপোজিট ইন ট্রানজিট' কী করা হয়:

A. বুক ব্যালেন্স থেকে কমাতে হয়

B. বুক ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়

C. ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়

D. ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্স থেকে বাদ দিতে হয়

(C) Explanation// মাঝপথে আমানত/পরিবহনাধীন/ ট্রানজিটে জমা (Deposits intransit) অর্থাৎ, আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক, যা এখনও আদায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ইহা ব্যাংক বিবরণী বা পাস বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জেরের সাথে যোগ করতে হয়।

07. ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদা হলে ব্যাংক হিসাবে কী এন্ট্রি হবে?

A. ব্যাংক হিসাব ডেবিট, পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট

B. আদিষ্ট হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট

C. ব্যাংক হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট

D. কোনো এন্ট্রি দেয়ার প্রয়োজন নেই

(D) Explanation// ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদা হলে আমানতকারীর হিসাবের বইতে এন্ট্রি হবে: ব্যাংক হিসাব ডেবিট, পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট; কিন্তু ব্যাংকের হিসাবের বইতে কোনো এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজন নেই; কারণ, চেক ইস্যু করার সময় ব্যাংকের বইতে কোনো প্রকার দাখিলা দেওয়া হয় না; তাই অমর্যাদার সময় সংশোধনেরও প্রয়োজন হয় না।

08. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে 'ডিপোজিট ইন ট্রানজিট' কি করা হয়?

A. বুক ব্যালেন্স থেকে কমাতে হয়

B. বুক ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়

C. ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়

D. ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্স থেকে বাদ দিতে হয়

(C) Explanation// ট্রানজিটে জমা/পরিবহনাধীন চেক/পথিমধ্যে জমা (Deposit in Transit) অর্থাৎ আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখনও আদায় হয়নি। ইহা ব্যাংক বিবরণীর/পাস বইয়ের ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়।

09. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়া চেক — ।

A. ব্যাংক জেরের সাথে যোগ দিতে হবে

B. ব্যাংক জের হতে বাদ দিতে হবে

C. নগদান হিসাব জের হতে বাদ দিতে হবে

D. নগদান হিসাব জেরের সাথে যোগ দিতে হবে

(B) Explanation// বকেয়া চেক/অনুপস্থাপিত চেক ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংক জের/ব্যাংক বিবরণীর জের হতে বাদ দিতে হয়।

10. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী একটি-

A. হিসাব খাত | B. খতিয়ান

C. বিবরণী | D. কোনটিই নয়

(C) Explanation// ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কোন হিসাব খাত নয়। এটি একটি বিবরণী মাত্র।

11 ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদা হলে ব্যাংক হিসাবে কি এন্ট্রি হবে?

A.ব্যাংক হিসাব ডেবিট, পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট

B. আদিষ্ট হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট

C. ব্যাংক হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট

D.কোন এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজন নেই

(A) Explanation// • ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদা হলে জাবেদাটি হবে- ব্যাংক হিসাব ডেবিট, পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট

• কেননা যখন চেকটি পাওনাদার বরাবর ইস্যু করা হয়েছিল তখন পাওনাদার হিসাব ডেবিট ও ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছিল।

12. ব্যাংক কলামের ক্রেডিট জের নির্দেশ করে –

A. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন | B. ব্যাংক জমা

C. ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত | D. ব্যাংক কলামের ডেবিট উদ্বৃত্ত

(A) Explanation// ব্যাংক কলামের ডেবিট জের বলতে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত। অপরদিকে ব্যাংক কলামের ক্রেডিট জের বলতে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বোঝায়। ব্যাংক হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় জের হতে পারে।

13. ব্যাংকের পাস বহির ডেবিট দিকে লেখা হয়-

A. ওভারড্রাফট এর সুদ | B. আমানতের উপর সুদ

C. নগদ জমা | D. আদায়কৃত মুনাফা

(A) Explanation// ব্যাংকের পাশ বহির ডেবিট দিকে লেখা হয় উত্তোলন ও যাবতীয় চার্জ এবং ক্রেডিট দিকে লেখা হয় জমা ও যাবতীয় আয়। এখানে জমাতিরিক্ত সুদ পাস বইয়ের ডেবিট দিকে লেখা হয়। ব্যাংকের পাস বই আমানতকারীর নগদান বইয়ের উল্টো হয়।

14. পাওনাদারকে ৫,৩২০/- টাকার দেয়া চেক ভুলে নগদ বইতে ৫,২৩০/- টাকা লেখা হয়েছে। ভুলটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে কিভাবে দেখাতে হবে?

A. ব্যাংক বিবরণীর সাথে ৯০/- টাকা যোগ হবে

B. ব্যাংক বিবরণী থেকে ৯০/- টাকা বিয়োগ হবে

C. নগদ বইয়ের সাথে ৯০/- টাকা যোগ হবে

D. নগদ বই থেকে ৯০/- টাকা বিয়োগ হবে

(D) Explanation// পাওনাদারকে দেয়া ৫,৩২০ টাকার চেক ভুলে নগদান বইতে ৫,২৩০ টাকা লেখা হয়েছে। যার কারণে নগদান বই থেকে ইস্যুকৃত চেক বাবদ (৫,৩২০ - ৫,২৩০) বা ৯০ টাকা কম বিয়োগ হয়েছে। ভুলটি শুদ্ধ করতে হলে, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে নগদান বই থেকে বিয়োগ হবে ৯০ টাকা।

CamScanner

15. ব্যাংক চার্জ ২৬০ টাকা নগদান বইতে ভুলক্রমে ৬২০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে। নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের পার্থক্য কত হবে?

A. ৬২০ B. ৩৬০ C. ৮৮০ D. ২৬০

(B) Explanation/ নগদান বই ও ব্যাংক বইয়ের পার্থক্য = ৬২০ - ২৬০= ৩৬০ টাকা

16. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীকে 'জমা' যদি ট্রানজিট-এ থাকে তা-

A. বুক ব্যালেন্স থেকে বাদ যায় B. বুক ব্যালেন্স-এর সাথে যোগ হয়
C. ব্যাংক ব্যালেন্স-এর সাথে যোগ হয় D. ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে বাদ যায়

Explanation/ ব্যাংক ব্যালেন্স এর সাথে সমন্বয়:

যোগ	• ট্রানজিট জমা/ পরিবহনাধীন চেক/ পথিমধ্যে জমা (Deposit in transit)। • ব্যাংকে জমা দেয়া হয়নি এমন চেক। • ব্যাংক কর্তৃক ভুলের কারণে ব্যালেন্স কম হয়েছে এমন ভুলসমূহ।
বিয়োগ	• বকেয়া/ অনুপস্থাপিত চেকসমূহ (Outstanding Chequest)। • ব্যাংক কর্তৃক ভুলের কারণে ব্যালেন্স বেশি হয়েছে এমন ভুলসমূহ।

17. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে অমর্যাদাকৃত চেক-

A. হিসাব উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।
B. ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।
C. হিসাব উদ্বৃত্তর সাথে যোগ দেওয়া হয়।
D. ব্যাংক উদ্বৃত্তর সাথে যোগ দেওয়া হয়।

(D) Explanation/ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে যেসকল লেনদেন ব্যাংক বই ও আমানতকারীর বইতে যোগ-বিয়োগ হবে তা নিচে দেয়া হলোঃ

ব্যাংক বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জেরঃ

যোগ- (১) ট্রানজিট জমাসমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ- (১) বকেয়া চেক সমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

নগদান বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জেরঃ

যোগ- (১) ক্রেডিট মেমো সমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ- (১) ডেবিট মেমো সমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

18. মর্যাদাকৃত চেক নিম্নের কোন হিসাবটিকে প্রভাবিত করে?

A. বিক্রয় হিসাব B. দেনাদার হিসাব C. ব্যাংক হিসাব D. নগদান হিসাব

(D) Explanation/ লেনদেনটির জাবেদা দাখিলাঃ

দেনাদার হিসাব -Dr
ব্যাংক হিসাব- Cr

19. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে অপরিশোধিত চেক-

A. ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেয়া হয়
B. ব্যাংক উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ করা হয়
C. হিসাব উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেয়া হয়
D. হিসাব উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ করা হয়

(B) Explanation/ ব্যাংক বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জের-

যোগ-
(১) ট্রানজিট জমাসমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ-
(১) বকেয়া চেকসমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

নগদান বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জেরঃ

যোগ-
(১) ক্রেডিট মেমোসমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ-
(১) ডেবিট মেমোসমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

20. প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীর সাহায্যে পাশ বই অনুসারে জের নির্ণয় কর- ১. নগদান বইয়ের জের ৫,৮০০ টাকা ২. চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু উপস্থাপিত হয়নি ২০০০ টাকা ৩. ৩১ ডিসেম্বর ১,৫০০ টাকার চেক আদায়ের জন্য পাঠানো হয়েছে কিন্তু আদায় হয় নি ৪. ব্যাংক ভুলে ২০০ টাকা ডেবিট করেছিল কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের পরে সেটি শুদ্ধ করা হয়েছে-

A. ৬,১০০ B. ৭,৮০০
C. ৬,৩০০ D. ৬,৫০০

(A) Explanation/ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
নগদান বইয়ের জের		৫,৮০০
যোগ:		
i) ইস্যুকৃত চেক যা উপস্থাপিত হয়নি	২,০০০	২,০০০
		৭,৮০০
বিয়োগ:	১,৫০০	
i) আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি	২০০	
ii) ব্যাংক ভুলে ডেবিট করেছিল		(১,৭০০)
পাশ বই অনুসারে জের		৬,১০০

21. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে মাঝপথে আমানত-

A. হিসাব উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।
B. ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।
C. হিসাব উদ্বৃত্তর সাথে যোগ দেওয়া হয়।
D. ব্যাংক উদ্বৃত্তর সাথে যোগ দেওয়া হয়।
E. উভয় উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।

(D) Explanation/ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে যেসকল লেনদেন ব্যাংক বই ও আমানতকারীর বইতে যোগ বিয়োগ হবে তা নিচে দেয়া হলোঃ

ব্যাংক বিবরণী বা পাশ বই অনুযায়ী প্রাপ্ত জের:

যোগ-
(১) ট্রানজিট জমাসমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ-
(১) বকেয়া চেক সমূহ
(২) ব্যাংকের বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

নগদান বই অনুযায়ীপ্রাপ্ত জেরঃ

যোগ-
(১) ক্রেডিট মেমো সমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের কম দেখানো হয়েছে এমন ভুল

বিয়োগ-
(১) ডেবিট মেমো সমূহ
(২) আমানতকারীর বইতে জের বেশি দেখানো হয়েছে এমন ভুল

22. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে মাঝপথে আমানত-

A. হিসাবের উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেয়া হয়
B. হিসাবের উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ করা হয়
C. ব্যাংক উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ দেয়া হয়
D. ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেয়া হয়

(C) Explanation/ পথিমধ্যে/ট্রানজিট জমা = পথের-মধ্যে/মাঝপথে/বহনপথে জমা = পরিবহনাধীন জমা = পথিমধ্যে চেক = আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক = আদায় অপেক্ষমাণ চেক।

CamScanner

23. একটি ৫,০০০.০০ টাকার চেক ইস্যু করা হলেও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নি। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে কোন সমন্বয়টি করতে হবে?
A. ৫,০০০.০০ টাকা ব্যাংক জেরের সাথে যোগ করতে হবে
B. ৫,০০০.০০ টাকা ব্যাংক জের হতে বিয়োগ করতে হবে
C. ৫,০০০.০০ টাকা নগদান হিসাব জের হতে বিয়োগ করতে হবে
D. ৫,০০০.০০ টাকা নগদান হিসাব জেরের সাথে যোগ করতে হবে

Ⓒ Explanation

বিবরণ	টাকা	টাকা
		**
		(৫,০০০)
বিয়োগ:		
ইস্যুকৃত চেক উপস্থা. হয়নি		

24. ৩০.০৪.২০২৩ তারিখে খান ব্রাদার্স কোম্পানির বইয়ে ডেবিট ব্যালেন্স হলো ১৫০০ টাকা। ১০০ টাকার চেক জমাকৃত কিন্তু নগদায়ন হয়নি এবং ১৫০ টাকার চেক ইস্যুকৃত তবে উপস্থাপিত হয়নি। পাস বইয়ে স্থিতির পরিমাণ কত টাকা?
A. ১৭৫০
B. ১৫৫০
C. ১৬৫০
D. ১৬০০

Ⓑ Explanation নগদান বইয়ের ডেবিট ব্যালেন্স

যোগ: চেক ইস্যু কিন্তু উপস্থাপিত হয়নি	১৫০
	১৬৫০
বাদ: চেক জমা কিন্তু নগদায়ন হয়নি	১০০
পাস বইয়ের স্থিতি/জের	১৫৫০

25. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ক্ষেত্রে ব্যাংকের স্থিতিতে কোনটি যোগ করা হয়?
A. বকেয়া চেকসমূহ
B. পরিসেবা চার্জ
C. প্রত্যাখ্যাত চেক
D. ট্রানজিটে জমাকৃত চেকসমূহ

Ⓓ Explanation পথিমধ্যে জমা/ ট্রানজিটে জমা বলতে যে চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি।
বি.দ্র.: পথিমধ্যে/ মাঝ পথে/ বহনপথে জমা/ পরিবহনাধীন জমা/ পথিমধ্যে চেক/ আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক/ আদায় অপেক্ষমান চেক। সবগুলোই একই।

26. কোন লেনদেনটি ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ কমিয়ে দেয়?
A. জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান
B. চেকের অর্থ আদায়
C. ব্যাংক চার্জ
D. চেকের অর্থ পরিশোধ

Ⓑ Explanation চেকের অর্থ আদায় করার ফলে ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমান কমে যায়।

PRIME TEST

01. একটি চেক সঠিকভাবে ব্যাংক কর্তৃক লিখিত ও পরিশোধিত হয়েছে ৪৪৮ টাকা কিন্তু ভুলবশত ব্যাংক চেকটি ৪৮৫ টাকায় লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর জন্য নিম্নের কোনটি সঠিক?
Ⓐ নগদান জেরের সাথে ৩৬ টাকা বিয়োগ করা
Ⓑ ব্যাংক জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করা
Ⓒ নগদান জেরের সাথে ৩৬ টাকা যোগ করা
Ⓓ ব্যাংক বিবরণীর সাথে ৩৬ টাকা বিয়োগ

02. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে "ডিপোজিট ইন ট্রানজিট" কী করা হয়
Ⓐ বুক ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হবে
Ⓑ বুক বিবরণী ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়
Ⓒ ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্সের সাথে যোগ করতে হয়
Ⓓ ব্যাংক বিবরণী ব্যালেন্স থেকে বাদ দিতে হয়

03. ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদা হলে ব্যাংক হিসাবে কী এন্ট্রি হবে?
Ⓐ ব্যাংক হিসাব ডেবিট, পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
Ⓑ আদিষ্ঠ হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট
Ⓒ ব্যাংক হিসাব ডেবিট, দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
Ⓓ কোন এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজন নেই

04. ব্যাংক সমন্বয় বিবরনী প্রস্তুতকালে "ক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমা" কে-
Ⓐ নগদান বহিতে ব্যাংকের জেরের সাথে যোগ করতে হবে।
Ⓑ নগদান বহিতে ব্যাংকের জের থেকে বাদ দিতে হবে
Ⓒ ব্যাংকের পাস বহি অনুসারে জের হতে বাদ দিতে হবে
Ⓓ ব্যাংকের পাস অনুসারে ব্যাংকের জেরের সাথে যোগ করতে হবে

05. নিচের কোনটি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর বিষয় নয়?
Ⓐ একজন সরবরাহকারীকে ১০০০০ টাকার চেক দেয়া হয়েছে কিন্তু তা ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি।
Ⓑ ব্যাংক ১৫০০ টাকা ব্যাংক চার্জ এর জন্য মক্কেলের হিসাব ডেবিট করেছে
Ⓒ ব্যাংক ২৫০০০ টাকার স্থলে ৫২০০০ টাকা ক্রেডিট করেছে
Ⓓ একজন ক্রেতার নিকট থেকে ১২০০০ টাকার চেক পাওয়া গেছে কিন্তু তা ব্যাংককে জমা দেয়া হয়নি।

06. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতির পূর্বে ক্যাশিয়ারের নগদান স্থিতি ছিলো ৫০০০। একজন দেনাদার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক সরাসরি জমা দিয়েছে ১৪৮০। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি ৬০০টাকার চেক একজনকে দিয়েছে যা এখনো ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি। ব্যাংক তার সেবা প্রদান বাবদ ৩০০ টাকা দেখিয়েছে। ব্যাংক বিবরণীর বর্তমান জের কত?
Ⓐ ৫৩৮০টাকা
Ⓑ ৬৫৮০টাকা
Ⓒ ৩৬২০টাকা
Ⓓ ৩০২০টাকা

07. ব্যাংক তার গ্রাহককে সেবা প্রদানের জন্য ১০০ টাকা ধরেছে। যা গ্রাহক জানে না। ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে এ সেবা সম্পর্কীয় হিসাব কিভাবে দেখাবে?
Ⓐ ব্যাংক ব্যালেন্সের সাথে ১০০ টাকা যোগ করা
Ⓑ ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে ১০০ বিয়োগ করা
Ⓒ ক্যাশ ব্যালেন্সের সাথে ১০০ টাকা যোগ করা
Ⓓ ক্যাশ ব্যালেন্স থেকে ১০০ বিয়োগ করা

08. জে কোম্পানি কর্তৃক এর পাওনাদার রবিনকে একটি ৭৮৫ টাকার চেক প্রদান করা হলো। কিন্তু নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার সময় ভুলবশত ৬৫৮ টাকা লেখা হলো। ব্যাংক চেকটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকালে উক্ত ভুলের জন্য কী করতে হবে।
Ⓐ নগদান বইয়ের জেরের সাথে ৭৮৫ টাকা যোগ
Ⓑ পাশ বইয়ের সাথে ৭৮৫ টাকা বিয়োগ করতে হবে
Ⓒ নগদান বইয়ের জেরের সাথে ১২৭ টাকা যোগ করতে হবে
Ⓓ নগদান বইয়ের জের হতে ৬৫৮ টাকা বিয়োগ

09. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়া চেক-
Ⓐ ব্যাংক জের হতে বাদ দিতে হবে
Ⓑ ব্যাংক জেরের সাথে যোগ দিতে হবে
Ⓒ নগদান হিসাব জের থেকে বাদ দিতে হবে
Ⓓ নগদান জেরের সাথে যোগ

10. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতের সময় বকেয়া চেকসমূহের অর্থ যা করা হয় তা হলো।
Ⓐ ব্যাংক বিবরণীতে প্রাপ্ত ব্যাংক জেরের সাথে যোগ করা হয়
Ⓑ ব্যাংক বিবরণী প্রাপ্ত ব্যাংকের জের থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓒ জমাদানকারী হিসাব অনুযায়ী প্রাপ্ত ব্যাংক জেরের সাথে যোগ করা হয়
Ⓓ জমাদানকারী হিসাব অনুযায়ী ব্যাংক জের থেকে বাদ দেওয়া হয়

11. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ সময় ব্যাংকের বইয়ের জের হতে নিম্নের কোনটি বিয়োগ করতে হবে?
Ⓐ ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ
Ⓑ বকেয়া চেকসমূহ
Ⓒ টাকা নয় বলে ফেরত
Ⓓ ট্রানজিটে জমা

CamScanner

12. নিচের কোন ঘটনা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতে বিবেচিত হয় না?
Ⓐ ব্যাংক কর্তৃক চার্জকৃত আদায়সহ খরচ
Ⓑ দেনাদার নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি
Ⓒ ব্যাংকে জমাকৃত কিন্তু প্রত্যাখ্যাত চেক
Ⓓ ব্যাংকে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি জমাকৃত অর্থ

13. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী এমন একটি বিবরণী, যা-
Ⓐ যখন জমাতিরিক্ত টাকা উত্তোলিত হয় তখন ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত হয়
Ⓑ আমাদের নগদান বইতে প্রদর্শিত জেরের সহিত ব্যাংকের প্রদর্শিত জের যাচাইকরনের জন্য আমরা প্রস্তুত করি
Ⓒ নগদান বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য ব্যাংক দ্বারা প্রস্তুতকৃত
Ⓓ যখন আমরা কোন ভুল করে থাকি তখন ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত হয়

14. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে অপরিশোধিত চেক-
Ⓐ ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓑ ব্যাংক উদ্বৃত্তের সাথে যোগ করা হয়
Ⓒ হিসাব উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓓ হিসাব উদ্বৃত্তের সাথে যোগ করা হয়

15. ৩১ শে মার্চ ২০১৫ হৃদয়এন্টারপ্রাইজ নগদান বইয়ের ডেবিট জের ২০০০০ টাকা। ২০০০ টাকার চেক জমা হয়েছে কিন্তু নিকাশ হয়নি এবং ৪০০০ টাকার চেক ইস্যু হয়েছে কিন্তু নিকাশ হয়নি পাশবই অনুযায়ী জের হওয়া উচিত-
Ⓐ ২২০০০ টাকা
Ⓑ ১৮০০০ টাকা
Ⓒ ২০০০০ টাকা
Ⓓ ২৪০০০ টাকা

16. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে মাঝপথে আমানত-
Ⓐ হিসাবের উদ্বৃত থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓑ হিসাবের উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ করা হয়
Ⓒ ব্যাংক উদ্বৃত্তের সাথে যোগ করা হয়
Ⓓ ব্যাংক উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়

17. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে বহনপথে জমা অর্থ-
Ⓐ নগদান বহির জের হতে বাদ দেওয়া উচিত
Ⓑ নগদান বহির জেরের সাথে যোগ করা উচিত
Ⓒ ব্যাংক উদ্বৃত্ত এর সাথে যোগ করা হয়
Ⓓ ব্যাংকের উদ্বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়

18. সূর্য কোম্পানি ৬২৩০০ টাকার জেরসহ একটি ব্যাংক বিবরণী পেল। সমন্বয় সংক্রান্ত আইটেমের মধ্যে বকেয়া চেক ১৪৫০ টাকা এবং পথি মধ্যের আমানত ৮৫০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কোম্পানির সমন্বিত ব্যাংক জের কত?
Ⓐ ৬৯৩৫০ টাকা
Ⓑ ৫৮৮৫০ টাকা
Ⓒ ৬৮৮০০ টাকা
Ⓓ ৬৭৩৫০ টাকা

19. ক্যাশ বই অনুযায়ী ব্যালেন্স ২৯০০ টাকা, ইস্যুকৃত কিন্তু অনুপস্থাপিত চেক ৮০০ টাকা, ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত বিল ২২০০ টাকা, জমাকৃত কিন্তু অমর্যাদাকৃত ৩০৯০ টাকা হলে পাশ বইয়ের ব্যালেন্স কত?
Ⓐ ২৯৯০ টাকা
Ⓑ ৪৮৫০টাকা
Ⓒ ৩২৫০টাকা
Ⓓ ২৮১০টাকা

20. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-
Ⓐ নগদান বই ও পাশ বই মোতাবেক ব্যাংক ব্যালেন্স মিলকরণ
Ⓑ নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক ব্যালেন্স নির্ণয়
Ⓒ নগদান বই ও পাশ বই এর মধ্যে গড়মিলের কারণ নির্নয়
Ⓓ ব্যাংক ব্যালেন্স নির্ণয়

Answer Sheet

01.	C	02.	C	03.	D	04.	A	05.	D
06.	B	07	D	08.	C	09.	A	10.	B
11.	B	12.	B	13.	B	14.	A	15.	A
16.	C	17.	C	18.	A	19.	D	20.	A

অধ্যায় ৯২ হিসাববিজ্ঞানের মান/নীতিমালা

হিসাববিজ্ঞান

টপিক: হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

■ **সাধারনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা :** হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত বিবরনী গুলো ব্যবসায়ের তথ্য প্রকাশ করে বলে হিসাবিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয় ।আর তথ্যগুলো যেন সকলের নিকট বোধগম্য ও গ্রহনযোগ্য হয় সেজন্য হিসাববিজ্ঞানীগণ কিছু নিদিষ্ট নিয়ম নীতি ও বিধিবিধান প্রচলন করে চলেছে ।এই নিয়ম নীতি ও বিধিবিধান হিসাববিজ্ঞান পেশার সাথে জড়িত সবাই অনুসরণ করে থাকে ।তাই এই সকল নিয়মনীতি ও বিধিবিধানকে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা (Generally accepted accounting principles) বলা হয় ।

টপিক: হিসাববিজ্ঞানের ধারণা সংক্রান্ত কাঠামো

■ হিসাববিজ্ঞানের ধারনা সংক্রান্ত কাঠামো ৪টি দফা নিয়ে গঠিত ।যথা:
১. আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য
২. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুনগত বৈশিষ্ট
৩. আর্থিক বিবরনীসমূহের উপাদান
৪. পরিচালন নির্দেশাবলি- ধারনা,নীতি ও সীমাবদ্ধতা

১. **আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য :** সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী তথ্য সরবরাহ করাই আর্থিক প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য ।আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যসমূহ নিরুপণ করার জন্য কিছু মৌলিক প্রশ্নের উওর দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন –

- কে আর্থিক বিবরনী সমূহ ব্যবহার করবে এবং কেন ব্যবহার করবে?
- ব্যবহারকারীদের কী ধরনে তথ্য প্রয়োজন?
- আর্থিক বিবরনীসমূহ ব্যবহারকারীদের ব্যবসায় এবং হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রয়েছে?
- আর্থিক তথ্য সবচেয়ে বেশি বোধগম্য করার জন্য ইহা কী ভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ?

■ আর এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যসমূহ এমন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে যেন তা

- বিনিয়োগ সৃষ্টি এবং ঋন প্রাপ্তিতে উপকারী হয় ।
- ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ নির্ধারনে সহায়তা করে ।
- সম্পত্তি ও দায়ের পরিবর্তন সমূহ শনাক্ত করে ।

২. **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুনগত বৈশিষ্ট :** হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুনগত বৈশিষ্টকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় ।যথা-
i. প্রাথমিক গুনগত বৈশিষ্ট : প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা
ii. মাধ্যমিক গুনগত বৈশিষ্ট : তুলনাযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতা

টপিক: প্রাসঙ্গিকতা

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়ক হলে তবেই তা প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে ।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ভবিষ্যৎ মূল্য ও মতামত মূল্য বা পুন: প্রত্যাবর্তন উপকারিতা থাকলে সেই তথ্যকে প্রাসঙ্গিক হিসাবে গণ্য হবে । এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ
- ফলাফলের পূর্বাভাস দেয় ।আর মতামত মূল্য পূর্ববর্তী প্রত্যাশা বহাল রাখে অথবা সংশোধন করে ।
- তথ্যের প্রাসঙ্গিকতার জন্য তথ্যটি সময়ানুগ বা যথাকালীন হতে হবে ।অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাবিত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার আগেই ব্যবহারকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করতে হবে

CamScanner

টপিক ২ বিশ্বাসযোগ্যতা

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত ও পক্ষপাতহীন হতে হবে।
- হিসাব তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে অবশ্যই তা যাচাইযোগ্য বা নিরীক্ষণযোগ্য হতে হবে।
- বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে হবে।
- তথ্য নির্বাচন, তৈরিকরণ বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষককে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে।

টপিক ২ তুলনাযোগ্যতা

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য একই ধরনের অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তুলনাযোগ্য হতে হবে।
- তুলনাযোগ্যতার ফল পাওয়া যাবে যদি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী একই নীতিমালা অনুসরন করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করতে হবে।
- এই ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই তাদের অনুসরণ কৃত পদ্ধতি সকলের নিকট পূর্বেই তুলে ধরবে।

টপিক ২ সামঞ্জস্যতা/ধারাবাহিকতা/স্থিরতা

- সামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বলতে কোম্পানী হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর একই নিয়মনীতি অনুসরন করাকে বুঝায়।
- আর্থিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তুলে ধরা হলে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অর্থবহ পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়।
- কোম্পানীর বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে।

টপিক ২ আর্থিক বিবরণীসমূহের উপাদান

- আর্থিক বিবরনীসমূহের উপাদান প্রধানত দুই প্রকার। যথা-
  ১. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের উপাদান- সম্পত্তি, দায়, মালিকানাসত্ব
  ২. আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের উপাদান- আয়/রাজস্ব, ব্যয়/খরচ, লাভ ও ক্ষতি
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার মাধ্যমে সম্পদের উৎস, পরিমান এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর পাওনাদার এবং মালিকের দাবি তুলে ধরা হয়। আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু/ নির্দিষ্ট তারিখ / বিশেষ তারিখের জন্য।
- আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের উপাদান সমূহ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সংগঠিত লেনদেন, ঘটনা এবং অবস্থা যা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল(লাভ-ক্ষতি) নির্ণয় করা হয় নির্দিষ্ট হিসাবকাল/ সময়কাল/সময়ের জন্য (সাধারনত ১ বছরের জন্য)।

টপিক ২ পরিচালনার নির্দেশাবলী

১. অনুমান/ধারনা
২. নীতি
৩. সীমাবদ্ধতা/ধারনা

অনুমান/ধারনা	নীতি	সীমাবদ্ধতা/ধারনা
১.আর্থিক মূল্য একক	১.ক্রয়মূল্য	১.বস্তুনিষ্ঠতা
২. ব্যবসায় সত্তা	২.আয় স্বীকৃতি	২.রক্ষনশীলতা
৩.চলমান প্রতিষ্ঠান	৩.মিলকরণ	
৪.সময়কাল/হিসাবকাল	৪.পূর্ণ প্রকাশ	

টপিক ২ হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারণাসমূহ

■ হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ ৪ টি যথা-
১. আর্থিক মূল্যের একক/ধারনা
২. ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান/ধারনা
৩. চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান/ধারনা
৪. সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান/ধারনা

০১. **আর্থিক মূল্যের একক/ধারনা :** আর্থিক মূল্যের একক /ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হলো :- হিসাববিজ্ঞানে শুধু ঐসকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে অর্থের মূল্য পরিমাপ করা যায় অর্থের মূল্য পরিমাপ করা যায় না এমন কোন ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না

■ এই ধারনার দুটি সীমাবদ্ধতা আছে। যথা –
- অর্থ হচ্ছে ঘটনা পরিমাপের অস্থিতিশীল মাপকাঠি। কেননা অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থিতিশীল নয়।
- ব্যবসায়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা মূল্যে পরিমাপ করা যায় না।

২. **ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান/ধারনা :-** ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান /ধারনা নির্দেশ করে যে :- ব্যবসায় সত্তা হবে মালিকের সত্তা এবং অন্যান্য ব্যবসায় সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বতন্ত্র। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র সত্তা বিবেচনা করে হিসাবনিকাশের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই ধারনা অনুসারে :
- কোম্পানী, অংশীদারি ব্যবসায়, একমালিকানা ব্যবসায় যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক ব্যবসায়ের আলাদা সত্তা রয়েছে বলে বিবেচনা করতে হয়।
- ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায়কে মালিকের সম্পত্তি ও দায় না ভেবে ব্যবসায়ের দায় ও সম্পত্তি বিবেচনা করা হয়।
- পাওনাদারের দাবিকে মালিকের দায় না ভেবে প্রতিষ্ঠানের দায় ভাবা হয়।
- মালিকের মূলধনকে দায় ভাবা হয়।
- মালিক কর্তৃক উত্তোলনকে মূলধন হতে বাদ দেওয়া হয়।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজ নামে লেনদেন ও অন্যান্য কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হবে।
- ব্যবসায় মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ এবং মুনাফার মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার বা দাবি থাকে এই ধারনা অনুসারে।

০৩. **চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান/ধারনা :-** চলমান প্রতিষ্ঠান ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হল :- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী অনির্দিষ্টকাল লাভজনকভাবে চলতে থাকবে, এমন অনুমান করে হিসাবনিকাশ করতে হবে। এই ধারনা অনুসারে -
- সম্পত্তি ও দায় কে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়
- ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্থায়ী সম্পত্তিকে মূল্যায়ন করা হয়।
- আর্থিক অবস্থার বিবরনী (উদ্বৃত্তপত্র) প্রস্তুত করা হয়।
- সম্পত্তির ব্যয় অনুমানিক আয়ুষ্কালের বন্টনের জন্য অবচয়, অবলোপন, ক্ষয়ীকরন ধার্য করা হয়।
- দেনাদারের উপর কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হয়।
- অগ্রিম ব্যয়কে সম্পদ হিসাবে এবং অগ্রিম আয়কে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- প্রাথমিক খরচকে বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।
- এই ধারনা ক্রয়মূল্য নীতিকে সমর্থন করে তাই সম্পত্তি অবসায়ন বা আদায়যোগ্য মূল্যে না দেখিয়ে ক্রয় মূল্য বা বহিমূর্ল্য প্রদর্শন করা হয়।

০৪. **কালিন/সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান/ধারনা :**
- সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান /ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হলো -প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপের জন্য একটি ব্যবসায়ের চলমান অর্থনৈতিক জীবনকে কতগুলো কৃত্তিম সময়কালে ভাগ করে নিয়ে হিসাব করতে হবে। এই ধারনা অনুসারে :
- আয় বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল। ও লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- অস্থায়ী হিসাবসমূহ বন্ধ করার জন্য সমাপনী দাখিলা প্রস্তুত করা হয়।
- আয় বিবরণী, মালিকানাস্বত্ব বিবরনী বা জমাকৃত মুনাফা বিবরনী ও নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

CamScanner

টপিক : বিশ্বাসযোগ্যতা

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য অবশ্যই ভুলত্রুটি ও পক্ষপাতহীন হতে হবে।
- হিসাব তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে অবশ্যই তা যাচাইযোগ্য বা নিরীক্ষণযোগ্য হতে হবে ।
- বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে হবে ।
- তথ্য নির্বাচন, তৈরিকরণ বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষককে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে ।

টপিক : তুলনাযোগ্যতা

- হিসাববিজ্ঞানের তথ্য একই ধরনের অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তুলনাযোগ্য হতে হবে ।
- তুলনাযোগ্যতার ফল পাওয়া যাবে যদি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী একই নীতিমালা অনুসরন করে । তবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করতে হবে ।
- এই ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই তাদের অনুসরণ কৃত পদ্ধতি সকলের নিকট পূর্বেই তুলে ধরবে ।

টপিক : সামঞ্জস্যতা/ধারাবাহিকতা/স্থিরতা

- সামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বলতে কোম্পানী হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর একই নিয়মনীতি অনুসরন করাকে বুঝায় ।
- আর্থিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তুলে ধরা হলে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অর্থবহ পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় ।
- কোম্পানীর বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে ।

টপিক : আর্থিক বিবরণীসমূহের উপাদান

- আর্থিক বিবরনীসমূহের উপাদান প্রধানত দুই প্রকার । যথা-
  ১. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের উপাদান- সম্পত্তি, দায়, মালিকানাসত্ব
  ২. আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের উপাদান- আয়/রাজস্ব, ব্যয়/খরচ, লাভ ও ক্ষতি
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার মাধ্যমে সম্পদের উৎস, পরিমান এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর পাওনাদার এবং মালিকের দাবি তুলে ধরা হয় । আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু/ নির্দিষ্ট তারিখ / বিশেষ তারিখের জন্য ।
- আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের উপাদান সমূহ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে সংগঠিত লেনদেন, ঘটনা এবং অবস্থা যা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল(লাভ-ক্ষতি) নির্ণয় করা হয় নির্দিষ্ট হিসাবকাল/ সময়কাল/সময়ের জন্য (সাধারনত ১ বছরের জন্য) ।

টপিক : পরিচালন নির্দেশাবলী

১. অনুমান/ধারনা
২. নীতি
৩. সীমাবদ্ধতা/ধারনা

অনুমান/ধারনা	নীতি	সীমাবদ্ধতা/ধারনা
১.আর্থিক মূল্য একক	১.ক্রয়মূল্য	১.বস্তুনিষ্ঠতা
২. ব্যবসায় সত্তা	২.আয় স্বীকৃতি	২.রক্ষনশীলতা
৩.চলমান প্রতিষ্ঠান	৩.মিলকরণ	
৪.সময়কাল/হিসাবকাল	৪.পূর্ণ প্রকাশ	

টপিক : হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারণাসমূহ

■ হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে ।হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

হিসাববিজ্ঞানের অনুমানসমূহ/ধারনাসমূহ ৪ টি যথা-
১. আর্থিক মূল্যের একক/ধারনা
২. ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান/ধারনা
৩. চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান/ধারনা
৪. সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান/ধারনা

০১. **আর্থিক মূল্যের একক/ধারনা :** আর্থিক মূল্যের একক /ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হলো :- হিসাববিজ্ঞানে শুধু ঐসকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে যে অর্থের মূল্য পরিমাপ করা যায় ।অর্থের মূল্য পরিমাপ করা যায় না এমন কোন ঘটনা হিসাববিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না

■ এই ধারনার দুটি সীমাবদ্ধা আছে । যথা –
- অর্থ হচ্ছে ঘটনা পরিমাপের অস্থিতিশীল মাপকাঠি ।কেননা অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থিতিশীল নয় ।
- ব্যবসায়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা মূল্যে পরিমাপ করা যায় না ।

২. **ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান/ধারনা :-** ব্যবসায়িক সত্তা অনুমান /ধারনা নির্দেশ করে যে :- ব্যবসায় সত্তা হবে মালিকের সত্তা এবং অন্যান্য ব্যবসায় সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বতন্ত্র । অর্থাৎ প্রতিটি ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র সত্তা বিবেচনা করে হিসাবনিকাশের কাজ সম্পন্ন করতে হবে ।এই ধারনা অনুসারে :
- কোম্পানী, অংশীদারি ব্যবসায়, একমালিকানা ব্যবসায় যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক ব্যবসায়ের আলাদা সত্তা রয়েছে বলে বিবেচনা করতে হয় ।
- ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায়কে মালিকের সম্পত্তি ও দায় না ভেবে ব্যবসায়ের দায় ও সম্পত্তি বিবেচনা করা হয় ।
- পাওনাদারের দাবিকে মালিকের দায় না ভেবে প্রতিষ্ঠানের দায় ভাবা হয় ।
- মালিকের মূলধনকে দায় ভাবা হয় ।
- মালিক কর্তৃক উত্তোলনকে মূলধন হতে বাদ দেওয়া হয় ।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজ নামে লেনদেন ও অন্যান্য কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হবে ।
- ব্যবসায় মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ এবং মুনাফার মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার বা দাবি থাকে এই ধারনা অনুসারে ।

০৩. **চলমান প্রতিষ্ঠান অনুমান/ধারনা :-** চলমান প্রতিষ্ঠান ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হল :- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী অনির্দিষ্টকাল লাভজনকভাবে চলতে থাকবে , এমন অনুমান করে হিসাবনিকাশ করতে হবে । এই ধারনা অনুসারে-
- সম্পত্তি ও দায় কে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়
- ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্থায়ী সম্পত্তিকে মূল্যায়ন করা হয় ।
- আর্থিক অবস্থার বিবরনী (উদ্বৃতপত্র) প্রস্তুত করা হয়।
- সম্পত্তির ব্যয় অনুমানিক আয়ুষ্কালের বন্টনের জন্য অবচয়, অবলোপন, ক্ষয়ীকরণ ধার্য করা হয় ।
- দেনাদারের উপর কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হয় ।
- অগ্রিম ব্যয়কে সম্পদ হিসাবে এবং অগ্রিম আয়কে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- প্রাথমিক খরচকে বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় ।
- এই ধারনা ক্রয়মূল্য নীতিকে সমর্থন করে তাই সম্পত্তি অবসায়ন বা আদায়যোগ্য মূল্যে না দেখিয়ে ক্রয় মূল্য বা বহিমূর্ল্য প্রদর্শন করা হয় ।

০৪. **কালিন/সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান/ধারনা :**
- সময়কাল/হিসাবকাল অনুমান /ধারনার মূল দিকনির্দেশনা হলো -প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপের জন্য একটি ব্যবসায়ের চলমান অর্থনৈতিক জীবনকে কতগুলো কৃত্তিম সময়কালে ভাগ করে নিম্নে হিসাব করতে হবে । এই ধারনা অনুসারে :
- আয় বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল। ও লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয় ।
- অস্থায়ী হিসাবসমূহ বন্ধ করার জন্য সমাপনী দাখিলা প্রস্তুত করা হয়।
- আয় বিবরণী, মালিকানাস্বত্ব বিবরনী বা জমাকৃত মুনাফা বিবরনী ও নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকৃত আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়।

CS CamScanner

টপিক 1 হিসাববিজ্ঞানের নীতিসমূহ/রীতিসমূহ

■ হিসাববিজ্ঞানের নীতিসমূহ কিভাবে আর্থিক ঘটনা লিপিবদ্ধ ও প্রদর্শন করা উচিত তা নির্দেশ করে।

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা ৪টি। যথা-

i. আয় স্বীকৃতি নীতি
ii. ব্যয় স্বীকৃতি নীতি
iii. পূর্ণ প্রকাশ নীতি
iv. ক্রয়মূল্য নীতি

০১. **আয় স্বীকৃতি নীতি:** আয় স্বীকৃতি নীতি মূল দিকনির্দেশনা হলো যে, আয় সমূহ হিসাবকালেই লিপিবদ্ধ করতে হবে, যে হিসাবকালে তারা অর্জিত হবে, এক্ষেত্রে নগদ অর্থ পাওয়া যাক বা না যাক। এই নীতি অনুসারে।
- অগ্রিম আয়কে কারবারে বর্তমান হিসাবকালের আয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।
- বকেয়া আয়কে কারবারের আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।
- আয় আদায়ের পূর্বে অর্জিত হলেই লিপিবদ্ধ করা হয়।
- এই নীতির ব্যবহার অর্জিত হলেই লিপিবদ্ধ করা হয়।
- আয় যে হিসাবকালে অর্জিত হবে সেই হিসাবকালেই চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- প্রাপ্য আয়/ বকেয়া আয়কে হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন- ২০০৮ সালে মোট বিক্রয় ১০০০০ টাকা, যার মধ্যে ধারে বিক্রয় ৪০০০ টাকা। এই যে ৪০০০ টাকা নগদে না পাওয়া গেলেও ২০১৮ সালের আয় হিসাবে চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- আয় স্বীকৃত অনুসারে আয় বলতে বুঝায় বকেয়া আয়। অর্জিত আয়।

০২. **ব্যয় স্বীকৃতি নীতি/ মিলকরণ নীতি/ ম্যাচিং নীতি:** মিলকরণনীতির মূল দিক নির্দেশনা হল যে, আয়ের সাথে ব্যয়কে সমন্বয় করতে হবে অর্থাৎ মোট আয়ের সাথে ব্যয় সমন্বয় না করে আয় অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়টুকুর সমন্বয় করতে হবে। এই নীতি অনুসারে-
- অবচয়, অবলোপন, অবক্ষয় খরচ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- কু-ঋণ খরচ/অনাদায়ী পাওনা ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে নীট মুনাফা/ ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- মিলকরণ নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন সময়কালের আয় অর্জনের জন্য ব্যয়িত সকল খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় করা।
- সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়।
- বিক্রয় হতে ক্রয় মূল্য বাদ না দিয়ে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়া হয়।
- অগ্রিম ব্যয়কে ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।
- বকেয়া ব্যয়কে ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- এই নীতির ব্যবহার হিসাববিজ্ঞানের বকেয়াভিত্তিকে সমর্থন করে।
- ব্যয় স্বীকৃতি নীতি অনুযায়ী ব্যয় বলতে বুঝায় বকেয়া বা প্রদেয় ব্যয়কে।

০৩. **পূর্ণ প্রকাশ নীতি/ দৃষ্টিগোচর:** পূর্ণ প্রকাশ নীতির মূল দিকনির্দেশনা হলো যে- ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আর্থিক বিবরণীতে সংযুক্তি/ টিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে। এই নীতি অনুসারে-
- দায়দায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।
- সম্ভাব্য দায়কে প্রদর্শন করা হয়।
- উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ করা হয়।
- সংযুক্ত টীকায় তথ্য প্রদর্শন করা হয়।
- গোপন সঞ্চিতি তৈরি এই নীতিকে অমান্য করে।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি বর্ণনা করে।
- জমাকৃত অবচয়/ পুঞ্জিভূত অবচয় তৈরি করা হয়।

০৪. **ক্রয়মূল্য নীতি:** ক্রয়মূল্য নীতির মূল দিকনির্দেশনা হলো- স্থায়ী সম্পত্তিকে তাদের ঐতিহাসিক অর্জন মূল্য/ ক্রয় মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ক্রয় পরবর্তী বাজার মূল্যে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। এই নীতি অনুসারে।
- ক্রয়মূল্য ব্যবহিত হয় কারণ ইহা প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য।
- ক্রয়মূল্য নির্ভরযোগ্য এ জন্য, ইহা বাস্তব পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য।
- স্থায়ী সম্পদের ক্রয়মূল্য/ অর্জন মূল্য দেখাতে হবে।

টপিক 2 হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাসমূহ/বাধাসমূহ

■ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রয়োজনে GAAP এর কোনরূপ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অথবা বাধা সমূহ অনুমতি প্রদান করে থাকে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাসমূহ এর প্রভাব আলোচনা করা হলো:

হিসাববিজ্ঞানের ২টি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যথা-

i. বস্তুনিষ্ঠ সীমাবদ্ধতা/বাস্তব সীমাবদ্ধতা
ii. রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা

০১. **বস্তুনিষ্ঠ সীমাবদ্ধতা/ বাস্তব সীমাবদ্ধতা:** বস্তুনিষ্ঠা সীমাবদ্ধতা/ বাধা নির্দেশ করে যে- হিসাবনিকাশের সময় কোন তথ্য টি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি গুরুত্বপূর্ণনয়, সেটি বিবেচনা করে হিসাবনিকাশ করতে হবে। এই সীমাবদ্ধতা অনুসারে-
- ছোট বা কম মূল্যের সম্পত্তি (কলমদানি, কলম) ক্রয়ের সময়টা খরচ হিসাবে দেখানো হয়।
- ছোট বা কম মূল্যের মূলধন জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।
- সঞ্চিতি পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন করা হয়।

০২. **রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা:** রক্ষণশীলতা সীমাবদ্ধতা বা বাধা নির্দেশ করে যে- যখন কোন সন্দেহ থাকবে তখন বিকল্প পদ্ধতির মধ্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যে পদ্ধতি সম্পত্তি, মুনাফা বেশি দেখানো থেকে বিরত থাকে। এই সীমাবদ্ধতা অনুসারে-
- বিক্রয়যোগ্য চলতি সম্পত্তি মূল্যায়নে ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখানো হয়।
- সমাপনী মজুদ মূল্যায়ন ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখানো হয়।
- সমাপনী মজুদ মূল্যায়ন ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম প্রয়োগ করা যায় মজুদ পণ্যের প্রতিটি দফায়।
- দেনাদারের নীট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখানো হয়।
- ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফিতি অবস্থায় মজুদ মূল্যায়নে LIFO পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়।
- বহিষ্ণু অবচয় ধার্যকরণ পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়।
- পণ্যের দাম কমতি/ক্রমহ্রাসমান মুদ্রাস্ফিতি অবস্থায় মজুদ মূল্যায়নে FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- সমাপনী মজুদ বেশি/ প্রারম্ভিক মজুদ কম দেখালে: বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কম এবং সম্পত্তি, মোটলাভ, নীটলাভ, মালিকানাসত্ত্ব ও আয়কর বেশি দেখাবে।
- যদি কোন মুনাফা জাতীয় খরচ হিসাব থেকে বাদ পড়ে তাহলে এর ফলে ব্যয় কম দেখানো হবে, মুনাফা বেশি দেখানো হবে, মালিকানা স্বত্ব বেশি দেখানো হবে, আয়কর বেশি দেখানো হবে।
- যদি মূলধন জাতীয় খরচ রাজস্ব খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে তার ফলে নীট সম্পত্তি কম দেখানো হবে, ব্যয় বেশি দেখানো হবে, আয় কম, মোট মুনাফা কম, নীট মুনাফা কম, মালিকানাস্বত্ব কম, আয়কর কম দেখানো হবে।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির জন্য বাৎসরিক অবচয় ধরা হয়? [NU- Business: 2014-15]

A. অর্থের পরিমাপযোগ্যতা B. পূর্ণ প্রকাশ
C. ম্যাটেরিয়ালিটি D. চলমান নীতি **D**

02. রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ না করে হিসাবে সমাপনী মজুত বেশি দেখালে কী হবে? [NU- Business: 2013-14]

A. মুনাফা কম দেখানো হবে B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে
C. স্থায়ী সম্পত্তি বেশি হবে D. মুনাফা বেশি দেখানো হবে **D**

03. প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখালে, বেশি দেখান হবে- [NU- Business: 2012-13]

A. সম্পত্তি B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
C. নিট আয় D. মালিকানা স্বত্ব **B**

CS CamScanner

04. একটি বড়ো ব্যবসায়ে অতি ছোটো-খাটো স্থায়ী সম্পত্তি উদ্বৃত্তপত্রে স্থায়ী সম্পত্তিতে দেখান হয় নাই। হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির উপর ভিত্তি করে এটি করা হয়েছে? [NU- Business: 2012-13]

A. সামঞ্জস্য নীতি B. সংরক্ষণশীলতা
C. মেটেরিয়ালিটি (গুরুত্ব) D. চলমান নীতি Ⓒ

05. মজুতপণ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর F/FO পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ প্রয়োগ হিসাববিজ্ঞানে কোন নীতির উপর নির্ভরশীল? [NU- Business: 2011-12]

A. চলমান নীতি B. পূর্ণ প্রকাশের নীতি
C. রক্ষণশীলতার নীতি D. সামঞ্জস্যতার নীতি Ⓓ

06. চলমান নীতি অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠান নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত হবে: [NU- Business: 2011-12]

A. নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবে
B. অন্য একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ক্রয়কৃত হবে
C. ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলবে
D. অনন্তকাল ধরে ব্যবসা চলবে Ⓒ

07. নিচের কোন নীতি অনুযায়ী Beximco Ltd এর কার্যক্রম Beximco Pharmaceutical Ltd- এর কার্যক্রম থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হবে: [NU- Business: 2011-12]

A. চলমান নীতি B. স্বত্বার নীতি
C. হিসাব বর্ষের নীতি D. প্রকাশের নীতি Ⓑ

08. অল্প মূল্যের দীর্ঘ জীবনের সম্পত্তিকে খরচ হিসেবে দেখানো হয় কোন নীতি অনুসারে? [NU- Business: 2010-11]

A. বস্তুনিষ্ঠতার নীতি B. তাৎপর্যপূর্ণতার নীতি
C. সুবিবেচনার নীতি D. চলমান নীতি Ⓐ

09. কোন নিশ্চিত দায়ের সঠিক পরিমাণ জানা না থাকলে তা- [NU- Business: 2010-11]

A. হিসাবে আনার দরকার নেই B. ফুটনোট আকারে দেখাতে হবে
C. সম্ভাব্য দায় হিসেবে দেখাতে হবে D. অনুমান করে হিসাবভুক্ত করতে হবে Ⓑ

10. আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় কোন নীতি অনুযায়ী? [NU- Business: 2009-10]

A. আয় স্বীকৃতি B. ব্যয় স্বীকৃতি
C. সময়কাল D. চলমান প্রতিষ্ঠান Ⓓ

11. মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫,০০০ টাকা, বাজারমূল্য ১৫,৫০০ টাকা, আনুমানিক বিক্রয় খরচ ২০০ টাকা হলে উদ্বৃত্তপত্রে মজুত পণ্যের মূল্য দেখাতে হবে– [NU- Business: 2009-10]

A. ১৫,৫০০ টাকা B. ১৫,০০০ টাকা C. ১৫,৩০০ টাকা D. ১৪,৮০০ টাকা Ⓑ

12. ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% হারে মুনাফা করলে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার কত? [NU- Business: 2007-08]

A. ৩৩.৩৩% B. ২০% C. ১৬.৬৭% D. ১৮.৭৫% Ⓑ

13. প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয় করা পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা, ৭,০০০ টাকা ও ৩৪,০০০ টাকা হলে নিট ক্রয় কত? [NU- Business: 2007-08]

A. ৩৪,০০০ টাকা B. ৩৮,০০০ টাকা
C. ৩৭,০০০ টাকা D. ৩১,০০০ টাকা Ⓒ

14. সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা হলো– [NU- Business: 2005-06]

A. একগুচ্ছ মানদণ্ড ও নিয়মনীতি যা আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশনা হিসেবে স্বীকৃত
B. সাধারণত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
C. নৈতিকতার উভয় সংকট নিরসনের একটি নির্দেশিকা
D. প্রকৃতির নিয়ম হতে পাওয়া কিছু মৌলিক সত্য Ⓐ

15. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয় একটি হিসাবকালে চার্জ না করে কয়েকটি হিসাবকালে চার্জ করা হয়? [NU- Business: 2005-06]

A. চলমান জের নীতি অনুযায়ী B. ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী
C. দ্বৈতসত্তা নীতি অনুযায়ী D. প্রকাশকরণ নীতি অনুযায়ী Ⓐ

16. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী মজুত পণ্য মূল্যায়ন করা হয়? [NU- Business: 2003-04]

A. সামঞ্জস্য B. ঐতিহাসিক মূল্য C. রক্ষণশীলতা D. হিসাবকাল Ⓒ

17. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ লিপিবদ্ধ করা হয়? [NU- Business: 200

A. পূর্ণ প্রকাশ B. ঐতিহাসিক মূল্য C. রক্ষণশীলতা D. সামঞ্জস্য

18. হিসাববিজ্ঞানের নিম্নোক্ত কোন নীতি অনুযায়ী মজুত পণ্য 'ক্রয় বা বাজার যেটি কম' ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়? [NU- Business: 200

A. সামঞ্জস্য B. রক্ষণশীলতা C. ঐতিহাসিক ব্যয় D. মিলকরণ

19. সমাপণি মজুত পণ্যের মূল্যায়নের ভিত্তি হচ্ছে- [NU- Business: 200

A. সর্বদাই ক্রয় মূল B. ক্রয়মূল্য বা বাজার মূল্য যেটি ছো
C. সর্বদাই বাজার মূল্য D. কোনোটিই নয়

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. হিসাববিজ্ঞানের কোন রীতি পাঁচ বছর আয়ুষ্কাল সম্পন্ন একটি ক্যালকুলে ক্রয়ের সময়ই হিসাবরক্ষককে খরচ হিসেবে লেখার অনুমতি দেয়?

A. চলমান প্রতিষ্ঠান B. বস্তুনিষ্ঠতা
C. রক্ষণশীলতা D. হিসাবকাল

Ⓑ Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের বস্তুনিষ্টতা অনুযায়ী স্বল্পমূল্যের ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তিকে খরচ হিসাবে দেখানো হয়।

02. একটি কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতকালে হিসাববিজ্ঞানের নিচের কোন ধারণ গণ্য করা হয় না?

A. ঐতিহাসিক ব্যয় ধারণা B. চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা
C. পূর্ণ-প্রকাশ ধারণা D. মিলকরণ নীতি

Ⓓ Explanation/ উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতকালে মিলকরণ নীতির ধারণাটি গণ্য করা না। কারণ মিলকরণ নীতির নির্দেশ হলোঃ ব্যয়কে আয়ের সমন্বয়/মিল কর হবে। যা উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতে প্রভাব ফেলে না। এখানে, ঐতিহাসিক ব্যয় ধার মতে স্থায়ী সম্পত্তিগুলোকে তাদের অর্জন মূল্যে দেখাতে হবে। যা উদ্বৃত্ত প্রস্তুতে প্রভাব ফেলে। আবার চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী, উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তু করা হয় এবং পূর্ণ প্রকাশকরণ নীতি অনুসরণে উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করা হয়।

03. একটি কাপড়ের দোকান নভেম্বরের ৩০ তারিখে ১,০০,০০০ টাকার কাপ বিক্রয় হয়। সংশ্লিষ্ট খদ্দেরকে ডিসেম্বরের ০৫ তারিখে বিবরণী পাঠানো হয় এ ১০ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি চেক গ্রহণ করা হয়। দোকানটি IFRS অনুযা আয় চিহ্নিতকরণ নীতি অনুসরণ করে। কখন ১,০০,০০০ টাকা অর্জিত হয়েছে

A. ডিসেম্বর ০৫ B. ডিসেম্বর ১০ C. নভেম্বর ৩০ D. ডিসেম্বর ০১

Ⓒ Explanation/ আয় স্বীকৃতি বা আয় চিহ্নিতকরণ নীতি অনুযায়ী, যে তারি পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান সম্পন্ন হবে সেই তারিখেই আয় অর্জিত হয়েছে ব গণ্য করতে হবে। যেহেতু নভেম্বরের ৩০ তারিখে বিক্রয়টি সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু টাকা পাওয়া যাক বা না-যাক উক্ত তারিখেই আয়টি অর্জিত হয়েছে ব গণ্য করতে হবে।

04. আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য ব্যবহৃত মান হলো:

A. GAAP B. IFRS C. GAAS D. GAAT

Ⓑ Explanation/ • সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা বলা হয় 'GAAP' বা Generally Accepted Accounting Principles কে।
• আর্থিক বিবরণীকে সর্বজন গ্রাহ্য করার জন্য রচিত মান হলো "IFRS বা "International financial reporting standards"

05. মিলকরণ নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে:

A. ব্যবসায়ের সকল তথ্য প্রকাশ করা
B. কোন সময়কালের আয় অর্জনের জন্য ব্যয়িত সকল খরচকে অন্তর্ভুক্ত করা
C. তথ্য সরবরাহকারীদের সকল তথ্য প্রদান করা
D. বিভিন্ন সময়কালের আর্থিক তথ্য প্রদান করা Ⓑ

06. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি কোম্পানির বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে?

A. রক্ষণশীলতা B. এক্ররাল C. চলমান প্রতিষ্ঠান D. সামঞ্জস্যতা

Ⓓ Explanation/ সামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বলতে কোম্পানির হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর একই নিয়মনীতি অনুসরণ করাকে বোঝায়। প্রতিবছর একই হিসাবনীতি অনুসরণ করে কোম্পানি বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে।

CamScanner

...নিচের কোনটি অতক্ষ হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণবাচক বৈশিষ্ট্য নয়?
A. ব্যয় সুবিধা বিশ্লেষণ B. যথাকালিনতা
C. প্রাসঙ্গিকতা D. তুলনীয়

Explanation/

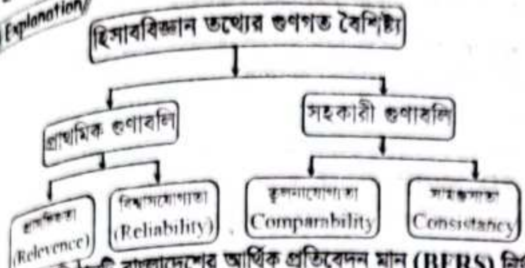

...নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিবেদন মান (BFRS) নির্ধারণ করে?
A. ICMAB B. BSEC C. BMA D. BIBM

Explanation/ বাংলাদেশের ICAB প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিবেদন মান BFRS নির্ধারণ করে। ICAB এর পূর্ণরূপ Institute of Chartered Accountants of Bangladesh যা ১৯৭৩সালে প্রতিষ্ঠিত। BFRS - Bangladesh Financial Reporting Standards.

...আর্থিক বিবরণীতে টীকার যে তথ্য প্রদর্শন করা হয়, তা করা হয়-
A. ক্রয়মূল্যনীতির জন্য B. পূর্ণপ্রকাশ নীতির জন্য
C. মিলকরণ নীতির জন্য D. আয় স্বীকৃতি নীতির জন্য

Explanation/ পূর্ণ প্রকাশ নীতি নির্দেশনা হলো প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারীদের নিকট সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর্থিক বিবরণী গুলোতে সংযুক্তি টীকা আকারে প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং পূর্ণ প্রকাশ নীতির জন্য বিবরণীতে টীকা সংযুক্ত করা হয়।

...কোন নীতি/রীতি দশ বৎসর কার্যকাল সম্পন্ন একটি কলমদানী ক্রয়ের সময়ই খরচ হিসাবে লেখার অনুমতি দেয়?
A. বাস্তব ধারণা B. চলমান ধারণা
C. বিশ্বাসযোগ্যতা D. আর্থিক সত্বা

Explanation/ বাস্তব ধারণা বা বস্তুনিষ্ঠতা নীতির নির্দেশনা হলো: কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহকে ভারাক্রান্ত করা যাবে না। তাই স্বল্প মূল্যের কলমদানী দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী হলেও এটাকে স্থায়ী সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শন না করে ক্রয়ের সময়ই খরচ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

...নিম্ন উল্লিখিত নীতি অনুসরণ করি বলে আমরা সম্ভাব্য দায়কে আর্থিক বিবরণীতে দেখাই:
A. স্বচ্ছ নীতি B. হিসাবকাল নীতি
C. মিলকরণ নীতি D. ধারাবাহিকতার নীতি

Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশের নীতি অনুসারে সম্ভাব্য দায়কে আর্থিক বিবরণীর ফুটনোটে দেখাতে হয়।

...নিচের কোন ধারণা বা নীতি বার্ষিক অবচয় ধার্যকে বর্ণনা করে-
A. চলমান ধারণা নীতি B. পূর্ণ প্রকাশ নীতি
C. মিলকরণ নীতি D. সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি

Explanation/ চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা স্থায়ী সম্পত্তির উপর আনুমানিক জীবনকালের মধ্যে বন্টন করার জন্য অবচয়, অবলোপন ইত্যাদি ধার্য করা হয়। এই অবচয় হিসাবভুক্ত করা হয় মিলকরণ/ব্যয় স্বীকৃতি নীতি অনুসারে।

...ক্রয় মূল্য নীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি সঠিক?
A. সম্পত্তি প্রাথমিক ভাবে ক্রয় মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বাজার মূল্য পরিবর্তিত হলে সমন্বয় করতে হয়
B. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মালিক থেকে আলাদা রাখতে হবে
C. সম্পত্তিসমূহ ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে
D. সকল প্রকারের লেনদেন টাকায় প্রকাশ করতে হবে

Explanation/ ক্রয়মূল্য (ঐতিহাসিক মূল্য) নীতির নির্দেশনা হলো: সম্পত্তিকে ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং ক্রয়-পরবর্তী বাজারমূল্যে প্রদর্শন করা যাবে না। ঐতিহাসিক ব্যয় ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এটা যাচাইযোগ্য। স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণত ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি ব্যবহার করা হয়।

14. হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুসারে এস.এস কর্পোরেশন তার আয় নগদ আদায়ের পরিবর্তে অর্জিত হলেই হিসাবভুক্ত করে?
A. ঐতিহাসিক ব্যয় B. পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ
C. আয় স্বীকৃতি D. ব্যবসায়িক সত্তা

Ⓒ Explanation/ আয় স্বীকৃতি নীতি নির্দেশ করে যে, আয়কে সেই হিসাবকালে লিপিবদ্ধ করতে হবে, যে হিসাবকালে তা অর্জিত হয়। অর্থাৎ এস.এস কর্পোরেশন নগদ আদায়ের পরিবর্তে আয় যখন অর্জিত হয় তখন হিসাবভুক্ত করলে তা আয় স্বীকৃতি নীতিকে সমর্থন করে।

15. 'ধারে বিক্রয়' এর উপর নির্দিষ্ট হারে কুঋণ সঞ্চিতি সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ?
A. সামঞ্জস্য নীতি B. গুরুত্ব নীতি
C. প্রকাশ নীতি D. মিলকরণ নীতি Ⓓ

16. কোন নীতি অনুসারে সম্ভাব্য দায় আর্থিক বিবরণীতে নোট আকারে প্রদর্শন করা হয়?
A. সামঞ্জস্য নীতি B. পূর্ণ প্রকাশ নীতি C. রক্ষণশীলতা D. ক্রয়মূল্য নীতি

Ⓑ Explanation/ সম্ভাব্য দায়কে আর্থিক বিবরণের ফুটনোটে দেখানো হয় পূর্ণপ্রকাশের নীতি অনুযায়ী।

17. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ লিপিবদ্ধ করা হয়?
A. পূর্ণপ্রকাশ B. ঐতিহাসিকমূল্য
C. রক্ষণশীলতা D. সমাঞ্জস্যতা

Ⓑ Explanation/ ক্রয়মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি অনুসারে স্থায়ী সম্পত্তিগুলোকে বাজারমূল্যে লিপিবদ্ধ না করে ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনে আনুষাঙ্গিক ব্যয়সমূহ যেমনঃ সংস্থাপন ব্যয়, সম্পত্তির পরিবহন, শুল্ক বীমা ইত্যাদি সম্পত্তির মোট মূল্যকে বৃদ্ধি করে।

18. যন্ত্রপাতি সংস্থাপন মজুরি যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট না করে সাধারণ মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হলে যে ভুলটি হয়-
A. লিখার ভুল B. পরিপূরক ভুল
C. নীতিগত ভুল D. বাদ পড়ার ভুল

Ⓒ Explanation/ হিসাবরক্ষণের স্বীকৃত নীতিমালা পরিহার করে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে নীতিগত ভুল বলে। অর্থাৎ মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় ধরা হলে নীতিগত ভুল হয়। যেমন- যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় অথবা বহন ব্যয় যন্ত্রপাতি হিসাবে ডেবিট না করে সাধারণ মজুরি হিসাব অথবা বহন খরচ হিসাবে ডেবিট করা হলে এই ধরনের ভুল হয়।

19. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে দেনাদার থেকে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি বাদ দিয়ে নিট আদায়যোগ্য মূল্য দেখানো হয়?
A. রক্ষণশীলতার নীতি B. সামঞ্জস্যতার নীতি
C. মিলকরণ নীতি D. বকেয়া ধারণা প্রথা

Ⓐ Explanation/ রক্ষণশীলতার নীতির মূল বক্তব্য হলো সম্পত্তি এবং মুনাফা বেশি দেখানো থেকে বিরত থাক। এ নীতি অনুযায়ী-

- উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদার থেকে কুঋণ সঞ্চিতি বাদ দিয়ে দেনাদারকে নীতি আদায়যোগ্য মূল্যে দেখাতে হয়।
- চলতি সম্পত্তি (সমাপনী মজুদ পণ্য ও বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ) ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখাতে হয়।
- সম্ভাব্য দায় ধার্য করা হয়।

20. এস. কে. এন্টারপ্রাইজ এর আর্থিক বিবরণীতে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য বাদ পড়েছে। এটা হিসাব বিজ্ঞানের কোন নীতিকে লঙ্ঘন করে?
A. মিলকরণ নীতি B. চলমান ধারণা নীতি
C. পূর্ণ প্রকাশ নীতি D. আয় স্বীকৃতি নীতি Ⓒ

21. একটি কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ক্রমকে পণ্য ক্রয় হিসাবে ডেবিট করেছে। এটা কোন ধরনের ভুল?
A. লেখার ভুল B. পরিপূরক ভুল C. নীতিগত ভুল D. কোনটিই নয়

Ⓓ Explanation/ একটি কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ক্রয় করলে পণ্য ক্রয় হিসাবে ডেবিট করবে। কারণ প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার ক্রয় করছে পণ্য হিসেবে তাই পণ্য ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করলে কোন ভুল হয় না।

CS CamScanner

22. যন্ত্রপাতির অবচয় নির্ধারণে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। এটি হিসাব বিজ্ঞানের কোন নীতির উপর নির্ভরশীল?
A. সামঞ্জস্যতা নীতি B. চলমান ধারণা নীতি
C. পূর্ণ প্রকাশ নীতি D. কোনটিই নয়

(A) Explanation: সামঞ্জস্যতা/ ধারাবাহিকতার নীতি অনুসারে কোম্পানিকে বছরের পর বছর একই হিসাবনীতি অনুসরণ করতে হয়। অর্থাৎ অবচয় নির্ধারণের একই পদ্ধতি প্রতি বছর অনুসরণ করে।

23. কম্পিউটার ক্রয়, পণ্য ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে। এটা কোন ধরনের ভুল?
A. লেখার ভুল B. পরিপূরক ভুল
C. নীতিগত ভুল D. বাদ পড়ার ভুল

(C) Explanation: যখন মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূরধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন নীতিগত ভুল হয়। যেমন: কম্পিউটার ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা, আসবাবপত্র ক্রয়কে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

24. 'চলমান ব্যবসায়' বলতে -
A. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে চলবে
B. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি লোকসানে চলবে
C. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান হিসাবকাল শেষ হবার পরও চলবে
D. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি শুধু বর্তমান হিসাবকাল পর্যন্ত চলবে

(C) Explanation: চলমান ব্যবসায় বলতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান হিসাবকাল শেষ হওয়ার পরও চলবে।
চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণার নির্দেশনা হলো-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে থাকবে এমন অনুমান করে হিসাব নিকাশ করতে হবে।

25. বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ উদ্বৃতিপত্রে যে মূল্যে দেখানো হয়-
A. বাজার মূল্যে B. ক্রয় মূল্যে
C. অন্তর্নিহিত মূল্যে D. ক্রয় ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম

(D) Explanation: রক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ উদ্বর্তপত্রে ক্রয় ও বাজার মূল্যর মধ্যে যেটি কম সেই মূল্য প্রদর্শন করা হয়।

26. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্যায়নের রীতিগত ভিত্তি হলো-
A. ক্রয়মূল্য B. বাজার মূল্য
C. ক্রয় ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম D. কোনটিই নয়

(C) Explanation: রক্ষণশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধতা/বাধা অনুসারে : হিসাবের বইতে বিক্রয়যোগ্য চলতি সম্পত্তি (সমাপনী মজুদ পণ্য ও বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ) ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখিয়ে সম্পত্তি এবং মোট মুনাফা বেশি দেখানো থেকে বিরত থাকা হয়।

27. সম্ভাব্য সম্পত্তি দেখানে হয়-
A. উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পার্শ্বে B. রেওয়ামিলের ক্রেডিট পার্শ্বে
C. রেওয়ামিলের ডেবিট পার্শ্বে D. ফুট নোটে

(D) Explanation: সম্ভাব্য সম্পত্তি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ফুট নোট বা টীকা আকারে দেখানো হয়।

28. নিম্নের কোনটি আর্থিক বিবরণীর গুণগত বৈশিষ্ট্য নয়?
A.প্রাসঙ্গিকতা B. ঐতিহাসিক ব্যয়
C. পূর্বানুমান D.বিশ্বাসযোগ্যতা

(B) Explanation: হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ -
- প্রাথমিক গুণগত বৈশিষ্ট্য : ১. প্রাসঙ্গিকতা ২. বিশ্বাসযোগ্যতা
- সহকারী গুণগত বৈশিষ্ট্য : ১. তুলনাযোগ্যতা ২. সামঞ্জস্যতা

B অপশনে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ব্যয় গুণগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হিসাববিজ্ঞান নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত একটি নীতি।

29. ক্রয় মূল্য অথবা বাজার মূল্যের মধ্যে নিম্নতর মূল্যে মজুদ-মূল্যায়নে হিসাববিজ্ঞানের যে নীতি অনুসৃত হয়–
A. সামঞ্জস্যতা B. রক্ষণশীলতা
C.বস্তুনিষ্ঠতা D.কোনটিই নয় (B)

30. তিন প্রকার ব্যবসায়িক স্বত্ত্বা হচ্ছে -
A. স্বত্ত্বাধিকারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং অংশীদারি ব্যবসায়
B. স্বত্ত্বাধিকারি, অংশীদারি এবং কর্পোরেশন ব্যবসায়
C. স্বত্ত্বাধিকারি, অংশীদারি এবং বড় ব্যবসায়।
D. আর্থিক, উৎপাদনকারী এবং সেবা কোম্পানি।

(B) Explanation: এখানে তিন প্রকারের ব্যবসায়িক স্বত্ত্বা হবে-
১. স্বত্ত্বাধিকারী/এক মালিকানা ব্যবসায়।
২. অংশীদারি ব্যবসায়।
৩. কোম্পানি/কর্পোরেশন ব্যবসায়।

31. কোন্ নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি বিবেচিত হয়?
A. রক্ষণশীলতা B. সামঞ্জস্যতা C. তারল্য D. ব্যয় (A)

32. রক্ষণশীল ধারণা অনুযায়ী একজন হিসাবরক্ষকের উচিত-
A. সকল ক্ষতি বিবেচনা করা এবং লাভ পূর্বানুমান না করা
B. সকল আয় বিবেচনা করা এবং ক্ষতি পূর্বানুমান না করা
C. সকল লাভ এবং ক্ষতি বিবেচনা ও পূর্বানুমান করা
D. A ও C উভয়ই

(A) Explanation: রক্ষণাশীলতা নীতি অনুসারে সম্ভাব্য সকল ক্ষতিকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে আয় বা লাভ পূর্বানুমান না করা। এ নীতি অনুসারে ধারে বিক্রয় হতে আদায়ের সম্ভাবনা নেই এমন পাওনার জন্য কু-ঋণ সঞ্চিতি নামে সম্ভাব্য ব্যবস্থা রাখা হয়। উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদারকে নিট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখানো হয়।

33. বিক্রয়ের জন্য নগদে মেশিন ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছে। এটি-
A. লিখনের ভুল B. পরিপূরক ভুল
C. নীতিগত ভুল D. কোন ভুল নয় (D)

34. IAS-১০ কোন্‌টির সাথে সংশ্লিষ্ট?
A. মূল্য সংযোজন কর B. আয়
C. শুল্ক D. আর্থিক অবস্থা

(D) Explanation: IAS-01 আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন
IAS - 02 মজুদ পণ্য মূল্যায়ন [LIFO (Last In First Out) পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়]
IAS - 10 আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির পরের ঘটনা।
IAS - 07 নগদ প্রবাহ বিবরণী

35. সম্ভাব্য ক্ষতিকে সঙ্গে সঙ্গে হিসাবভুক্ত করা এবং সম্ভাব্য আয়কে হিসাবভুক্ত না করাকে বলা হয়-
A. বস্তুনিষ্ঠতা B. রক্ষণশীলতা C. কার্যকর ব্যয় D. মিলকরণ নীতি

(B) Explanation: রক্ষণশীলতার নীতি: এই নীতির কথা হলো, মুনাফা নির্ণয়ে রক্ষণশীল হতে হবে, ব্যয় ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই তাকে হিসাবভুক্ত করতে হবে কিন্তু আয়ের সম্ভাবনা থাকলেই চলবে না। আয় নিশ্চিত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা হিসাবভুক্ত করা যাবে না।

36. সম্ভাব্য লোকসানকে সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা, কিন্তু সম্ভাব্য আয়কে হিসাবে লিপিবদ্ধ না করা হলে তা যে নীতি হবে–
A. বস্তুনিষ্ঠতা B. রক্ষণশীলতা
C.মিলকরন D.সময়ানুবর্তিতা (B)

37. বাংলাদেশে পেশাগত হিসাববিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান –
A. APB B. FASB C. ICMAB D. IASB

(C) Explanation: বাংলাদেশে পেশাগত শিক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান-
- **ICMAB**- Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh.
- **ICAB**- Institute of Chartered Accountants of Bangladesh.

38. উদ্বৃত্তিপত্রে দেনাদার দেখানো হয়–
A. বহিমূল্যে B. নিট আদায়যোগ্য মূল্যে
C. বাজার মূল্যে D. নিট মূল্যে

(B) Explanation: উদ্বত্তপত্রে সমাপনী দেনাদার থেকে কু-ঋণ সঞ্চিতি বাদ দিয়ে দেনাদারদের নিট (নগদ) আদায়যোগ্য মূল্য দেখানো হয়।

CamScanner

39. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম তা ধরা হয় যে নীতি অনুযায়ী-

A. রক্ষণশীলতা নীতি B. সামঞ্জস্যতা নীতি
C. তারল্য নীতি D. ব্যয় নীতি

(A) Explanation/ রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যর মধ্যে যেটি কম তা ধরা হয়।

40. একটি মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য ২১,২৫০/- টাকা ও বাজার মূল্য ১৫,০০০/- টাকা যা বছর শেষে মজুদ পণ্য গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ঐ ব্যবসায়ের মুনাফায় কি প্রভাব পড়বে?

A. মুনাফা ২১,২৫০/- টাকা কমবে B. মুনাফা ১৫,০০০/- টাকা বাড়বে
C. মুনাফা ৬,২৫০/- টাকা বাড়বে D. মুনাফা ১৫,০০০/- টাকা বাড়বে

(B) Explanation/ রক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়নে বাজার মূল্য বা ক্রয়মূল্যের মধ্যে যেটি কম, সেটি দেখিয়ে মুনাফা বেশি দেখানো থেকে বিরত থাকা হয়। এখানে, সমাপনী মজুদ পণ্য ১৫,০০০ টাকা লিখা বাদ পড়েছে। এই লেনদেন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলে ব্যবসায়ে মুনাফা ১৫,০০০ টাকা বাড়বে কারণ সমাপণী মজুদ পণ্য হিসাবভুক্ত করা হলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হ্রাস পায়। আর বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হলে মুনাফা বেশি দেখাবে।

41. স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বাজারমূল্য থেকে কম হলেও নিচের কোন নীতির কারণে ঐ কম মূল্যে এটিকে স্থিতিপত্রে সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়?

A. রক্ষণশীলতার নীতি B. ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি
C. দু'তরফা দাখিলা নীতি D. সরলতার নীতি

(B) Explanation/ ক্রয়মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি অনুসারে স্থায়ী সম্পত্তিগুলোকে বাজারমূল্যে লিপিবদ্ধ না করে ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনে আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ সম্পত্তির ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ হয়। যেমন: সংস্থাপন ব্যয়, সম্পত্তির পরিবহন, শুল্ক, বিমা ইত্যাদি সম্পত্তির মোট মূল্যকে বৃদ্ধি করে।

42. 'সেবা রাজস্ব'-কে আয় হিসাবে রেকর্ড করা হয়-

A. যখন সেবার মান নির্ধারণ করা হয়
B. যখন সেবার অর্ডার প্রাপ্ত হয়
C. যখন সেবা প্রদান করা হয়
D. যখন সেবা প্রদানের পরবর্তীতে অর্থ আদায় করা হয়

(C) Explanation/ আয় চিহ্নিতকরণ নীতির নির্দেশনা হলো আয় যে হিসাবকালে অর্জিত হবে সেই হিসাবকালেই আয় হিসেবে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করতে হবে, অর্থাৎ যখন বা যেই তারিখেই ক্রেতার নিকট পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর বা সেবা প্রদানের ফলে ক্রেতার নিকট বিক্রেতার অর্থ পাওয়ার অধিকার সৃষ্টি হয় বা যখন সেবা প্রদান করা হয়, তখনই বা সেই তারিখেই তা আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

43. নিম্নের কোনটি আয়ের পরম পরিমাপক?

A. Gross Profit B. Return on Total Assets
C. Return on Capital D. উপরের সব কয়টি

(D) Explanation/ উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত/ আয়ের পরম পরিমাপক সমূহ:
১. মোট মুনাফার অনুপাত
২. নিট মুনাফার অনুপাত
৩. সম্পত্তির উপর মুনাফার হার
৪. মালিকানা স্বত্বের উপর মুনাফার হার
৫. বিনিয়োজিত মূলধনের আয়ের অনুপাত

44. হিসাবকাল অনুমান বলতে বোঝায়-

A. হিসাবরক্ষক দ্বারা একটি ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক জীবনকে কৃত্রিমভাবে ভাগ করা
B. মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব কাল
C. একাউন্টিং হিসাব কাল হলো এক বছর মেয়াদী
D. একাউন্টিং হিসাব কাল হলো জানুয়ারী ১ থেকে ডিসেম্বর ৩১ পর্যন্ত

(A) Explanation/ হিসাবকাল ধারণা/ অনুমান বলতে বোঝায় একটি ব্যবসায়ের চলমান জীবনকে কতগুলো কৃত্রিম সময়কালে ভাগ করা; আর এই সময়কালগুলোকে হিসাবকাল বলা হয়। এই ধারণা অনুসারে-

- আয় বিবরণী তৈরি করা হয়।
- সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়।
- সমাপনী দাখিলা প্রদান করা হয়।

45. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিবেদন মান (BFRS) নির্ধারণ করে?

A. ICMAB B. BSEC
C. BMA D. ICAB

(D) Explanation/ বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিবেদন মান নির্ধারণ করে ICAB

46. 'BFRS' শব্দটির পূর্ণরূপ কোনটি?

A. Bangladesh Financial Recording Standard
B. Bangladesh Functional Reporting Standards
C. Bangladesh Financial Reporting Standards
D. Bangladesh Funcitional Recording Standards (C)

47. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি কোম্পানির বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে?

A. রক্ষণশীলতা B. মিলকরণ
C. চলমান প্রতিষ্ঠান D. সামঞ্জস্য

(D) Explanation/ সামঞ্জস্যতা বা ধারাবাহিকতা বলতে কোম্পানির হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর একই নিয়মনীতি অনুসরণ করাকে বুঝায়। প্রতিবছর একই হিসাব নীতি অনুসরণ করে কোম্পানির বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে।

48. SFAC এর অর্থ হলো-

A. Standard of Financial Accounting Concept
B. Standard of Financing and Accounting Concept
C. Statement of Financial and Accounting Concept
D. Statement of Financial Accounting Concept

(D) Explanation/ Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) হলো FASB দ্বারা জারি করা একটি নথি যা বিস্তৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ধারণাগুলিকে কাভার করে। এটির মূল লক্ষ্য হলো হিসাবরক্ষক এবং আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলনের জন্য একাউন্টিং মান এবং নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা।

49. বাংলাদেশের IAS এর কয়টি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না?

A. ১১টি B. ১০টি
C. ১৩টি D. ১২টি

(D) Explanation/ বাংলাদেশে IAS এর ১২টি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না।

50. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে সম্পদের বাজারমূল্য আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয় না?

A. মিলকরণ নীতি B. ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি
C. আয় স্বীকৃতি নীতি D. সামঞ্জস্যতার নীতি

(B) Explanation/ ক্রয়মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি অনুসারে স্থায়ী সম্পত্তিগুলোকে বাজারমূল্যে লিপিবদ্ধ না করে ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনে আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ যেমন: সংস্থাপন ব্যয়, সম্পত্তির পরিবহন, শুল্ক, বীমা ইত্যাদি সম্পত্তির মোট মূল্যকে বৃদ্ধি করে।

51. নিচের কোনটি হিসাববিজ্ঞানের ধারণা নয়?

A. বকেয়া ভিত্তি ধারণা B. চলমান ব্যবসায় ধারণা
C. পৃথক সত্তা ধারণা D. মুদ্রাস্ফীতির ধারণা

(D) Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের ধারণাগুলো হলো:
(i) ব্যবসায় সত্তা ধারণা; (ii) চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা;
(iii) আর্থিক একক ধারণা; (iv) হিসাবকাল ধারণা;
(v) বকেয়া ধারণা; (vi) বকেয়া ধারণা।
এখানে মুদ্রাস্ফীতির ধারণা নেই। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি কোনো ধারণা নয়।

52. GAAP Full meaning-

A. General American Accounting Policy
B. Generally accepted American Policy
C. Generally accepted Accounting Policy
D. Generally accepted Accounting Principles (D)

CS CamScanner

53. নিচের কোনটি হিসাববিজ্ঞানের নীতি নয়?
A. সত্তানীতি
B. ঐতিহাসিক মূল্য নীতি
C. মুদ্রানীতি
D. চলমান ব্যবসা নীতি

Ⓒ Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা: ঐতিহাসিক মূল্য নীতি ; মিলকরণ নীতি; রাজস্ব নীতি; রক্ষণশীলতার নীতি; পূর্ণপ্রকাশ নীতি

54. মজুদ পণ্যের বাজার মূল্য ৫০,০০০টাকা; ক্রয়মূল্য ৩৫,০০০ টাকা; বিক্রয় খরচ ১৫০০ টাকা হলে উদ্বৃত্ত পত্রে মজুদ পণ্যের মূল্য দেখাতে হবে-
A. ৪৮,৫০০টাকা B. ৩৫,০০০টাকা C. ৫১,৫০০টাকা D. ৮৩,৫০০ টাকা

Ⓑ Explanation/ হিসাববিজ্ঞানের রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী মজুদ পণ্যের মূল্য যেটি কম সেটি লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই উদ্বৃত্তপত্রে মজুদ পণ্যের মূল্য দেখাতে হবে ৩৫,০০০ টাকা।

55. বকেয়া ভিত্তি ধারণা অনুযায়ী খরচ রেকর্ড করা হয়-
A. যখন খরচের পরিকল্পনা করা হয়
B. যখন চালান পাওয়া যায়
C. যখন খরচ সংঘটিত হয়
D. যখন খরচ পরিশোধ করা হয়

Ⓒ Explanation/ হিসাব নিকাশ বকেয়া ভিত্তিতে যখন সেবা প্রদান করা হয়, আয় বাবদ নগদ অর্থ গ্রহণ করা হোক বা না হোক তখনই তা আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যখন সেবা গ্রহণ হয়, ব্যয় বাবদ নগদ অর্থ পরিশোধ করা হোক বা না হোক তখনই তা ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

56. হিসাববিজ্ঞানের কোন ধারণার কারণে 'মূলধন' কে একটি প্রতিষ্ঠানের দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়?
A. ম্যাচিং ধারণা
B. ঐতিহাসিক ব্যয় ধারণা
C. চলমান ব্যবসা ধারণা
D. পৃথক সত্ত্বা ধারণা

Ⓓ Explanation/ ব্যবসায় সত্ত্বা ধারণার নির্দেশনা হলো: ব্যবসায়ের সত্ত্বা হবে মালিকের সত্ত্বা ও অন্যান্য ব্যবসায়ের সত্ত্বা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই ধারণা অনুসারেঃ

- মালিকের মূলধনকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- মালিক কর্তৃক উত্তোলনকে মূলধন থেকে বাদ দেয়া হয়।
- ব্যবসায় নিজ নামে লেনদেন ও অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে।

57. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতিমালা অনুসরণ করার কারণে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ক্রয় অথবা বাজার মূল্যের মধ্যে কোনটি হিসাবে প্রদর্শিত হয়?
A. ঐতিহাসিক মূল্যনীতি
B. রক্ষনশীলতার নীতি
C. সময়মান নীতি
D. সামঞ্জস্যতা নীতি

Ⓑ Explanation/ রক্ষণশীলতার বাধা অনুসারেঃ হিসাবের বইতে বিক্রয়যোগ্য চলতি সম্পতি ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি দেখিয়ে সম্পত্তি এবং মোট মুনাফা বেশি দেখানো থেকে বিরত থাকা হয়। সম্ভাব্য দায় ধার্য করা হয়।

58. জনাব আনন্দ ২,০০,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করে ২,৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। বকেয়া ভিত্তি ধারণা অনুসারে মোট ব্যয় কত?
A. ২,৫০,০০০ B. ২,০০,০০০ C. ৫০,০০০ D. ৪,৫০,০০০

Ⓐ Explanation/ হিসাব নিকাশের বকেয়া ভিত্তিতে যখন সেবা প্রদান করা হয় বা আয় অর্জিত হয়, আয় বাবদ নগদ অর্থ-গ্রহণ করা হোক বা না হোক তখনই তা আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যখন সেবা গ্রহণ বা ব্যয় সংগঠিত হয়, ব্যয় বাবদ নগদ অর্থ পরিশোধ করা হোক বা না হোক তখনই তা ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং বকেয়া ভিত্তিতে মোট ব্যয় হবে ২,৫০,০০০ টাকা

59. কোন ধারণার উপর ভিত্তি করে সন্দেহজনক দেনার উপর কুঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়?
A. সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ
B. প্রকাশকরণ
C. রক্ষণশীলতা
D. সারবস্তুতা

Ⓒ Explanation/ রক্ষণশীলতার বাধা অনুসারে , সন্দেহজনক দেনার উপর কুঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা করে তা দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে নিট আদায়যোগ্য মূল্যে প্রদর্শন করা হয়।

60. হিসাববিজ্ঞানের নিম্নোক্ত কোন ধারণার আলোকে সমাপনী মজুদ পণ্য, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী অথবা আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করার প্রয়োজন হয়-
A. চলমান ব্যবসায়
B. ব্যয়
C. ম্যাচিং
D. সামঞ্জস্যপূর্ণ

Ⓒ Explanation/ অর্জিত আয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যয়কে ঐ আয়ের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে।

- মোট লাভ নির্ণয়ের জন্য বিক্রয়মূল্য থেকে ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় বাদ না দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়া হয়।
- অগ্রিম/অগ্রদত্ত ব্যয়কে ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু বকেয়া ব্যয়কে ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

61. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী অবচয় ধার্য করা হয়?
A. সত্তা নীতি
B. ঐতিহাসিক মূল্য নীতি
C. আদায়ের নীতি
D. চলমান ব্যবসা নীতি Ⓓ

62. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানের আয় নগদ আদায়ের পরিবর্তে অর্জিত হলেই অন্তর্ভুক্ত হয়?
A. ঐতিহাসিক ব্যয়
B. পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা
C. ব্যবসায়িক সত্তা
D. রাজস্ব স্বীকৃতি

Ⓓ Explanation/ এটা রাজস্ব/আয় স্বীকৃতি নীতি। এই নীতি অনুসারে:

- আয় যে হিসাবকালে অর্জিত হয় সেই হিসাবকালেই তা আয় হিসেবে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ হয়।
- অগ্রিম আয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয় না। কিন্তু বকেয়া আয়কে আয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

63. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানের আয় নগদে আদায়ের পরিবর্তে অর্জিত হলেই হিসাবভুক্ত করা হয়?
A. ঐতিহাসিক ব্যয়
B. পূর্ণ প্রকাশ
C. ব্যবসায়িক সত্তা
D. আয় স্বীকৃতি

Ⓓ Explanation/ আয় স্বীকৃতি নীতির নির্দেশনা হলোঃ আয়কে সেই হিসাব কালেই লিপিবদ্ধ করতে হবে যে হিসাব কালে তা অর্জিত হবে। আয় যে হিসাবকালে অর্জিত হয় সেই হিসাবকালেই তা আয় হিসেবে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করতে হয়। অগ্রিম আয়কে আয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

64. সমাপনী মজুত পণ্য কিভাবে মূল্যায়িত হয়ে হিসাবে প্রদর্শিত হয়?
A. ব্যয় মূল্য বা বাজার মূল্য যেটি বড়
B. ব্যয় মূল্যে
C. বাজার মূল্যে
D. ব্যয় মূল্য বা বাজার মূল্য যেটি কম

Ⓓ Explanation/

- মজুত পণ্য মূল্যায়নে ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি দেখানো হয়। ফলে, সম্পদ ও মুনাফা বেশি দেখানো হয় না।
- সঞ্চিতি (বরাদ্দ) পদ্ধতিকে কু-ঋণ হিসাবভুক্ত করা হয়; অর্থাৎ কু-ঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়।
- দেনাদারের উপর নির্দিষ্ট হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি নির্ণয় করা হয়।

65. চলতি সম্পদ লিপিবদ্ধ করা হয়-
A. তারল্য অনুসারে
B. গুরুত্বানুসারে
C. স্থায়িত্ব অনুসারে
D. বর্ণমালা অনুসারে

Ⓐ Explanation/ তারল্য অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুসারে যে সকল সম্পত্তি দ্রুত নগদে রূপান্তর করা হয় সেগুলো আগে লিখা হয়। অর্থাৎ চলতি সম্পদ তারল্য অনুসারে লিপিবদ্ধ করা যায়।

66. কোন নীতির বলে সন্দেহজনক দেনাদারের জন্য সঞ্চিতি রাখা হয়?
A. হিসাব কাল নীতি
B. ঐতিহাসিক নীতি
C. রক্ষণশীলতার নীতি
D. সবকটি

Ⓒ Explanation/

- বিচক্ষণতা / রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী দেনাদারের উপর নির্দিষ্ট হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি নির্ণয় করা হয়ং।
- উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদার থেকে কু-ঋণ সঞ্চিতি ও বাট্টা সঞ্চিতি বাদ দিয়ে দেনাদারকে নিট আদায়যোগ্য মূল্যে প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়াও, মজুদ পণ্য হিসাবরক্ষণে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
অবচয় ধার্যের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে যে পদ্ধতিতে বেশি অবচয় ধার্য, সেই পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। (ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি ও বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি।

CamScanner

67. ——— হচ্ছে পরিপূরক ভুলের প্রকৃতি।

A. নিরপেক্ষীকরণ   B. ধারাবাহিকতা
C. গোপনীয়তা   D. উপযোগীকরণ

(A) Explanation পরিপূরক ভুল বলতে একটি ভুলের সমান অন্য একটি ভুল দিয়ে পূরণ হওয়া। যেমন: ক্রয় ৫,০০০ টাকা কম লিখে মজুরি হিসেবে ১০,০০০ লেখা হয়েছে। এর ফলে একটি ভুল দিয়ে অপর একটি ভুল পূরণ হয়েছে। মূলত এই ভুল নিরপেক্ষতা নির্দেশ করে।

68. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়?

A. রক্ষণশীলতা   B. সামঞ্জস্যতা
C. বস্তুনিষ্ঠতা   D. মিলকরণ

(A) Explanation অনাদেয় পাওনা সঞ্চিতি বা সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় দুটি নীতি অনুযায়ী। যথা: (১) রক্ষণশীলতা, এবং (২) মিলকরণ নীতি। প্রশ্নে দুটি নীতির কথাই উল্লেখ থাকলে এবং মিলকরণ নীতি সম্পর্কে কোনো বিশেষ ইঙ্গিত দেয়া না হলে রক্ষণশীলতাকে প্রাধান্য দিতে হয়।

69. হিসাব তথ্য ব্যবাহারযোগ্য হয় তখন, যখন-

A. সময়মতো ও পক্ষপাতমূলক
B. প্রাসঙ্গিক ও অনিশ্চিত
C. প্রাসঙ্গিক ও বিশ্বাসযোগ্য
D. সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য

(C) Explanation হিসাব তথ্য অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে প্রাসঙ্গিক করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করা হয়। আর, বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ, এবং ভুলমুক্তভাবে হিসাব তথ্য সরবরাহ করা হয়।

PRIME TEST

1. নিচের কোনটি হিসাব বিজ্ঞানের তথ্যের গুনবাচক বৈশিষ্ট নয়

Ⓐ ব্যয় সুবিধা বিশ্লেষণ   Ⓑ যথাকালীন
Ⓒ প্রাসঙ্গিকতা   Ⓓ বোধগম্যতা

2. মিলকরন নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে:

Ⓐ ব্যবসায়ের সকল তথ্য প্রকাশ
Ⓑ কোন সময়কালের আয় অর্জনের জন্য ব্যয়িত খরচ অন্তভূক্ত করা
Ⓒ তথ্য সরবরাহকারীদের সকল তথ্য সরবরাহ করা
Ⓓ বিভিন্ন আর্থিক বিবরনীর মধ্যে তুলনা করা

3. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি কোম্পানীর বিভিন্ন বছরের আর্থিক অবস্থা তুলনা করতে সাহায্য করে?

Ⓐ রক্ষনশীলতা   Ⓑ একুয়াল
Ⓒ চলমান প্রতিষ্ঠান   Ⓓ সামঞ্জস্য

4. আর্থিক বিবরণীতে সংযুক্তি টাকায় যে তথ্য প্রদর্শন করা হয় তা করা হয়-

Ⓐ ক্রয়মূল্য নীতির জন্য   Ⓑ পূর্ণ প্রকাশ নীতির জন্য
Ⓒ মিলকরণ নীতির জন্য   Ⓓ আয় স্বীকৃত নীতির জন্য

5. কোন নীতি/রীতি দশ বৎসরের কার্যকাল সম্পন্ন একটি কলমদানি ক্রয়ের সময়েই খরচ হিসাবে লেখার অনুমতি দেয়?

Ⓐ বাস্তব ধারনা   Ⓑ চলমান ধারনা
Ⓒ আর্থিক সত্বা   Ⓓ প্রকাশ নীতি

6. সমাপনী মজুদ পন্যের মূল্য নির্ধারনে ব্যয় বা দামের মধ্যে কমটি ধরা হয়, এটি কোন নীতির নির্দেশক?

Ⓐ ব্যয় নীতি   Ⓑ পূর্ন প্রকাশ নীতি
Ⓒ রক্ষনশীল নীতি   Ⓓ সামঞ্জস্য নীতি

7. বকেয়া আয় হল:

Ⓐ অর্জিত হওয়ার পূর্বে দায় হিসাবে গ্রহন এবং লিপিবদ্ধকরন
Ⓑ গ্রহন করার পূর্বে দায় হিসাবে অর্জিত এবং লিপিবদ্ধকরন
Ⓒ অর্জিত হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যদিও এখনও নগদ গ্রহন করা হয় নি ।
Ⓓ অর্জিত হিসাবে দেখানো হয় যা ইতোমধ্যে হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে

08. নিচের উল্লেখিত নীতি অনুসরন করি বলে আমরা সম্ভব্য দায়কে আর্থিক বিবরনীতে দেখায়।

Ⓐ সত্বার নীতি   Ⓑ হিসাবকাল নীতি
Ⓒ মিলকরন নীতি   Ⓓ পূর্ণপ্রকাশ নীতি

09. নিচের কোন লেনদেন মালিকানাসত্বকে প্রভাবিত করবে না

Ⓐ অগ্রীম আয়   Ⓑ অগ্রীম আয়কর সমন্বয় দাখিলা
Ⓒ বকেয়া খরচ প্রদান   Ⓓ লভ্যাংশ প্রদান

10. নিচের কোন ধারনা বা নীতি বার্ষিক অবচয় খার্চ কে বর্ণনা করে

Ⓐ পূর্ণপ্রকাশ নীতি   Ⓑ সামঞ্জস্য পূর্ণ নীতি
Ⓒ চলমান ধারনা নীতি   Ⓓ মিলকরন নীতি

11. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে এন এস কর্পোরেশন তার আয় নগদ আদায়ের পরিবর্তে অর্জিত হলেই হিসাবভুক্ত করে

Ⓐ ঐতিহাসিক ব্যয়   Ⓑ ব্যবসায়িক সত্বা নীতি
Ⓒ আয় স্বীকৃত নীতি   Ⓓ পূর্ণপ্রকাশ নীতি

12. নিম্নের কোন নীতি অনুসারে সমন্বয় জাবেদা করা হয়

Ⓐ মিলকরণ নীতি   Ⓑ সামঞ্জস্য নীতির জন্য
Ⓒ ব্যয় নীতির জন্য   Ⓓ রক্ষনশীল নীতির জন্য

13. মালিকের মূলধন দায় হিসাবে গণ্য করা কারন আমরা অনুসরন করি

Ⓐ সত্তার নীতি   Ⓑ প্রকাশের নীতি
Ⓒ চলমান নীতি   Ⓓ ঐতিহাসিক নীতি

14. হিসাববিজ্ঞানের যে নীতি অনুযায়ী উদ্বৃপত্রে দেনাদারের নিট আদায়যোগ্য মূল্যে দেখানো হয়, তা হলো-

Ⓐ সামঞ্জস্যতা   Ⓑ রক্ষনশীলতা
Ⓒ ঐতিহাসিক ব্যয়   Ⓓ ব্যবসায়িক সত্বা

15. নিচের কোনটি আর্থিক বিবরনীর গুনগত বৈশিষ্ট নয়

Ⓐ প্রাসঙ্গিকতা   Ⓑ বিশ্বাসযোগ্যতা
Ⓒ পূর্বানুমান মূল্য   Ⓓ ঐতিহাসিক ব্যয়

16. মেশিনের অবচয় নির্ধারনের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরই মেশিনের ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করে না।এ প্রয়োগ হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির উপর নির্ভরশীল

Ⓐ চলমান নীতি   Ⓑ মিলকরন নীতি
Ⓒ সামঞ্জস্যতা   Ⓓ পূর্নপ্রকাশ

17. মজুদ পণ্য মুল্যায়নের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসরন করা হয়

Ⓐ ব্যয় নীতি   Ⓑ রক্ষনশীলতা নীতি
Ⓒ সামঞ্জস্য নীতি   Ⓓ প্রকাশ নীতি

18. হিসাববিজ্ঞানের কোননীতি অনুযায় স্থায়ী সম্পদ লিপিবদ্ধ করা হয়

Ⓐ পূর্ণপ্রকাশ নীতি   Ⓑ ঐতিহাসিক মূল্য
Ⓒ রক্ষনশীলতা নীতি   Ⓓ মিলকরন নীতি

19. হিসাব বছরের মোট আয় হতে ঐ বছরের প্রকৃত সম্ভাব্য ব্যয় বাদ দিলে নিট মুনাফা নির্ণয় করা হয় । হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী

Ⓐ চলমান কারবার নীতি   Ⓑ ব্যবসায়িক সত্বা নীতি
Ⓒ ব্যয় নীতি   Ⓓ ম্যাচিং নীতি

20. উদ্বৃত্ত পত্রে দায়ের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী শ্রেনীবিভাগ করা হয়

Ⓐ হিসাবকাল ধারনা অনসারে
Ⓑ ঐতিহাসিক মূল্য ধারনা অনুসারে
Ⓒ চলমান প্রতিষ্ঠান ধারনা অনুসারে
Ⓓ রক্ষনশীল ধারনা অনুসারে

Answer Sheet

01.	A	02.	B	03.	D	04.	B	05.	A
06.	C	07	C	08.	D	09.	A	10.	A
11.	C	12.	A	13.	A	14.	B	15.	D
16.	C	17.	B	18.	B	19.	D	20.	C

CS CamScanner

অধ্যায় ১৩ স্থায়ী, অস্পর্শনীয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (অবচয়)

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ অবচয়

- অবচয় হলোঃ প্লান্ট বা স্থাবর সম্পত্তির ব্যয় বা ক্রয়মূল্য বন্টন প্রক্রিয়া
- স্থায়ী সম্পত্তির অবচযোগ্য মূল্যকে উক্ত সম্পত্তির অনুমানিক
- অর্থনৈতিক জীবনকাল বা আয়ুষ্কালের মধ্যে বন্টন করার প্রক্রিয়া।
- অবচয় ধার্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্লান্ট বা স্থায়ী বা স্থাবর সম্পত্তির ক্রয়মূল্য ব্যয়কে সম্পত্তি ব্যবহার সময়কালের মধ্যে বন্টন করা সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠানের মালিকানা থাকলে এবং স্থায়ী প্রকৃতির হলে, তার উপর অবচয় ধার্য করতে হয়। স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তিসমূহে মধ্যে দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তিসমূহের নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে বলে এদের অবচয় ধার্য করা হয়।
- অন্যদিকে ভূমি বা জমি উপর অবচয় ধার্য করা হয় না যদিও ভূমি বা জমি স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি। ভূমি বা জমির উপর অবচয় ধার্য করা হয় না কারন ভূমি বা জমি ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন আয়ুষ্কাল নেই। তবে ভূমি উন্নয়ন এর ব্যবহারিক জীবনকাল আছে। তাই এর উপর অবচয় ধার্য করা হয়।

■ **অস্পর্শনীয় সম্পত্তি (intangible Assets)ঃ**

- যে সকল দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির বাহ্যিক রূপ নেই অর্থাৎ স্পর্শ করা যাই না তাদের অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে।
- অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উপর অবলোপন ধার্য করা হয়।
- অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ হলোঃ সুনাম, প্রেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক,ট্রেডনেম। ব্রান্ডনেম, লাইসেন্স, ফ্রানচাইজ ইত্যাদি।

■ **প্রাকৃতিক/ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি (Natural Assets)ঃ**

- প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত যে সব সম্পদ স্থায়ী প্রকৃতির কিন্তু ধীরে ধীরে
- ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি বলা হয়।
- ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির উপর অবচয় বা অবলোপন ধার্য না করে নিঃশেষ খরচ/অপচয় (Depletion) ধরতে হয়।
- ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির উদাহরণ হলোঃ কয়লার খনি, তেলের খনি গ্যাস ফিল্ড ইত্যাদি।

■ **অবচয় সম্পর্কিত আরো তথ্য:**

- অবচয় হলো স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের বার্ষিক খরচ বা চার্জ
- অবচয় হলো অনগদ, অদৃশ্যমান এবং আন্তঃলেনদেন।
- অবচয়ের জন্য নগদ অর্থ ব্যয়িত হয় না
- অবচয় ধার্য করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারনা অনুসারে।
- অবচয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় মিলকরণ নীতি অনুযায়ী।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।
- অবচয় ধার্যের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় রক্ষণশীল নীতি অনুযায়ী।
- প্রত্যেক বছর একই পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়সামঞ্জস্য/ধারাবাহিকতা/স্থিরতা নীতি অনুযায়ী।

■ **অবচয় ধার্যের সময় তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যথা**

১. সম্পত্তির ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য
২. আনুমানিকআয়ুষ্কাল/ব্যবহারিক জীবনকাল/অনুমানিক জীবনকাল
৩. ভগ্নাবশেষ মূল্য/বর্জমূল্য/নিঃশেষিত মূল্য

■ **অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় নাঃ**

১. সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য/চলতি পুনঃস্থাপন ব্য
২. মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রাসংকোচন

■ **অবচয়ের পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা হলো**

১. পুনঃপ্রত্যাবর্তন উপযোগীতা/উপকারিতা ২. সামঞ্জস্য/ধারাবাহিকতা/স্থিরতা
৩. আয়করের হার

- স্থাবর সম্পত্তির অবচয় ধার্য করে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় দাখিলা হলো অবচয় ব্যয়(খরচ) হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট
- পুঞ্জীভূত অবচয় বা জমাকৃত অবচিতি বা অবচয় সঞ্চিতি হলো বিপরীত বা প্রতি সম্পত্তি হিসাব।

টপিক ২ সরল রৈখিক পদ্ধতি

- প্রতি বছরে একই হারে অবচয় ধার্য করার পদ্ধতিকে সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি বলে।
- সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সময় অবচয়যোগ্য মূল্যকে সম্পত্তির আনুমানিক আয়ুষ্কালের মধ্যে সমান হারে বন্টনকরা হয়।
- সরল রৈখিক পদ্ধতিতে প্রতিবছর ধার্যকৃত অবচয়ের পরিমাণ সমান হয়।
- তবে স্থায়ি সম্পত্তির উপর মোট ধার্যকৃত অবচয়ের পরিমান কখনোই অবচয়যোগ্য মূল্যের চেয়ে বেশি হবে না।

■ **সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সূত্রঃ**

১. অবচয়যোগ্য মূল্য=অর্জনমূল্য বা ক্রয়মূল্য -ভগ্নাবশেষ
২. অর্জনমূল্য/ক্রয়মূল্য= সম্পত্তি ক্রয়+আনুসঙ্গিক খরচ
৩. $\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$

■ **সরল রৈখিক পদ্ধতিতে,অবচয়ের হার ব্যবহার করে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করা যায় এক্ষেত্রে অবচয়ের হার নির্ণয়ের সূত্র হলোঃ**

৪. $\text{অবচয়ের হার} = \frac{১}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} \times ১০০$

৫. বার্ষিক অবচয় = (অবচয়যোগ্য মূল্য× অবচয়ের হার)

■ **যদি অংকে বার্ষিক অবচয় দেওয়া থাকে তাহলে অবচয়ের হার নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে,**

৬. $\text{অবচয়ের হার} = \frac{\text{বার্ষিক অবচয়}}{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}} \times ১০০$

■ **মেশিন বিক্রয় জনিত লাভ/ক্ষতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে,**

৭. বহিমূল্য =ক্রয়মূল্য -পুঞ্জিভূত অবচয়
৮. মেশিন বিক্রয়জনিত লাভ= বিক্রয় মূল্য-বহিমূল্য
৯. বিক্রয়জনিত ক্ষতি= বহিমূল্য-বিক্রয়মূল্য

টপিক ৩ গাণিতিক সমস্যা

০১. মিথিলা লিমিটেড ১ জানুয়ারী ২০১৬ সালে ২২৭০০০ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ক্রয় করে। মেশিনটি আনয়ন খরচ ১৩০০০ টাকা সংস্থাপন মজুরি ৩০০০০ টাকা। মেশিনটির ব্যবহারিক জীবনকাল ১০ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০০০০ টাকা। স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে ২০১৬ সালের অবচয়ের পরিমাণ কত?

সমাধান অর্জনমূল্য/ক্রয়মূল্য = সম্পত্তি ক্রয়+আনুসঙ্গিক খরচ
= ২,২৭,০০০ +১৩,০০০ + ৩০,০০০
= ২,৭০,০০০ টাকা

অবচয়যোগ্য মূল্য = অর্জনমূল্য বা ক্রয়মূল্য -ভগ্নাবশেষ
= ২,৭০,০০০ - ২০,০০০
= ২,৫০, ০০০ টাকা

বার্ষিক অবচয় = অবচয়যোগ্য মূল্য ÷ আয়ুষ্কাল
= ২,৫০,০০০ ÷ ১০
= ২৫,০০০ টাকা

০২. পবন লিমিটেড একটি মেশিন ক্রয় করে যার ক্রয়মূল্য ৮০০০০ টাকা। আজ পর্যন্ত মেশিনের পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ ৫০০০০ টাকা। যদি আজকে মেশিনটি ৫০০০০ টাকা বিক্রয় করা হয়। তবে মেশিনটির মেশিন বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত?

সমাধান বহিমূল্য = ক্রয়মূল্য - পুঞ্জিভূত অবচয়
= ৮০,০০০ - ৫০,০০০
= ৩০,০০০ টাকা

মেশিন বিক্রয়জনিত লাভ = বিক্রয় মূল্য-বহিমূল্য
= ৫০,০০০ - ৩০,০০০
= ২০,০০০ টাকা

CamScanner

০৩. BRB ক্যাবলস্ একটি ট্রাক ক্রয় করেছিলো ৫০০০০ টাকা দিয়ে যার ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০০০ টাকা। ট্রাকটির প্রতি মাসে অবচয় বাবদ ১০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়। ট্রাকটির উপর অবচয় ধার্যের বার্ষিক হার কত?

সমাধান: যেহেতু প্রতি মাসে অবচয় বাবদ ১০০০ টাকা

১ বছরের মোট অবচয় = ১০০০ × ১২
= ১২,০০০

অবচয়যোগ্য মূল্য = অর্জনমূল্য বা ক্রয়মূল্য -ভগ্নাবশেষ
= ৫০,০০০ - ২,০০০
= ৪৮০০০ টাকা

অবচয়ের হার = $\frac{\text{বার্ষিক অবচয়}}{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}} \times ১০০$

অবচয়ের হার = $\frac{১২০০০}{৪৮০০০} \times ১০০$
= ২৫%

০৪. খান লিমিটেড এর ১ জুলাই ২০১৪ যন্ত্রপাতির জের ছিলো ২৫৫০০০ টাকা। নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ৮৫০০০ টাক। যন্ত্রপাতি (যার ক্রয়মূল্য ৩৫০০০ টাকা পুঞ্জিভূত অবচয় ৭৫০০ টাকা) বিক্রয় করা হয় ৩০০০০ টাকা। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যন্ত্রপাতি হিসাবের জের কত?

সমাধান:

প্রারম্ভিক যন্ত্রপাতির জের	২,৫৫,০০০
+ নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়	৮৫,০০০
মোট মূল্য	= ৩,৪০,০০০
- যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ক্রয় মূল্য	৩৫,০০০
যন্ত্রপাতি হিসাবের জের	= ৩,০৫,০০০

০৫. Kmc কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে একটি মেশিন ক্রয় করে ১০% হারে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়েছিলো। মেশিনটির ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো ২৫০০০ টাকা। ২০১০ সালে মেশিনের উপর ২০০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলে, মেশিনটির ক্রয় মূল্য কত ছিলো?

সমাধান: বার্ষিক অবচয় =অবচয়যোগ্য মূল্য× অবচয়ের হার

অবচয়যোগ্য মূল্য = (বার্ষিক অবচয় ÷ অবচয়ের হার) × ১০০
= (২০,০০ ÷ ১০) × ১০০
= ২,০০,০০০

অবচয়যোগ্য মূল্য=অর্জনমূল্য বা ক্রয়মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য

অর্জনমূল্য বা ক্রয়মূল্য = অবচয়যোগ্য মূল্য + ভগ্নাবশেষ মূল্য.
= ২,০০,০০০ + ২৫,০০০
= ২,২৫,০০০ টাকা

০৬. চার বছর পূর্বে ঝিলমিল ট্রেডার্স ৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে, যার ১০ বছর আয়ুষ্কাল এবং আয়ুশেষে আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫০,০০০ টাকা হবে। সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সরল-রৈখিক অবচয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে যদি এই সরঞ্জামটি ৩,০০,০০০ টাকার বিক্রয় করা হয় তা হলে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত হবে?

সমাধান: বার্ষিক অবচয় = $\frac{(৫,৫০,০০০-৫০,০০০)}{১০}$
= ৫০,০০০ টাকা

∴ চার বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় = ৫০,০০০ × ৪ = ২,০০,০০০ টাকা

∴ পুস্তকমূল্য = ৫,৫০,০০০ - ২,০০,০০০ টাকা = ৩,৫০,০০০ টাকা

∴ ক্ষতি = ৩,৫০,০০০ - ৩,০০,০০০= ৫০,০০০ টাকা

০৭. ২০০২ সালের ১লা জুলাই মাসুদ ২২,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে। যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা, আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে পুঞ্জীভূত অবচয়ে হিসাবের জের ছিল ৩৫,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় লাভ বা ক্ষতি হবে-

সমাধান: এখানে পুঞ্জীভূত অবচয় দেওয়া আছে ৩৫,০০০ টাকা নিয়মানুযায়ী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে বলে যন্ত্রপাতির উপর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের অবচয় ধরতে হবে।

∴ অবচয় = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য-ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}} = \frac{৬০,০০০ - ১০,০০০}{৫} \times \frac{৬}{১২}$

$= \frac{৫০,০০০}{৫} \times \frac{৬}{১২}$

$= ১০০০ \times \frac{৬}{১২} = ৫০০০$ টাকা

∴ মোট পুঞ্জীভূত অবচয় = ৩৫,০০০ + ৫,০০০ = ৪০,০০০ টাকা

∴ বহিমূল্য = ক্রয়মূল্য - পুঞ্জীভূত অবচয়
= ৬০,০০০ - ৪০,০০০ = ২০,০০০ টাকা

∴ লাভ = বিক্রয়মূল্য - বহিমূল্য
= ২২,০০০ - ২০,০০০
= ২,০০০ টাকা।

০৮. একটি পুরাতন গাড়ীর বিক্রয়মূল্য ২,২০,০০০ টাকা, যার জমাকৃত অবচয় ৮০,০০০ টাকা। বিক্রয়জনিত ক্ষতি ২০,০০০ টাকা হলে, গাড়ীটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: এখানে বহিঃমূল্য = বিক্রয়মূল্য + বিক্রয়জনিত ক্ষতি
= ২,২০,০০০ + ২০,০০০ = ২,৪০,০০০ টাকা

∴ ক্রয়মূল্য = বহিঃমূল্য + জমাকৃত অবচয়
= ২,৪০,০০০ + ৮০,০০০ = ৩,২০,০০০ টাকা

০৯. একটি আসবাবপত্রের ক্রয়মূল্য ৩,৫০০ টাকা, অবচয়ের হার, ১০% (সরলরৈখিA., এবং পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ২,১০০ টাকা হলে, আসবাবপত্রটি কেনা হয়েছিল-

সমাধান: আসবাবপত্রটির বার্ষিক অবচয় = অবচয়যোগ্য মূল্য × অবচয়ের হার
= ৩,৫০০×১০%
= ৩৫০

∴ মোট ব্যবহৃত বছর = পুঞ্জীভূত অবচয় ÷ বার্ষিক অবচয়
= ২,১০০ ÷৩৫০
= ৬ বছর

১০. একটি পুরাতন গাড়ীর বিক্রয়মূল্য ২,২০,০০০ টাকা, যার জমাকৃত অবচয় ৮০,০০০ টাকা। বিক্রয়জনিত ক্ষতি ২০,০০০ টাকা হলে, গাড়ীটির ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: এখানে বহিঃমূল্য = বিক্রয়মূল্য + বিক্রয়জনিত ক্ষতি
= ২,২০,০০০ + ২০,০০০
= ২,৪০,০০০ টাক

∴ ক্রয়মূল্য = বহিঃমূল্য + জমাকৃত অবচয়
= ২,৪০,০০০ + ৮০,০০০
= ৩,২০,০০০ টাকা

১১. ফিনটেন কোম্পানি ৪,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি সরঞ্জাম ১ জানুয়ারি, ২০২০ সালে ক্রয় করে। সরঞ্জামটির অবশিষ্ট মূল্য ৪০,০০০ টাকা এবং আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর। যদি অবচয়ের সরলরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সালে সরঞ্জামটির পুঞ্জীভূত অবচয় কত হবে?

সমাধান: বার্ষিক অবচয় = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য - অবশিষ্ট মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$

$= \frac{৪০০০০০-৪০০০০}{৫} = \frac{৩৬০০০০}{৫} = ৭২,০০০$

১লা জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২ বছরের অবচয় ধরতে হবে। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয় সমান।

∴ পুঞ্জীভূত অবচয় = ৭২,০০০ × ২ = ১,৪৪,০০০ টাকা।

CamScanner

টপিক ২ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি

- যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে কম পরিমানে অবচয় ধার্য করা হয় তাকে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি বলে।
- ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে,স্থায়ী সম্পত্তির অনুমতি আয়ুষ্কালের প্রথম দিকে বেশি পরিমাণে অবচয় ধার্য করা হয়, যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
- ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ব্যয়ের সময় ভ্যাবশেষ মূল্য বাদ দিতে হয় না।
- ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে প্রতি বছর বহিমূল্যের বা অবলিখিত মূল্যের উপর অবচয় ধরা হয়। স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের প্রথম বছরে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা অর্জনমূল্য হবে সম্পত্তির বহিমূল্য। তবে, পরবর্তী বছরসমূহে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য হতে পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমান বাদ দিয়ে বহিমূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং উক্ত বহিমূল্যের সাথে অবচয় হার গুন করে অবচয় নির্ণয় করতে হবে।

■ **ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সূত্র**

১. বহিমূল্য বা অবলিখিত মূল্য = ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য-পুঞ্জিভূত অবচয়

২. অবচয়=বহিমূল্য /অবলিখিত মূল্য× অবচয়ের হার

- আধুনিক নিয়মে, ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বৈতহ্রাসমান জের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় হারের দ্বিগুন হারে অবচয় ধার্য করতে হয়। শুধু অবচয়ের হার নির্ণয় করার সূত্রে ভিন্নতা দেখা গেলেও ক্রমহ্রাসমান এবং দ্বৈতহ্রাসমান জের পদ্ধতির অন্যান্য সকল সূত্র একই নিয়মে করতে হবে।

১. দ্বৈত হ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের হার $=(\frac{১}{\text{আয়ুষ্কাল}} \times 100) \times 2$

■ **একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা। চার বছর পর ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ৩,১২৫ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয়ের হার কত হবে?**

ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয়ের হার $= \frac{১০০ \times ২}{n}$

$= \frac{২০০০}{৪}$

$= ৫০\%$

■ **নোমান কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০২২ সালে একটি সরঞ্জাম ক্রয় করে। সরঞ্জামটির ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা, আয়ুষ্কাল ৮ বছর এবং অবশিষ্ট মূল্য ৮,০০০ টাকা। ২০২৩ সালে দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে সরঞ্জামটির অবচয়–**

অবচয়ের হার $= \frac{২০০}{৮} \times ১০০\%$

$= ২৫\%$

১ম বছরের অবচয় = ৬০,০০০ × ২৫%

= ১৫,০০০

১ম বছর পর বহিমূল = ৬০,০০০ - ১৫,০০০

= ৪৫,০০০

∴ ২য় বছরের অবচয় = ৪৫,০০০ × ২৫%

= ১১,২৫০

■ **১ লা এপ্রিল ২০১৫ ইসু লি. এর বইতে যন্ত্রপাতি হিসেবে ডেবিট জের ৬০,০০০ টাকা। ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ যন্ত্রপাতিটি ৩০,০০০ টাকা বিক্রি হয়। কোম্পানি বার্ষিক ২০% হারে ক্রম-হ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় হিসাব করে। বিক্রয় জনিত লাভ/ক্ষতি হবে-**

১ লা এপ্রিল থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের অবচয় = (৬০,০০০×২০%)

= ৬,০০০ টাকা

বহিঃমূল্য = (যন্ত্রপাতির মূল্য - পুঞ্জীভূত অবচয়)

= ৬০,০০০-৬০০০

= ৫৪০০০ টাকা

বিক্রয় জনিত লাভ/ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য - বহিঃমূল্য

= ৩০,০০০- ৫৪,০০০

= -২৪০০০ টাকা

সুতরাং ক্ষতি হয়েছে ২৪,০০০ টাকা

টপিক ২ উৎপাদন একক পদ্ধতি

- যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং বার্ষিক উৎপাদন একক এর উপর ভিত্তি করে অবচয় ধার্য করা হয় তাকে উৎপাদন একক পদ্ধতি বলে।
- উৎপাদন একক পদ্ধতিতে সময়ের উপর ভিত্তি করে অবচয় ধার্য করা হয় না। তাই এক্ষেত্রে আনুমানিক আয়ুষ্কাল বিবেচনা করা হয় না এবং বার্ষিক অবচয়ের হার ব্যবহার করা হয় না।
- এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির আয়ুষ্কালের উপর নয়, সম্পত্তির ব্যবহার বা কার্যকারীতা উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।
- উৎপাদন একক পদ্ধতিকে কার্যকারিতার একক পদ্ধতি বা ঘন্টা হার পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়।
- উৎপাদন একক পদ্ধতিতে মিলকরণ নীতির যথাযথ প্রয়োগ হয়।

■ **উৎপাদন একক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সূত্রঃ**

১. নির্দিষ্ট বছরের অবচয়

$= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদন একক}} \times$ নির্দিষ্ট বছরের উৎপাদন একক

আবার,

২. নির্দিষ্ট বছরের অবচয় = একক প্রতি অবচয়×নির্দিষ্ট বছরের উৎপাদন একক

৩. একক প্রতি অবচয় $= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদন একক}}$

টপিক ২ গাণিতিক সমস্যা

০১. **১ জুন ২০১৮ তারিখে একটি মেশিন ক্রয় করা হয় ১৬০০০০০ টাকায়, যার ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারন হয় ১০০০০০ টাকা মেশিনটির আনুমানিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা হলো ১০০০০০ একক, যদি ২০১৮ সালে মেশিনটি ১৫০০০ একক পণ্য উৎপাদন করে তবে একক প্রতি অবচয় কত?**

সমাধান একক প্রতি অবচয় $= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদন একক}}$

একক প্রতি অবচয় $= \frac{১৫,০০,০০০}{১,০০,০০০} = ১৫$

০২. **১ জানুয়ারী ২০১৫ সালে একটি মেশিন ক্রয় করা হয় ৮,০০,০০০ টাকা দিয়ে যার পরিবহন খরচ ১,৫০,০০০ টাকা এবং সংস্থাপন মজুরী ৫০,০০০ টাকা। মেশিনটির ভগ্নাবশেষ মূল্য ৪০,০০০ টাকা। মেশিনটির আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,২০,০০০ একক। এ বছরে মেশিনটি ১৫,০০০ একক পণ্য উৎপাদন করে। ২০১৫ সালে অবচয়ের পরিমান কত?**

সমাধান একক প্রতি অবচয় $= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{আনুমানিক মোট উৎপাদন একক}}$

একক প্রতি অবচয় $= \frac{৯,৬০,০০০}{১,২০,০০০} = ৮$ টাকা

নির্দিষ্ট বছরের অবচয় = একক প্রতি অবচয়×নির্দিষ্ট বছরের উৎপাদন একক

= ৮ × ১০,০০০

= ৮০,০০০ টাকা

CS CamScanner

বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি

টপিক ২

- যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির আনুমানিক আয়ুষ্কালের বছর সংখ্যার সমষ্টি এবং অবশিষ্ট বছর এর উপর ভিত্তি করে অবচয় ধার্য করা হয় তাকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি বলে।
- ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতিতে সম্পত্তির আয়ুষ্কালের প্রথম দিকে বেশি পরিমাণে অবচয় দেখানো হয়।
- এই পদ্ধতিতে অবচয় কি নির্ণয়ের সময় অবচয়যোগ্য মূল্যকে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে অবশিষ্ট বছর দ্বারা গুন করলে নির্দিষ্ট বছরের অবচয় পাওয়া যায়।

গাণিতিক সমস্যা

টপিক ২

- একটি যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা। ব্যবহারিক জীবনকাল ১০ বছর। ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫,০০০ টাকা। **Sum-of-years-digit** পদ্ধতি ব্যবহার করলে ৭ম বর্ষের অপচয়ের পরিমাণ কত হবে?

সমাধান Sum f years' digit (বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি) পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$\text{অবচয়} = \text{অবচয়যোগ্য মূল} \times \frac{\text{অবশিষ্ট বছর}}{\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি}}$$

এক্ষেত্রে, $\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{N(N+1)}{2}$ এবং

অবশিষ্ট বছর = N − T + 1 [n আয়ুষ্কাল, t = সময় (যত বছর ব্যবহৃত হয়েছে)]

প্রশ্নানুসারে, অবচয়যোগ্য মূল = ৬০,০০০ − ৫,০০০

= ৫৫,০০০

$$\text{বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি} = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$= \frac{১০ (১০ + ১)}{২} = ৫৫$$

এবং অবশিষ্ট বছর = N − T + 1

= ১০ − ৭ + ১

= ৪

$$\therefore \text{৭ম বছরের অবচয়} = ৫৫,০০০ \times \frac{৪}{৫৫}$$

= ৪,০০০

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ৫০০০ টাকা এবং এর **Accumulated Depreciation** 3000 টাকা। যদি ২০% হারে অবচয় এবং **Residual value** ৫০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে এ বছরের অবচয় কত হবে, যদি **Reducing balance method** ব্যবহৃত হয়? **[NU- Business: 2013-14]**
    A. ৬০০ টাকা B. ২০০০ টাকা
    C. ৩০০ টাকা D. ৪০০ টাকা **D**
02. প্রাণ কোম্পানি জানুয়ারি ১, ২০০৬ সালে ৪,০০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। যন্ত্রটির আনুমানিক জীবনকাল ৫ বৎসর ও অনুমিত অবশিষ্ট মূল্য ১০,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ডিসেম্বর ৩১, ২০০৮ সালে পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ কত হবে? **[NU- Business: 2012-13]**
    A. ৮০,০০০ টাকা B. ২,৪০,০০০ টাকা
    C. ২,৩৪,০০০ টাকা D. ১,৬৬,০০০ টাকা **C**
03. ABC কোম্পানি ১-১-২০১০ তারিখে একটি মেশিন ক্রয় করে এবং ১০% ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে। ৩১-১২-২০১২ তারিখে মেশিনের অবচয় ৮১০০ টাকা ধার্য করা হলো। মেশিনটির ক্রয়মূল্য কত? **[NU- Business: 2012-13]**
    A. ১,০০,০০০ টাকা B. ১,১০,০০০ টাকা
    C. ১,২০,০০০ টাকা D. ৯০,০০০ টাকা **A**
04. ৪৫,০০০ টাকায় একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে, যন্ত্রপাতির পরিবহণ ব্যয় ২,১০০ টাকা ও স্থাপন খরচ ৬,০০০ টাকা। যন্ত্রটির আনুমানিক জীবনকাল ৫ বৎসর ও অনুমিত অবশিষ্ট মূল্য ৯,০০০ টাকা হলে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বাৎসরিক অবচয় হবে: **[NU- Business: 2011-12]**
    A. ১০,৬২০ টাকা B. ৮,৮২০ টাকা
    C. ৭,৩৮০ টাকা D. ৭,২০০ টাকা **B**
05. অবচয় পদ্ধতি নির্ণয় করা হয় নিচের কোন নীতির কারণে? **[NU- Business: 2009-10]**
    A. ক্রয়মূল্য নীতি
    B. ব্যয় সংক্রান্ত নীতি
    C. ব্যবসায় চলমান নীতি
    D. রক্ষণশীলতা **D**
06. ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে একটি আসবাবের অবচয় ধরতে হবে যার ক্রয়মূল্য ৪,০০০ টাকা ও অবচয়ের হার বার্ষিক ৫%। চতুর্থ বছরের শেষে জমাকৃত অবচয় ও আসবাবের অবলিখিত মূল্য হবে যথাক্রমে− **[NU- Business: 2005-06]**
    A. ৯০৪.৮৭ টাকা B. ৭৪১.৯৭ টাকা
    C. ৮০০ টাকা D. ৫৭০ টাকা **B**
07. সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করার সময় কোনটি বিবেচিত হয় না? **[NU- Business: 2005-06]**
    A. বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির সূচক
    B. সম্পত্তির আনুমানিক নিঃশেষিত মূল্য
    C. সম্পত্তির ক্রয়মূল্য
    D. সম্পত্তির আনুমানিক কার্যকাল **A**
08. আহমদ লিমিটেড ১.১.২০০০ তারিখে একটি মেশিন ক্রয় করে এবং এবং ১০% ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে। ৩১.১২.২০০৩ তারিখে মেশিনের অবচয় ১৪,৫৮০ টাকা ধার্য করা হল, মেশিনটির ক্রিয়মূল্য কত? **[NU- Business: 2003-04]**
    A. ৩,০৪,৮৩১ টাকা B. ২৭,৪,৩৪৮ টাকা
    C. ২,০০,০০০ টাকা D. ৩,৩৪,৭০১ টাকা **C**
09. হিসাবরক্ষক জমির উপর অবচয় ধার্য করেন না, কারণ- **[NU- Business: 2003-04]**
    A. জমির মূল্য সাধারণত বৃদ্ধি পায়
    B. জমির ও দালানকোঠা প্রায়শই একত্রে থাকে
    C. প্রকৃতপক্ষে জমির কোন ব্যবহার হয় না
    D. ওয়ান ব্যাংক **A**
10. হিসাবরক্ষক জমির উপর অবচয় ধার্য করেন না, কারণ- **[NU- Business: 2003-04]**
    A. জমির মূল্য সাধারণত বৃদ্ধি পায়
    B. জমি ও দালানকোঠা প্রায়শই একত্রে থাকে
    C. প্রকৃতপক্ষে জমির কোন ব্যবহার হয় না
    D. জমির অবচয় ধার্য করার কোন সূত্র বা পদ্ধতি নেই **A**
11. হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অবচয় নির্ধারণের সময় তিনটি মৌলিক বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এগুলো হলো- **[NU- Business: 2002-03]**
    A. ব্যয়, অবচয় পদ্ধতি এবং ব্যবহারকাল
    B. ব্যয়, ব্যবহারকাল এবং অবশিষ্ট মূল্য
    C. উৎপাদন একক, অবচয় পদ্ধতি এবং ব্যয়
    D. কোনটিই প্রযোজ্য নয় **A**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. নিচের কোন বর্ণনা স্থায়ী সম্পদের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে?
    A. স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় ব্যবসা করার জন্য।
    B. স্থায়ী সম্পদ হচ্ছে ব্যবসা করার জন্য ক্রয়কৃত ব্যয়বহুল দ্রব্য।
    C. স্থায়ী সম্পদ হচ্ছে এমন দ্রব্য যার ভবিষ্যতে কোনো প্রকার আর্থিক মূল্য থাকে না।
    D. স্থায়ী সম্পদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয় এবং ভবিষ্যতে যার আর্থিক মূল্য থাকে এবং যা বিশেষ করে পুনঃ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় না।

D **Explanation** Option D স্থায়ী সম্পদের সঠিক ব্যাখ্যা বহন করে।

CamScanner

02. চার বছর পূর্বে ঝিলমিল ট্রেডার্স ৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে, যার ১০ বছর আয়ুষ্কাল এবং আয়ুশেষে আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫০,০০০ টাকা হবে। সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সরল-রৈখিক অবচয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে যদি এই সরঞ্জামটি ৩,০০,০০০ টাকার বিক্রয় করা হয় তা হলে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত হবে?

A. ৫০,০০০ টাকা ক্ষতি B. লাভ ক্ষতি কোনোটাই নয়
C. ২,০০,০০০ টাকা ক্ষতি D. ৭০,০০০ টাকা ক্ষতি

(A) Explanation/ বার্ষিক অবচয় = $\frac{(৫,৫০,০০০-৫০,০০০)}{১০}$
= ৫০,০০০ টাকা

∴ চার বছরের পুঞ্জিভূত অবচয় = ৫০,০০০ × ৪ = ২,০০,০০০ টাকা
∴ পুস্তকমূল্য = ৫,৫০,০০০ - ২,০০,০০০ টাকা = ৩,৫০,০০০ টাকা
∴ ক্ষতি = ৩,৫০,০০০ - ৩,০০,০০০= ৫০,০০০ টাকা

03. ৪ বছর পূর্বে রূপম ট্রেডার্স ১,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি যন্ত্র ক্রয় করে, যার আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫,০০০ টাকা অনুমান করা হয়। সেই থেকে এটিকে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। আজ এটি যদি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা যায়, তাহলে এ বিক্রয় থেকে কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

A. ক্ষতি ২৫,০০০ টাকা B. লাভ ৬,০০০ টাকা
C. লাভ ১১,০০০ টাকা D. ক্ষতি ১০,০০০

(B) Explanation/ অবচয়যোগ্য মূল্য = ক্রয়মূল্য–ভগ্নাবশেষ মূল্য
= (১,০০,০০০–৫,০০০) টাকা
= ৯৫,০০০ টাকা

বার্ষিক অবচয় = $\frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{মোট আয়ুষ্কাল}}$ = $\frac{৯৫০০০}{৫০০০}$ = ১৯,০০০ টাকা

৪ বছর পর পুঞ্জিভূত অবচয় = বার্ষিক অবচয় × ৪
= (১৯,০০০×৪) = ৭৬,০০০ টাকা।
পুস্তক মূল্য = ক্রয়মূল্য–পুঞ্জিভূত অবচয়
= (১,০০,০০০–৭৬,০০০) টাকা = ২৪,০০০ টাকা
যন্ত্র বিক্রয়ের মুনাফা = বিক্রয়মূল্য – পুস্তক মূল্য
= (৩০,০০০–২৪,০০০) টাকা = ৬,০০০ টাকা

04. কয়েক বছর আগে DTCL ট্রেডার্স ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে, যার ভগ্নাবশেষ মূল্য ধরা হয় ৫০,০০০ টাকা। বার্ষিক ১০% হারে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে অদ্যাবধি পুঞ্জীভূত অবচয় হয়েছে ২,২৫,০০০ টাকা। আজ যদি এটি ২,৫০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

A. ক্ষতি ৩,০০,০০০ টাকা B. ক্ষতি ২৫,০০০ টাকা
C. লাভ ২৫,০০০ টাকা D. লাভ ২,৭৫,০০০ টাকা

(B) Explanation/ আমরা জানি,
বহিঃমূল্য = ক্রয়মূল্য – পুঞ্জীভূত অবচয়
= (৫,০০,০০০ – ২,২৫,০০০) = ২৭,৫০০০ টাকা
যেহেতু বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্য থেকে কম হয়েছে তাই এটি ক্ষতি।
∴ ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য
= (২,৫০,০০০ – ২,৭৫,০০০) টাকা
ক্ষতি = ২৫,০০০ টাকা

05. কয়েক বছর পূর্বে ঝিলমিল ট্রেডার্স ৫,০০,০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে যার ভগ্নাবশেষ মূল্য ধরা হয় ৫০,০০০ টাকা। বার্ষিক ১০% হারে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে আজ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত অবচয় হয়েছে ২,২৫,০০০ টাকা। আজ এটি ২,৫০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

A. ক্ষতি ৩,০০,০০০ টাকা B. ক্ষতি ২৫,০০০ টাকা
C. লাভ ২৫,০০০ টাকা D. লাভ ২,৭৫,০০০ টাকা

(B) Explanation/
সরঞ্জামের বই মূল্য = (ক্রয়মূল্য-পুঞ্জীভূত অবচয়)
= (৫,০০,০০০-২,২৫,০০০)
= ২,৭৫,০০০টাকা
∴ এটি বিক্রয় করা হয় ২,৫০,০০০টাকায়।
আমরা জানি, বইমূল্য থেকে কম মূল্যে বিক্রয় করা হলে ক্ষতি হয়।
∴ ক্ষতি = (২,৭৫,০০০-২,৫০,০০০) টাকা
= ২৫,০০০টাকা।

06. চার বছর পূর্বে ঝিলমিল ট্রেডার্স ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে, যার ১০ বছর আয়ুষ্কাল হবে এবং সমাপ্ত বছরে আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য দাঁড়াবে ৫০,০০০ টাকা। এই সরঞ্জামটির ক্ষেত্রে সরলরৈখিক অবচয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে যদি এই সরঞ্জামটি ২,৫০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, তবে এইরূপ বিক্রয়ের কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

A. ক্ষতি ৫০,০০০ টাকা
B. লাভ-ক্ষতির কোনোটিই হবে না
C. ক্ষতি ৭০,০০০ টাকা
D. ক্ষতি ২,০০,০০ টাকা (C)

07. একটি যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ৭,০০,০০০ টাকা। ইহার পরিবহন খরচ ও সংস্থাপন ব্যয় যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা ২০,০০০ টাকা। যন্ত্রটির প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৪ বছর সহ ভ্যাগেশ মূল্য ৩৫,০০০ টাকা। যন্ত্রটির প্রথম বছরের অবচয় খরচ কত দাঁড়াবে; যদি অবচয় ধার্য করে ক্রমহ্রসমান উদ্বৃত্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?

A. ৩,৮৫,০০০ টাকা B. ১,৯২,৫০০ টাকা
C. ৯৬, ২৫০ টাকা D. ২,৮৫,০০০ টাকা

(A) Explanation/ এখানে কোম্পানির সম্পত্তি অর্জন মূল্য
= ক্রয়মূল্য + পরিবহন + সংস্থাপন ব্যয়
= ৭,০০,০০০ + ৫০,০০০ + ২০,০০০ = ৭,৭০,০০০ টাকা
অবচয়ের হার নির্ণয়ের আমেরিকান সূত্র হলো R = $\frac{100}{n}$ × ২
= $\frac{100}{4} \times 2$ = ৫০%
∴ ক্রমহ্রাসমান উদ্বৃত্তপদ্ধতিতে ১ম বছরের অবচয় = বছরের শুরুতে সম্পত্তির বইমূল্য × অবচয়ের হার = ৭০,০০০ × ৫০% = ৩,৮৫,০০০ টাকা।

08. চার বছর আগে কলাতিয়া ট্রেডার্স ১০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে, যার আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫,০০০ টাকা। তখন থেকেই এটি বার্ষিক ২০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হচ্ছে। আজ এটি ৩২,০০০ টাকা বিক্রয় করা গেলে কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে?

A. লাভ ৮,০০০ টাকা
B. লোকসান ৩,৯৬০ টাকা
C. লোকসান ৬,৯১২ টাকা
D. লোকসান ৮,৯৬০ টাকা

(D) Explanation/ ১ বছর শেষে বই মূল্য
= ১,০০,০০০-(১,০০,০০০×২০%)
= ১,০০,০০০-২০,০০০ = ৮০,০০০
২ বছর শেষে বই মূল্য = ৮০,০০০-(৮০,০০০×২০%)
= ৮০,০০০-১৬,০০০ = ৬৪,০০০
৩ বছর শেষে বই মূল্য = ৬৪,০০০-(৬৪,০০০×২০%)
= ৬৪,০০০-১২,৮০০ = ৫১,২০০
৪ বছর শেষে বই মূল্য = ৫১,২০০-(৫১,২০০×২০%)
= ৫১,২০০-১০,২৪০ = ৪০,৯৬০
যেহেতু বিক্রয়মূল্য বইমূল্যের চেয়ে কম, সেহেতু লোকসান হয়েছে।
(৪৬,৯৬০-৩২,০০০) = ৮,৯৬০টাকা।

CS CamScanner

9. অবচয় ধার্যের কোন পদ্ধতি সময়ের উপর নির্ভর করে না?

A. সরলরৈখিক পদ্ধতি B. বর্ষসংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি
C. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি D. উৎপাদনের একক পদ্ধতি

(D) Explanation/ উৎপাদনের একক পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে অবচয় নির্ধারণ করা হয়, সময়ের উপর ভিত্তি করে নয়। উৎপাদনের একক পদ্ধতি ছাড়া অবচয় ধার্যের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন: সরলরৈখিক পদ্ধতি, বর্ষসংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি, ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমাণ নির্ভর করে সময়ের উপর। অর্থাৎ উক্ত পদ্ধতি সমূহের ক্ষেত্রে সময় বাড়লে অবচয়ের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন একক পদ্ধতিতে সময় বাড়লেই অবচয়ের পরিমাণ বাড়ে না, উৎপাদনের একক বাড়লেই অবচয়ের পরিমাণ বাড়ে।

10. অবচয়ের জন্য সমন্বয় না করা হলে কোনটি সত্য হবে?

A. সম্পত্তি কম দেখাবে B. মালিকানা স্বত্ব কম দেখাবে
C. নিট মুনাফা কম দেখাবে D. ব্যয় কম দেখাবে

(D) Explanation/

সমন্বয় দফিলা	সমন্বয়ের প্রভাব	সমন্বয় করার ফলাফল
অবচয় ব্যয় হিসাব ডে: পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রে:	ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সম্পত্তি হ্রাস পায়	সম্পত্তি বেশি দেখানো হয় এবং ব্যয় কম দেখানো হয়। ব্যয় কম দেখানোর ফলে নিট লাভ বেশি হয় তাই মালিকানা স্বত্ব বেশি দেখানো হয়

11. একটি প্রতিষ্ঠান নগদ ৮০,০০০ টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করল। ভূ-সম্পত্তির দালালের কমিশন বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হলো। নতুন দালান নির্মাণের জন্য পুরনো দালান ভেঙে ফেলা হলো এবং এ বাবদ খরচ হলো ৭,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী, জমির মূল্য লিপিবদ্ধ করা হবে:

A. টা: ৮৭,০০০ B. টা: ৮০,০০০ C. টা: ৮৫,০০০ D. টা: ৯২,০০০

(D) Explanation/ ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ ক্রয় থেকে শুরু করে ঐ সম্পদ ব্যবহারের উপযোগী করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ ক্রয়মূল্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এখানে জমির ক্রয়মূল্যের সাথে কমিশন ও দালান ভাঙার খরচ যোগ করে জমির প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

∴ জমি = ক্রয়মূল্য + কমিশন + দালান ভাঙার খরচ

= ৮০,০০০ + ৫,০০০ + ৭,০০০ = ৯২,০০০ টাকা।

12. ২০০২ সালের ১লা জুলাই মানুন ২২,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে। যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা, আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং আনুমানিক ভগ্নাবশেষ মূল্য ১০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে পুঞ্জীভূত অবচয়ে হিসাবের জের ছিল ৩৫,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় লাভ বা ক্ষতি হবে-

A. লাভ ৩,০০০ টাকা B. লাভ ২,০০০ টাকা
C. ক্ষতি ৩,০০০ টাকা D. ক্ষতি ২,০০০ টাকা

(B) Explanation/ এখানে পুঞ্জীভূত অবচয় দেওয়া আছে ৩৫,০০০ টাকা নিয়মানুযায়ী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে বলে যন্ত্রপাতির উপর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের অবচয় ধরতে হবে।

$$\therefore \text{অবচয়} = \frac{\text{ক্রয়মূল্য-ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল}}$$

$$= \frac{৬০,০০০ - ১০,০০০}{৫} \times \frac{৬}{১২}$$

$$= \frac{৫০,০০০}{৫} \times \frac{৬}{১২}$$

$$= ১০০০০ \times \frac{৬}{১২} = ৫০০০ \text{ টাকা}$$

∴ মোট পুঞ্জীভূত অবচয় = ৩৫,০০০ + ৫,০০০

= ৪০,০০০ টাকা

∴ বহিমূল্য = ক্রয়মূল্য − পুঞ্জীভূত অবচয়

= ৬০,০০০ − ৪০,০০০

= ২০,০০০ টাকা

∴ লাভ = বিক্রয়মূল্য − বহিমূল্য

= ২২,০০০ − ২০,০০০

= ২,০০০ টাকা।

13. একটি যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৪,৫০,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ৩০,০০০ টাকা ও সংস্থাপন খরচ ১০,০০০ টাকা। আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৪ বছর এবং অবশিষ্ট মূল্য ৫০,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান দ্বিগুণ পদ্ধতিতে ২য় বছরের অবচয় কত?

A. ২,৪৫,০০০ টাকা B. ১,২২,৫০০ টাকা
C. ১,০৬,২৫০ টাকা D. ১,৫৮,৭০০ টাকা

(B) Explanation/

মোট ক্রয়মূল্য = (৪,৫০,০০০+৩০,০০০+১০,০০০)

$= ৪,৯০,০০০ \text{ অবচয় হার } \frac{২০০}{৪} = ৫০\%$

১ম বছরে অবচয় = (৪,৯০,০০০ × ৫০%) = ২,৪৫,০০০টাকা।

২য় বছরে অবচয় = (৪,৯০,০০০ − ২,৪৫,০০০) × ৫০%

= ১,২২,৫০০ টাকা।

14. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অবচয় কোন ধরনের সম্পত্তির উপর ধার্য করা হয়?

A. চলতি সম্পত্তি B. অলীক সম্পত্তি
C. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি D. স্থায়ী সম্পত্তি

(D) Explanation/ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তি যেমন = আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি।

15. একটি স্থায়ী সরঞ্জামের ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা। পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা। যদি সরঞ্জাম মাত্র ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, তবে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা হবে?

A. ৫,০০০ টাকা ক্ষতি
B. ১০,০০০ টাকা ক্ষতি
C. ১০,০০০ টাকা লাভ
D. ৫,০০০ টাকা লাভ

(D) Explanation/ সম্পত্তির বহিমূল্য = (সম্পদের ক্রয়মূল্য − পুঞ্জীভূত অবচয়)

= (৩০,০০০ − ১৫,০০০) টাকা

= ১৫,০০০ টাকা।

∴ সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ = (সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য − সম্পত্তির বহিমূল্য)

= (২০,০০০ − ১৫,০০০)

= ৫,০০০ টাকা।

16. একটি যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ৩ বছর পর মেশিনটির বহিমূল্য কত হবে?

A. ৭০,০০০ B. ৭২,৯০০
C. ৮৫,০০০ D. ৯০,০০০ (B)

17. যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা। স্থাপনা ব্যয় ১০,০০০ টাকা। বার্ষিক ২০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে দ্বিতীয় বছরের অবচয়ের পরিমাণ কত টাকা?

A. ১২,০০০
B. ১০,০০০
C. ৯,৬০০
D. ৮,০০০ (C)

18. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৮০,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ১,৫০০ টাকা, স্থাপন খরচ ৩,০০০ টাকা, বার্ষিক লাইসেন্স ফি ২,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে মেশিন হিসাবে কত টাকা ডেবিট করতে হবে?

A. ৮৪,৫০০ B. ৮৬,৫০০
C. ৮৫,০০০ D. ৮৩,০০০

(A) Explanation/ মেশিনের ক্রয়মূল্য = ৮০,০০০ + ১,৫০০ + ৩,০০০

= ৮৪,৫০০

19. ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে ৩০,০০০ টাকায় একটি যন্ত্র কেনা হয় যার কার্যকরি আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। ১৫% হারে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জমাকৃত অবচয় হিসাবের জের কত হবে?
A. প্রায় ৪,৫০০ টাকা B. প্রায় ৮,৩২৫ টাকা
C. প্রায় ১১,৫৭৬ টাকা D. প্রায় ১৪,৩৪০ টাকা

C Explanation জমাকৃত অবচয়/পুঞ্জিভূত অবচয় = ক্রয়মূল্য – বহিমূল্য
= ৩০,০০০ – ১৮,৪২৪
= ১১,৫৭৬

এখানে, বহিমূল্য (BV) $= C \times (1-R)^T$
= ৩০,০০০ × (১ – ০.১৫)^৩
= ১৮,৪২৪

20. একটি কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে একটি মেশিন ক্রয় করে ২০% হারে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে। মেশিনটির ভগ্নাবশেষ মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১০,০০০ টাকা। ২০১২ সালে মেশিনটির উপর ২০,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলে মেশিনটির ক্রয়মূল্য কত ছিল?
A. ১,১০,০০০ টাকা B. ২,০০,০০০ টাকা
C. ১,০০,০০০ টাকা D. ১,২০,০০০ টাকা

A Explanation অবচয় = অবচয়যোগ্য মূল্য × অবচয়ের হার
⇒ ২০,০০০ = অবচয়যোগ্য মূল × ২০% $\left(\frac{২০}{১০০}\right)$
⇒ অবচয়যোগ্য মূল্য = ২০,০০০ × $\frac{১০০}{২০}$
⇒ অবচয়যোগ্য মূল্য = ১,০০,০০০ টাকা।
∴ ক্রয়মূল্য = অবচয়যোগ্য মূল্য + ভগ্নাবশেষ মূল্য
= ১,০০,০০০ + ১০,০০০ = ১,১০,০০০ টাকা।

21. অবচয় নিরূপণে ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয় না নিচের কোন পদ্ধতিতে?
A. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি B. সরল রৈখিক পদ্ধতি
C. বর্ষ সমষ্টি পদ্ধতি D. A ও C উভয়

A Explanation
- ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয়- সরলরৈখিক পদ্ধতি, বর্ষসংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি ও উৎপাদন একক পদ্ধতিতে।
- ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয় না- ক্রমহ্রাসমান জের ও দ্বৈতহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে।
- সরলরৈখিক পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা হয় না।

22. রূপনগর ট্রেডার্স ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে যার ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা, স্থাপন খরচ ২,০০০ টাকা, পরিবহন খরচ ৮,০০০ টাকা এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ১,০০০ টাকা। বার্ষিক ১০% হারে অবচয় ধার্য করা হলে ২০১৭ এর ডিসেম্বর মাসে যন্ত্রপাতির বইমূল্য কত হবে?
A. ৭১,০০০ টাকা B. ৭০,০০০ টাকা
C. ৬৩,০০০ টাকা D. ৬৩,৯০০ টাকা

C Explanation যন্ত্রপাতির অর্জনমূল্য
= ৬০,০০০ + ২,০০০ + ৮,০০০ = ৭০,০০০ টাকা
∴ অবচয় = (৭০,০০০ × ১০%) = ৭,০০০ টাকা
∴ বহিমূল্য/পুস্তকমূল্য = ৭০,০০০ – ৭,০০০
= ৬৩,০০০ টাকা

23. সম্পত্তির ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় সঞ্চিতি বাদ দিলে কি পাওয়া যায়?
A. ক্রয়মূল্য B. ভগ্নাবশেষ মূল্য C. বাজার মূল্য D. বহিঃ মূল্য

D Explanation
- বহিঃমূল্য/পুস্তকমূল্য = ক্রয়মূল্য – অবচয় সঞ্চিতি/পুঞ্জীভূত অবচয়।
- ক্রয়মূল্য = বহিঃমূল্য + পুঞ্জীভূত অবচয়।
- পুঞ্জীভূত অবচয় = ক্রয়মূল্য – বহিঃমূল্য।

24. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৮১০,০০০। ৫ বছর পর ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ৩১২.৫। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয়ের হার হবে-
A. ২৫% B. ৩০% C. ৪০% D. ৫০%

C Explanation অবচয়ের হার নির্ণয়ের আমেরিকান সূত্র হলো:
$R = \frac{100}{N} \times 2 = \frac{100}{5} \times 2 = 40\%$
এখানে, R = অবচয়ের হার, N = আয়ুষ্কাল

25. অবচয় প্রক্রিয়া জড়িত -
A. মূল্য নিরূপণের সাথে B. ব্যয় বন্টনের সাথে
C. নগদ জমা করার সাথে D. মূল্যায়নের সাথে

B Explanation অবচয় হলো একটি ব্যয় বন্টন প্রক্রিয়া।
অবচয় হলো ব্যয় এবং পুঞ্জিভূত অবচয় হলো বিপরীত সম্পদ হিসাব।

26. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা। চার বছর পর ভগ্নাবশেষ মূল্য হবে ৩,১২৫ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয়ের হার কত হবে?
A. ২৫% B. ৪৫% C. ৫০% D. ৫৫%

C Explanation ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয়ের হার
$= \frac{১০০ \times ২}{n} = \frac{২০০০}{৪} = ৫০\%$

27. মুনাফা জাতীয় ব্যয়-
A. প্রাথমিক খরচাবলী B. যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্ক
C. মূলধনের উপর প্রদেয় সুদ D. নবায়ন খরচ

A Explanation মূলধনের সুদ প্রতিবছর মুনাফা থেকে প্রদান করা হয়।

28. সম্পত্তির অবচয় একটি-
A. নগদ লেনদেন B. অ-নগদ ও অদৃশ্যমান লেনদেন
C. অদৃশ্যমান লেনদেন D. অ-নগদ লেনদেন

B Explanation সম্পত্তির অবচয় একটি অনগদ এবং অদৃশ্যমান লেনদেন।
- সম্পত্তির আদি মূল্য অপেক্ষা বর্তমান মূল্য হ্রাস পেলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পায় তাই সম্পত্তি অবচয়।

29. একটি আসবাবপত্রের ক্রয়মূল্য ৩,৫০০ টাকা, অবচয়ের হার, ১০% (সরলরৈখিক) এবং পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ২,১০০ টাকা হলে, আসবাবপত্রটি কেনা হয়েছিল-
A. ২ বছর B. ৬ বছর C. ৪ বছর D. ৫ বছর

C Explanation আসবাবপত্রটির বার্ষিক অবচয়
= অবচয়যোগ্য মূল্য × অবচয়ের হার = ৩,৫০০×১০% = ৩৫০
∴ মোট ব্যবহৃত বছর = পুঞ্জীভূত অবচয় ÷ বার্ষিক অবচয়
= ২,১০০ ÷৩৫০ = ৬ বছর

30. অবচয় একটি -
A. অ-নগদ লেনদেন B. খরচ
C. অভ্যন্তরীণ লেনদেন D. সবগুলি

D Explanation অবচয় হলো অনগদ, আন্তঃলেনদেন ও অদৃশ্যমান লেনদেন।

31. শেয়ার লভ্যাংশ প্রদান করা হলে, ব্যবসায়ের-
A. সম্পদ B. নগদ টাকা
C. মোট মুনাফা D. শেয়ার প্রতি আয় কমে

B Explanation
- লভ্যাংশ প্রদান করা হলো⟶ পূর্বে সৃষ্ট দায় হ্রাস পায় এবং নগদ অর্থ হ্রাস পায়।
- জাবেদা ⟶ শেয়ার লভ্যাংশ হিসাব ডেবিট নগদান/ ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।

32. কোন খরচটির জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না?
A. বেতন B. বিমা প্রিমিয়াম C. ভাড়া D. অবলোপন

D Explanation অনগদ লেনদেন বলতে যেসব বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রমকে বুঝায় যা নগদ আন্তঃপ্রবাহ অথবা বহিঃপ্রবাহকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু মালিকানা স্বত্ব অথবা দীর্ঘমেয়াদী দায় এবং সম্পদের সাথে জড়িত থাকে। যেমন: অবচয়, অবলোপন, কুঋণ, কুঋণ সঞ্চিতি, দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি, পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি, শেয়ার বাট্টা/অবহার, নগদ বাট্টা ইত্যাদি।

CamScanner

33. একটি সম্পদের ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা, স্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা, ভগ্নাবশেষ মূল্য ৭,০০০ টাকা এবং আয়ুষ্কাল ১২ বছর। সরলরৈখিক অবচয় পদ্ধতিতে ৩ বছর পর সম্পদের বই মূল্য -

A. ৩৬,০০০ টাকা
B. ৪৩,০০০ টাকা
C. ৩৯,৫০০ টাকা
D. কোনটিই নয়

(B) Explanation

$$\text{বার্ষিক অবচয়} = \frac{\text{অবচয় যোগ্য মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$$

$$= \frac{\text{ক্রয়মূল্য + স্থাপন ব্যয় - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$$

$$= \frac{৫০,০০০ + ৫,০০০ - ৭,০০০}{১২} = \frac{৪৮,০০০}{১২}$$

= ৪,০০০ টাকা

৩ বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় = ৪,০০০ × ৩ = ১২,০০০ টাকা

∴ বহিমূল্য = সম্পদের মূল্য − পুঞ্জীভূত অবচয়

= ৫৫,০০০ − ১২,০০০ = ৪৩,০০০ টাকা

34. একটি পুরাতন গাড়ীর বিক্রয়মূল্য ২,২০,০০০ টাকা, যার জমাকৃত অবচয় ৮০,০০০ টাকা। বিক্রয়জনিত ক্ষতি ২০,০০০ টাকা হলে, গাড়ীটির ক্রয়মূল্য কত?

A. ২,৮০,০০০ টাকা
B. ৩,২০,০০০ টাকা
C. ১,৬০,০০০ টাকা
D. ৩,০০,০০০ টাকা

(B) Explanation

এখানে বহিঃমূল্য = বিক্রয়মূল্য + বিক্রয়জনিত ক্ষতি

= ২,২০,০০০ + ২০,০০০ = ২,৪০,০০০ টাক

∴ ক্রয়মূল্য = বহিঃমূল্য + জমাকৃত অবচয়

= ২,৪০,০০০ + ৮০,০০০ = ৩,২০,০০০ টাকা

35. অবচয় এক প্রকার -

A. মূল্যায়ন
B. ব্যয় বণ্টন
C. নগদ সঞ্চয়
D. মূল্য নিরূপণ প্রক্রিয়া

(B) Explanation অবচয় বলতে ব্যবহারজনিত কারণে সম্পত্তির মূল্য অবনতিকে বুঝায়। এটি একটি অনগদ সম্পদ, অবচয় হলো সম্পত্তি ব্যবহারের বার্ষিক চার্জ।

36. ১লা জুলাই ২০২০ সালে একটি মেশনের ৫০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় যার আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং অবশিষ্ট মূল্য ২,৫০০ টাকা। হিসাববর্ষ ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত হলে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে মেশিনটির ২০২০ সালে অবচয় — টাকা হবে।

A. ৫০,০০০
B. ২,৫০০
C. ৪,৭৫০
D. ২,৩৭৫

(D) Explanation মেশিনের অবচয় $= \frac{৫০,০০০ - ২,৫০০}{১০} \times \frac{৬}{১২}$

$= \frac{৪৭,৫০০}{১০} \times \frac{৬}{১২} = ২,৩৭৫$

37. এবিসি কোম্পানি একটি পুরাতন মেশিন বিনিময় করেছে যার বহি মূল্য ৩৯,০০০ টাকা এবং ন্যায্য বাজার মূল্য ছিল ৩৫,০০০ টাকা। নতুন মেশিনটির মূল্য হিসাবে পুরাতন মেশিনসহ অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা। পরিশোধ করা হয়েছে। এবিসি কোম্পানির বহিতে নতুন মেশিনটির মূল্য রেকর্ড হবে–

A. ৫০,০০০
B. ৪৫,০০০
C. ৪৯,০০০
D. ৪৬,০০০

(C) Explanation মেশিনের মূল্য = ৩৯,০০০ + ১০,০০০ = ৪৯,০০০

38. অবচয় ধার্য করা হয়–

A. সম্পদের মূল্য হ্রাস করতে
B. কর বোঝা হ্রাস করতে
C. সঠিক মুনাফা নির্ণয়ে
D. আয় বৃদ্ধিতে

(C) Explanation সঠিক মুনাফা নির্ণয়ে অবচয় ধার্য করা অত্যন্ত জরুরি।

39. একটি সম্পদের ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা, স্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা, ভগ্নাবশেষ মূল্য ৭,০০০ টাকা এবং আয়ুষ্কাল ১২ বছর। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ৩ বছর পর সম্পদের বহিঃমূল্য–

A. ৩৯,৫০০ টাকা
B. ১২,০০০ টাকা
C. ৪৩,০০০ টাকা
D. ৯,৫০০ টাকা

(C) Explanation

$$\text{সম্পত্তির অবচয়} = \frac{(৫০,০০০ + ৫,০০০) - ৭,০০০}{১২}$$

$$= \frac{৫৫০০ - ৭০০০}{১২} = \frac{৪৮০০০}{১২} = ৪,০০০$$

∴ ৩ বছরের অবচয় = ৪০০০ × ৩ = ১২,০০০

∴ ৩ বছর পর সম্পত্তির বহিঃ মূল্য = ৫৫০০০ - ১২০০০

= ৪৩,০০০

40. নোমান কোম্পানি ১ জানুয়ারি ২০২২ সালে একটি সরঞ্জাম ক্রয় করে। সরঞ্জামটির ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা, আয়ুষ্কাল ৮ বছর এবং অবশিষ্ট মূল্য ৮,০০০ টাকা। ২০২৩ সালে দ্বিগুণ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে সরঞ্জামটির অবচয়–

A. ১,৫০০ টাকা
B. ৬,৫০০ টাকা
C. ১১,২৫০ টাকা
D. ৬,৫৬২ টাকা

(C) Explanation অবচয়ের হার $= \frac{১০০}{৮} \times ১০০\% = ২৫\%$

১ম বছরের অবচয় ৬০,০০০ × ২৫% = ১৫,০০০

১ম বছর পর বহিমূল = ৬০,০০০ - ১৫,০০০ = ৪৫,০০০

∴ ২য় বছরের অবচয় = ৪৫,০০০ × ২৫% = ১১,২৫০

41. ফিনটেন কোম্পানি ৪,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি সরঞ্জাম ১ জানুয়ারি, ২০২০ সালে ক্রয় করে। সরঞ্জামটির অবশিষ্ট মূল্য ৪০,০০০ টাকা এবং আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর। যদি অবচয়ের সরলরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সালে সরঞ্জামটির পুঞ্জীভূত অবচয় কত হবে?

A. ৮০, ০০০ টাকা
B. ২, ১৬, ০০০ টাকা
C. ৭২, ০০০ টাকা
D. ১, ৪৪, ০০০ টাকা

(D) Explanation বার্ষিক অবচয় $= \frac{\text{ক্রয়মূল্য - অবশিষ্ট মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$

$= \frac{৪০০০০০- ৪০০০০}{৫} = \frac{৩৬০০০০}{৫} = ৭২,০০০$

১লা জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২ বছরের অবচয় ধরতে হবে। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয় সমান।

∴ পুঞ্জীভূত অবচয় = ৭২,০০০ × ২ = ১,৪৪,০০০ টাকা।

42. একটি সম্পত্তির উপর ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। ৩ বছর পর সম্পত্তির বহিঃমূল্য ৫১,০৩০ টাকা হলে সম্পত্তির ক্রয়মূল্য কত ছিল?

A. ৭০,০০০ টাকা
B. ৭৫,০০০ টাকা
C. ৭২,০০০ টাকা
D. কোনোটিই নয়

(A) Explanation ক্রয়মূল্য $= \frac{\text{বহিঃমূল্য}}{(১ - \text{অবচয় হার})^{\text{সময়কাল}}}$

$= \frac{51030}{(1-0.10)^3} = ৭০,০০০$ টাকা

43. হিসাব সময়ের শেষ দিনে, এবিসি কোম্পানি বাকিতে একটি মেশিনারি ক্রয় করে। এই লেনদেনটি প্রভাবিত করে-

A. শুধু আয় বিবরণীকে
B. শুধু স্থিতিপত্রকে
C. শুধু আয় বিবরণী এবং মালিকানা বিবরণীকে
D. আয় বিবরণী, মালিকানা বিবরণী এবং স্থিতিপত্রকে

(B) Explanation বাকিতে মেশিনারী ক্রয়ের প্রভাব-

মেশিনারী হিসাব ডেবিট → সম্পদ বৃদ্ধি

সরবারহকারী হিসাব ক্রেডিট → দায় বৃদ্ধি

স্থিতিপত্রে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ উক্ত লেনদেনটি শুধু স্থিতিপত্রকে প্রভাবিত করবে।

44. একটি সম্পত্তির উপর ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। ৩ বছর পর সম্পত্তিটির বহিঃমূল্য ৫১,০৩০ টাকা হলে সম্পত্তিটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?

A. ৭০,০০০ টাকা B. ৭২, ০০০ টাকাC. ৭৫,০০০ টাকা D. কোনটিই নয়

(A) Explanation বহিঃমূল্য থেকে ক্রয়মূল্য নির্ণয়ের সূত্র হলো-

ক্রয়মূল্য (c) $= \frac{BV}{(I-R)^T} = \frac{৫১০৩০}{(১\text{-}.১০)^৩}$ = ৭০,০০০ টাকা

এখানে, BV= Book Value, R= Rate of depreciation, T= Time

45. অবচয় প্রক্রিয়া হলো-

A.মূল্যায়ন B.নগদ তহবিল পুঞ্জিকরণ

C.ব্যয় বণ্টন D.কোনটিই নয়

(C) Explanation

- অবচয় বলতে ব্যবহার জনিত কারণে সম্পত্তির মূল্য অবনতিকে বুঝায়। হিসাববিজ্ঞানের মিলকরণ নীতি অনুসারে অবচয় ধার্য করা হয়।
- অবচয় হলো স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহারের বার্ষিক চার্জ।
- শুধুমাত্র বস্তুগত স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয়।
- অবচয় হলো ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য/ব্যয় বণ্টন প্রক্রিয়া।
- অবচয় একটি অনগদ, অস্পর্শনীয় ও অভ্যন্তরীণ লেনদেন।

46. একটি স্থায়ী সম্পদের অবচয় ১০% স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে ধার্য করা হয়। ১৫% হারে অবচয় ধার্য করলে বাৎসরিক অবচয়ের পার্থক্য ২৫০ টাকা। সম্পদের মূল্য ছিল-

A. ২,৫০০ টাকা B. ১,০০০ টাকা C. ৫,০০০ টাকা D. ২,৬০০ টাকা

(C) Explanation এখানে অবচয়ের হারের পার্থক্য হলো- (১৫-১০) = ৫

অর্থাৎ বার্ষিক অবচয়ের পার্থক্য ২৫০ টাকা হলো সম্পদের ১০০ ভাগের ৫ ভাগ।

এখন সম্পদের মূল্য $= \frac{২৫০}{৫} \times ১০০$ = ৫,০০০ টাকা

47. যন্ত্রপাতি ২,০০,০০০ টাকা, চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে ৫০,০০০ টাকার কলকজা ক্রয় করা হয় এবং হিসাবভুক্ত হয়েছে। উক্ত যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা মজুরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ১০% হারে যন্ত্রপাতির অবচয়-

A. ১৮,০০০ টাকা B. ২০,০০০ টাকা C. ২২,৫০০ টাকা D. ২৩,০০০ টাকা

(D) Explanation নতুন যন্ত্রপাতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে ক্রয় করা হয়েছে। সুতরাং ৬ মাসের অবচয় ধার্য করতে হবে

নতুন যন্ত্রপাতির মূল্য = ক্রয়মূল্য + সংস্থাপন ব্যয়

= ৫০,০০০ + ১০,০০০

∴ অবচয়ের পরিমাণ = ৬০,০০০

২,০০,০০০ টাকা উপর ১০% হারে ১ বছরের অবচয় = ২,০০০

৬০,০০০ " " ১০% " ৬ মাসের " = ৩,০০০

২৩,০০০

যন্ত্রপাতির অবচয় ২৩,০০০ টাকা

48. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ১লা জানুয়ারী ২০১২ তারিখে স্থায়ী সম্পদ ছিল ৫৫,৭৫০ টাকা। ঐ বছর ১লা জুলাই ১৮,৫০০ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হল। বাৎসরিক ১৫% অবচয় ধার্য করা হলে ঐ বছরের মোট অবচয়ের পরিমাণ-

A. ৮,৫৬২.৫০ টাকা B. ১১,১৩৭.৫০ টাকা

C. ৯,৭৫০ টাকা D. ৯,৯৫৫.৫০ টাকা

(C) Explanation ১ লা জানুয়ারী,

ক্রয়কৃত সম্পদের অবচয় = ৫৫৭৫০ × ১৫% = ৮৩৬২.৫

১লা জুলাই,

ক্রয়কৃত সম্পদের অবচয় $= (১৮৫০০ \times ১৫\% \times \frac{৬}{১২})$

মোট অবচয় = ৮৩৬২.৫ + ১৩৮৭.৫ = ৯৭৫০ টাকা

49. Diminishing Balance Method এ অবচয় হিসাব করা হয়-

A. Market Value এর উপর B. Cost Price এর উপর

C. Book Value এর উপর D. Scrap Value এর উপর

(C) Explanation Diminishing Balance Method/ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি

- প্রতিবছর সম্পদের বহিঃমূল্য (Book Value). বা অবলিখিত মূল্যের (Written Down Value). এর উপর অবচয় ধার্য হবে।
- প্রতি বছর অবচয় কমতে থাকে।
- ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচিত হয় না।
- অবচয় নির্ণয়ে অবচয়ের হার আবশ্যক।
- স্থায়ী সম্পদের অনুমিত আয়ুষ্কালের প্রথম দিকে বেশি পরিমাণে অবচয় ধার্য করতে হয়।

50. একটি কোম্পানি ২০,০০০/- টাকায় একটি গাড়ি ক্রয় করে চার (৪) বছর মেয়াদে অবচয় দেখানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। কোম্পানি মনে করে চার (৪) বছর পর গাড়িটির ১,০০০/- টাকায় বিক্রয় করা যাবে। Sum of the Years Digit (SYD) পদ্ধতিতে অবচয় হিসাব করা হলে তৃতীয় বছরের অবচয়ের পরিমাণ হবে ——।

A. ৩,৮০০/- B. ৬,০০০/- টাকা

C. ৫,৭০০/- টাকা D. ২,৩৭৫/- টাকা

(A) Explanation বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{n(n+১)}{২} = \frac{৪(৪+১)}{২} = ১০$

বার্ষিক অবচয় $= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য} \times \text{অবশিষ্ট বছর}}{\text{বর্ষসংখ্যা সমষ্টি}}$

$= \frac{(২০০০০ - ১০০০) \times ২}{১০}$ = ৩,৮০০ টাকা

51. একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বছরের শুরুতে ৫,০০,০০০/- টাকার পণ্যের সাথে ৪ বছর মেয়াদী একটি পানির ফিল্টার ক্রয় করে মোট ৫,২০,০০০/- টাকা পরিশোধ করল। বৎসরান্তে যাবতীয় পণ্য ৫,২০,০০০/- টাকায় বিক্রয় হলে তার লাভের পরিমাণ দাঁড়ায়-

A. ০/- টাকা B. ৫০০০/- টাকা

C. ১০,০০০/- টাকা D. ২০,০০০/- টাকা

(D) Explanation লাভ = বিক্রয়মূল্য − ক্রয়মূল্য

= ৫,২০,০০০ − ৫,০০,০০০ = ২০,০০০ টাকা

এখানে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হলো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা তাই শুধুমাত্র পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করে লাভ বের করতে হবে। পণ্যের সাথে ক্রয়ক্রীত পানির ফিল্টার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়নি। তাই লাভ নির্ণয়ে পানির ফিল্টারের মূল্য প্রভাবিত করবে না।

52. সম্পত্তির ক্রয় মূল্য পুঞ্জীভূত অবচয়ের পার্থক্যকে বলা হয়-

A. Marker Value B. Book Value

C. Cost Value D. Real Value

(B) Explanation সম্পত্তির ক্রয়মূল্য এবং পুঞ্জীভূত অবচয়ের পার্থক্যকে বই মূল্য/ বহিঃমূল্য/ পুস্তকমূল্য (Book Value). বলে।

অর্থাৎ, বহিঃমূল্য = ক্রয়মূল্য − পুঞ্জীভূত অবচয়।

53. শেষ হিসাব দিবসে Otto কোম্পানি ধারে $৯০০ মেশিন ক্রয় করে। এই লেনদেনটি প্রভাব ফেলবে-

A. আয়-ব্যয় বিবরণী, মারিকানা স্বত্ব বিবরণী ও স্থিতিপত্রে

B. শুধুমাত্র আয়-ব্যয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব-বিবরণীতে

C. শুধুমাত্র আয়-ব্যয় বিবরণীতে

D. শুধুমাত্র স্থিতিপত্রে

(D) Explanation ধারে মেশিন ক্রয়ের প্রভাব নিম্নরূপঃ

মেশিন হিসাব ডেঃ − সম্পদ বৃদ্ধি

প্রদেয় হিসাব/ পাওনাদার হিসাব ক্রেঃ − দায় বৃদ্ধি

অর্থাৎ, লেনদেনটি শুধুমাত্র স্থিতিপত্র/ উদ্বৃর্তপত্রে প্রভাব ফেলবে। ধারে মেশিন ক্রয়ের ফলে এক পক্ষ সম্পদ ও অপর পক্ষ দায় স্থিতিপত্রে সম্পদ, দায় ও মালিকানাস্বত্ব লিপিবদ্ধ হয়।

CS CamScanner

54. একটি কোম্পানি এপ্রিল ০১, ২০২০ তারিখ একটি যন্ত্র ক্রয় করে। এটির ক্রয়মূল্য \$৬০,০০০ প্রত্যাশিত জীবনকাল ৮ বছর ও ভগ্নাবশেষ মূল্য \$৮,০০০। দ্বিগুণ হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের অবচয় খরচ কত?

A. \$8,437.5 | B. \$7,312.5
C. \$7,147.84 | D. \$9,140.6

(D) Explanation দ্বৈতহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয়ের হার

$(R) = \frac{100}{n} \times 2 = \frac{100}{8} \times 2 = 25\%$

এপ্রিল ১, ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর ৯ মাস বা ২.৭৫ বছরের জন্য অবচয় ধার্য করতে হবে।

দ্বৈতহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় $= C \times R(1-R)^{t-1}$
$= 60000 \times 0.25(1-0.25)^{2.75-1}$
$= \$9.140.6$

55. নিচের কোন খরচটির জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না?

A. বেতন | B. ভাড়া
C. অগ্রিম প্রদত্ত বীমা | D. অবচয়

(D) Explanation অবচয় হলো আন্তঃলেনদেন, অনগদ এবং অদৃশ্যমান লেনদেন। অবচয়ের জন্য ব্যবসায়ের কোন প্রকার নগদ টাকা আদান-প্রদান করতে হয় না। আবার, বেতন, ভাড়া, অগ্রিম বিমা ও বিক্রয় কমিশন ইত্যাদি নগদ এবং বহিঃলেনদেনের উদাহরণ।

56. একটি কয়লাখনি কোন ধরনের সম্পত্তি?

A. স্থায়ী সম্পদ | B. চলতি সম্পদ
C. অলীক সম্পদ | D. ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ

(D) Explanation কয়লা খনি, বৃক্ষের কাণ্ড, তেলের খনি, গ্যাস ফিল্ড ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি।

57. নিচের কোনটি অলীক সম্পত্তি?

A. শেয়ার মূল্যের ছাড় | B. প্রাথমিক খরচ
C. কপিরাইট | D. A ও B

(D) Explanation

- অলীক/ কাল্পনিক/ ভুয়া/ অবাস্তব সম্পত্তির উদাহরণ:
  ১. স্পর্শনীয় অলকি সম্পত্তি: পুরাতন পরিত্যক্ত দালানকোঠা।
  ২. অস্পর্শনীয় অলীক সম্পত্তি: শেয়ার ও ঋণপত্রের বাট্টা, লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত, প্রাথমিক খরচাবলি, পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।
- বাস্তব সম্পত্তির উদাহরণ:
  ১. স্পর্শনীয় বাস্তব সম্পত্তি: যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি।
  ২. অস্পর্শনীয় বাস্তব সম্পত্তি: সুনাম, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি।

58. নিম্নের কোন অবচয় পদ্ধতিটি $R = N\sqrt{S/C}$ দ্বারা নির্ণয় করা হয়?

A. সরল রৈখিক পদ্ধতি | B. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
C. বর্ষ সংখ্যার যোগফল পদ্ধতি | D. বার্ষিক/সমকিস্তি পদ্ধতি

(B) Explanation ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয়ের জন্য $R = 1 - N\sqrt{\frac{SV}{C}}$ সূত্রটি ব্যবহৃত হয়। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করা হয় $\frac{1}{n}$ দ্বারা এবং দ্বৈতহ্রাসমান পদ্ধতিতে $\frac{1}{N} \times 2$ ব্যবহৃত হয়।

59. একটি পুরাতন সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা। সম্পত্তিটির বিক্রয় থেকে অর্জিত আয় ৩,০০,০০০ টাকা এবং সম্পত্তির ক্রয় মূল্য ৬,০০,০০০ টাকা হলে উক্ত সম্পত্তির মোট অবচয়ের পরিমাণ হবে-

A. ১,০০,০০০ টাকা | B. ২,০০,০০০ টাকা
C. ৩,০০,০০০ টাকা | D. ৪,০০,০০০ টাকা

(D) Explanation সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ/ ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য - বহিঃমূল্য/ পুস্তক মূল্য

⇒ ৩,০০,০০০ = ৫,০০,০০০ - বহিঃমূল্য/পুস্তক মূল্য
⇒ বহিঃমূল্য/পুস্তক মূল্য = ৫,০০,০০০ - ৩,০০,০০০
⇒ বহিঃমূল্য/পুস্তক মূল্য = ২,০০,০০০ টাকা

আবার,
বহিঃমূল্য/পুস্তক মূল্য = সম্পত্তির ক্রয় মূল্য - অবচয়
⇒ ২,০০,০০০ = ৬,০০,০০০ - অবচয়
⇒ অবচয় = ৬,০০,০০০ - ২,০০,০০০
⇒ অবচয় = ৪,০০,০০০ টাকা

60. একটি আসবাবপত্রের ক্রয়মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং ৪ বছরের পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ করা হলে আসবাবপত্রটির আয়ুষ্কাল হবে -

A. ৫ বছর | B. ১০ বছর
C. ১৫ বছর | D. ২০ বছর

(D) Explanation সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রতি বছরের অবচয় সমান হয়, তাহলে-

$১ \text{ বছরের অবচয়} = \frac{\text{পুঞ্জীভূত অবচয়}}{\text{সময়}} = \frac{২০০০}{৪} = ৫,০০০ \text{ টাকা}$

সুতরাং সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় = ৫,০০০ টাকা

$\text{সম্পত্তির আয়ুষ্কাল} = \frac{\text{সম্পত্তির ক্রয়মূল্য}}{\text{বার্ষিক অবচয়}} = \frac{১,০০,০০০}{৫,০০০} = ২০ \text{ বছর}$

61. একটি পুরাতন সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য থেকে নিচের কোন মূল্য বাদ দিলে বিক্রিত সম্পত্তির ওপর অর্জিত আয় বের হবে-

A. ক্রয় মূল্য | B. বই মূল্য
C. বাজার মূল্য | D. নগদে প্রাপ্ত মূল্য

(B) Explanation বিক্রীত সম্পত্তির ওপর অর্জিত লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ঃ
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ = (বিক্রয়মূল্য - বহিমূল্য/ বইমূল্য)
সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি = (বহিমূল্য - বিক্রয়মূল্য)

62. একটি আসবাবপত্রের ক্রয়মূল্য ১৬,৮০০ টাকা। আসবাবপত্রটির আয়ুষ্কাল ৪ বছর। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে আসবাবপত্রটির পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ ৩৫০০ টাকা। আসবাবপত্রটি ব্যবহার হয়েছে-

A. এক বছর | B. দুই বছর | C. ছয় মাস | D. চার মাস

(D) Explanation সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় নির্ণয়:

$\frac{\text{ক্রয়মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}} = \frac{১৬৮০০}{৪} = ৪,২০০$

$\text{সুতরাং মাসিক অবচয়} = \frac{৪২০০}{১২} = ৩৫০ \text{ টাকা}$

সম্পত্তির উপর অবচয় ধরা হয়েছে (৩,৫০০ / ৩৫০)=১০ মাসের সুতরাং আসবাবপত্রটি ব্যবহার হয়েছে ১০মাস।

63. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ১,৮০,০০০ টাকা, মেশিনটির আয়ুষ্কাল ৬ বছর হলে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে এর বার্ষিক অবচয় কত হবে?

A. ৩৬,৬৬৭ | B. ৪০,০০০
C. ৩০,০০০ | D. ৩৫,০০০

(C) Explanation সরলরৈখিক পদ্ধতিতে মেশিনের বার্ষিক অবচয় নির্ণয়:

$\text{অবচয়} = \frac{\text{ক্রয়মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}} = \frac{১,৮০,০০০-০}{৬} = ৩০,০০০ \text{ টাকা}$

64. কোন পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করলে অবচয় ধার্যের প্রথম বছরের নিট মুনাফা সবচেয়ে কম হবে?

A. বর্ষসংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি | B. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
C. সরলরৈখিক পদ্ধতি | D. পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি

(B) Explanation প্রতি বছর সমান অবচয় ধার্য করার পদ্ধতিকে সরলরৈখিক বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে প্রতি বছর সমান অবচয় ধার্য করা হয়।

CamScanner

65. নিম্নোক্ত কোনটি অদৃশ্য সম্পদ?
A. প্রাথমিক খরচ
B. লাভ-লোকসানের হিসাবের ডেবিট জের
C. ট্রেডমার্ক
D. আসবাবপত্র

Ⓒ Explanation/ অদৃশ্যমান সম্পত্তি হলো যে সকল সম্পত্তির বাহ্যিক রূপ নেই অর্থাৎ দেখা যায় না তাদেরকে বোঝায়।

66. ১ লা এপ্রিল ২০১৫ ইসু লি. এর বইতে যন্ত্রপাতি হিসেবে ডেবিট জের ৬০,০০০ টাকা। ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ যন্ত্রপাতিটি ৩০,০০০ টাকা বিক্রি হয়। কোম্পানি বার্ষিক ২০% হারে ক্রম-হ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় হিসাব করে। বিক্রয় জনিত লাভ/ক্ষতি হবে-
A. ১৩,২০০ টাকা লাভ
B. ১৩,২০০ টাকা ক্ষতি
C. ৬,৮০০ টাকা লাভ
D. কোনটিই নয়

Ⓓ Explanation/ ১ লা এপ্রিল থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের অবচয় = (৬০,০০০×২০%) = ৬,০০০ টাকা
বহিঃমূল্য = (যন্ত্রপাতির মূল্য - পুঞ্জীভূত অবচয়)
= ৬০,০০০-৬০০০ = ৫৪০০০ টাকা
বিক্রয় জনিত লাভ/ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য - বহিঃমূল্য
= ৩০,০০০- ৫৪,০০০ = -২৪০০০ টাকা
সুতরাং ক্ষতি হয়েছে ২৪,০০০ টাকা

67. নিম্নোক্তের মধ্যে কোনটি অলীক সম্পদ নয়?
A. শেয়ার ইস্যুকরণ বাট্টা
B. প্রাথমিক খরচ
C. সুনাম লাভ
D. ক্ষতি হিসাবের ডেবিট জের

Ⓒ Explanation/ অলীক/ কাল্পনিক/ভুয়া সম্পত্তির উদাহরণঃ
১. স্পর্শনীয় অলীক সম্পত্তিঃ পুরাতন পরিত্যক্ত দালানকোঠা
২. অস্পর্শনীয় অলীক সম্পত্তিঃ শেয়ার ও ঋণপত্রের বাট্টা , লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবের ডেবিট উদ্ধৃতি, প্রাথমিক খরচাবলি, পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।
বাস্তব সম্পত্তির উদাহরণঃ
১. স্পর্শনীয় বাস্তব সম্পত্তিঃ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা,অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি।
২. অস্পর্শনীয় বাস্তব সম্পত্তিঃ সুনাম, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি।

68. একটি মেশিন ২,৭৫,০০০ টাকা ক্রয় করা হয়। এর উপর ক্রম হ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ১৫% হারে অবচয় ধার্য করা হলে ৫ম বছরের অবচয় কত হবে?
A. ২৯,৮০৩ টাকা B. ২৫,৩৩৩ টাকা C. ২১,৫৩৩ টাকা D. ১৮,৩০৩ টাকা

Ⓒ Explanation/ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে মেশিনের অবচয় নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত সূত্র-
$D = C \times (1 - R)^{T-1} \times R$
= ২,৭৫,০০০ $(১-০.১৫)^{৫-১} \times ০.১৫$
= ২১,৫৩২.৭৬ টাকা

69. ১-১-২০১৩ তারিখে একটি মেশিন ৮০,০০০ টাকায় কেনা হয়। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক ২৫% হারে অবচয় ধার্য কর হয়। ১-৭-২০১৫ তারিখে মেশিনটি ২৬,৫০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। এর বিক্রয় জনিত লাভ বা ক্ষতি কয়?
A. ১,৫০০ টাকা (লাভ)
B. ২,৫০০ টাকা (ক্ষতি)
C. ৩,৫০০ টাকা (লাভ)
D. ৩,৫০০ টাকা (ক্ষতি)

Ⓓ Explanation/ সরল রৈখিক পদ্ধতিতে প্রতি বছর অবচয়ের হার একই হয়।
বার্ষিক অবচয় = অবচয়যোগ্য মূল্য × অবচয় এর হার
বার্ষিক অবচয় = ৮০,০০০ × ২৫% = ২০,০০০
২.৫ বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় = ২০,০০০ × ২.৫ = ৫০,০০০
অতএব ২০১৫ সালের ১ জুলাই মেশিনটির অবলিখিত মূল্য
(৮০,০০০ - ৫০,০০০) = ৩০,০০০
প্রশ্নমতে মেশিনের বিক্রয় মূল্য ২৬,৫০০ টাকা
সুতরাং এই বিক্রির ফলে ক্ষতি হয়েছে (৩০,০০০-২৬,৫০০) = ৩,৫০০ টাকা

70. কোনটি অলীক সম্পত্তি নয়?
A. সুনাম
B. লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট জের
C. কপিরাইট
D. ব্যবসার চিহ্ন

Ⓑ Explanation/ অলীক / কাল্পনিক / ভুয়া সম্পত্তির উদাহরণ:
১. স্পর্শনীয় অলীক সম্পত্তিঃ পুরাতন পরিত্যক্ত দালানকোঠা
২. অস্পর্শনীয় অলীক সম্পত্তিঃ শেয়ার ও ঋণপত্রের বাট্টা, লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবের ডেবিট উদ্ধৃতি, প্রাথমিক খরচাবলি, পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।

71. স্পিনিং লি. ১লা জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে একটি যন্ত্রপাতি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে আমদানি করে এবং উক্ত যন্ত্রপাতি পরিবহন ও সংস্থাপনে ব্যয় হয় যথাক্রমে ৮০,০০০ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। কোম্পানিটি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করলে এবং উক্ত যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল ৬ বৎসর হলে যন্ত্রপাতিটির প্রথম বৎসরের অবচয় হবে-
A. ২ লক্ষ টাকা
B. ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
C. ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা
D. ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

Ⓐ Explanation/ সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর অবচয়ের পরিমাণ সমান এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয়। অবচয়যোগ্য মূল্য = ক্রয়মূল্য + পরিবহন খরচ + সংস্থাপন খরচ – ভগ্নাবশেষ মূল্য
এখানে ভগ্নাবশেষ মূল্য নেই-
(১০,০০,০০০ + ৮০,০০০ + ,১২০,০০০) = ১২০০,০০০
সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় = অবচয়যোগ্য মূল্য/ আয়ুষ্কাল
= (১২০০,০০০/৬) = ২০০,০০০

72. নিচের কোনটি অদৃশ্যমান সম্পদ নয়?
A. সুনাম B. ট্রেডমার্ক C. প্যাটেন্ট
D. সাধারত শেয়ার ইস্যুতর ক্ষেত্রে অবহার

Ⓓ Explanation/ যে সকল সম্পত্তির বস্তুগত অস্তিত্ব নেই কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য বহন করে তাকে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলে। যেমন: সুনাম, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ড নেইম, লাইসেন্স, ফ্রানসাইজ ইত্যাদি। বড় ধরনের খরচ বা ক্ষতিকে খরচ হিসাবে না দেখিয়ে সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হলে তাকে অলীক সম্পত্তি বলে।

PRIME TEST

01. নিচের কোনটি অলীক সম্পত্তি?
Ⓐ কপিরাইট Ⓑ ব্যবসায় চিহ্ন Ⓒ লাইসেন্সিং Ⓓ প্রাথমিক খরচ

02. একটি মেশিন ৪,০০,০০০ টাকা ক্রয় করে হয়েছে। ব্যবহারযোগ্য সময়ের শেষে মেশিনটির অবশিষ্ট মূল্য ক্রয়মূল্যের ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে মাসিক অবচয় ৭,৫০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বার্ষিক অবচয়ের হার কত?
Ⓐ ২২.৫% Ⓑ ২৫% Ⓒ ২০% Ⓓ ১০%

03. অবচয় সঞ্চিতি হচ্ছে-
Ⓐ একটি কন্ট্রা সম্পদ হিসাব
Ⓑ একটি খরচ হিসাব
Ⓒ একটি মালিকানা স্বত্ব হিসাব
Ⓓ একটি সম্পদ হিসাব

04. অবচয় কোনটি?
Ⓐ মূল্য নিরূপণ প্রক্রিয়া
Ⓑ ব্যয় বন্টন প্রক্রিয়া
Ⓒ ব্যয় পুঞ্জীভূতকরণ প্রক্রিয়া
Ⓓ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

05. গ্রন্থস্বত্ব ও পেটেন্ট-
Ⓐ স্পর্শনীয় সম্পত্তি
Ⓑ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি
Ⓒ চলতি সম্পত্তি
Ⓓ কাল্পনিক সম্পত্তি

06. একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ৩,২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি যন্ত্র ক্রয় করেছে। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ২৫% হারে অবচয় ধার্য করা হলে ২ বছর শেষে অবশিষ্ট ক্রয় মূল্য কত হবে?
Ⓐ ১,৬০,০০০ Ⓑ ২,৪০,০০০ Ⓒ ১,৮০,০০০ Ⓓ ১,৭০,০০০

07. বারাকা লিমিটেড ৫,০০,০০০.০০ টাকার একটি মেশিন ক্রয় করে। এর পরিবহন খরচ ২,০০০.০০ টাকা এবং সংস্থাপন খরচ ২০,০০০.০০ টাকা। মেশিনটি চালু করার আগে পরীক্ষার খরচ ১০,০০০.০০ টাকা। উক্ত মেশিনের লাইসেন্স ফি ৩,০০০.০০ টাকা এবং দুর্ঘটনা বীমা খরচ ২,০০০.০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে মেশিন হিসাবে কত টাকা ডেবিট করতে হবে?
Ⓐ ৫,২২,০০০.০০
Ⓑ ৫,৩২,০০০.০০
Ⓒ ৫,৩৫,০০০.০০
Ⓓ ৫,৩৭,০০০.০০

CS CamScanner

08. রেওয়ামিলে মেশিনের মূল্য এবং পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০,০০০.০০ টাকা ও ২০,০০০.০০ টাকা। চলতি বছরে অবচয়ের পরিমাণ ৮,৫০০.০০ টাকা হলে মেশিনের পুস্তকমূল্য কত টাকা?
Ⓐ ১৫,৫০০.০০ Ⓑ ২৫,৫০০.০০ Ⓒ ৩০,০০০.০০ Ⓓ ৪৫,৫০০.০০

09. কোন পদ্ধতিতে সময়ের ভিত্তিতে অবচয় নির্ণয় সম্ভব নয়?
Ⓐ উৎপাদন একক পদ্ধতি Ⓑ সরলরৈখিক পদ্ধতি
Ⓒ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি Ⓓ বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি

10. একটি যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৫,০০,০০০.০০ টাকা, পরিবহন খরচ ৫০,০০০.০০ টাকা এবং সংস্থাপন খরচ ৫০,০০০.০০ টাকা। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৪ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ৩৫,০০,০০০.০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে চতুর্থ বছরের অবচয় কত টাকা?
Ⓐ ৩৭,৫০০.০০ Ⓑ ৭৫,০০০.০০ Ⓒ ১,৫০,০০০.০০ Ⓓ ৩,০০,০০০.০০

11. কোন সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয়?
Ⓐ ভূমি Ⓑ কপিরাইট Ⓒ আসবাবপত্র Ⓓ ট্রেডমার্ক

12. স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ কখন হয়?
Ⓐ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য পুস্তকমূল্যের অধিক হলে
Ⓑ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য পুস্তকমূল্যের কম হলে
Ⓒ সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য পুস্তকমূল্যের সমান হলে
Ⓓ সম্পত্তির ক্রয়মূল্য পুস্তকমূল্যের কম হলে

13. যদি একটি গাড়ির বর্তমান মূল ১০০০০০ টাকা এবং ৫ বৎসর পরে গাড়িটির ভগ্নাবশেষ মূল্য ২০০০০০ টাকা হয়, তাহলে মাসিক অবচেয়ের মান হলো-
Ⓐ ১৬০০০.৩৩ টাকা Ⓑ ১৩৩৩.৩৩ টাকা
Ⓒ ২০০০০.৩৩ টাকা Ⓓ ১৭৩৩৩.৩৩ টাকা

14. অবচয় ধার্যের কোন পদ্ধতি সময়ের উপর নির্ভর করে না?
Ⓐ সরলরৈখিক Ⓑ বর্ষসংখ্যার সমষ্টি
Ⓒ ক্রমহ্রাসমান জের Ⓓ উৎপাদনের একক

15. বার্ষিক ১০% অবচয় হিসাবে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ২,০০০ টাকার সম্পদের ২য় বছরের অবচয়ের পরিমাণ কত টাকা?
Ⓐ ২০০ Ⓑ ১৮০ Ⓒ ১০০ Ⓓ ৯০

16. ৫,০০০ টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্যমানের এবং ১০ বছর আয়ুষ্কাল (সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয়) একটি মেশিন ২৫,০০০ টাকার ক্রয় করে ৫ বছর পরে ১৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে-
Ⓐ ৫,০০০ টাকা লাভ হবে Ⓑ ১০,০০০ টাকা ক্ষতি হবে
Ⓒ ৫,০০০ টাকা ক্ষতি হবে Ⓓ লাভ ক্ষতি কোনটাই হবে না

17. একটি যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ৬০,০০০ টাকা। ব্যবহারিক জীবনকাল ১০ বছর। ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫,০০০ টাকা। **Sum-of-years-digit** পদ্ধতি ব্যবহার করলে ৭ম বর্ষের অপচয়ের পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ৩,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০০ টাকা Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ৬,০০০ টাকা

18. একটি কোম্পানির নাম অথবা লোগো সম্পর্কিত বিষয়গুলো যে আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ প্যাটেন্ট Ⓑ ট্রেড মার্কস Ⓒ কপি রাইটস্ Ⓓ ট্রেড সিক্রেটস্

19. কোনটি অলীক সম্পত্তি নয়?
Ⓐ প্রাথমিক খরচ Ⓑ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন খরচ
Ⓒ বাট্টায় শেয়ার ইস্যু Ⓓ কপিরাইট

20. অবচয়ের কোন পদ্ধতি প্রথম বছরের সবচেয়ে কম দেখাবে?
Ⓐ সরলরৈখিক পদ্ধতি Ⓑ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি
Ⓒ বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি Ⓓ উৎপাদন একক

Answer Sheet

01.	D	02.	A	03.	A	04.	B	05.	B
06.	C	07	B	08.	B	09.	A	10.	A
11.	C	12.	A	13.	B	14.	D	15.	B
16.	D	17.	B	18.	B	19.	D	20.	A

অধ্যায় ১৪ প্রাপ্যসমূহ ও কু-ঋণ সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ কু-ঋণ ও কু-ঋণ সঞ্চিতি

- কু-ঋণ/অনাদায়ী পাওনাঃআধুনিক কারবার জগতে বেশিরভাগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধারে বা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। কারণ বাকিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি দেনাদারদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা যায় না। দেনাদারের আর্থিক সমস্যার কারণে প্রাপ্য হিসাবের কোন অংশ আদায়ের অযোগ্য হয়ে গেলে সেই অংশকে কু-ঋণ/অনাদায়ী পাওনা বলে। দেনাদারের যতটুকু অংশ অনাদেয় হয় ততটুকু অংশকে কু-ঋণ হিসাবে-গণ্য করে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- কু-ঋণ/অনাদায়ী পাওনা এক ধরনের পরিচালনা খরচ(বিক্রয় খরচ) যা নির্দেশ করে প্রকৃত আদায় অযোগ্য টাকার পরিমান।
- কু-ঋণ/অনাদায়ী পাওনা লিপিবদ্ধ করার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে যথা
  ১. সরাসরি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন
  ২. সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন

টপিক ২ কু-ঋণ সঞ্চিতি

- কু-ঋণ সঞ্চিতি/অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হলো ব্যবসায়ের সম্ভাব্য কু-ঋণ অনাদায়ী পাওনার জন্য সৃষ্টি ব্যবস্থা।
- কু-ঋণ সঞ্চিতি কোন মুনাফা জাতীয় সম্পত্তি নয় এটি হলো বিপরীত বা প্রতিসম্পদ
- কু-ঋণ সঞ্চিতি প্রকৃত হলো মুনাফার বিপরীতে চার্জ। কু-ঋণ সঞ্চিতিকে "সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি "এবং "অনাদেয় হিসাব বরাদ্দ" নামেও অভিহিত করা হয়।

টপিক ৩ সরাসরি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন

- যখন কোন দেনাদারের নিকট থেকে প্রাপ্য টাকা নিশ্চিতভাবে অনাদেয় (আদায়ের অযোগ্য) হয়ে যায়, ঠিক তখনই কু-ঋণ/অনাদায়ী পাওনা এর কারণে সংগঘঠিত ক্ষতি চার্জ করে কু-ঋণ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে সরাসরি অবলোপন পদ্ধতি বলে। সরাসরি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন করা হলে কু-ঋণ সঞ্চিতি/অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হয়না । এ পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন করা হলে সম্ভাব্য কু-ঋণকে বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ কু-ঋণ হওয়ার পূর্বে কু-ঋণ সংক্রান্ত কোন প্রকার দাখিলা দেওয়া হয় না।
- সরাসরি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কু-ঋণ হওয়ার পর কুঋ-ণ
  অবলোপনের জন্য জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয় ঃ
  কুঋণ খরচ হিসাব ডেবিট
  দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
- এ পদ্ধতিতে কোন কু ঋণ সঞ্চিতি রাখা হয় না
- এ পদ্ধতিতে কু-ঋণ খরচ একটি হিসাবকালে প্রকৃত আদায় অযোগ্য টাকার পরিমান নির্দেশ করে।
- সরাসরি কু-ঋণ অবলোপন পদ্ধতিতে কু-ঋণ খরচ অবলোপন করা যায় বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী ।
- সরাসরি পদ্ধতিতে কুঋণ অবলোপন করা হলে হিসাববিজ্ঞানের মিলকরণ নীতি ও রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতা ভঙ্গ করা হয়।

টপিক ৪ সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন

- দেনাদারদের নিকট থেকে প্রাপ্য টাকার কিছু অংশ ভবিষ্যতে অনাদেয়(আদায়ের অযোগ্য) হতে পারে, এমন সম্ভবনাকে বিবেচনা করে সন্দেহজনক দেনাদারের জন্য সঞ্চিতি বা বরাদ্দ সৃষ্টি করে কু-ঋণ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে সঞ্চিতি বা বরাদ্দ পদ্ধতি বলে।

- হিসাবকাল শেষে কু-ঋণের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা স্বরূপ কু-ঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করার জন্য জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয়ঃ
  কুঋণ খরচ হিসাব ডেবিট
  কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট
- কুঋণ সঞ্চিতি রাখা হয়ে থাকলে পরবর্তী হিসাবকালে কু-ঋণ হওয়ার পর কু-ঋণ অবলোপনের জন্য জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয়ঃ
  কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট
  দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
- পূর্বে অবলোপনকৃত কু-ঋণ পুনরুদ্ধার করা গেলে জাবেদা দেওয়া হয় :
  (i) দেনাদার হিসাব ডেবিট
  কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট
  (ii) নগদান হিসাব ডেবিট
  দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
- সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন ও পুনরুদ্ধারের পর নীট দেনাদার ও নীট লাভ একই থাকে।
- এই পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপন করা হলে হিসাববিজ্ঞানের মিলকরণ নীতি ও রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

টপিক ২ সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপনের ভিত্তি

- সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপনের ভিত্তি ২টি
  ১. সমাপনী দেনাদারের উপর শতকরা হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করণ ।
  ২. নিট ধারে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণ ।
- GAAP সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোকনের ২ টি ভিত্তিকেই সমর্থন করে।

১. সমাপনী দেনাদারের উপর শতকরা হার/প্রাপ্য হিসাবের উপর শতকরা হারঃ
- এই ভিত্তিকে উদ্বৃত্তপত্র পদ্ধতি বলা হয়।
- এই ভিত্তি রক্ষনশীলতার সীমাবদ্ধতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে (সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

২. নীট ধারে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারঃ
- এই ভিত্তিকে আয় বিবরনী পদ্ধতি বলা হয়।
- এই ভিত্তি মিলকরণ নীতির উপর গরুত্ব প্রদান করে (সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

টপিক ৩ গাণিতিক সমস্যা

- গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ছক:

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কু-ঋণ	***	কু-ঋণ সঞ্চিতি (প্রারম্ভিক জের)	***
সমাপণী জের	***	কু-ঋণ পুণরুদ্ধার	***
		হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ	***
	***		***

- সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কু-ঋণ অবলোপনের ভিত্তি ২টি
  ১. সমাপনী দেনাদারের উপর শতকরা হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করণ ।
  ২. নিট ধারে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণ ।

সূত্র:
- হিসাব কাল শেষে/ কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপণী জের
  = নীট দেনাদার × শতকরা হার
- হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ
  = নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার

১. একটি মাসের শেষে দেনাদারের জের ১,০০,০০০ টাকা। মাসের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতি দেনাদারের উপর ১০% হারে থাকতে হবে। মাসের প্রারম্ভে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের ছিল ৫,০০০ টাকা। মাসের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের কত হবে?

সমাধান মাসের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের = নীট দেনাদার × শতকরা হার
= ১,০০,০০০ × ১০%
= ১০,০০০ টাকা

২. C.P.M কোম্পানির বছরের শেষে দেনারের জের ১৫০০০০ টাকা বছরের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতি দেনাদারের উপর ১৫% হারে থাকতে হবে। বছরের শুরুতে কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমান ১০০০০ টাকা। বছর শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের কত?

সমাধান বছর শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের
= নীট দেনাদার × শতকরা হার
= ১,৫০,০০০ × ১৫%
= ২২,৫০০ টাকা

৩. ২০১৮ সালে ABC কোম্পানির নিট ধারে বিক্রয় ৪০০০০০ টাকা। জানুয়ারি ১, ২০১৮ তারিখে কু-ঋণ সঞ্চিতির ক্রেডিট জের ছিলো ৯০০০ টাকা ২০১৮ সালে কু-ঋণ অবলোকন করা হয় ১৫০০০ টাকা। বছর শেষে ৫% হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হলে লাভ ক্ষতিতে কত টাকা চার্জ করতে হবে?

সমাধান লাভ ক্ষতিতে কত টাকা চার্জ করতে হবে মানে হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ চাওয়া হয়েছে।

হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ = নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার
= ৪,০০,০০০ × ৫%
= ২০,০০০ টাকা

৫. ইউনিক লিমিটেড ২০১৭ সালে নিট ধারে বিক্রয় ২৫০০০০ টাকা। বছরের শুরুতে কু-ঋণ সঞ্চিতি জের ছিলো ৮০০০ টাকা। ২০১৭ সালে কু-ঋণ অবলোপন করা হয় ৫০০০ টাকা । বছরের শেষে ১০% হারে কুঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হলে । ডিসেম্বর ৩১ তারিখে আয় বিবরণীতে কত টাকা দেখানো হবে।

সমাধান আয় বিবরণীতে কত টাকা দেখানো হবে মানে হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ চাওয়া হয়েছে।

হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ = নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার
= ২,৫০,০০০ × ১০%
= ২৫,০০০ টাকা

৬. মনির লিমিটেডের ২০১৫ সালে ধারে বিক্রয়ের পরিমান ১০০০০০ টাকা। সারা বছরে কু-ঋণের পরিমান ১৬০০০। বছরের শুরুতে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের ছিলো ১০০০০ টাকা বছর শেষে ২০% হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হলে , কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের কত হবে?

সমাধান এখানে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের তাহলে সূত্র হবে
হিসাব কাল শেষে/ কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপণী জের
= নীট দেনাদার × শতকরা হার
কিন্তু প্রশ্নে নীট দেনাদার দেওয়া নেই তাই ছক ব্যবহার করতে হবে।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কু-ঋণ	১৬০০০	কু-ঋণ সঞ্চিতি (প্রারম্ভিক জের)	১০০০০
সমাপণী জের	১৪০০০		
		হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ (১০০০০০ × ২০%)	২০০০০
	৩০০০০		৩০০০০

এখানে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের হবে = ১৪০০০ টাকা

৭. একটি বছরের শেষে সিমিয়া লিমিটেডের প্রাপ্য হিসাবের জের ১২০০০০ টাকা। বছরের শুরুতে কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবের ক্রেডিট জের ছিলো ৬০০০ টাকা। উক্ত বছরে কু-ঋণ অবলোপন করা হয় ৯০০০ টাকা প্রাপ্য হিসাবের উপর ১০% কুঋণ সঞ্চিতি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত পরিমাণ কত?

সমাধান: এখানে সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত পরিমান মানে হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ চাওয়া হয়েছে।
এখানে কু হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ
= নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার
কিন্তু প্রশ্নে নিট ধারে বিক্রয় দেওয়া নেই তাই ছক ব্যবহার করতে হবে।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কু-ঋণ	৯০০০	কু-ঋণ সঞ্চিতি (প্রারম্ভিক জের)	৬০০০
সমাপনী জের (১২০০০০ × ১০%)	১২০০০	হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ	১৫০০০
	২১০০০		২১০০০

এখানে সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত পরিমান = ১৫০০০ টাকা

৮. শরফু লিমিটেডের ১ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমান ছিলো ১০০০০ টাকা। ২০০৯ সালে কু-ঋণ বাবদ অবলোপন করা হয় ১২০০০ টাকা। এবং পূর্বে অবলোপনকৃত কু-ঋণ পুনরুদ্ধার করা হয় ৩০০০ টাকা। ২০০৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেনাদার হিসাবের জের ছিল ১৫০০০০ টাকা দেনাদারের উপর ১০% কুঋণ সঞ্চিতি ব্যবস্থা করা হলে, লাভ-ক্ষতিতে হিসাবে কত টাকা চার্জ করতে হবে?

সমাধান: এখানে লাভ-ক্ষতিতে হিসাবে কত টাকা চার্জ করতে মানে হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ চাওয়া হয়েছে।
এখানে কু হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ
= নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার
কিন্তু প্রশ্নে নিট ধারে বিক্রয় দেওয়া নেই তাই ছক ব্যবহার করতে হবে।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কু-ঋণ	১২০০০	কু-ঋণ সঞ্চিতি (প্রারম্ভিক জের)	১০০০০
সমাপনী জের (১৫০০০০ × ১০%)	১৫০০০	পুণরুদ্ধার	৩০০০
		হিসাবকাল শেষে সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ	১৪০০০
	২৭০০০		২৭০০০

এখানে লাভ-ক্ষতিতে হিসাবে কত টাকা চার্জ করতে = ১৪০০০ টাকা

৯. যমিন লিমিটেডের কুঋণ সমন্বয় করার পূর্বে দেনাদারে পরিমান ছিলো ৮১০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমান ছিলো ২০০০ টাকা। কু-ঋণ হিসাবে গণ্য হয় ১০০০ টাকা। দেনাদারের উপর ৫% হারে কু-ঋণ এবং ২% হারে বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করা হলে, বাট্টা সঞ্চিতির পরিমান কত?

সমাধান: দেনাদার = ৮১০০০
- কু-ঋণ = ১০০০
= ৮০০০০
- নতুন কু-ঋণ (৮০০০০ × ৫%) = ৪০০০
নীট দেনাদরে = ৭৬০০০
অতএব বাট্টা সঞ্চিতির = (৭৬০০০ × ২%)
= ১৫২০ টাকা

বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

স্পেশাল টেস্ট

01. সন্দেহজনিত ঋণ সঞ্চিতি রাখা হয়— [NU- Business: 2014-15]
A. দেনাদার দেউলিয়া হলে B. দেনাদার মারা গেলে
C. কুঋণ হলে D. কুঋণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে (D)

02. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ১০,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা, দেনাদার থেকে প্রাপ্তি ২০,০০০ টাকা, দেনাদারের সমাপনী জের ৪,০০০ টাকা হলে, ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ কত? [NU- Business: 2013-14]
A. ২৮,০০০ টাকা B. ৮,০০০ টাকা C. ২৪,০০০ টাকা D. ১৬,০০০ টাকা (D)

03. পাওনাদারের প্রারম্ভিক জের ৫,০০০ টাকা, সমাপনী জের ৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা, পাওনাদারকে পরিশোধ ৯০,০০০ টাকা। ধারে ক্রয় কত? [NU- Business: 2012-13]
A. ১,০৩,০০০ টাকা B. ৯১,০০০ টাকা
C. ৯৯,০০০ টাকা D. ৯৩,০০০ টাকা (D)

04. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ৮,০০০ টাকা, ধারে বিক্রয় ৯০,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ৩,০০০ টাকা, কু-ঋণ ১২,০০০ টাকা, সম্ভাব্য কু-ঋণ (সঞ্চিতি) ৫,০০০ টাকা। দেনাদারের হিসাবে সমাপনী জের কত? [NU- Business: 2012-13]
A. ৮৩,০০০ টাকা B. ৭৮,০০০ টাকা
C. ৮৪,০০০ টাকা D. ৮৮,০০০ টাকা (D)

05. অনাদায়ী সঞ্চিতির প্রারম্ভিক বায় ৫,০০০ টাকা, নুতন সঞ্চিতি রাখা হলো ১২,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকার দেনাদার দেউলিয়া হলো বলে ধরা হলো, ১,০০০ টাকার দেনাদার থাকে দেউলিয়া ধরা হয়েছিল সে ঐ টাকা ফেরত দিয়েছে। সঞ্চিতি সমাপনী জের হবে- [NU- Business: 2009-10]
A. ১৫,০০০ টাকা B. ১৯,০০০ টাকা
C. ২১,০০০ টাকা D. ১৪,০০০ টাকা (D)

06. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ২,০০০ টাকা, বিক্রয় বইয়ের জের ২৫,০০০ টাকা, পাওয়া গেল ১৮,০০০ টাকা, দেরিতে টাকা পরিশোধের কারণে জরিমানা করা হলো ১,২০০ টাকা। বিক্রীত পণ্য ফেরত আসল ১,৪০০ টাকা, দেনাদার হিসাবের সমাপণী জের হবে- [NU- Business: 2009-10]
A. ১০,২০০ টাকা B. ৮,৮০০ টাকা C. ১১,৬০০ টাকা D. ৭,৬০০ টাকা (D)

07. বিবিধ দেনাদার হিসাবের জের ডেবিট ২০,০০০ টাকা; ক্রেডিট জের ১,৭৫,০০০ টাকা; সমাপনী জের ৭৫,০০০ টাকা হলে, প্রারম্ভিক জের কত? [NU- Business: 2005-06]
A. ১,৯৫,০০০ টাকা B. ২,৫০,০০০ টাকা
C. ৯৫,০০০ টাকা D. ২,৩০,০০০ টাকা (D)

08. বিবিধ দেনাদার ২৫,০০০ টাকা, পুরাতন কু-ঋণ ৮০০ টাকা, পুরাতন কু-ঋণ সঞ্চিতি ৬০০ টাকা, কু-ঋণ সঞ্চিতি আরও ৪০০ টাকা বাড়াতে হবে নতুন সঞ্চিতির পরিমাণ কত? [NU- Business: 2002-03]
A. ৮০০ টাকা B. ১,০০০ টাকা C. ১,৪০০ টাকা D. ১,০৫০ টাকা (B)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ২০২৩ সালে ১ জানুয়ারি দেনাদার হিসাবের জের ছিল ৪৯,০০০ টাকা। জানুয়ারি মাসের নগদান বহির সারসংক্ষেপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত মাসে দেনাদারের নিকট হতে ৪২,০০০ টাকা আদায় করা হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দেনাদারের জের ছিল ৯০,০০০ টাকা। ঐ মাসে ৪,০০০ টাকা কু-ঋণ অবলোপন করা হয়। ঐ মাসে নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৭,০০০। জানুয়ারি মাসে মোট বিক্রয় কত ছিল?
A. ১,০৯,০০০ টাকা B. ১,০৪,০০০ টাকা
C. ১,০০,০০০ টাকা D. ৯৬,০০০ টাকা

(B) Explanation/ ধারে বিক্রয় = সমাপনী দেনাদার + দেনাদারের নিকট হতে আদায় + কুঋণ অবলোপন – প্রারম্ভিক দেনাদার
= (৯০,০০০+৪২,০০০+৪,০০০–৪৯,০০০) টাকা= ৮৭,০০০ টাকা
মোট বিক্রয় = নগদ বিক্রয় + ধারে বিক্রয়
= (১৭,০০০+৮৭,০০০)টাকা= ১,০৪,০০০ টাকা

CS CamScanner

02. সানফ্লাওয়ার কোম্পানির দেনাদার হিসেবে সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিচে প্রদান করা হয়েছে: বিক্রয়ের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা; নগদ গ্রহণের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা; খদ্দেরকে বাট্টা প্রদানের পরিমাণ ২,০০০ টাকা; কুঋণের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। সমাপনী জের-এর পরিমাণ ৯৫,০০০ টাকা। ঐ বছরের শুরুতে দেনাদার হিসেবে কত টাকা প্রারম্ভিক জের ছিল?

A. ২৭,০০০ টাকা B. ১১,০০০ টাকা
C. ১৮,০০০ টাকা D. ১০,০০০ টাকা

03. ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গল মুদ্রণ লিমিটেডের দেনাদারের পরিমাণ ছিল ২,৫০,০০০ টাকা এবং কুঋণ সঞ্চিতির জের ছিল ১০,০০০ টাকা। সারা বছর নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫,০০,০০০ টাকা এবং দেনাদারদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ৪,৩০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে কুঋণ বাবদ অবলোপন করা হয় ২০,০০০ টাকা। বছর শেষে সমাপনী দেনাদারের উপর ৫% কুঋণ সঞ্চিতি করা হলে কুঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের কত হবে?

A. ৫,০০০ টাকা B. ১৫,০০০ টাকা
C. ১৬,০০০ টাকা D. ২৫,০০০ টাকা

(B) Explanation/ কুঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের = সমাপনী দেনাদার × হার
= ৩,০০,০০০ × ৫% = ১৫,০০০ টাকা
এখানে সমাপনী দেনাদার:
প্রারম্ভিক দেনাদার + নিট ধারে বিক্রয় - দেনাদার হতে আদায় -কুঋণ অবলোপন
= ২,৫০,০০০ + ৫,০০,০০০ - ৪,৩০,০০০ - ২০,০০০
= ৩,০০,০০০ টাকা

04. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট ৩,০০০ টাকা এবং দেনাদার ক্রেডিট ৩,০০০ টাকা। এই দাখিলা কেন প্রদান করা হয়?

A. অনাদায়ী পাওনা পুনরুদ্ধার করার জন্য
B. অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করার জন্য
C. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব বন্ধ করার জন্য
D. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বৃদ্ধি করার জন্য

(B) Explanation/ সঞ্চিতি/বরাদ্দ পদ্ধতিতে, কুঋণ সঞ্চিতি রাখা হয়ে থাকলে পরবর্তী হিসাবকালে কুঋণ হওয়ার পর কুঋণ অবলোপনের জন্য জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয়। নিম্নরূপ:
দেওয়া হয়। নিম্নরূপ:
কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট
দেনাদার হিসাব ক্রেডিট

05. একটি মাসের নিট বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতি নিট বিক্রয়ের উপর ২.৫% হারে থাকতে হবে। মাসের প্রারম্ভে কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট জের ছিল। ১৫,০০০ টাকা। মাসের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের কত হবে?

A. ১৫,০০০ টাকা B. ৩৫,০০০ টাকা
C. ৫০,০০০ টাকা D. ৩১,০০০ টাকা

06. কু-ঋণ সঞ্চিতি থাকা অবস্থায় কোনো দেনাদার কু-ঋণ হিসেবে গণ্য হলে-

A. সম্পত্তি ও দায় হ্রাস পায় B. সম্পত্তি বৃদ্ধি-হ্রাস পায়
C. মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় D. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস পায়

(A) Explanation/ কু-ঋণ সঞ্চিতি থাকা অবস্থায় কোনো দেনাদার কু-ঋণ হিসেবে গণ্য হলে লেনদেনটি জাবেদা হবে:
কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট → দায় হ্রাস
প্রাপ্য/দেনাদার হিসাব ক্রেডিট → সম্পদ হ্রাস

07. দেনাদার সঞ্চিতির প্রারম্ভিক জের ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা। এ বছর আরো ১৫,০০০ টাকা দেনাদার সঞ্চিতির ধরা হলো। একজন দেনাদার থেকে ১৩,০০০ টাকা আর পাওয়া যাবেনা। বছর শেষে দেনাদার সঞ্চিতির জের টাকায় হবে-

A. ৮,০০০ B. ১২,০০০
C. ১৮,০০০ D. ৩৮,০০০

(B) Explanation/ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির সমাপনী জের = প্রারম্ভিক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি + অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি – অনাদায়ী পাওনা অবলোপন
= ১০,০০০ + ১৫,০০০ – ১৩,০০০ = ১২,০০০ টাকা।

08. একটি মাসের নিট বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা। কু-ঋণ সঞ্চিতি নিট বিক্রয়ের উপর ২.৫% হারে থাকতে হবে। মাসের শুরুতে কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবে ক্রেডিট জের ছিল ১৫,০০০ টাকা। মাসের শেষে কু-ঋণ সঞ্চিতির জের কত হবে?

A. ১৫,০০০ টাকা B. ৩৫,০০০ টাকা
C. ৫,০০০ টাকা D. ২১,০০০ টাকা

(B) Explanation/ বিক্রয়ের উপর কুঋণ সঞ্চিতির হার দেয়া থাকলে।
কুঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের
= কুঋণ সঞ্চিতির প্রারম্ভিক জের + খরচ + কুঋণ পুনরুদ্ধার – কুঋণ অবলোপন
= কুঋণ পুনরুদ্ধার – কুঋণ অবলোপন
= ১৫,০০০ + (৮,০০,০০০ × ২.৫%) + ০ – ০
= ১৫,০০০ + ২০,০০০ = ৩৫,০০০ টাকা

09. অবচয় ধার্য করা ও কু-ঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি করা- লেনদেন দুটি কোন ধরনের লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত?

A. অদৃশ্যমান ও অভ্যন্তরীণ লেনদেন B. অদৃশ্যমান ও বাহ্যলেনদেন
C. অদৃশ্যমান ও ধারে লেনদেন D. দৃশ্যমান ও বাহ্যলেনদেন

(B) Explanation/ বাহ্যলেনদেন : পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, বেতন/ভাড়া পরিশোধ, দেনা প্রদান, দেনা গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, বিনিয়োগ ক্রয় প্রভৃতি ইত্যাদি।

- অভ্যন্তরীণ লেনদেন : অবচয় ধার্যকরণ, অবলোপন, সঞ্চিতি গঠন, মজুদের ব্যবহার, মূলধন ব্যবহার, মালিকের ব্যবহার ইত্যাদি
- ধারে লেনদেন : ধারে ক্রয়, ধারে বিক্রয়, বকেয়া বেতন, সেবা প্রদান ইত্যাদি।
- অনগদ লেনদেন : অবচয়, অবলোপন, কুঋণ, কুঋণ সঞ্চিতি, বাট্টা সঞ্চিতি, শেয়ার বাট্টা/অবহার, লাভ বাট্টা ইত্যাদি।
- দৃশ্যমান লেনদেন : নগদ লেনদেন, ধারে লেনদেন, প্রতি পরিশোধ ইত্যাদি।
- অদৃশ্যমান লেনদেন : অবচয়, অবলোপন কুঋণ সঞ্চিতি, লাভ বাট্টা, বাট্টা সঞ্চিতি, শেয়ার অবহার ইত্যাদি।

10. ২০২১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর দেনাদার ও সন্দেহজনক কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০ ও ৬,০০০ টাকা। ২০২১ সালে কুঋণের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা। সন্দেহজনক ঋণের জন্য ৫% হারে সঞ্চিতি রাখতে কুঋণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত পরিমাণ কত হবে?

A. ৯,৫০০ টাকা B. ৩,৫০০ টাকা
C. ৫,৫০০ টাকা D. ৭,৫০০ টাকা

11. সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি রাখা হয়-

A. যখন দেনাদারগণ দেউলিয়া হয়
B. যখন দেনাদারগণ ব্যবসা বন্ধ করে দেয়
C. সম্ভাব্য কুঋণ এর জন্য ব্যবস্থা রাখতে
D. কুঋণ অবলোপন করার জন্য

(C) Explanation/ দেনাদারের নিকট থেকে যখন কিছু পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকে তখন পাওনাদার সন্দেহজনকভাবে দেনা সঞ্চিতি রাখে অর্থাৎ এটা হলো সম্ভাব্য কুঋণ বা অনাদায়ী পাওনার জন্য ব্যবস্থা করা।

12. কু-ঋণ সঞ্চিতি-

A. সম্পদ B. প্রতি সম্পদ
C. আয় D. দায়

(B) Explanation/ সম্পত্তি হিসাবের স্বাভাবিক জের সবসময় ডেবিট হয়।

- তাই যে হিসাবসমূহ সম্পত্তিকে ক্রেডিট করে বা হ্রাস করে তাকে বিপরীত বা প্রতি সম্পদ হিসাব বলে।

নিচে কিছু বিপরীত হিসাবের উদাহরণ দেওয়া হলো:

পুঞ্জীভূত অবচয়, কুঋণ সঞ্চিতি	প্রতি সম্পত্তি বা বিপরীত সম্পত্তি
বণ্ডের অবহার	প্রতি দায় বা বিপরীত দায়
উত্তোলন, লভ্যাংশ	প্রতি মালিকানা স্বত্ব বা বিপরীত মালিকানা স্বত্ব
বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা	প্রতি আয় বা বিপরীত আয়
ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা	প্রতি ব্যয় বা বিপরীত ব্যয়

CS CamScanner

... দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ১,০০০ টাকা, দেনাদার থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা এবং দেনাদারের সমাপনী জের ২,০০০ টাকা হলে, ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ -

A. ১৪,০০০ B. ১৬,০০০ C. ৮,০০০ D. ৬,০০০

Explanation/

প্রারম্ভিক দেনাদার জের	৫,০০০	দেনাদারের নিকট হতে আদায়	১০,০০০
ধারে বিক্রয়	৮,০০০	বিক্রয় ফেরত	১,০০০
	১৩,০০০	সমাপনী জের	২,০০০
			১৩,০০০

... রেওয়ামিলে প্রদর্শিত দেনাদারের পরিমাণ ১৫,২০০ টাকা, অনাদায়ী দেনা ২০০ টাকা, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ৫% এবং বাট্টা সঞ্চিতি ২% হলে, বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ হবে-

A. ২৮৫ B. ৩০০ C. ৩০৪ D. ৭৫০

Explanation/ বাট্টা সঞ্চিতি নিট দেনাদারের উপর ধার্য করতে হয়।

বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ

= (দেনাদার – অনাদায়ী দেনা – অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি) × বাট্টা সঞ্চিতির হার

= {১৫২০০ – ২০০ – (১৫০০০ × ৫%)} × ২% = ২৮৫

... বিবিধ পাওনাদারের পরিমানের উপর ৫% হারে বাট্টা সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সঞ্চিতির পরিমাণ ৩,৭৫০ টাকা। বিবিধ পাওনাদারের পরিমাণ-

A. ৭০,০০০ B. ৭৫,০০০ C. ৭৫,২০০ D. ৭৫,৬০০

Explanation/ দেওয়া আছে, বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ ৫% অর্থাৎ পাওনাদার ১০০ টাকা হলে, বাট্টা সঞ্চিতি ৫ টাকা।

বাট্টা সঞ্চিতি ৫ টাকা হলে, পাওনাদার ১০০ টাকা

বাট্টা সঞ্চিতি ১ টাকা হলে, পাওনাদার $\frac{১০০}{৫}$ টাকা

বাট্টা সঞ্চিতি ৩৭৫০ টাকা হলে, পাওনাদার $\frac{১০০ \times ৩৭৫০}{৫} = ৭৫,০০০$

... যে হিসাবটি অস্থায়ী হিসাব-

A. অনাদায়ী দেনা B. অগ্রিম ব্যয় C. অবচয় সঞ্চিতি D. হাতে নগদ

Explanation/ এখানে অনাদায়ী দেনা হিসাবটি অস্থায়ী বা নামিক হিসাবের উদাহরণ। আবার অগ্রিম ব্যয়, অবচয় সঞ্চিতি, হাতে নগদ ইত্যাদি স্থায়ী হিসাব।

... ৩০ জুন ২০১৫ দেনাদারের সঞ্চিতি ছিল ৩৯,০০০ টাকা, ৩০ শে জুন ২০১৬ তারিখে ব্যবসায় দেনাদারের পরিমাণ ৫,১৭, ০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, ৩৭,০০০ টাকা কুঋণ এবং ৫ শতাংশ হারে দেনাদার সঞ্চিতি সংরক্ষণ করা হবে। ৩০ জুন ২০১৬, আয় বিবরণীতে কত টাকা এই হিসাবে প্রদর্শিত হবে?

A. ৬১,০০০ B. ২২,০০০ C. ২৪,০০০ D. ২৩,৮৫০

Explanation/

নতুন কু-ঋণ ৩৭,০০০ টাকা

(+) নতুন কু-ঋণ সঞ্চিতি ২৪,০০০ টাকা

(-) পুরাতন কু-ঋণ সঞ্চিতি ৩৯,০০০ টাকা

আয় বিবরণী কু-ঋণ চার্জ হিসেবে প্রদর্শিত হবে ২২,০০০ টাকা

এখানে নতুন কু-ঋণ সঞ্চিতি $(৫,১৭০০০ - ৩৭,০০০) \times ৫\% = ২৪,০০০$

... কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট বছরের নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৩,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১০,০০,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে এবং শেষে দেনাদারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,২০,০০০ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা। উক্ত বছরের দেনাদার আবর্তন-

A. ৭.৭ বার B. ১০.৮ বার C. ৯.৩বার D. ১০ বার

Explanation/ দেনাদার আবর্তন $= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}} = \frac{১৩,০০,০০০}{১,৩০,০০০}$

$= ১০$ বার

... প্রাপ্য বিলের American Term-

A. Creditor B. Notes Pazable

C. Accounts receivable D. Notes receivable

Explanation/

হিসাবের নাম	American Term	British Term
প্রাপ্য বিল	Notes Receivable	bills Receivable
প্রদেয় বিল	Notes Payable	Bills Payable.

20. বিবিধ দেনাদার হিসাব বছরের প্রথমে ৬২ হাজার টাকা এবং বছরের শেষে ৪২ হাজার টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৩০০ হাজার টাকা হলে নগদ প্রাপ্তি কত হাজার টাকা?

A. ৩৬১ B. ৩৪১ C. ৩২০ D. ২৮০

Explanation/ নগদ প্রাপ্তি = বছরের শুরুতে দেনাদার – বছরের শেষে দেনাদার + বিক্রয় লব্ধ অর্থ = ৬২ – ৪২+ ৩০০ = ৩২০ হাজার টাকা।

21. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ১,০০০ টাকা, দেনাদার থেকে প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা এবং দেনাদারের সমাপনী জের ২,০০০ টাকা হলে, ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ-

A. ১৪,০০০ B. ৮,০০০ C. ১৬,০০০ D. ৬,০০০

Explanation/ ধারে বিক্রয় নির্ণয় করার জন্য দেনাদার হিসাব তৈরি করা হলো:

দেনাদার

ডেবিট			ক্রেডিট
প্রারম্ভিক জের	৫,০০০	বিক্রয় ফেরত	১,০০০
ধারে বিক্রয়	৮,০০০	দেনাদার থেকে প্রাপ্তি	১০,০০০
		সমাপনী জের	২,০০০
	১৩,০০০		১৩,০০০

PRIME TEST

01. একটি মাসের শুরুতে দেনাদার হিসাবের জের ৫০০০০ টাকা, মাসের শেষে ৫৫০০০ টাকা এবং সারা মাসে নগদ প্রাপ্তি ৪৪০০০ টাকা হলে ধারে বিক্রয় কত?

Ⓐ ৫০০০০ টাকা Ⓑ ৪৯০০০ টাকা Ⓒ. ৪৪০০০টাকা Ⓓ ৩৯০০০টাকা

02. কোন ধারনার উপর ভিত্তি করে সন্দেহজনক দেনাদারের উপর কু-ঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়?

Ⓐ সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ Ⓑ প্রকাশকরণ

Ⓒ. রক্ষণশীলত Ⓓ সারবস্তু

03. ৩০ শে জুন ২০১৫ দেনাদারের সঞ্চিতি ছিলো ৩৯০০০ টাকা, ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখে ব্যবসায় দেনাদারের পরিমান ৫১৭০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ৩৭০০০ টাকা কু-ঋণ এবং ৫ শতাংশে হারে দেনাদার সঞ্চিতি সংরক্ষন করা হবে। ৩০ শে জুন ২০১৬ আয় বিবরণীতে কত টাকা এই হিসাবে প্রদর্শিত হবে?

Ⓐ ৬১০০০টাকা Ⓑ ২৫৮৫০টাকা Ⓒ. ২৪০০০টাকা Ⓓ ২৩৮৫০টাকা

04. বিবিধ পাওনাদারের উপর ৫% হারে বাট্টা সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সঞ্চিতির পরিমান ৩৭৫০ টাকা। বিবিধ পাওনাদারের পরিমান?

Ⓐ ৭০০০০ টাকা Ⓑ ৭৫০০০ টাকা Ⓒ. ৭৫২০০ টাকা Ⓓ ৭৫৬০০ টাকা

05. দেনাদারের প্রারম্ভিক জের ১০০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ২০০০ টাকা, দেনাদার থেকে প্রাপ্তি ২০০০০ টাকা, দেনাদারের সমাপনী জের ৪০০০ টাকা হলে, ধারে বিক্রয়ের পরিমান কত?

Ⓐ ২৮০০০ টাকা Ⓑ ৮০০০টাকা Ⓒ. ২৪০০০টাকা Ⓓ ১৬০০০টাকা

06. সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি রাখা হয়-

Ⓐ যখন দেনাদারগন দেউলিয়া হয়

Ⓑ যখন দেনাদারগন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়

Ⓒ. সম্ভাব্য কু-ঋণ এর জন্য ব্যবস্থা রাখতে

Ⓓ কুঋণ অবলোপন করার জন্য

07. প্রারম্ভিক পাওনাদার ১০০০০ টাকা, সমাপনী পাওনাদার ২০০০০টাকা। বাট্টা সঞ্চিতি ২% হলে বাট্টা সঞ্চিতি কত এবং পরিমান কত?

Ⓐ ২০০ টাকা ডেবিট Ⓑ ২০০ টাকা ক্রেডিট

Ⓒ. ৪০০ টাক ডেবিট Ⓓ ৪০০ টাকা ক্রেডিট

08. সন্দেহজনক দেনাদারের জন্য বরাদ্দ হলোঃ

Ⓐ আর্থিক বছর শেষে বন্ধ করা হয় Ⓑ একটি পরিচালনা ব্যায়

Ⓒ. একটি প্রতি সম্পত্তি হিসাব

Ⓓ উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদারের সাথে যোগ করা হয়

CamScanner

09. সঞ্চিতি পদ্ধতিতে অনুমতি অনাদায়ী দেনাদারকে কোন হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়?
Ⓐ কু-ঋণ খরচ Ⓑ প্রাপ্য হিসাব Ⓒ. কুঋণ সঞ্চিতি Ⓓ অনাদায়ী খরচ

10. কু-ঋণ লিপিবদ্ধের কোন পদ্ধতিটি উদ্বৃত্তপত্রের উপর প্রভাবকে নির্দেশ করে?
Ⓐ প্রাপ্য হিসাবের শতকরা হার পদ্ধতি Ⓑ বিক্রয়ের উপর শতকরা হার পদ্ধতি
Ⓒ. সঞ্চিতি পদ্ধতিতে অবলোপন Ⓓ সরাসরি পদ্ধতিতে অবলোপন

11. পূর্বে অবলিখিত কুঋণ পুনরুদ্ধার করা হলো:
Ⓐ সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় হ্রাস Ⓑ মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস
Ⓒ. সম্পত্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস Ⓓ সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্ব হ্রাস

12. একটি কোম্পানির সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ৫০০০ টাকা, হিসাবকাল শেষে পূর্বানুমান করল যে, বিবিধ দেনাদারের ৬০০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। তাহলে অনাদায়ী দেনা খরচ হিসাবে কত টাকা লিপিবদ্ধ করা উচিত?
Ⓐ ৫০০০ টাকা Ⓑ ৫৫০০০ টাকা Ⓒ. ৬০০০০ টাকা Ⓓ ৬৫০০০ টাকা

13. ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে কু-ঋণ সঞ্চিতির পরিমান ছিল ৪০০০। ২০১৫ সালে কুঋণ অবলোপন করা হয় ৬০০০। এবং পূর্বে অবলোপনকৃত কু-ঋণ পুনরুদ্ধার করা হয় ১০০০। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেনাদারের জের ৭০০০০ টাকা। দেনাদারের উপর ১০% কু-ঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়। আয় বিবরণী চার্জ হবে কত টাকা?
Ⓐ ৮০০০ টাকা Ⓑ ৬০০০ টাকা Ⓒ. ১০০০০ টাকা Ⓓ ১২০০০ টাকা

14. অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি প্রকৃত কী?
Ⓐ মুনাফার বন্টন Ⓑ বিপরীত সম্পদ Ⓒ. একটি ক্ষতি Ⓓ একটি লাভ

15. একটি মাসের নিট বিক্রয় ৮০০০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতি নিট বিক্রয়ের উপর ১.৫% হারে থাকতে হবে। মাসের প্রারম্ভে কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবের ক্রেডিট জের ছিলো ১৫০০০ টাকা। মাসের শেষে কুঋণ সঞ্চিতির জের কত হবে?
Ⓐ ১৫০০০ টাকা Ⓑ ২৭০০০ টাকা Ⓒ. ২৩০০০ টাকা Ⓓ ১২০০০ টাকা

16. শহীদ লিঃ এর প্রাপ্য হিসাবের জের ২০০১ সালের শেষে ছিলো ১০০০০০ কু-ঋণ ছিলো ৫০০০। ২০০৪ সালে ১ জানুয়ারী কু-ঋণ সঞ্চিতি ৩০০০ টাকা, ২০০১ সালে শেষে প্রাপ্য হিসাবের উপর ৪% সঞ্চিতি রাখতে হবে। লাভ-ক্ষতি হিসাবে কত চার্জ করতে হবে?
Ⓐ ৮০০০ টাকা Ⓑ ৯০০০ টাকা Ⓒ. ৬০০০টাকা Ⓓ ৭০০০ টাকা

17. ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী ১ তারিখে সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি জের ছিলো ১০০০০ টাকা। এ বৎসর কু-ঋনের পরিমান ছিলো মোট ১৮০০০ টাকা এবং পূর্ববর্তী বৎসরে কু-ঋনকৃত ৫০০০ টাকা পুনরুদ্ধার করা হয় সারা বৎসরে মোট ধারে বিক্রয় ১০০০০০০ টাকা। কু-ঋণ সঞ্চিতির হার শতকরা ২ ভাগ। বৎসরান্তে সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতি হিসাবের জের কত?
Ⓐ ১২০০০ টাকা Ⓑ ২০০০০ টাকা Ⓒ. ১৭০০০ টাকা Ⓓ ৩০০০০ টাকা

18. কোনো প্রকার কুঋণ সমন্বয় করার পূর্বে দেনাদারের পরিমান ২০৫০০ টাকা। কু-ঋণ সঞ্চিতি ১৮৫০ টাকা। দেনাদারের মধ্যে ৫০০ টাকা কু-ঋণ হয়ে যায়। দেনাদারের উপর ১০% কু-ঋণ সঞ্চিতি এবং ৫% বাট্টা সঞ্চিতি হিসাবে ধার্য করা হয়। বাট্টা সঞ্চিতির পরিমান কত?
Ⓐ ২০৫০ টাকা Ⓑ ২০০০ টাকা Ⓒ. ৯০০ টাকা Ⓓ ৯০৫ টাকা

19. নিম্নের কোনটিকে ব্যয় হিসাবে ধরা যায় না?
Ⓐ অবচয় Ⓑ বকেয়া খরচ
Ⓒ. কু-ঋণ সঞ্চিতি Ⓓ কু-ঋন

20. ১৯৯৩ সনের জানুয়ারি মাসে মোট দেনাদার হিসাবের জের ছিলো ১৫০০০০ টাকা। ১৯৯৩ সনে ২৫০০০ টাকা কু ঋণ হয়ে যায়। ১৯৯৩ সনের শেষে দেনাদারের উপর ১৫% হারে কুঋণ সঞ্চিতি রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ১৯৯৩ সনের মুনাফার বিপরীত কত টাকা বাদ দিতে হবে?
Ⓐ ২৫০০০ Ⓑ ২২৫০০ Ⓒ. ১৮৭৫০ Ⓓ ৪৩৭৫০

Answer Sheet

01.	B	02.	C	03.	D	04.	B	05.	D
06.	C	07	D	08.	C	09.	A	10.	A
11.	C	12.	B	13.	A	14.	B	15.	B
16.	C	17.	C	18.	C	19.	C	20.	D

অধ্যায় ১৫

বিনিময় বিল লিপিবদ্ধ ও মেয়াদপূর্তি নির্ণয়

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ বিনিময় বিল

- ধারে বিক্রিত পণ্যের মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অথবা কোনো নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার জন্য পাওনাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং দেনাদার কর্তৃক স্বীকৃত লিখিত শর্তহীন আদেশনামাকে বিনিময় বিল বলে।

■ **বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য:**
- বিনিময় বিল শর্তহীন লিখিত আদেশনামা বিশেষ।
- কোম্পানি বা ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট ছাপানো বিল ফরমে অথবা সাদা কাগজে বিনিময় বিল প্রস্তুত করা হয়।
- বিনিময় বিল প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়।
- বিলে প্রস্তুতকালীন তারিখ থাকতে হয়।
- বিলে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হয়।

■ **বিনিময় বিলের প্রকারভেদ:**
- **অবস্থান বা ভৌগলিক দিক হতে বিনিময় বিল দুই প্রকার। যথা :**
  ১. অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল
  ২. বৈদেশিক বিনময় বিল

■ **অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল:**
- অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিলে আদেষ্টা , ধারক, প্রাপক একই দেশের অধিবাসী হয়ে থাকে। এই বিলের মূল্য দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়। এ বিল সাধারণত এক কপি প্রস্তুত করা হয়।

■ **বৈদেশিক বিনিময় বিল:**
- বৈদেশিক বিনিময় বিলের আদেষ্টা ও আদিষ্ট ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়ে থাকে। বৈদেশিক বিনিময় বিল সাধারণত তিন কপি প্রস্তুত করা হয়। এদের মধ্যে যে কোনো একটি পরিশোধিত হলে অন্যগুলো সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে পড়ে।
- বৈদেশিক বিনিময় বিল প্রস্তুত করে রপ্তানি কারক।

■ সময়ের দৃষ্টিকোন হতে বিনিময় বিলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১. চাহিবা মাত্র বা দর্শনীয় বিল
২. মেয়াদি বিল

■ **চাহিবামাত্র বা দর্শনীয় বিল:**
- যে বিনিময় বিল উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে আদিষ্টাকে বিলের মূল্য পরিশোধ করতে হয় তাকে চাহিবামাত্র বা দর্শনীয় বিল বলে।

■ **মেয়াদি বিল:**
- যে বিনিময় বিলে মূল্য পরিশোধের সময় উল্লেখ থাকে মেয়াদি বিল বলে।
- মেয়াদি বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দিবস ৩ দিন।
- ব্যবহারিক দিক হতে বিনিময় বিলকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
  ১. বাণিজ্যিক বিল
  ২. অর্থ সংস্থানকারী বিল

■ **বাণিজ্যিক বিল:**
- ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য যে বিল ব্যবহৃত হয় তাকে বাণিজ্যিক বিল বলে।

■ **অর্থ সংস্থানকারী বিল:**
- কোনোরূপ দেনা-পাওনার অবর্তমানে সাময়িকভাবে অর্থ সংস্থানের জন্য যে বিল প্রস্তুত করা হয় তাকে অর্থসংস্থাপনকারী বিনিময় বিল বলে।
- কোনো প্রতিদান ছাড়া অর্থ উত্তোলন করা যায় অর্থ সংস্থানকারী বিলের মাধ্যমে।
- এই বিলের কোনো পক্ষই দেনাদার বা পাওনাদার নহে।
- এই বিলকে উড়ন্ত বিনিময় বিল বা অলীক বিনিময় বিল নামেও অভিহিত করা হয়।

■ **অর্থ সংস্থানকারী বিনিময় বিল তিন প্রকার হতে পারে। যথাঃ**
১. একতরফা অর্থ সংস্থানকারী বিনিময় বিল
২. পরস্পরিক অর্থসংস্থাকারী বিনিময় বিল
৩. উভয় তরফা অর্থসংস্থানকারী বিনিময় বিল

উপরোক্ত আলোচিত বিনিময় বিল ছাড়াও আরো কিছু বিনিময় বিল রয়েছে।

- যেমন:
  ১. বাহকের বিল
  ২. দলিল সংবলিত বিল
  ৩. বিবেশিত বিল
  ৪. পরিচ্ছন্ন বিল

■ লেখ্য প্রমাণক:
- সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিনিময় বিল এবং হস্তান্তরযোগ্য অন্যান্য ঋণের দলিলের অমর্যাদা ও প্রতিবাদ সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখেন তাকে লেখ্য প্রমাণক বলে।

■ নথিভুক্তকরণ:
- বিনিময় বিল অথবা অন্য কোন হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল প্রত্যাখান সংক্রান্ত বিবরণ লেখ্য প্রমাণক কর্তৃক লিপিবদ্ধকরণের প্রক্রিয়াকে নথিভুক্তকরণ বলে।

■ প্রতিবাদকরণ:
- লেখ্য প্রমাণক বিলের ধারকের পক্ষে বিলের প্রত্যাখানের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তার অফিসিয়াল সিলসহ যে সার্টিফিকেট জারি করেন তাকে প্রতিবাদকরণ বলে। অভ্যন্তরীন বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে নথিভুক্তকরণ করলেই চলে। কিন্তু বৈদেশিক বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে নথিভুক্তকরণ ও প্রতিবাদকরণ উভয়ই বাধ্যতামূলক।

■ বিনিময় বিলের অনুমোদন:
- বিনিময় বিলের প্রস্তুতকারক বা ধারক বিলের স্বত্ব হস্তান্তরের জন্য উহার উপরিভাগে বা উল্টা পৃষ্ঠায় বা বিল সংযুক্ত কাগজে কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর প্রদান করলে তাকে বিনিময় বিলের অনুমোদন বলে। একাধিকবার অনুমোদন করার ফলে বিলের উল্টা পৃষ্ঠায় আর অনুমোদন করার জায়গা না থাকলে তার সাথে কাগজ জুড়ে দিয়ে অনুমোদন করা যায়।আর এই কাগজের টুকরোকে পুচ্ছ বলে।

■ বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ:
- বিনিময় বিলের আদেষ্টা বা ধারক নগদ অর্থের প্রয়োজনে বিলের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ব্যাংক বা বিল দালালের নিকট বিলের লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য বিল বিক্রয় করার প্রক্রিয়াকে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে।

■ বিনিময় বিলের নবায়ন:
- আদিষ্টের অনুরোধে পুরাতন বিলের টাকার সাথে বর্ধিত মেয়াদের সুদ এবং আনুসঙ্গিক খরচাদি যোগ করে আদেষ্টা নতুন বিল প্রস্তুত করে এবং আদিষ্ট উক্ত বিলে স্বীকৃতি প্রদান করলে তাকে বিনিময় বিলের নবায়ন বলে। নতুন বিলের বর্ধিত সময়ের সুদ ও আনুসঙ্গিক খরচাদি আদিষ্ট বহন করে।

■ বিনিময় বিলের নিরস্তকরণ:
- মেয়াদি বিনিময় বিলের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে আদিষ্ট বিলের মূল্য পরিশোধ করলে তাকে বিনিময় বিলের নিরস্তকরণ বলে। বিল নিরস্তকরণের আদিষ্ট বিলের মূল্যের উপর কিছুটা ছাড় পেতে পারে। আর এই ছাড়কে রিবেট বা রেয়াত বলা হয়।

■ বিনিময় বিল সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য:
- বিনিময় বিলের একাধিক আদিষ্ট থাকলে তা স্বীকৃত জন সকলের নিকট উপস্থাপন করতে হয়।
- বিলের আদিষ্ট মারা গেলে পরিশোধের জন্য তার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর নিকট এটা উপস্থাপন করতে হয়।
- বাট্টাকরণ ব্যতীত অর্থসংস্থানকারী বিনিময় বিলের কোনো মূল্য নেই।
- অর্থসংস্থানকারী বিনিময় বিলের অনুমোদন বা মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না।
- অভ্যন্তরীন বিলের ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা এবং বৈদেশিক বিলের ক্ষেত্রে ৮ ঘন্টার মধ্যে অমর্যাদার নোটিশ জারি করতে হয়।
- আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়পক্ষই অর্থসংস্থানকারী বিনিময় বিলের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

টপিক 2 বিনিময় বিলের মেয়াদ

- বিনিময় বিলের মেয়াদ বলতে স্বীকৃতি তারিখ হতে মেয়াদ পূর্তি তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।
  ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারী তারিখে প্রস্তুতকৃত ৩ মাস মেয়াদি বিলের মেয়াদ পূর্তি হবে ৪ এপ্রিল ৫, ২০১৪ তারিখে।
  ২০১৪ সালে ২২ এপ্রিল তারিখে প্রস্তুতকৃত ১০ দিন মেয়াদি বিলের মেয়াদ পূর্তি হবে ২১ জুলাই ২০১৪ তারিখ।
  ১২% সুদে ১০০০০ টাকার ৩ মাস মেয়াদি বিলের সুদের পরিমাণ কত হবে?
  $= (১০,০০০ \times ১২\%) \times \frac{3}{12}$
  = ৩০০ টাকা
- নোটিং ফি নির্ধারণ করেন সরকার।
- বিলের অসম্মান জনিত নোটিং চার্জ চূড়ান্তভাবে বহন করেন আদিষ্ট।

বিশেষ টপিক — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. বিনিময় বিলের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। জাবেদা হবে- [NU- Business: 2010-11]
   A. ব্যাংক ডেবিট, বিনিময় বিল ক্রেডিট
   B. ব্যাংক ডেবিট, দেনাদার ক্রেডিট
   C. বিনিময় বিল ডেবিট দেনাদার ক্রেডিট
   D. দেনাদার ডেবিট, বিনিময় বিল ক্রেডিট
   Ⓒ

02. বিনিময় বিল কার ওপর লেখা হয়? [NU- Business: 2008-09]
   A. যে কোনো ব্যক্তি
   B. যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
   C. যে কোনো ব্যাংক
   D. যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
   Ⓑ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. প্রত্যক্ষ মাল ৪,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ২,০০০ টাকা, উপরি খরচ ৩,০০০ টাকা হলে, রূপান্তর ব্যয় কত?
   A. ৫,০০০ টাকা
   B. ৬,০০০ টাকা
   C. ৭,০০০ টাকা
   D. ১০,০০০ টাকা

   Ⓐ Explanation: এখানে রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ মজুরি + উপরি খরচ
   = ২,০০০+৩,০০০
   = ৫,০০০ টাকা।

02. বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে আদেষ্টার বহিতে-
   A. প্রাপ্য বিল হ্রাস
   B. দেনাদার বৃদ্ধি
   C. পাওনাদার বৃদ্ধি
   D. প্রদেয় বিল হ্রাস পায়

   Ⓑ Explanation:

আদেষ্টার বহিতে দাখিলা	আদিষ্টের বইতে দাখিলা
দেনাদার (আদিষ্ট) হিসাব ডে: (A) বৃদ্ধি	প্রদেয় বিল হিসাব ডে: (দায়-হ্রাস)
প্রাপ্যবিল হিসাব (A) ক্রে-হ্রাস	পাওনাদার (আদেষ্টা) হিসাব ক্রে: (দায় বৃদ্ধি)

03. প্রত্যাখ্যাত বিনিময় বিলের নোটিং চার্জ হচ্ছে -
   A. আদেষ্টার আয়
   B. আদেষ্টার ব্যয়
   C. আদিষ্টের আয়
   D. আদিষ্টের ব্যয়

   Ⓓ Explanation: প্রত্যাখ্যাত বিনিময় বিলের নোটিং চার্জ আদিষ্টের উপর বর্তায়। এটি আদিষ্টের ব্যয়।

CamScanner

04. কোনটি স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থানের উৎস?
A. সাধারণ শেয়ার
B. ডিবেঞ্চার
C. অগ্রাধিকার শেয়ার
D. ট্রেজারী বিল

(D) Explanation/ বাজারে স্বল্প মেয়াদী সিকিউরিটিজের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থান করা হয়। যেমন:
১) ট্রেজারি বিল
২) বাণিজ্যিক কাগজ
৩) হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃতিপত্র

05. বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে আদিষ্টের বহিতে যেটি সঠিক-
A. পাওনাদার বৃদ্ধি পাবে
B. পাওনাদার হ্রাস পাবে
C. প্রদেয় বিল বৃদ্ধি পাবে
D. প্রদেয় বিল হ্রাস পাবে

(D) Explanation/ বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে আদিষ্টের বহিতে প্রদেয় বিল হ্রাস পাবে।

06. বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে, আদেষ্টার বহিতে যেটি সঠিক-
A. প্রাপ্য বিল বৃদ্ধি
B. দেনাদার বৃদ্ধি
C. দেনাদার হ্রাস
D. প্রদেয় বিল হ্রাস

(B) Explanation/ বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হলে আদেষ্টার বহিতে দেনাদার বৃদ্ধি পায়।

07. অর্থ সংস্থান বিল লেখা হয়ঃ
A. দেনাদারদের প্রাপ্য মেটানোর জন্য
B. মূল্যবান প্রতিদানের বিপরীতে অর্থ উত্তোলনের জন্য
C. ধারে ব্যবসায় করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য
D. কোনো প্রতিদান ছাড়া অর্থ উত্তোলনের জন্য
(D)

08. ১৯৯০ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে জারিকৃত ১২০ দিনের একটি নোটের দেয় তারিখে হবেঃ
A. ডিসেম্বর ১১ ১৯৯০
B. ডিসেম্বর ১৪, ১৯৯০
C. ডিসেম্বর ১৩, ১৯৯০
D. ডিসেম্বর ১৪, ১৯৯০
(B)

09. বিলের অসম্মান জনিত নোটিং চার্জ চূড়ান্তভাবে কে বহন করে?
A. আদেষ্টা
B. আদিষ্ট
C. প্রাপক
D. সরকার
(B)

10. বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনঃবিক্রয়ের পর শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত টাকা কোন হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে?
A. মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে
B. শেয়ার বন্টন হিসাবে
C. সংরক্ষিত মূলধন হিসাবে
D. মূলধন সঞ্চিতি হিসাবে
(D)

11. এবিসি কোম্পানি ব্যাংকের নিকট ১০০০০ টাকার ৯০ দিন মেয়াদি সুদবিহীন একটি নোট ইস্যু করলো । যদি নোটটি ১০% বাট্টায় ভাঙ্গানো হয়, তবে এবিসি কোম্পানি কত টাকা পাবে?
A. ৯৭৫০
B. ১০০০০
C. ৯০০০
D. ১০২৫০
(A)

12. মি. কামাল ২০১০ সালের ১ লা মে তারিখে মি. জামালের নিকট হতে ৪ মাস পরে দেয় ৫০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল পায়। সে উক্ত বিলটি ১ লা মে তারিখে বার্ষিক ১২% হারে ব্যাংকে বাট্টা করলে বাট্টার পরিমান কত?
A. ৬০টাকা
B. ১৫ টাকা
C. ১৮ টাকা
D. ২০টাকা
(D)

13. সাধারণত কোনটি প্রাপ্য বিল দ্বারা প্রভাবেত হয়
A. বিক্রয়
B. দেনাদার
C. নগদ
D. ব্যাংক
(B)

14. বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A.নিঃশর্ত নির্দেশনামা
B. সর্বাবস্থায় লিখিত
C. নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদানের নির্দেশনামা
D. সবগুলো
(D)

15. বিলের অসম্মানজনিত নোটিং চার্জ এর জন্য আদেষ্টার হিসাব বহিতে ... হবে-
A. নোটিং চার্জ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট
B. নগদান হিসাব ডেবিট, নোটিং চার্জ হিসাব ক্রেডিট
C. আদিষ্ট হিসাব ডেবিট, নোটিং চার্জ হিসাব ক্রেডিট
D. আদিষ্ট হিসাব ডেবিট,নগদান হিসাব ক্রেডিট

16. নিম্নে উল্লেখিত কোনটি বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য নহে?
A. বিনিময় বিল লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে
B. বিনিময় বিলে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট
C. বিনিময় বিলে তারিখ নির্দিষ্ট থাকে
D. বিনিময় বিলে একটি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি থাকে

17. মি. করিম ৩০,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল মিঃ রহিম এর নিকট থেকে পে... ৪% হারে বাট্টা করেন। বিল দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি হলে বাট্টা হবে.
A. ১৫০ টাকা
B. ২৫০ টাকা
C. ৩৫০ টাকা
D. ২০০ টাকা

18. কোন প্রকার বিলে বাট্টাকরণ বাধ্যতামূলক?
A. উপযোগ বিনিময় বিল
B. বিদেশি বিল
C. অমার্যাদাকৃত বিল
D. কোনটি নয়

19. বিনিময় বিল প্রত্যাখান হলে আদেষ্টার বহিতে কোন হিসাবের হ্রাস/বৃদ্ধি সঠিক?
A. প্রাপ্য বিল বৃদ্ধি
B. দেনাদার বৃদ্ধি
C. পাওনাদার বৃদ্ধি
D. প্রদেয় বিল হ্রাস

20. ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী তারিখে ৪ মাস মেয়াদি একটি বিনিময় বিলের সাধারণ দেয় তারিখ হবে-
A. ১ জুন
B. ৫মে
C. ৬মে
D. ৩০ এপ্রিল

21. ৮০০ টাকার একটি বিনিময় বিল ১ অক্টোবর ২০০৫ তারিকে প্রস্তুত করা হয়, ... ৩ মাস পর প্রদেয়। বিলটি ১ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে বার্ষিক ১৫ হারে ব্যাংক বাট্টাকরণ করা হলে? আদেষ্টা ব্যাংক থেকে কত টাকা পাবে?
A. ৭৮৫
B. ৬৮০
C. ৭৮০
D. ৫৮০

22. মেয়াদি বিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দিবস কত দিন?
A. ৩ দিন
B. ৪ দিন
C. ৫দিন
D. ৭ দিন

23. নোটিং ফি কে নির্ধারন করেন?
A. সরকার
B. আদেষ্টা
C. আদিষ্ট
D. আদালত

24. যে পরিমান অর্থ সুদ বাবদ আদেষ্টাকে ছাড় দিতে হয় তাকে বলা হয়ঃ
A. বাট্টা
B. সুদ
C. কমিশন
D. রিবেট

25. বৈদেশিক বিনিময় বিল কে প্রস্তুত করে?
A. ব্যাংক
B. আদিষ্ট
C. রপ্তানিকারক
D. আমদানি কারক

26. মেয়াদান্তে অনুগ্রহ দিবস অনুগ্রহ দিবস করা হয়
A. প্রত্যয়পত্রে
B. চালান রশিদে
C. বিনিময় বিলে
D. চেকে

27. নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পরিশোধ্য বিনিময় বিলকে বলে
A. মেয়াদি বিল
B. চাহিবামাত্র বিল
C. বৈদেশিক বিল
D. অভ্যন্তরীণ বিল

অধ্যায় ১৩

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবনিকাশ

- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অণুসরণ না করে আংশিক হিসাবনিকাশ করা হলেতাকে অসম্পূর্ণ পদ্ধতির হিসাব ব্যবস্থা বা একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।
- এক তরফা, দুতরফা ও কোন দাখিলা নাই এর সংমিশ্রণ
- এ পদ্ধতিতে কোন লেনদেনের দুই পক্ষ, কোন লেনেদেনের এক পক্ষ আবার কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না।
- এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক (দেনাদার ও পাওনাদার হিসাব) ও নগদান হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।
- বিশুদ্ধ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ব্যক্তিবাচক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।
- যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গোপনীয়তা রক্ষায় বেশি সচেষ্ট সেসব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী।
- এ পদ্ধতিতে সমাপনী ও প্রারম্ভিক মূলধনের তুলনা করে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- প্রারম্ভিক মূলধন= প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তি - প্রারম্ভিক মোট দায়
- সমাপনী মূলধন=সমাপনী মোট সম্পত্তি-সমাপনী মোট দায়
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নামিক হিসাব অর্থাৎ আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করা হয় না, ফলে সঠিকভাবে আর্থিক ফলাফল বা লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করা যায় না। এই পদ্ধতিতে সমাপনী মূলধন ও প্রারম্ভিক মূলধন তুলনা করে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

টপিক ২ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের ছক বিশ্লেষণ

- নিচের ছক মনে রাখতে পারলে সূত্র মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নে যাকে চাইবে তার অপজিট আইটেম গুলোর সাথে বিয়োগ করতে হবে।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	***	সমাপনী মূলধন	***
অতিরিক্ত মূলধন	***	উত্তোলন	***
লাভ	***	ক্ষতি	***
	***		***

টপিক ৩ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

১. লাভ/মুনাফা = সমাপনী মূলধন+উত্তোলন-প্রারম্ভিক মূলধন-অতিরিক্ত মূলধন
২. ক্ষতি/লোকসান= প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন-সমাপনী মূলধন-উত্তোলন
৩. প্রারম্ভিক মূলধন= সমাপনী মূলধন+উত্তোলন-লাভ/(+ক্ষতি)-অতিরিক্ত মূলধন
৪. সমাপনী মূলধন= প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন+লাভ(-ক্ষতি)-উত্তোলন
৫. অতিরিক্ত মূলধন=সমাপনী মূলধন-উত্তোলন-লাভ/(+ক্ষতি)-প্রারম্ভিক মূলধন
৬. উত্তোলন=প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন+ লাভ/(-ক্ষতি)-সমাপনী মূলধন

টপিক ৪ সংশ্লিষ্ট গাণিতিক সমস্যা

১. প্রারম্ভিক মূলধন ২১০০০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ৩১০০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন ৪০০০০ টাকা, এবং সারা বছরে উত্তোলনের পরিমাণ৬০০০০ টাকা হলে নীট লাভের পরিমাণ কত?

সমাধান লাভ/মুনাফা
= সমাপনী মূলধন+উত্তোলন-প্রারম্ভিক মূলধন-অতিরিক্ত মূলধন
= ৩,১০,০০০ + ৬০,০০০ - ২,১০,০০০ - ৪০,০০০
= ১,২০,০০০ টাকা

২. সমাপনী মূলধন ৫০০০০ টাকা, অতিরিক্ত মূলধন ২০০০০ টাকা, এছাড়া নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন ১৫০০০ টাকা। এ বছরে নিট আয় ১০০০০ টাকা হলে প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিলো।

সমাধান প্রারম্ভিক মূলধন
= সমাপনী মূলধন+উত্তোলন-লাভ/(+ক্ষতি)-অতিরিক্ত মূলধন
= ৫০,০০০ + ১৫,০০০ - ১০,০০০ - ২০,০০০
= ৩৫,০০০ টাকা

৩. সমাপনী মূলধন ৮০০০০ টাকা, অতিরিক্ত মূলধন ৬০০০০ টাকা এছাড়া নিজ প্রয়োজনে উত্তোলন ৩০০০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক মূলধন ৯০০০০ টাকা হলে ঐ বছরে নীট ক্ষতির পরিমান কত?

সমাধান ক্ষতি/লোকসান = প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন-সমাপনী মূলধন-উত্তোলন = ৯০,০০০ + ৬০,০০০ - ৮০,০০০ - ৩০,০০০
= ৪০,০০০ টাকা

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. প্রারম্ভিক মূলধন ২,০০,০০০ টাকা, পুনরায় বিনিয়োগ ৮০,০০০ টাকা, উত্তোলন ৫০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ৩,৭০,০০০ টাকা হলে মুনাফা হবে— [NU- Business: 2014-15]
A. ১,৯০,০০০ টাকা B. ১,৪০,০০০ টাকা
C. ২,৯০,০০০ টাকা D.২,১০,০০০ টাকা
B

02. প্রারম্ভিক মূলধন = ৩৩,০০০, সমাপনী মূলধন = ২২,৭০০ টাকা এবং উত্তোলন নগদ = ২০০ টাকা, পণ্যে = ৩০০ টাকা। [NU- Business: 2001-02]
A. ঐ বৎসরের ক্ষতি হয়েছিল = ৯,৮০০ টাকা
B. ঐ বৎসরের লাভ হয়েছিল = ৭,০০০ টাকা
C. ঐ বৎসরের লাভ হয়েছিল = ৯,৮০০ টাকা
D. ঐ বৎসরের ক্ষতি হয়েছিল = ৭,১০০ টাকা
D

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. প্রারম্ভিক মূলধন ৳ ৫০,০০০ অতিরিক্ত মূলধন ৳ ১০,০০০ সমাপনী মূলধন ৳ ৬০,০০০ মুনাফার পরিমাণ ৳১০,০০০ হলে উত্তোলনের পরিমাণ হবে-
A. ৳ ২০,০০০ B. ৳ ১০,০০০
C. ৳ ০ D. কোনটিই নয়

B Explanation উত্তোলন
= (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন + মুনাফা – সমাপনী মূলধন)
= (৫০,০০০ + ১০, ০০০ + ১০,০০০ – ৬০,০০০) = ১০,০০০

02. প্রারম্ভিক মূলধন ১৬,৫০০ টাকা,সমাপনী মূলধন ১১,৩৫০ টাকা, উত্তোলন ৩,৩০০ টাকা এবং অতিরিক্ত মূলধন ১,০০০ টাকা হলে, উক্ত বছরে-
A. লাভ ১,৮৫০ টাকা
B. ক্ষতি ১,৮৫০ টাকা
C. ক্ষতি ২,৮৫০ টাকা
D. লাভ ৭,৮৫০ টাকা

C Explanation ক্ষতি
= (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন) – (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন)
= (১৬,৫০০ + ১,০০০) – (১১,৩৫০+৩,৩০০)= ২,৮৫০ টাকা

03. ১ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে সম্পদ ও দায় যথাক্রমে ৫০০০০ টাকা ও ২৫০০০ টাকা ছিল এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্পদ ও দায় যথাক্রমে ৬৫০০০ ও ১৭০০০ টাকা হলে, উক্ত বছরে মুনাফার পরিমাণ-
A.২৩,০০০ টাকা B. ৮,০০০ টাকা
C. ২৫,০০০ টাকা D. ৭৩,০০০ টাকা

A Explanation প্রারম্ভিক মালিকানা স্বত্ব
= (প্রারম্ভিক সম্পদ - প্রারম্ভিক দায়) = (৫০,০০০-২৫,০০০) টাকা = ২৫,০০০ টাকা
সমাপনী মালিকানা স্বত্ব = (সমাপনী সম্পদ - সমাপনী দায়)
= (৬৫,০০০ - ১৭,০০০) টাকা = ৪৮,০০০ টাকা।

CamScanner

04. মালিকের মূলধনে জের বৎসরান্তে ৬৯,০০০ টাকা। ঐ বছর মালিক ব্যবসায়ে ২১,০০০ টাকা প্রদান করে এবং ৭,০০০ টাকা উত্তোলন করে। বৎসরে নিট ক্ষতি ৯,০০০ টাকা হলে মালিকের প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিল?
A. ৬৪,০০০ টাকা B. ৪৬,০০০ টাকা C. ৬০,০০০ টাকা D. ৮৮,০০০ টাকা
(A) Explanation/ আমরা জানি,
ক্ষতি = (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন − সমাপনী মূলধন − উত্তোলন)
⇒ ৯০০০ = (প্রারম্ভিক মূলধন + ২১,০০০ − ৬৯,০০০ − ৭০০০)
⇒ ৯০০০ = (প্রারম্ভিক মূলধন − ৫৫,০০০) টাকা
∴ প্রারম্ভিক মূলধন = ৯,০০০ + ৫৫,০০০ টাকা
= ৬৪,০০০ টাকা

05. সমাপনী মূলধন ৩১০০ টাকা, অতিরিক্ত মূলধন ৮,০০০ টাকা, উত্তোলন 8,000 টাকা এবং বছরের নিট আয় ৮,০০০ টাকা হলে মালিকের প্রারম্ভিক মূলধন কত?
A. ১,৫০০০ টাকা B. ১,৯০০০ টাকা C. ২,৫০০০ টাকা D. ২,০০০ টাকা
(B) Explanation/ প্রারম্ভিক মূলধন
= (সমাপনী মূলধন − অতিরিক্ত মূলধন − নিট আয় + উত্তোলন)
= (৩১,০০০-৮,০০০-৮,০০০-৪০০০) = ১৯,০০০ টাকা।

06. বছরের প্রারম্ভে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে বছর শেষে সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৭৫,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা হয়। উক্ত বছরে উত্তোলন ২৫,০০০ টাকা ও অতিরিক্ত মূলধন ১০,০০০ টাকা হলে মুনাফার পরিমাণ-
A. ২৫,০০০ টাকা B. ৪০,০০০ টাকা C. ১৫,০০০ টাকা D. ৩৫,০০০ টাকা
(B) Explanation/ আমরা জানি,
লাভ-ক্ষতি = প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন − (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন)
এখানে, সমাপনী মূলধন = সমাপনী সম্পদ − সমাপনী দায়
= ১৫,০০০ − ৫০,০০০
= ১৫,০০০ টাকা
∴ লাভ/ক্ষতি = ১,০০,০০০ + ১০,০০০ − (১,২৫,০০০ + ২৫,০০০)
= ১,১০,০০০ − ১,৫০,০০০
= ৪০,০০০ টাকা

07. বছর শেষে অংশীদার 'গ' এর মূলধন ছিল ৳ ২৮,০০০। সে ঐ বছর উত্তোলন করে ৳ ১০,০০০। লভ্যাংশ বাবদ ৳ ৫,০০০ এবং মূলধনের সুদ ৳৩,০০০ পায়। তার প্রারম্ভিক মূলধন ছিল-
A. ৳ ৩০,০০০ B. ৳ ২৮,০০০ C. ৳ ২৬,০০০ D. কোনটিই নয়
(A) Explanation/ প্রারম্ভিক মূলধন
= (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন − লভ্যাংশ − মূলধনের সুদ)
= (২৮০০০ + ১০০০০ − ৫০০০ − ৩০০০) = ৩০০০০

08. প্রারম্ভিক মূলধন ১৬,৫০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ১১,৩৫০ টাকা এবং উত্তোলন টাকা ৩,৩০০ হলে-
A. ঐ বৎসরের ক্ষতি ১,৮৫০
B. ঐ বৎসরের লাভ ১,৮৫০
C. ঐ বৎসরের ক্ষতি ৮৪৫০
D. ঐ বৎসরের লাভ ৮,৪৫০
(A) Explanation/ আমরা জানি,
লাভ − ক্ষতি = (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন) − (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন)
= {(১১,৩৫০ + ৩,৩০০) − ১৬,৫০০}
= ১৪,৬৫০ − ১৬,৫০০ = (১,৮৫০)
ক্ষতি = ১,৮৫০

09. সাধারণভাবে নিট সম্পত্তি ধারণাটি চিহ্নিত করে-
A. একটি কোম্পানির সংরক্ষিত আয়
B. মোট সম্পত্তি হতে মোট দায় বাদ
C. চলতি সম্পত্তি বাদ চলতি দায়
D. কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন
(B) Explanation/ নিট সম্পত্তি = (মোট সম্পত্তি - মোট দায়)

10. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনটি জানা অসম্ভব?
A. নিট লাভ B. নিট ক্ষতি C. মোট লাভ D. মোট দায়
(C) Explanation/ একতরফা দাখিলায় মূলত সরাসরি আয় ও ব্যয়ে হিসাবরক্ষণের ফলে নির্দিষ্ট সময় শেষে নিট লাভ ও ক্ষতি জানা যায়। সুতরাং একতরফা দাখিলায় পদ্ধতিতে মোট লাভ জানা অসম্ভব।

PRIME TEST

01. নিম্নের কোনটি অসম্পূর্ণ হিসাবের একটি সঠিক বিবরণ হতে পারে?
Ⓐ একতরফা দাখিলা এবং কোনো দাখিলা নাই এর সংমিশ্রণ
Ⓑ একতরফা দাখিলা, দুতরফা দাখিলা এবং কোন দাখিলা নাই এর সংমিশ্রণ
Ⓒ দুতরফা দাখিলা এবং কোনো দাখিলা নাই এর সংমিশ্রণ
Ⓓ দুতরফা দাখিলা এবং দাখিলার সংমিশ্রণ

02. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক সম্পত্তি ও দায় ছিলো যথাক্রমে ৩০০০০০ টাও ১০০০০০ টাকা। সারা বছর ধরে মালিক ৫০০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন ও ১০০০০০ টাকা উত্তোলন করেন। বছর শেষে সমাপনী মূলধন প্রারম্ভিকের ২০% বেশি হয়। উক্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ/ক্ষতি পরিমাণ কত?
Ⓐ ৯০০০০ লাভ Ⓑ ৯০০০০ ক্ষতি Ⓒ ৭০০০০ লাভ Ⓓ ৪০০০০ লাভ

03. একটি ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ২০০২ সালে প্রারম্ভিক মূলধন ২২০০০০ টাকা সমাপনী মূলধন ১৪০০০০ টাকা। বৎসরের মাঝখানে অতিরিক্ত মূলধন আনা হয়েছে ৩০০০০ টাকা। উত্তোলন ১৫০০০ টাকা। উক্ত বৎসরের লাভ বা ক্ষতি কত?
Ⓐ ৫০০০০ লাভ Ⓑ ৯৫০০০ লাভ Ⓒ ৯৫০০০ ক্ষতি Ⓓ ১০০০০ লাভ

04. যদি প্রারম্ভিক মূলধন ১৬৫০০ টাকা, বছরের মাঝামাঝি অতিরিক্ত মূলধন ১৬৫০০ টাকা, বছরের মাঝামাঝি অতিরিক্ত মূলধন ৩৭০০, সমাপনী মূলধন ১১৩৫০ টাকা এবং উত্তোলন ৩৩০০ টাকা হয়, তাহলে উক্ত বছরের লাভ বা ক্ষতি কত?
Ⓐ ক্ষতি ১৮৫০ টাকা Ⓑ লাভ ১৮৫০ টাকা
Ⓒ ক্ষতি ৫৫৫০ টাকা Ⓓ কোনটি নয় টাকা

05. প্রারম্ভিক মূলধন ১৬৫০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ১১৩৫০ উত্তোলন ৩৩০০ টাকা হলে-
Ⓐ ঐবৎসরে ক্ষতি হয়েছিলো ১৮৫০ টাকা
Ⓑ ঐ বৎসরে লাভ হয়েছিলো ১৮৫০ টাকা
Ⓒ ঐ বৎসরে ক্ষতি হয়েছিলো ৮৪৫০ টাকা
Ⓓ কোনটি নয়

06. একজন ব্যবসায়ী অসম্পূর্ণ হিসাব রাখে। ১৯৯৫ সনের শুরুতে তার মূলধন ছিল ৫৬০০০ টাকা। ১৯৯৫ সনের শেষে তার মূলধন হিসাবের জের দাঁড়ায় ১২০০০০ টাকা। এ বছরে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ৩০০০০ টাকার একটি যন্ত্র সরবরাহ করে এবং ১৪০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য নিজের ব্যবহারের জন্য ব্যবসায় হতে উত্তোলন করে। ১৯৯৫ সনে কত টাকা মুনাফা/ক্ষতি হয়েছিলো?
Ⓐ ৬৪০০০ টাকা Ⓑ ৮০০০০ টাকা Ⓒ ৪৮০০০ টাকা Ⓓ ২০০০০ টাকা

07. মালিকের মূলধনের সমাপ্ত জের ২১০০০ টাকা। ঐ বৎসরে মালিক ব্যবসায়ে ৬০০০ টাকা প্রদান করে এবং ৪০০০ টাকা উত্তোলন করে। বৎসরের নিট আয় ৮০০০ টাকা হলে, মালিরেক প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিলো?
Ⓐ ১০০০০টাকা Ⓑ ১১০০০টাকা Ⓒ ২১০০০টাকা Ⓓ ২০০০০টাকা

08. ১লা অক্টোবর তারিখে PQS কোম্পানি ৩৫০০০ টাকা মালিকানা স্বত্ব প্রদর্শন করে। অক্টোবর মাসে মালিক ২০০০ টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে এবং কোম্পানি ৬০০০ টাকার নীট মুনাফা অর্জন করে। যদি ৩১ শে অক্টোবর তারিখে মালিকানা স্বত্ব ৪০০০০ টাকা হয় তবে অক্টোবর মাসে উত্তোলনের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২০০০ টাকা Ⓑ ৩০০০ টাকা Ⓒ ৫০০০ টাকা Ⓓ ৬০০০ টাকা

09. প্রারম্ভিক মূলধন ২০০০০০ টাকা বছরের মাঝামাঝি বিনিয়োগ ৩০০০০০ টাকা, মালিকের উত্তোলন ৫০০০০ টাকা এবং বছরের শেষে মূলধন ৭০০০০০ টাকা। বছরে মুনাফা কত?
Ⓐ ২০০০০টাকা Ⓑ ২৫০০০০টাকা Ⓒ ৩০০০০০টাকা Ⓓ ৪০০০০০টাকা

10. একজন ব্যবসায়ী অসম্পূর্ণ হিসাব রাখে। ২০০৫ সনের শুরুতে তা মূলধন ছিলো ৫৬০০০ টাকা এবং ২০০৫ সনের শেষে তার মূলধন হিসাবের জের দাঁড়ায় ১২০০০০ টাকা। ঐ বছরে ব্যবসায়ী ৩০০০০ টাকার একটি যন্ত্র সরবরাহ করে এবং ১৪০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য নিজের ব্যবহারের জন্য ব্যবসায় হতে উত্তোলন করে। ২০০৫ সালে কত টাকা মুনাফা অথবা ক্ষতি হয়েছে?
Ⓐ ৪৮০০০টাকা Ⓑ ৪৯০০০টাকা Ⓒ ৮৪০০০টাকা Ⓓ ৫৪০০০টাকা

Answer Sheet

01.	B	02.	A	03.	C	04.	C	05.	A
06.	C	07	B	08.	B	09.	B	10.	A

CamScanner

অধ্যায় ১৭

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ

- যে সকল প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত পক্ষ সমূহের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এইসব প্রতিষ্ঠানকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য:

- পণ্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় কাজে লিপ্ত থাকে না।
- সদস্যদের চাঁদা, ভর্তি ফি, মহৎ ব্যক্তির দান, সরকারের আর্থিক অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে আয় অর্জিত হয়।
- ব্যয় অতিরিক্ত আয় সদস্যদের মধ্যে বন্টন হয় না।
- ব্যয় অতিরিক্ত আয় সদস্যদের মধ্যে বন্টন হয় না।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব:

- যদিও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তবুও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। হিসাবকাল শেষে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে সব হিসাব ও বিবরণী প্রস্তুত করে তা হলোঃ

১. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব
২. আয়-ব্যয় হিসাব
৩. উদ্বৃত্তপত্র

টপিক ২ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সব নগদ লেনদেন সম্পাদন করে, সেই সব লেনদেনকে শ্রেণিবদ্ধ ও সংক্ষিপ্তকারে যে হিসাবে প্রদর্শন করা হয় তাকে প্রাপ্ত ও প্রদান হিসাব বলে।
- এখানে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।
- এখানে সমন্বয় সংক্রান্ত কোন আইটেম লিপিবদ্ধ করা হয় না।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বইয়ের একটি সার-সংক্ষেপ।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ জানা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে নগদ প্রাপ্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ক্রেডিট দিকে নগদ প্রদান সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব সর্বদা ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্ত নির্দিষ্ট সময় শেষে হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমার পরিমাণ নির্দেশ করে।
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব অতীত বর্তমান এবং যে কোনো হিসাব বছরের নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

টপিক ৩ আয়-ব্যয় হিসাব

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নির্দিষ্ট হিসাব বছর শেষে মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় নিয়ে যে হিসাব প্রস্তুত করে তাকে আয় -ব্যয় হিসাব বলে।
- আয় ব্যয় হিসাবে নির্দিষ্ট বছরের নগদ- অনগদ সকাল প্রকার মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
- আয় ব্যয় হিসাব অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- আয়-ব্যয় হিসাবের ডেবিট দিকে ব্যয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট দিকে আয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।
- আয়-ব্যয় হিসাবে মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।
- সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ আয় -ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট জের দ্বারা ব্যয় অতিরিক্ত আয় নির্দেশ করে।

টপিক ৪ উদ্বৃত্তপত্র

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রের প্রায় অনুরূপ; পার্থক্য শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে মালিকের মূলধন দেখানো হয়। আর অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে মূলধন তহবিল দেখানো হয়।
- উদ্বৃত্তপত্রের একদিকে সম্পত্তিসমূহ দেখানো হয় এবং অন্যদিকে দায়সমূহ ও মূলধন তহবিল দেখানো হয়।
- উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে এবং দায় ও মূলধন তহবিলের দিকে সর্বাবস্থায় সমান হয়।

টপিক ৫ মূলধন তহবিল

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্যকে মূলধন তহবিল বলে। প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক মোট দায় বাদ দিতে হয়। অন্যদিকে সমাপনী মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য সমাপনী মোট সম্পত্তি থেকে সমাপনী মোট দায় বাদ দিতে হয়; অথবা প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে সমাপ্ত বছরের ব্যয় অতিরিক্ত আয় যোগ করতে হয় (আয় অতিরিক্ত ব্যয় বাদ দিতে হয়)।

টপিক ৬ বিশেষ তহবিল

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোনো বিশেষ লক্ষ্যে তহবিল গঠন করলে তাকে বিশেষ তহবিল বলে । যেমনঃ উন্নয়ন তহবিল, পুরস্কার তহবিল, বৃত্তি তহবিল, কল্যাণ তহবিল, স্পোর্টস তহবিল ইত্যাদি। বিশেষ তহবিল উদ্বৃত্তপত্রের দায় ও মূলধন তহবিল পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টপিক ৭ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল= প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তি- প্রারম্ভিক মোট দায়
- সমাপনী মূলধন তহবিল= সমাপনী মোট সম্পত্তি-সমাপনী মোট দায় চাঁদা আয়= চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি -চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা+চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা-বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা চলতি বছরে আদায়+বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম চাঁদা
- চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি = চাঁদা আয়+চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা – চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা চলতি বছরে আদায় – বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রীম চাঁদা।

টপিক ৮ সংশ্লিষ্ট গাণিতিক সমস্যা

১. **একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। তাদের বছরে চাঁদার পরিমান ১৫০ টাকা। ২০১৫ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব করে দেখা যায় যে ২০ জন সদস্য তাদের চাঁদা প্রদান করেন নি। চলতি বছরে (২০১৫ সালে) কত টাকা চাঁদা বাবদ আয় হয়েছে?**

সমাধান: যদি চাঁদা বাবদ আয় চাই তাহলে (সদস্য × জন প্রতি চাঁদা) দিয়ে উত্তর করটে হবে। এক্ষেত্রে কত জন চাঁদা দিয়েছে কত জন চাঁদা দেয় নি দেখার প্রয়োজন নেই

চলতি বছরে চাঁদা বাবদ আয় = (সদস্য × জন প্রতি চাঁদা)
= (৬০ × ১৫০)
= ৯,০০০ টাকা

২. **একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। তাদের মাসিক চাঁদার পরিমান ২০০ টাকা। ২০১৭ সালে ৩১ ডিসেম্বরে হিসাব করার সময় দেখা যায় যে ১৫ জন সদস্য চাঁদা প্রদান করেছে। ২০১৭ সালে চাঁদা আয় বাবদ কত টাকা লিপিবদ্ধ করা হবে?**

সমাধান: মাসিক চাঁদা থাকলে ১২ দিয়ে গুন করতে হবে

চলতি বছরে চাঁদা বাবদ আয় = (সদস্য × জন প্রতি চাঁদা) × ১২
= (৫০ × ২০০) × ১২
= ১,২০,০০০ টাকা

CamScanner

৩. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মোট ৫০ জন সদস্যের চাঁদার হার সমান। ৫ জন সদস্য চলতি বছরসহ ৩ বছরের অগ্রিম চাঁদ ৩০০ টাকা পরিশোধ করে। ২ জন সদস্য চলতি বছর ও বিগত ২ বছরের বকেয়া চাঁদা ১২০ টাকা প্রদান করে। চলতি বছরে আয় ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখানো হবে?

সমাধান এখানে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে বাট জন প্রতি চাঁদা বের করতে হবে। ৫ জন সদস্য চলতি বছরসহ ৩ বছরের অগ্রিম চাঁদ ৩০০ টাকা পরিশোধ করে। তাহলে

১ বছরের জন্য ৫ জন দিয়েছে ৩০০÷ ৩ = ১০০ টাকা

১ বছরের জন্য ১ জন দিয়েছে ১০০÷ ৫ = ২০ টাকা

এখন

চলতি বছরে চাঁদা বাবদ আয় = (সদস্য × জন প্রতি চাঁদা)

= (৫০ × ২০)

= ১,০০০ টাকা

৪. সারা বছরে চাঁদা বাবদ প্রাপ্তি ৪৫০০০ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ৯০০০ টাকা। বছরের শুরুতে বকেয়া চাঁদার পরিমান ছিলো ৬০০০ টাকা এবং বছরের শেষে অনাদায়ী চাঁদা ১২০০০ টাকা হলে, আয় ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা আয় হিসাবে দেখানো হবে?

সমাধান চাঁদা আয়= চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি -চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা -বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা চলতি বছরে আদায়+চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা

= ৪৫,০০০ - ৯,০০০ - ৬,০০০ + ১২,০০০

= ৪২,০০০ টাকা

৫. ২০১০ সালে চাঁদা প্রাপ্তি ৮০০০০ টাকা। ২০০৯ সালের শেষে বকেয়া চাঁদা ছিলো ১২০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে অগ্রিম চাঁদা ১০০০০ টাকা। ২০১০ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্ত ২০০০০ টাকা এবং চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদার পরিমান ৪০০০০ টাকা হলে, ২০১০ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কত টাকা আয়-ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে?

সমাধান চাঁদা আয়= চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি -বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা চলতি বছরে আদায় +বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম চাঁদা -চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা+চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা

= ৮০,০০০ - ১২,০০০ + ১০,০০০ - ২০,০০০ + ৪০,০০০

= ৯৮,০০০ টাকা

৬. ২০১৬ সালে ভাড়া খরচ প্রদান করা হয় ৭৫০০০ টাকা যার মধ্যে ৩০০০ টাকা অগ্রিম রয়েছে ২০১৭ সালের জন্য। বছরের বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার ১/৫ অংশ হবে; মোট ভাড়া ও বকেয়া ভাড়ার পরিমান কত?

সমাধান চলতি বছরের ভাড়া = ভাড়া খরচ - অগ্রিম ভাড়া

= ৭৫০০০ - ৩০০০

= ৭২০০০ টাকা

যেহেতু বছরের বকেয়া ভাড়া মোট ভাড়ার ১/৫ অংশ হবে।

তাহলে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে (৫ - ১)= ৪ অংশ

৪ অংশ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে = ৭২০০০ টাকা

১ অংশ বকেয়া ভাড়া (৭২০০০ ÷ ৪)= ১৮০০০ টাকা

মোট ভাড়া = ১৮০০০ × ৫ = ৯০,০০০ টাকা

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. একটি ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১০০০ জন, জন প্রতি চাঁদা ২০০ টাকা। এ বছর প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ১,৬০,০০০ টাকা যার মধ্যে ১৫,০০০ টাকা বিগত বছরের এবং ১০,০০০ টাকা আগামী বছরের। চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা কত? [NU- Business: 2014-15]

A. ৩০,০০০ টাকা B. ৭৫,০০০ টাকা
C. ৬৫,০০০ টাকা D. ৫৫,০০০ টাকা (C)

02. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন সদস্যের বার্ষিক চাঁদার হার সমান। ১০ জন সদস্য চলতি বছরসহ ২ বছরের চাঁদা (অগ্রিম ১ বছর) ৪০০ টাকা পরিশোধ করেন। ৫ জন সদস্য চলতি বছর ও বিগত ২ বছরের বকেয়া চাঁদা ৩০০ টাকা প্রদান করেন। চলতি বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত দেখানো হবে? [NU- Business: 2013-14]

A. ২৭০০ টাকা B. ২৩০০ টাকা
C. ২১০০ টাকা D. ২০০০ টাকা (D)

03. চাঁদাপ্রাপ্তি ৭০,০০০ টাকা। এর মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা ৩,০০০ টাকা এবং অগ্রিম চাঁদা ১০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। চলতি বছরের চাঁদা বকেয়া রয়েছে ৮,০০০ টাকা। চলতি বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত দেখান হবে? [NU- Business: 2012-13]

A. ৬৯,০০০ টাকা B. ৭১,০০০ টাকা
C. ৩৭,০০০ টাকা D. ৬৫,০০০ টাকা (D)

04. একটি ক্লাব ২০১০ সনে ৬০,০০০ টাকা চাঁদা পেয়েছে যার মধ্যে ২০১১ সালের চাঁদা আছে ৩০০০ টাকা, ২০১১ সালের অগ্রিম চাঁদা আছে ২০০০ টাকা। ২০১০ সালের বকেয়া চাঁদার পরিমাণ ৯০০০ টাকা হলে ২০১০ সালের চাঁদা বাবদ আয় হবে: [NU- Business: 2011-12]

A. ৭০০,০০০ টাকা B. ৭৪,০০০ টাকা
C. ৬৪,০০০ টাকা D. ৫৬,০০০ টাকা (C)

05. একটি ক্লাবের সদস্যদের থেকে ২,০০০,০০০ টাকা চাঁদা পাওয়া গেল। এর মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের পাওনা ৩,০০০ টাকা এবং অগ্রিম প্রাপ্তি ১,০০০ টাকা যোগ আছে। বর্তমান বছরে ৫ সদস্যের প্রতি জনের ৫০০ টাকা হিসেবে চাঁদা বকেয়া আছে। বর্তমান বছরের আয়ের পরিমাণ কত? [NU- Business: 2010-11]

A. ১,৯৬,০০০ টাকা
B. ২,০২,৫০০ টাকা
C. ১,৯৯,৫০০ টাকা
D. ১,৯৮,৫০০ টাকা (D)

06. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন হিসাবটি তৈরি করে না? [NU- Business: 2010-11]

A. নগদান হিসাব B. আয়-ব্যয় হিসাব
C. প্রাপ্তি প্রদান হিসাব D. লাভ-ক্ষতি হিসাব (D)

07. নিচের কোনটি মূলধন জাতীয় আয়? [NU- Business: 2005-06]

A. উইলকৃত ধন-সম্পত্তি B. চাঁদা
C. অনুদান D. চাঁদা ও অনুদান (A)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি ২০,০০০ টাকা। তার মধ্যে বিগত বছরের ৪,০০০ টাকা এবং আগামী বছরের ২,৫০০ টাকা, চলতি বছরে বকেয়া চাঁদা ৫,৫০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসেবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?

A. ২০,০০০ টাকা B. ১৯,০০০টাকা
C. ৮,০০০ টাকা D. ২৫,৫০০০টাকা

(B) **Explanation** চাঁদা আয়

= চাঁদা প্রাপ্তি - বিগত বছরের - আগামী বছরের + চলতি বছরের চাঁদা

= ২০,০০০ - ৪,০০০ - ২,৫০০ + ৫,৫০০ = ১৯,০০০ টাকা।

02. আলফা কোম্পানির ১০,০০,০০০ টাকার প্রাপ্য রয়েছে যা ৩৫০ দিনের মধ্যে প্রাপ্য। এটি প্রদর্শিত হবে:

A. উদ্বৃত্ত পত্রে চলতি সম্পদ হিসেবে
B. উদ্বৃত্তপত্রে স্থায়ী সম্পদ হিসেবে
C. উদ্বৃত্তপত্রে চলতি দায় হিসেবে
D. আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসেবে

(A) **Explanation** প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য নোট ইত্যাদি উদ্বৃত্তপত্রে বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসেবে দেখানো হয়। সুতরাং ১০,০০,০০০ টাকার প্রাপ্য নোটটি চলতি সম্পদ হিসেবে উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করা হবে।

CamScanner

03. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের জন্য কোনটি সঠিক?
A. শুধু দায় ও সম্পত্তির বিবরণ থাকে
B. শুধু আয় ও ব্যয়ের বিবরণ থাকে
C. নগদ তহবিল ও ব্যাংকে জমার প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের থাকে
D. ব্যয় অতিরিক্ত আয় নির্ণয় করা হয়

Explanation// প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বইয়ের একটি সার-সংক্ষেপ। এখানে নগদ তহবিল ও ব্যাংক জমার প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের থাকে।

04. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বৃত্তি তহবিলে প্রাপ্ত দান দেখানো হয়-
A. আয় ব্যয় হিসাবে ক্রেডিট
B. ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাবে ক্রে:
C. ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাব ডে:
D. আয় ব্যয় হিসাবে ডেবিট

Explanation// অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বৃত্তি তহবিলে প্রাপ্ত দান দেখানো হয় ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাবে ক্রেডিট দিকে।

05. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস নয়-
A. সদস্য চাঁদা B. পণ্য বিক্রয় C. অনুদান D. উইলকৃত সম্পদ

(B) Explanation// পণ্য বিক্রয় হলো ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস। অপর দিকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হলো:
i) সদস্যদের চাঁদা
ii) অনুদান
iii) চারনা, খাজনা, লকার ভাড়া, অকেজো জিনিস বিক্রয়।
iv) তহবিল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদ ও লভ্যাংশ।

06. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি-
A. একটি সম্পদ B. একটি ব্যয় C. একটি আয় D. একটি দায়

(D) Explanation// অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দায়সমূহ হলো:
i) মূলধন তহবিল
ii) অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা
iii) বকেয়া বিজ্ঞাপন খরচ
iv) পাওনাদার

07. যদি পরিশোধিত ভাড়া ২/৩ অংশ সমান ৩০,০০০ টাকা হয়, বকেয়া ভাড়া এবং মোট ভাড়া কত হবে?
A. ১৫,০০০ টাকা এবং ৪৫,০০০ টাকা B. ১৫,০০০ টাকা এবং ৪০,০০০ টাকা
C. ২৫,০০০ টাকা এবং ৪৫,০০০ টাকা D. ১৫,০০০ টাকা এবং ৪৫,০০০ টাকা

(A) Explanation// এখানে, পরিশোধিত ভাড়া হচ্ছে ২অংশ ৩০,০০০ টাকা
তাহলে, ১অংশ ভাড়া (৩০,০০০÷২) = ১৫,০০০ টাকা
এবং মোট ভাড়া ৩ অংশ অর্থাৎ = (১৫,০০০× ৩) = ৪৫০০০টাকা
সুতরাং বকেয়া ভাড়া = মোট ভাড়া − পরিশোধিত ভাড়া
= (৪৫০০০− ৩০০০০) টাকা = ১৫,০০০ টাকা

08. লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবের ভিত্তি কি?
A. মোট লাভ
B. নিট লাভ
C. মোট সম্পত্তি
D. মোট মূলধন
(B)

09. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয় কোনটি?
A. অনুদান
B. উইলকৃত ধন দৌলত
C. অর্জিত সুদ
D. আজীবন সদস্যের চাঁদা
(C)

10. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিল-
A. সাধারণ তহবিল B. বিশেষ তহবিল C. মূলধন তহবিল D. সঞ্চিতি তহবিল

(B) Explanation// • বিশেষ উদ্দেশ্যে যে তহবিল গঠন করা হয় তাকে বিশেষ তহবিল (Specal fund) বলে । যেমন: উন্নয়ন তহবিল, বৃত্তি তহবিল, পুরস্কার তহবিল, আপ্যায়ন তহবিল ইত্যাদি।
• মূলধন তহবিল হলো অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য।

11. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবৃত্তি তহবিল হতে বৃত্তি প্রদান করা হলে তা দেখানো হবে-
A. আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট
B. ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাবে ক্রেডিট
C. আয়-ব্যয় হিসাবে ক্রেডিট
D. ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাবে ডেবিট

(D) Explanation// • অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বৃত্তি তহবিল হতে বৃত্তি প্রদান করা হলে, ছাত্রবৃত্তি তহবিল হিসাব ডেবিট হবে।
• কেননা বৃত্তি প্রদানের কালে খরচ বৃদ্ধি পায়।

12. দায় মালিকানা অনুপাত ১:২। মালিকানা তহবিল ২,০০০ টাকা হলে মোট দায় হবে-
A. ৪,০০০ টাকা B. ১,০০০ টাকা C. ৬৬৭ টাকা D. কোনটিই নয়

(B) Explanation// মোট দায় = $\frac{\text{মালিকানা তহবিল}}{\text{মালিকানা অংশ}}$ × দায় অংশ

$$= \frac{২০০০}{২} \times ১ = ১০০০$$

13. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৬৪,৫৫০ টাকা; তন্মধ্যে বিগত বছরের ৩,৪৮০ টাকা; আগামী বছরের ৫,৪২০ টাকা; চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ১৮,৭৩০ টাকা হলে চাঁদা খাতে আয় ব্যয় হিসাবে ক্রেডিট করা হবে-
A. ৭৪,৩৮০ টাকা
B. ৬১,০৭০ টাকা
C. ৬৪,৫৫০ টাকা
D. ৫৫,৬৫০

(A) Explanation// চলতি বছরের চাঁদা আয় = চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বছরে অনাদায়ী চাঁদা - বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা - আগামী বছরের চাঁদা।
= (৬৪৫৫০ + ১৮৭৩০ - ৩৪৮০ - ৫৪২০) = ৭৪৩৮০ টাকা

14. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৳ ৩২,৭০০, তন্মধ্যে বিগত বছরের ৳ ২,৫০০, আগামী বছরের ৳ ৪,৫০০, চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৳ ৫০০০ টাকা হলে আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ ক্রেডিট হবে-
A. ৩২,৭০০ B. ৩৭,৭০০ C. ৩০,৭০০ D. ৩৫,২০০

(C) Explanation// চলতি বছরের চাঁদা আয় = চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বছরে অনাদায়ী চাঁদা - বিগত বছরের চাঁদা - আগামী বছরের চাঁদা
= ৩২,৭০০ + ৫০০০ - ২৫০০ - ৪৫০০ = ৩০,৭০০ টাকা

15. কোম্পানির ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি বন্টন হিসাবে দেখানো হয় না-
A. অর্নবর্তী লভ্যাংশ
B. প্রস্তাবিত লভ্যাংশ
C. সঞ্চিতিতে স্থানান্তর
D. অ দাবীকৃত লভ্যাংশ

(D) Explanation// অ-দাবীকৃত লভ্যাংশ কোম্পানির ক্ষেত্রে কখনো লাভ-ক্ষতি বন্টন হিসাবে দেখানো হয় না। এটি চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় দেখানো হয়।

16. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনী তহবিল বলতে বুঝায়-
A. একটি নির্দিষ্ট কালের আয় ব্যয়ের পার্থক্য
B. একটি নির্দিষ্ট কালের নগদ গ্রহণ ও পরিশোধের পার্থক্য
C. একটি নির্দিষ্ট কালের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য
D. একটি নির্দিষ্ট দিনের সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য

(D) Explanation// অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধনকে তহবিল বলা হয়। হিসাব সমীকরণের মৌলিক উপাদানকে ভিত্তি করে এ মূলধন তহবিল নির্ণয় করতে হয়। অর্থাৎ, যে কোনো নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে মোট বহির্দায় বাদ দিলে মূলধন তহবিল পাওয়া যায়।
মূলধন তহবিল = প্রারম্ভিক সম্পদ − প্রারম্ভিক দায়।

17. Multiple Step Income Statement (একাধিক ধাপ আয় বিবরণী) প্রস্তুত করা হয়-
A. শুধু উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে
B. শুধু মার্চেন্ডাইজিং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে
C. উৎপাদনকারী এবং মার্চেন্ডাইজিং উভয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে
D. শুধু সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে

(C) Explanation// সাধারণত যে আয় বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয় ও ব্যয় প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয় তাকে বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী বলে। সাধারণত পণ্য উৎপাদনকারী এবং ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী (Multiple Step Income Statement) ব্যবহার করা হয়।

18. অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
A. আজীবন সদস্যের চাঁদা
B. সদস্যের চাঁদা
C. পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়
D. অনুদান

(B) Explanation// সদস্যগণের চাঁদা, পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় দান-অনুদান ভর্তি ফি, প্রাপ্ত ভাড়া ইত্যাদি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস। কিন্তু সদস্যগণের চাঁদা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস।

CamScanner

19. প্রদত্ত তথ্য থেকে ৩১ এ ডিসেম্বর ২০১৫ সমাপ্ত বৎসরের জন্য চাঁদা বাবদ মোট আয় বের করঃ ১. চাঁদা প্রাপ্তিঃ ২০১৪ সালের ৫,০০০ টাকা; ২০১৫ সালের ৩০,০০০ টাকা, ২০১৬ সালের ৬,০০০ টাকা; ২. ৩১/১২/২০১৪ তারিখে চাঁদা বকেয়া ৬,০০০ টাকা ৩. ৩১/১২/২০১৫ তারিখে চাঁদা বকেয়া ৫,০০০ টাকা এবং ৪. ৩১/১২/২০১৪ তারিখে অগ্রিম চাঁদার পরিমাণ ৬০০০ টাকা।

A. ৪০,০০০ B. ৪১,০০০
C. ৩৫,০০০ D. ৩৬,০০০

C Explanation চাঁদা আয় = চলতি বছরের মোট প্রাপ্ত চাঁদা - বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা + বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা + চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা - চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের চাঁদা
= (৩০,০০০ + ৫,০০০ + ৬,০০০)-(৫,০০০ + ৬,০০০) + ৬,০০০ + ৫,০০০ - ৬,০০০
= ৪১,০০০-১১,০০০ + ৬,০০০ + ৫,০০০ - ৬,০০০
= ৩৫,০০০ টাকা

20. নিচের কোন হিসাবটি অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয় না?

A. প্রাপ্তি ও পরিশোধ হিসাব
B. আয় ব্যয় হিসাব
C. Retained earnings statement
D. উদ্বৃত্ত পত্র

C Explanation Retained Earning Statement (আয়-ব্যয় বিবরণী) অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয় না। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরি করা হয়।

21. কোন অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে কোন খরচটি দেখানো যাবে না?

A. বেতন পরিশোধ
B. কম্পিউটার ক্রয় বাবদ খরচ
C. অফিস যন্ত্রপাতির উপর অবচয়
D. স্টেশনারী খরচ

B Explanation আয় ব্যয় হিসাব একটি নামিক হিসাব। শুধু মাত্র মুনাফা জাতীয় দফা সমূহ অর্থাৎ আয়-ব্যয় নিয়ে এটি তৈরি করা হয়। কম্পিউটার ক্রয় বাবদ ব্যয় সম্পদ ক্রয়ের সাথে যুক্ত হবে। তাই এটাকে আয়-ব্যয় হিসেবে দেখানো যাবে না।

22. চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি ২০,০০০ টাকা যার মধ্যে বিগত বছরের ৪,০০০ টাকা এবং আগামী বছরের ২,৫০০ টাকা অন্তর্ভূক্ত। চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা ৫,৫০০ টাকা হলে, আয় ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?

A. ৮,০০০ B. ১৯,০০০
C. ২১,০০০ D. ২৫,৫০০

B Explanation আয় বিবরণীতে চাঁদা বাবদ দেখানো হবে,
চাঁদা = চাঁদা প্রাপ্তি+বকেয়া – বিগত বছরের চাঁদা – আগামী বছরের চাঁদা
= ২০০০০ + ৫৫০০ – ৪০০০ – ২৫০০
= ২৫৫০০ – ৪০০০ – ২০০০
= ১৯০০০ টাকা

23. মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৫০, ০০০ টাকা, যার মধ্যে বিগত বছরের ৫, ০০০ টাকা, পরবর্তী বছরের ৭, ৫০০ টাকা, এবং চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা ৯, ০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। আয়-ব্যয় বিবরণীতে চলতি বছরের চাঁদা খাতে কত টাকা দেখাতে হবে?

A. ৪৬, ০০০ টাকা B. ৫০, ০০০ টাকা
C. ৪৫, ০০০ টাকা D. ৩৭, ৫০০ টাকা

A Explanation আয় ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ দেখাতে হবে চলতি বছরের 'চাঁদা আয়"।
চাঁদা আয় = মোট চাঁদা প্রাপ্তি + গত বছর শেষে অগ্রিম – গত বছর বকেয়া – চলতি বকেয়া – চলতি বছর শেষে অগ্রিম + চলতি বছর শেষে বকেয়া
= ৫০,০০০ + ০ – ৫,০০০ – ৭,৫০০০ + ৯,০০০
= ৪৬,০০০ টাকা।

অধ্যায় ১৮ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ

- যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় (রাজস্ব) অর্জন করে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলে।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রাথমিক উৎস হলো পণ্য বিক্রয়।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বা খরচ প্রধানত দুই-ধরণের যথাঃ
  ১. বিক্রীত পণ্য ব্যয়
  ২. পরিচালন খরচসমূহ
- বিক্রত পণ্যের ব্যয় হলো সম্পূর্ণ হিসাবকালে বিক্রত পণ্যের মোট ব্যয়।
- এই ব্যয় পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত।
- অন্যদিকে পরিচালন খরচ হলো বিক্রয়ের সংক্রান্ত খরচ ও প্রশাসনিক খরচের সমষ্টি।

টপিক পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

- পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে বিক্রত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে হয়। এরপর বিক্রত পণ্যের ব্যয়ের সাথে মোট লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়।
- বিক্রত পণ্যের ব্যয়+ মোট মুনাফা= বিক্রয়মূল্য

টপিক মুনাফার হার নির্ণয়

১ মোট মুনাফা= $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\%$

২. ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার/বিক্রতপণ্যের উপর মুনাফা হার/ক্রয়হার/মার্ক-আপ (Mark-Up)
$= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়}} \times ১০০$

৩. বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার/প্রান্তিক মুনাফা হার/মোট মুনাফা হার/বিক্রয় হার/মার্জিন হার(Gross /profit margin)
$= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

টপিক গাণিতিক সমস্যা

১. মোট লাভ ও বিক্রতপণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২০,০০০ ও ৮০,০০০ টাকা হলে ক্রয়হার ও বিক্রয় হার কত?

সমাধান ক্রয় হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়}} \times ১০০$
$= \frac{২০,০০০}{৮০,০০০} \times ১০০$
$= ২০\%$

বিক্রয় হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$
$= \frac{২০,০০০}{১,০০,০০০} \times ১০০$
$= ২৫\%$

নিট বিক্রয় = বিক্রতপণ্যের ব্যয় +মোট লাভ
= ৮০,০০০ + ২০,০০০
= ১,০০,০০০

CamScanner

[illegible] মোট লাভ ও নিট বিক্রয় ৩,০০০ ও ৬,০০০ টাকা হলে Mark-up ও Margin কত?

[illegible] বিক্রতপণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয় - মোট লাভ

$= ৬,০০০ - ৩০০০$

$= ৩,০০০$

Mark-up হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়}} \times ১০০$

$= \frac{৩,০০০}{৩,০০০} \times ১০০$

$= ১০০\%$

Margin হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

$= \frac{৩,০০০}{৬,০০০} \times ১০০$

$= ৫০\%$

[illegible] মোট লাভ ৪০,০০০ টাকা এবং বিক্রত পণ্যের ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা হলে, ক্রয়মূল্যের উপর লাভ কত?

[illegible] ক্রয়মূল্যের উপর লাভ হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়}} \times ১০০$

$= \frac{৪০,০০০}{২,০০,০০০} \times ১০০$

$= ২০\%$

[illegible] মোট লাভ ও বিক্রত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২০০০০ ও ৬০০০০ টাকা হলে বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ কত?

[illegible] বিক্রয় মূল্যের উপর লাভ $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

$= \frac{২০,০০০}{৮০,০০০} \times ১০০$

$= ২৫\%$

নিট বিক্রয় = বিক্রতপণ্যের ব্যয় + মোট লাভ

$= ২০,০০০ + ৬০,০০০$

$= ৮০,০০০$

2 ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ও বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হারের পার্থক্য

[illegible] ক্রয়ের উপর মুনাফা হার ২৫% হলে, বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার কত?

[illegible] বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার $= \frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০$

$= \frac{২৫}{১২৫} \times ১০০$

$= ২০\%$

[illegible] বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার ২৫% হলে, ক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত?

[illegible] ক্রয়ের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{বিক্রয় হার}}{১০০ - \text{বিক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{২৫}{১০০ - ২৫} \times ১০০$

$= \frac{২৫}{৭৫} \times ১০০$

$= ৩৩.৩৩\%$

[illegible] ক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার ৫০% হলে, বিক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত?

[illegible] বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার $= \frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{৫০}{১০০ + ৫০} \times ১০০$

$= \frac{৫০}{১৫০} \times ১০০$

$= ৩৩.৩৩\%$

৪. বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার ৭৫% হলে, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত?

সমাধান ক্রয়ের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{বিক্রয় হার}}{১০০ - \text{বিক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{৭৫}{১০০ - ৭৫} \times ১০০$

$= \frac{৭৫}{২৫} \times ১০০$

$= ৩০০\%$

৫. ক্রয় এর উপর মুনাফা হার ২০% হলে, বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার কত?

সমাধান বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার $= \frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{২০}{১০০ + ২০} \times ১০০$

$= \frac{২০}{১২০} \times ১০০$

$= ১৬.৬৭\%$

৬. বিক্রত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার ৪০০% হলে, প্রান্তিক মুনাফার হার কত?

সমাধান প্রান্তিক মুনাফার হার হার $= \frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০$

$= \frac{৪০০}{১০০ + ৪০০} \times ১০০$

$= \frac{৪০০}{৫০০} \times ১০০$

$= ৮০\%$

৭. বিক্রয় মূল্যের উপর লাভের হার ৫০% হলে, মার্ক-আপ হার কত?

সমাধান মার্ক-আপ হার $= \frac{\text{বিক্রয় হার}}{১০০ - \text{বিক্রয় হার}} \times ১০০ = \frac{৫০}{১০০ - ৫০} \times ১০০$

$= \frac{৫০}{৫০} \times ১০০$

$= ১০০\%$

টপিক 2 প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রাবলি

০১. নিট ক্রয় = ক্রয়-ক্রয় ফেরত -ক্রয় বাট্টা

০২. ক্রীত পণ্যের ব্যয়= নিট ক্রয় + ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ

০৩. বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ পণ্যের ব্যয়)
বা (সমাপনী মুজদ পণ্য+ বিক্রত পণ্যের ব্যয়)

০৪. ক্রীত পণ্যের ব্যয়= (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়- প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য)
বা (সমাপনী মজুদ পণ্য+ বিক্রিত পণ্যের ব্যয়- প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য)

০৫. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য =(বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়- ক্রত পণ্যের ব্যয়)
বা (সমাপনী মজুদ পণ্য+বিক্রত পণ্যের ব্যয় -ক্রীত পণ্যের ব্যয়)

০৬. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-সমাপনী মজুদ পণ্য)
বা (প্রারম্ভিক মজুদপণ্য+ক্রত পণ্যের ব্যয়- সমাপনী মজুদ পণ্য)

০৭. সমাপনী মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-বিক্রত পণ্যের ব্যয়)
বা (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ক্রীত পণ্যের ব্যয় -বিক্রত পণ্যের ব্যয়)

০৮. নিট বিক্রয় = বিক্রয়-বিক্রয় ফেরত-বিক্রয় বাট্টা

০৯. বিক্রয়মুল্য= বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+মোট মুনাফা

১০. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়= বিক্রয়মুল্য- মোট মুনাফা

১১. মোট মুনাফা= বিক্রয়মুল্যে- বিক্রত পণ্যের ব্যয়

টপিক 2 গাণিতিক সমস্যা

০১. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৭০,০০০ টাকা, নিট ক্রয় ৮০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ৫,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ পণ্যের ব্যয়)

$= ৭০,০০০ + ৮০,০০০$

$= ১,৫০,০০০$ টাকা

০২. ক্রত পণ্যের ১,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৬০,০০০ টাকা এবং বিক্রত পণ্যের ব্যয় ৭০,০০০ টাকা হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত টাকা?

সমাধান সমাপনী মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-বিক্রত পণ্যের ব্যয়)

$= ১,৬০,০০০ - ৭০,০০০$

$= ৯০,০০০$ টাকা

CamScanner

০৩. **প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৬৫,০০০ টাকা বিক্রয় যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৪০,০০০ টাকা এবং বিক্রত পণ্যের ব্যয় ৮০,০০০ টাকা হয় তাহলে, ক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?**

সমাধান ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়- প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য)
= ১,৪০,০০০ - ৬৫,০০০
= ৭৫,০০০ টাকা

০৪. **ক্রীত পণ্যের ব্যয় ৯০,০০০ টাকা ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৭০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ৭০,০০০ টাকা হলে। বিক্রত পণ্যের ব্যয় কত?**

সমাধান বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-সমাপনী মজুদ পণ্য)
= ১,৭০,০০০ - ৭০,০০০
= ১,০০,০০০ টাকা

০৫. **প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৫০,০০০ টাকা ক্রীত পণ্যের ব্যয় ৪০,০০০ টাকা এবং বিক্রত পণ্যের ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত?**

সমাধান সমাপনী মজুদ পণ্য
= (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ক্রীত পণ্যের ব্যয় -বিক্রত পণ্যের ব্যয়)
= ৫০,০০০ + ৪০,০০০ - ৩৫,০০০
= ৫৫,০০০ টাকা

০৬. **ক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩০,০০০, বিক্রতপণ্যের ব্যয় ৬৫,০০০ টাকা। সমাপনী মুজদ পণ্য ১৫,০০০ টাকা হলে, প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের পরিমান কত?**

সমাধান প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (সমাপনী মজুদ পণ্য+বিক্রত পণ্যের ব্যয় -ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= ১৫,০০০ + ৬৫,০০০ - ৩০,০০০
= ৫০,০০০ টাকা

০৭. **প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ২৮,০০০ টাকা, নিট ক্রয় ৮২,০০০ টাকা আন্তঃপরিবহন ১৫,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ৩৩,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত টাকা?**

সমাধান বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= ২৮,০০০ +৮২,০০০ +১৫,০০০
= ১,২৫,০০০ টাকা

০৮. **যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৭০,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ৪,০০,০০টাকা ক্রয় ফেরত ২০,০০০ টাকা, ক্রয় বাট্টা ৫,০০০ টাকা, পণ্য আনায়নের জন্য জাহাজ ভাড়া প্রদান ১৮,০০০ টাকা , পণ্য আমদানি বাবদ শুল্ক প্রাদন ১২,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ৬০০০০ টাকা হয় তবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?**

সমাধান বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= ৭০,০০০ + ৪,০০,০০০- ২০,০০০- ৫,০০০+১৮,০০০+১২,০০০
= ৪,৭৫,০০০ টাকা

০৯. **যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ৮০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্যে ৩০,০০০ টাকা হলে বিক্রত পণ্যের ব্যয় কত?**

সমাধান বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদপণ্য+ ক্রয় - সমাপনী মজুদ পণ্য)
= ২০,০০০ + ৮০,০০০ - ৩০,০০০
= ৭০,০০০ টাকা

১০. **প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৭০০০০ টাকা , নীট ক্রয় ১০০০০০ টাকা ,ক্রয় বাট্টা ১০০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ৩০০০০ এবং বিক্রত পণ্যের ব্যয় ৮০০০০ টাকা হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমান কত?**

সমাধান সমাপনী মজুদ পণ্য
= (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ক্রীত পণ্যের ব্যয় -বিক্রত পণ্যের ব্যয়)
= ৭০,০০০ + ১,০০,০০০ + ৩০,০০০ - ৮০,০০০
= ১,২০,০০০ টাকা

১১. **একটি পণ্য যার ক্রয়মূল্য ৪০০০০ টাকা এবং যেটির বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয় তবে সেটির বিক্রয়মূল্য কত?**

সমাধান $\text{বিক্রয়} = \frac{\text{ক্রয়}}{\text{১০০ - বিক্রয় হার}} \times \text{১০০}$

$= \frac{\text{৪০,০০০}}{\text{১০০ - ২০}} \times \text{১০০} = \frac{\text{৪০,০০০}}{\text{৮০}} \times \text{১০০} = \text{৫০,০০০}$

১২. **একটি পণ্য যার বিক্রয়মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং যেটির ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, সেটির ক্রয়মূল্য কত হবে?**

সমাধান $\text{ক্রয়} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{১০০ + ক্রয় হার}} \times \text{১০০}$

$= \frac{\text{১,০০,০০০}}{\text{১০০ + ২৫}} \times \text{১০০}$

$= \frac{\text{১,০০,০০০}}{\text{১২৫}} \times \text{১০০}$

$= \text{৮০,০০০}$

১৩. **একটি পণ্য যার ক্রয়মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং যেটির ক্রয়মূল্যেল উপর ৫০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, সেটির বিক্রয়মূল্য কত হবে?**

সমাধান $\text{বিক্রয়} = \frac{\text{ক্রয়}}{\text{১০০}} \times \text{১০০ + ক্রয় হার}$

$= \frac{\text{১,০০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০+৫০}$

$= \frac{\text{১,০০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{১৫০}$

$= \text{১,৫০,০০০}$

১৪. **একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য ১,২০,০০০ টাকা এবং যেটির বিক্রয়মূল্যের উপর ১০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, সেটির ক্রয় মূল্য কত হবে?**

সমাধান $\text{ক্রয়} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{১০০}} \times \text{১০০ - বিক্রয় হার}$

$= \frac{\text{১,২০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০-১০}$

$= \frac{\text{১,২০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{৯০}$

$= \text{১,০৮,০০০}$

১৫. **বিক্রয়ের পরিমান ১,৪০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের উপর মোট মুনাফা হার ২৫% হলে বিক্রত পণ্যের ব্যয় কত টাকা?**

সমাধান $\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{১০০}} \times \text{১০০ - মোট মুনাফা হার}$

$= \frac{\text{১,৪০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০-২৫}$

$= \frac{\text{১,৪০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{৭৫}$

$= \text{১,০৫,০০০}$

১৫. **বিক্রত পণ্যের ব্যয় ৮,০০,০০ টাকা, যদি বিক্রয়ের উপর ২০% মুনাফা করা হয়, তাহলে বিক্রয় মূল্য কত?**

সমাধান $\text{বিক্রয়} = \frac{\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়}}{\text{১০০ - বিক্রয় হার}} \times \text{১০০}$

$= \frac{\text{৮০,০০০}}{\text{১০০ - ২০}} \times \text{১০০}$

$= \frac{\text{৮০,০০০}}{\text{৮০}} \times \text{১০০}$

$= \text{১,০০,০০০}$

১৬. **যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৮০,০০০ টাকা, ক্রয় ৩,৪০,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ৩০,০০০ টাকা বিক্রয় ৪,৮০,০০০ টাকা এবং প্রান্তিক মুনাফা হার ২৫% হল। সমাপনী মজুদের পরিমান কত হবে?**

সমাধান সমাপনী মজুদের পরিমান নির্ণয় এর জন্য বিক্রত পণ্যের ব্যয় প্রয়োজন । তাই বিক্রয় ও প্রান্তিক মুনাফা হার কাজে লাগিয়ে বিক্রত পণ্যের ব্যয় বের করতে হবে।

সমাধান $\text{বিক্রত পণ্যের ব্যয়} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{১০০}} \times \text{১০০ - মোট মুনাফা হার}$

$= \frac{\text{৪,৮০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০-২৫}$

$= \frac{\text{৪,৮০,০০০}}{\text{১০০}} \times \text{৭৫}$

$= \text{৩,৬০,০০০}$

এখন

সমাপনী মজুদ পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+ক্রীত পণ্যের ব্যয় -বিক্রত পণ্যের ব্যয়)
= ৮০,০০০ +৩,৪০,০০০ + ৩০,০০০ - ৩,৬০,০০০
= ৯০,০০০ টাকা

CS CamScanner

...প্রারম্ভিক মজুদ ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ১৫,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২৫,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ১,০০,০০০ টাকা হয় এবং মোট মুনাফা হার ২০% হয়। তবে বিক্রয়মূল্য হবে?

ব্যাখ্যা: বিক্রয়মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় এর জন্য বিক্রিত পণ্যের ব্যয় প্রয়োজন। ...সূত্র কাজে লাগিয়ে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বের করতে হবে।

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদপণ্য+ক্রয় পণ্যের ব্যয়- সমাপনী মজুদ পণ্য)
= ১০,০০০+৫,০০,০০০ + ১৫,০০০ - ২৫,০০০ - ১,০০,০০০
= ৪,০০,০০০ টাকা

বিক্রয় = $\frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{১০০ - বিক্রয় হার}}$ × ১০০
= $\frac{\text{৪,০০,০০০}}{\text{১০০ - ২০}}$ × ১০০
= $\frac{\text{৪,০০,০০০}}{\text{৮০}}$ × ১০০
= ৫,০০,০০০

স্পেশাল টেস্ট

বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. প্রারম্ভিক মজুত মাল ৩০,০০০ টাকা, ক্রয় ৮০,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৩০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২০% হলে, সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ হবে- [NU- Business: 2013-14]
A. ২০,০০০ টাকা B. ৬,০০০ টাকা
C. ৮০,০০০ টাকা D. ২৬,০০০ টাকা Ⓑ

02. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ২০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত পণ্য ২৩,৫০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১,১৬,০০০ টাকা। ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় কত? [NU- Business: 2012-13]
A. ১,১২,৫০০ টাকা B. ১,৫৯,৫০০ টাকা
C. ১,১৯,৫০০ টাকা D. ১,৫৭,৫০০ টাকা Ⓒ

03. বিক্রয় খাতে আয় ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়কৃত পণ্যের খরচ (Cost of goods sold) ৩,১০,০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হলে মোট লাভ হবে: [NU- Business: 2011-12]
A. ৩০,০০০ টাকা B. ৯০,০০০ টাকা
C. ১,৫০,০০০ টাকা D. ৩,৬০,০০০ টাকা Ⓑ

04. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় সমান উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় যোগ- [NU- Business: 2010-11]
A. প্রক্রিয়াধীন পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত বিয়োগ প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমাপনী মজুত
B. প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমাপনী মজুত বিয়োগ প্রক্রিয়াধীন পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত
C. সম্পন্ন পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত বিয়োগ সম্পন্ন পণ্যের সমাপনী মজুত
D. সম্পন্ন পণ্যের সমাপনী মজুত বিয়োগ সম্পন্ন পণ্যের প্রারম্ভিক মুজত Ⓐ

05. বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০%, মুনাফার পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য হবে- [NU- Business: 2010-11]
A. ১,০০,০০০ টাকা B. ১,৩০,০০০ টাকা
C. ১,৫০,০০০ টাকা D. ১,২০,০০০ টাকা Ⓓ

06. ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার ৬০% এবং মুনাফার পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য কত? [NU- Business: 2009-10]
A. ৩,৬০,০০০ টাকা B. ৪,২০,০০০ টাকা
C. ৩,০০,০০০ টাকা D. ৬০,০০০ টাকা Ⓒ

07. যদি প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ১,২০০ টাকা, ১,৬০০ টাকা এবং ৮,০০০ টাকা হয়, তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ কত? [NU- Business: 2008-09]
A. ৬,০০০ টাকা B. ৭,৬০০ টাকা
C. ৯,৬০০ টাকা D. ১০,০০০ টাকা Ⓒ

08. নিম্নলিখিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিক্রিয় পণ্যের ব্যয় টাকায় নির্ণয় কর; বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুত ১৫,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ১১,০০০ টাকা; ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা; অন্তঃমুখী পরিবহণ ২,০০০ টাকা; ক্রয় বাট্টা ৪,০০০ টাকা. [NU- Business: 2004-05]
A. ৬২,০০০ টাকা B. ৬৮,০০০ টাকা
C. ১৫,০০০ টাকা D. ৭৫,০০০ টাকা Ⓑ

09. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮০০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% হয়, তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হবে- [NU- Business: 2003-04]
A. ১৫,০০০ টাকা B. ১৮,৮১৬ টাকা C. ১৪,৭৮৪ টাকা D. ১৪,৪৭৮ টাকা Ⓐ

10. নিম্নলিখিত তথ্য হতে সমাপনী মজুদের পরিমাণ নির্ণয় কর: প্রারম্ভিক মজুদ ১,৬০,০০০ ক্রয়ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৪০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের উপর মার্ক আপ শতকরা ২৫ ভাগ। [NU- Business: 2003-04]
A. টাকা ১,৩৭,০০০ B. টাকা ১,৩০,০০০
C. টাকা ১,১২,০০০ D. টাকা ১,০৫,০০০ Ⓒ

11. ক্রয়মূল্যের ওপর ২৫% মুনাফা করলে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার কত? [NU- Business: 2002-03]
A. ২০% B. ৩৩.৩৩% C. ১৮.৭৫% D. ১২.৫০% Ⓐ

12. প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয় করা পণ্যের ব্যয় যদি যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৭০০ টাকা ও ৩,৪০০ টাকা হয় তবে নিট ক্রয় কত? [NU- Business: 2001-02]
A. ৩,৭০০ টাকা B. ৩,১০০ টাকা
C. নির্ণয় করা যাবে না D. কোনোটিই প্রযোজ্য নয় Ⓐ

13. একটি পণ্য যার ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা এবং যার বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, তার বিক্রয় মূল্য কত হবে? [NU- Business: 2001-02]
A. ৩৬,০০০ টাকা B. ৩৭,৫০০ টাকা C. ৩৮,২০০ টাকা D. ৩৯,০০০ টাকা Ⓑ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. একটি হিসাবকালে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ ৭,৮০,০০০ টাকা, মোট লাভের হার ৪০%, নিট লাভের হার ২৫%। উক্ত হিসাবকালে ব্যবসায়ের পরিচালন খরচ কত?
A. ৩,১২,০০০ টাকা B. ১,১৭,০০০ টাকা
C. ৫,০৭,০০০ টাকা D. ৪,২৯,০০০ টাকা

Ⓑ Explanation/ মোট লাভ = নীট বিক্রয় × ৪০%
= ৭,৮০,০০০×৪০% = ৩,১২,০০০ টাকা

নীট লাভ = নীট বিক্রয় × ২৫%
= ৭,৮০,০০০ × ২৫%
= ১,৯৫,০০০ টাকা

পরিচালন খরচ = মোট লাভ – নীট লাভ
= (৩,১২,০০০–১,৯৫,০০০) টাকা = ১,১৭,০০০ টাকা

02. একটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য ৫,৫০০ টাকা। মুখ্যব্যয় মোট ব্যয়ের ৭০% এবং ক্রয় মূল্য হলো মুখ্য ব্যয়ের ৭০%। লাভের হার মোট ব্যয়ের ১০%। পণ্যটির ক্রয় মূল্য কত হবে?
A. ২,৫০০ টাকা B. ২,৫৪০ টাকা C. ২,৪৫০ টাকা D. ৩,৫০০ টাকা

Ⓒ Explanation/ লাভ = বিক্রয়মূল্য × $\frac{১০}{১১০}$
= ৫,৫০০ × $\frac{১০}{১১০}$ = ৫০০ টাকা।

মোট ব্যয় = বিক্রয়মূল্য – লাভ
= (৫,৫০০–৫০০) টাকা = ৫,০০০ টাকা
মুখ্যব্যয় = মোট ব্যয় × ৭০% = ৫,০০০ × ৭০% = ৩,৫০০ টাকা
ক্রয়মূল্য = মুখ্যব্যয় × ৭০% = ৩,৫০০ × ৭০% = ২,৪৫০ টাকা

03. প্রারম্ভিক মজুদ মাল ৭,৫০০ টাকা, ক্রয় ৫২,৫০০ টাকা, বিক্রয় ৫০,০০০ এবং লাভের হার ২০% হলে সমাপনী মজুদ মাল কত হবে?
A. ২০,০০০ B. ২৩,০০০ C. ১৭,৫০০ D. ১০, ০০০

Ⓐ Explanation/ আমরা জানি,
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মোট মুনাফা
= ৫০০০০ - (৫০০০০×২০%)
= ৫০০০০ - ১০০০০ = ৪০০০০
∴ সমাপনী মজুদ = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ৭৫০০ + ৫২৫০০ - ৪০০০০ = ২০০০০ টাকা

CamScanner

04. একটি মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১২,৫০০ টাকা ও বাজার মূল্য ১৫,৫০০ টাকা, যা বছর শেষে মজুত পণ্যের গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে । এই মজুত পণ্যটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ব্যবসায় মুনাফার ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে?

A. মুনাফা ১৫,৫০০ টাকা কমবে B. মুনাফা ৩,০০০ টাকা কমবে
C. মুনাফা ৩,০০০ টাকা বাড়বে D. মুনাফা ১২,৫০০ টাকা বাড়বে

D Explanation সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত না হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রভাবিত হয়, কারণ, "বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয়- সমাপনী মজুত"। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের এই সূত্রে দেখলেই বোঝা যায়, সমাপনী মজুত গণনা থেকে বাদ পড়ে গেলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে, ফলে মুনাফা কম দেখানো হবে। অতএব, সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে মুনাফা বাড়বে। এক্ষেত্রে মুনাফা বাড়বে ১২,৫০০ টাকা; কারণ, রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুত দেখাতে হয় ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম মূল্যে।

05. রংধনু সু-স্টোরের প্রারম্ভিক মজুদপণ্যের জের ২৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালে ক্রয় ৫০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,৫০০ টাকা ও আন্তঃপরিবহন ব্যয় ১৫,০০০ টাকা ছিল। হিসাবশেষে গণনার পর দেখা যায় ২০,০০০ টাকার পণ্য এখনও হাতে আছে। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল-----?

A. ৪২,৫০০ B. ৫২,৫০০ C. ৬৭,৫০০ D. ৮৭,৫০০

D Explanation আমরা জানি,
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক + ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (নিট ক্রয় + আন্তঃপরিবহন)
= (৫০,০০০ − ২,৫০০)+ ১৫,০০০
= ৪৭,৫০০ + ১৫,০০০ = ৬২,৫০০ টাকা
∴ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (২৫,০০০ + ৬২,৫০০) টাকা
= ৮৭,৫০০ টাকা।

06. প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী মজুদ ও বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা ও ৭০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?

A. ৫০,০০০ টাকা B. ৯০,০০০ টাকা
C. ১০০,০০০ টাকা D. ৮০,০০০ টাকা

C Explanation বিক্রয়যোগ্য পণ্য ব্যয় নির্ণয়ের ছক:

প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ক্রীত পণ্যের ব্যয়	সমাপনী মজুদ পণ্য বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়

টীকা: এই প্রশ্নে ডান পাশের দুটি বিষয় এবং বাম পাশের একটি বিষয় দেওয়া আছে। তাই, ডান পাশের বিষয় দুটি যোগ করতে হবে।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ৩০,০০০ + ৭০,০০০ = ১,০০,০০০

07. নিচের তথ্য সমূহ হতে সমাপনী মজুত নির্ণয় কর:প্রারম্ভিক মজুত মাল ১,৬০,০০০ টাকা, ক্রয় ৮৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৪০,০০০ টকা। ক্রয় মূল্যের উপর মার্ক-আপ ২৫% হারে।

A. ১,৩৭,০০০ টাকা B. ১,৩০,০০০ টাকা
C. ১,১২,০০০ টাকা D. ১,০২,০০০ টাকা

B Explanation ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হারকে বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হারে রূপান্তর: বিক্রয় হার = $\frac{100 \times 25}{100 + 25} = 20\%$
মুনাফা = বিক্রয় × বিক্রয়মূল্যের হার = ১,৪০,০০০ × ২০%
= ২৮,০০০ টাকা।
এখন বিক্রীতপণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মুনাফা
= ১,৪০,০০০ − ২৮,০০০ = ১,১২, ০০০ টাকা।
∴ সমাপনী মজুদ পণ্য = প্রা: মজুদ + নিট ক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ১,৬০,০০০ + (৮৬,০০০-৪,০০০) - ১,১২,০০০
= ১,৩০,০০০ টকা।

08. প্রারম্ভিক মজুদ মাল ৩০,০০০ টাকা, ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুদের পরিমাণ কত?

A. ২,৩০,০০০ টাকা B. ১,৫৫,০০০ টাকা
C. ১,৩০,০০০ টাকা D. ২,০০,০০০ টাকা

B Explanation দেওয়া আছে বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% তাহলে, মুনাফা = (১,০০,০০০ × ২৫%) = ২৫,০০০ টাকা।
এখানে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মুনাফা
= ১,০০,০০০ - ২৫,০০০ = ৭৫,০০০ টাকা।
∴ সমাপনী মজুদ = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ৩০,০০০ + ২,০০,০০০-৭৫,০০০০
= ১,৫৫,০০০ টাকা।

09. যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, সমাপনী মজুদ পণ্য এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ৪৮,০০০ টাকা, ৬২,০০০ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা হয় তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?

A. ২,০২,০০০ B. ১,৫৪,০০০ C. ১,৮৮,০০০ D. ১,২৬,০০০

A Explanation বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ
= ১,৪০,০০০ + ৬২,০০০
= ২,০২,০০০ টাকা।

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের আরেকটি সূত্র হলো:
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় + প্রত্যক্ষ খরচ।

10. একটি ফার্মের নিট মুনাফা ৬,০০০ টাকা এবং করের ৪০% হলে কর-পূর্ব মুনাফা হবে-

A. ৯,০০০ টাকা B. ৭,৯৪২ টাকা C. ৮,৩৩৩ টাকা D. ১০,০০০ টাকা

D Explanation কর পূর্ব নিট মুনাফা $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{১০০-কর হার}} \times ১০০$
$= \frac{৬০০}{১০০-৪০} \times ১০০$ = ১০,০০০ টাকা

11. যদি প্রারম্ভিক মজুদ ৬০,০০০ টাকা, সারা বৎসরের ক্রয় ৩০,০০০ টাকা, অর্ন্তমুখী পরিবহন খরচ ৬,০০০ টাকা, বর্হিমুখী পরিবহন ১০,০০০ টাকা, ক্রয়ফেরত ও ভাতা ৮,০০০ টাকা সরবরাহের সমাপনী মজুদ ৫,০০০ টাকা এবং পণ্যের সমাপনী মজুদ ৫০,০০০ টাকা হয় তবে বিক্রীত পণ্যের খরচ হবে।

A. ২৯৮,০০০ টাকা B. ৩,১৮,০০০ টাকা
C. ৩,১৩,০০০ টাকা D. ৩,০৮,০০০ টাকা

D Explanation বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয় + অর্ন্তমুখী বা ক্রয় পরিবহন - ফেরত ও ভাতা - পণ্যের সমাপনী মজুদ = ৬০,০০০ + ৩০,০০০ + ৬,০০০ - ৮,০০০ - ৫০,০০০ = ৩,০৮,০০০ টাকা
নোট: বর্হিমুখী/বিক্রয় পরিবহন, সরবরাহের মজুদ লাভ-লোকসান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ে আসে না

12. নিট বিক্রয় ও মোট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০,০০০ টাকা ও ৬,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হার কত?

A. ১৬.৬৭% B. ২০% C. ২৫% D. ৩০%

C Explanation ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হার
$= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয় - মোট মুনাফা}} \times ১০০ = \frac{৬,০০০}{৩০,০০০ - ৬,০০০} \times ১০০$
= ২৫%

13. আগুনে বিনষ্ট মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকা, যা সমাপনী মজুদ পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিমা কোম্পানি ৬০% ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে। এ বাবদ আয় বিবরণীতে কত টাকা খরচ দেখাতে হবে?

A. ৪,০০০ টাকা B. ১৪,০০০ টাকা C. ১০,০০০ টাকা D. ৮,০০০ টাকা

A Explanation আগুনে বিনষ্ট পণ্যের পরিমাণ = ১০,০০০ টাকা
বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে = ১০,০০০×৬০%
∴ আগুনে বিনষ্ট জনিত ক্ষতি = (১০,০০০-৬,০০০) = ৪,০০০
অতএব, আয় বিবরণীতে ব্যয় বা ক্ষতি হিসাবে দেখাতে হবে ৪,০০০ টাকা।

CamScanner

14. উইলিন কোম্পানির সমাপনী মজুত পণ্য ৪,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। বর্তমানে হিসাব বছরের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয়ের উপর এই ভুলের প্রভাব হবে যথাক্রমে:
A. কম প্রদর্শিত হবে, বেশি প্রদর্শিত হবে
B. কম প্রদর্শিত হবে, কম প্রদর্শিত হবে
C. বেশি প্রদর্শিত হবে, কম প্রদর্শিত হবে
D. বেশি প্রদর্শিত হবে, বেশি প্রদর্শিত হবে

C Explanation বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় + আন্তঃপরিবহন + অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় - সমাপনী মজুদ পণ্য
নিট ক্রয় = পণ্য ক্রয়(নগদ + ধারে) + ক্রয় সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ - ক্রয় ফেরত - ক্রয় বাট্টা
এখানে, সমাপনী মজুদ পণ্য ৪,০০০ টাকা কম লিখা হয়েছে। ফলে বিক্রীত পণ্যের সমাপনী ব্যয় বেশি প্রদর্শিত হয়েছে তাই নিট আয় কম প্রদর্শিত হবে। কারণ সমাপনী মজুদ পণ্য বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হ্রাস করে আর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নিট আয়কে হ্রাস করে।

15. যদি প্রারম্ভিক মজুতপণ্য ৬০,০০০ টাকা ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ৩,৮০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৫০,০০০ টাকা, সেক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য হলো:
A. ৩৯০,০০০ টাকা B. ৩৭০,০০০ টাকা
C. ৩৩০,০০০ টাকা D. ৪২০,০০০ টাকা

A Explanation

বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৬০,০০০/-
যোগ: ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য বা ব্যয়	৩,৮০,০০০/-
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	৪,৪০,০০০/-
বাদ:সমাপনী মজুদ	৫০,০০০/-
বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য ব্যয়	৩,৯০,০০০/-

16. বিক্রীত পণ্যের ক্রয় মূল্য ১৬,০০০ টাকা এবং বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% হার লাভ হয় তাহলে পণ্যের বিক্রয়মূল্য কত?
A. ২০,১৬০ টাকা B. ১৩,৬০০ টাকা
C. ২১,০০০ টাকা D. ২০,০০০ টাকা

D Explanation বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ও ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার থাকলে,

$$\text{বিক্রয় মূল্য} = \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{১০০ - \text{বিক্রয়ের মুনাফা হার}} \times ১০০\%$$

$$= \frac{১৬০০০}{১০০-২০} \times ১০০\% = ২০,০০০ \text{ টাকা।}$$

17. নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ হতে মোট বিক্রয় ও নিট মুনাফা কত টাকা হবে তা নির্ণয় কর। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮৩,৯০০ টাকা, মোট মুনাফা ৭৯,৬০০০ টাকা এবং পরিচালনা খরচ ৩৯,৫০০ টাকা।
A. ৫৪,৩০০ ও ৪৩,৮০০ B. ১,২০,০০০ ও ৯০,০০০
C. ১,৩৬,৫০০ ও ১,৪২,০০০ D. ১,৬৩,৫০০ ও ৪০,১০০

D Explanation মোট মুনাফা = মোট বিক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য
মোট বিক্রয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা
= (৮৩,৯০০ + ৭৯,৬০০) টাকা = ১,৬৩,৫০০ টাকা
∴ নিট মুনাফা = মোট মুনাফা - (পরিচালন ব্যয় + অন্যান্য ব্যয়সমূহ)
= (৭৯,৬০০-৩৯,৫০০) টাকা
= ৪০,১০০ টাকা
মোট বিক্রয় ও নিট মুনাফা যথাক্রমে ১,৬৩,৫০০ টাকা ও ৪০,১০০ টাকা।

18. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুদ ২৩,০০০ টাকা সমাপনী মজুদ ২৭,০০০ টাকা, বছরে বিক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা এবং ক্রয় মূল্যের উপর ২৫% লাভ ধরে পণ্য বিক্রয় হয়। বছরের ক্রয় কত টাকা?
A. ১,২০,০০০ B. ১,২৪,০০০
C. ১,২৮,০০০ D. ১,৩২,০০০

D Explanation ক্রয়মূল্যের মুনাফা হার ২৫%

$$\text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হার} = \frac{25 \times 1000}{100+25} = 20\%$$

∴ মুনাফা = ১,৬০,০০০ × ২০% = ৩২,০০০
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মুনাফা
= ১,৬০,০০০ – ৩২,০০০ = ১,২৮,০০০ টাকা
∴ ক্রয় = সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়- প্রারম্ভিক মজুদ
= ২৭,০০০ + ১,২৮,০০০ - ২৩,০০০
= ১,৩২,০০০ টাকা

19. যদি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং প্রান্তিক মুনাফা ২০% হয়, তবে বিক্রয়ের পরিমাণ কত হবে?
A. ২৫,০০০ B. ২৪,০০০ C. ২৬,০০০ D. ২৪,৮০০

A Explanation

$$\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{১০০ - \text{প্রান্তিক/বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার}}$$

$$= \frac{২০০০০}{১০০-২০}\% = ২৫,০০০ \text{ টাকা}$$

20. প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হলে, বেশি দেখানো হলে, বেশি দেখানো হবে-
A. সম্পত্তি B. মোট মুনাফা
C. মালিকানাস্বত্ব D. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

D Explanation প্রারম্ভিক মজুদ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত।
প্রারম্ভিক মজুদ বেশি দেখানো হলে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি
প্রারম্ভিক মজুদ কম দেখানো হলে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম

21. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, সমাপনী মজুদ পণ্য এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২৫,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকা ও ৪৫,০০০ টাকা। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?
A. ৫০,০০০ B. ৭০,০০০
C. ৬৫,০০০ D. ৯০,০০০

C Explanation বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ২০,০০০ + ৪৫,০০০
= ৬৫,০০০ টাকা

22. যদি কোন অর্থ বছরের প্রারম্ভিক মূলধন ২০,০০০ টাকা, অতিরিক্ত মূলধন ৫,০০০ টাকা, মালিকের উত্তোলন ৪,০০০ টাকা, ব্যয় ২১,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ১০,০০০ টাকা হয় তবে উক্ত বছরের আয় কত?
A. ১১০০০ টাকা B. ৩২০০০ টাকা
C. ৩৩০০০ টাকা D. ১০০০০ টাকা

D Explanation সমাপনী মূলধন
= প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন + আয় – ব্যয় – উত্তোলন
⇒ আয় = সমাপনী মূলধন – প্রারম্ভিক মূলধন – অতিরিক্ত মূলধন + ব্যয় + উত্তোলন
⇒ আয় = ১০,০০০ – ২০,০০০ – ৫,০০০ + ২১,০০০ + ৪,০০০
= ১০,০০০ টাকা

23. একটি পণ্যের প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় ১,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ প্রত্যক্ষ মজুরির ৪০%, বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের ২০%। বিক্রয়ের উপর ২০% মুনাফা হলে মোট বিক্রয়মূল্য কত?
A. ২৪০০ টাকা B. ২৫০০ টাকা
C. ২৬২৫ টাকা D. ২০০০ টাকা

B Explanation মোট ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরি খরচ + বিক্রয় ও প্রশাসনিক খরচ
= ১,০০০ + ৫০০ + ২০০ + (১,০০০ + ৫০০ × ২০%)
= ১,০০০ + ৫০০ + ২০০ + ৩০০ = ২,০০০ টাকা

$$\therefore \text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{১০০ - \text{বিক্রয় হার}}$$

$$= \frac{২০০০}{১০০ - ২০} \times ১০০ = ২,৫০০ \text{ টাকা}$$

CamScanner

24. একটি পণ্যের ক্রয়মূল্য ৮ ৩০,০০০। বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% মুনাফা ধরা হলে, বিক্রয় মূল্য কত হবে?

A. ৮ ৩৬,০০০ B. ৮ ৩৭,৫০০ C. ৮ ৩৯,০০০ D. ৮ ৩৩,০০০

(B) Explanation/ বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০%।

∴ ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{20}{100-20} \times ১০০ = ২৫\%$

∴ মুনাফা = ৩০,০০০ × ০.২৫ = ৭,৫০০

∴ বিক্রয়মূল্য = (ক্রয়মূল্য + মুনাফা)

= (৩০০০০ + ৭৫০০) = ৩৭৫০০ টাকা

25. বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮০০ টাকা এবং মুনাফার হার ক্রয়মূল্যের উপর ১২% হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

A. ১,৫০০ টাকা B. ১৪,৭৮৪ টাকা C. ১৫,০০০ টাকা D. ১৪,৪৭৪ টাকা

(C) Explanation/ ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২%

∴ বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{১২}{১১২} \times ১০০ = ১০.৭১\%$

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ১৬,৮০০ − (১৬,৮০০×.১০৭১)

= ১৫,০০০

26. মোট ক্রয় ৪,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ৬,০০০ টাকা; বিক্রীত পণ্যের উপর মুনাফা ২৫%; বিক্রয় ১১,২৫০ টাকা হলে, সমাপনী মজুদ হবে-

A. ৫,০০০ টাকা B. ১,০০০ টাকা C. ১,২৫০ টাকা D. ২,৩২৫ টাকা

(B) Explanation/ সমাপনী মজুদপণ্য = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= ৪০০০ + ৬০০০ + ৯০০০ = ১০০০

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় $= \frac{বিক্রয়}{১ + .২৫}$ = ৯০০০ টাকা

27. বাড়ি ভাড়া প্রদান ১০,০০০ টাকা। এতে-

A. সম্পত্তি কমবে ও দায় কমবে

B. সম্পত্তি বাড়বে ও মালিকানা স্বত্বকমবে

C. সম্পত্তি কমবে ও মালিকানা স্বত্ব কমবে

D. কোনটিই নয়

(C) Explanation/ বাড়ি ভাড়া প্রদান করার কালে নগদ অর্থ কমে যায় এবং খরচ বৃদ্ধি পায় যা মালিকানাস্বত্বকে কমিয়ে দেয়। তাই সম্পদ হ্রাস পায় এবং মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়।

28. প্রারম্ভিক মজুদ ২৮,০০০ টাকা, ক্রয় ৮৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৩৬,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে, সমাপনী মজুদ হবে-

A. ১০,০০০ টাকা B. ৩,২০০ টাকা
C. ১৩,২০০ টাকা D. ১৫,০০০ টাকা

(A) Explanation/ (সমাপনী মজুদ = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)

= (২৮,০০০+৮৪,০০০-১,০২,০০০)

= ১০,০০০টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মুনাফা

= ১,৩৬,০০০-(১,৩৬,০০০×২৫%)

= ১,০২,০০০টাকা।

29. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ২৫,০০০ টাকা, ক্রয় ১,২৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৫০,০০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২০% হলে সমাপনী মজুদের পরিমাণ-

A. ১৫,০০০ টাকা B. ২০,০০০ টাকা C. ৩০,০০০ টাকা D. ২৫,০০০ টাকা

(C) Explanation/ বিক্রয়ের উপর মুনাফার পরিমাণ ২০% হলে,

মুনাফা = ১,৫০,০০০×২০% = ৩০,০০০

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মুনাফা

= ১,৫০,০০০ - ৩০,০০০ = ১,২০,০০০ টাকা

এখন,

সমাপনী মজুদ = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= (২৫,০০০ + ১,২৫,০০০) – ১,২০,০০০

= ৩০,০০০ টাকা।

30. বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ৩,৫০০ টাকা, ক্রয় ১৫,০০০ টাকা এবং ক্রয় পরিবহন ১,০০০ টাকা হলে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়-

A. ২,৫০০ টাকা B. ১৭,৫০০ টাকা C. ৫,০০০ টাকা D. ৭,৪৫০ টাকা

(B) Explanation/ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয় − সমাপনী মজুদ

= প্রা. মজুদ + (নিট ক্রয় + ক্রয় পরিবহন) − সমাপনী মজুদ

= ৫,০০০ + (১৫,০০০ + ১,০০০) − ৩,৫০০

= ১৭,৫০০ টাকা

31. এম.এম. লিমিটেডের নিট আয় ২০১২ সনে ছিল ৩,৫৪,০০০ টাকা এবং ২০১৩ সনে ছিল ১,৫৯,৩০০ টাকা। ২০১৩ সনের নিট আয়ের হ্রাসকে পূরণ করতে এম.এম. লিমিটেডকে নিট আয় ২০১৪ সনে শতকরা কি হারে বাড়াতে হবে।

A. ৬৫% B. ১২২% C. ১১০% D. ১০০%

(B) Explanation/ ২০১৩সালে নিট আয় হ্রাস পেয়েছিল

= (৩,৫৪,০০০-১,৫৯,৩০০) = ১,৯৪,৭০০টাকা।

∴ ২০১৪ সালে নিট লাভ হতে হবে = (১,৫৯,৩০০+১,৯৪,৭০০)

= ৩,৫৪,০০০টাকা

যা ২০১৩ সালের নিট লাভ $\frac{৩,৫৪,০০০}{১,৫৯,৩০০} \times ১০০ = ২২২\%$

∴ নিট লাভ বাড়াতে হবে (২২২% − ১০০%) = ১২২%

32. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। মুনাফা বিক্রয়ের উপর ২০% হলে মুনাফার পরিমাণ কত?

A. ৬০০০ টাকা B. ৭৫০০ টাকা C. ৫০০০ টাকা D. ৭০০০ টাকা

(B) Explanation/ দেওয়া আছে, বিক্রয়মূল্যের মুনাফার হার = ২০%

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার

$= \frac{মুনাফার হার}{১ - মুনাফার হার} \times ১০০ = \frac{০.২০}{১ - ০.২০} \times ১০০ = ২৫\%$

∴ মুনাফা = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় × বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার

= ৩০০০০ × ২৫% = ৭৫০০ টাকা

33. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নিরূপণের সূত্র কোনটি?

A. (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - মোট লাভ-বিক্রয়)

B. (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - মোট লাভ + বিক্রয়)

C. (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় + মোট লাভ-বিক্রয়)

D. (প্রারম্ভিক মজুদ + মোট লাভ - ক্রয়-বিক্রয়)

(C) Explanation/

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ পণ্য

বা, সমাপনী মজুদ পণ্য= প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

বা, সমাপনী মজুদ পণ্য = প্রা. মজুদ + ক্রয় – (বিক্রয় – মোট লাভ)

বা, সমাপনী মজুদ পণ্য = প্রা. মজুদ + ক্রয় – বিক্রয় – মোট লাভ

34. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১,৫০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৩৫,০০০ টাকা। যদি মোট মুনাফার হার বিক্রয়ের ৩০% হয় তবে হিসাবকৃত মজুদ পণ্যের ব্যয়-

A.১৫,০০০ টাকা B.৩০,০০০ টাকা
C.৪৫,০০০ টাকা D.৭৫,০০০ টাকা

(B) Explanation/ দেওয়া আছে,

মুনাফা বিক্রয়ের উপর ৩০% তাহলে মুনাফার পরিমাণ হবে

১,৫০,০০০×৩০% = ৪৫,০০০ টাকা।

এখন বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় - মোট মুনাফা

= ১,৫০,০০০- ৪৫,০০০ = ১,০৫,০০০ টাকা।

∴ সমাপনী মজুদ পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= ১,৩৫,০০০ - ১,০৫,০০০ = ৩০,০০০টাকা।

CamScanner

35. যদি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের উপর মোট মুনাফার হার ২৫% হয় তবে বিক্রয় মূল্য কত হবে?

A. ৫৭,৫০০ টাকা B. ৪০,০০০ টাকা
C. ৪৫,০০০ টাকা D. ২২,০০০ টাকা

Explanation/ ধরি, বিক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা।
এখন লাভ হয়, (১০০×২৫%) = ২৫ টাকা।
অর্থাৎ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (১০০ − ২৫) = ৭৫ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৭৫ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১০০}{৭৫}$ টাকা।
∴ বিক্রীতপণ্যের ব্যয় ৩০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য
$\frac{১০০ \times ৩০০০০}{৭৫}$ টাকা = ৪০,০০০ টাকা

36. একটি পণ্য যার ক্রয় মূল্য ৪৫,০০০ টাকা এবং যেটি বিক্রয় মূল্যের উপর ২৫% হারে মুনাফা ধরে বিক্রয় করা হয়। উক্ত পণ্যটির বিক্রয়মূল্য কত টাকা হবে?

A. ৫৬,২৫০ B. ৫৪,০০০
C. ৬০,০০০ D. ৭৫,০০০ (C)

37. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৬০,০০০ টাকা ; ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ৪,০০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ ৭০,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের মূল্য কত টাকা?

A. ৫,৭০,০০০ B. ৪,১০,০০০ C. ২,৭০,০০০ D. কোনটিই নয়

Explanation/ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় সমাপনী মজুত)
= (৬০০০০ + ৪০০০০০ − ৭০০০০) = ৩৯০০০০ টাকা

38. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,৫০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা ও ৪০,০০০ টাকা। নিট মুনাফা বিক্রয়ের ২৫%। নিট মুনাফা কত টাকা?

A. ৩০,০০০ টাকা B. ৫০,০০০ টাকা C. ৭০,০০০ টাকা D. কোনটিই নয়

Explanation/ এখানে,
মোট ব্যয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+প্রশাসনিক খরচ+বিক্রয় খরচ
= ১,৫০,০০০ + ২০,০০০ + ৪০,০০০ = ২,১০,০০০
ধরি, বিক্রয় = ১০০টাকা
∴ (-) নিট মুনাফা = ২৫টাকা (১০০×২৫%)
∴ মোট ব্যয় = ৭৫টাকা।
এখন, মোট ব্যয় ৭৫ টাকা হলে নিট মুনাফা ২৫ টাকা
∴ " " ১ " " " " $\frac{২৫}{৭৫}$ "
∴ মোট ব্যয় ২, ১০, ০০০ টাকা হলে নিট মুনাফা $\frac{২৫ \times ২,১০,০০০}{৭৫}$
= ৭০,০০০টাকা।

39. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ পণ্য যথাক্রমে ১৪,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৫০,০০০ টাকা হলে নিট ক্রয় মূল্য কত টাকা হবে?

A. ৫৪,০০০ টাকা B. ৪৬,০০০ টাকা
C. ৫৬,০০০ টাকা D. ৬০,০০০ টাকা

(B) Explanation/ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রা. মজুদ + নিট ক্রয় - সমাপনী মজুদ
নিট ক্রয় = বিক্রীত পণ্যর ব্যয় - প্রা. মজুদ + সমাপনী মজুদ
= ৫০,০০০ - ১৪,০০০ + ১০,০০০
= ৪৬,০০০ টাকা

40. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় একটি-

A. সম্পদ হিসাব B. খরচ হিসাব
C. আয় হিসাব D. মালিকানা স্বত্ব হিসাব

(B) Explanation/ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় একটি খরচ হিসাব।

41. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮০০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% হয়, তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হবে-

A. ১৪,৭৮৪ টাকা B. ১৮,৮১৬ টাকা
C. ১৫,০০০ টাকা D. ১৪,৪৭৮ টাকা

(C) Explanation/ দেওয়া আছে,
ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% অর্থাৎ ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে লাভ ১২টাকা, সুতরাং বিক্রয় (১০০ + ১২) = ১১২টাকা
এখন বিক্রয়মূল্য ১১২ টাকা হলে লাভ ১২ টাকা
বিক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে লাভ $\frac{১২}{১১২}$ টাকা
বিক্রয়মূল্য ১৬,৮০০ টাকা হলে লাভ = $\frac{১২}{১১২} \times ১৬৮০০$ = ১,৮০০ টাকা
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়মূল্য − লাভ
= ১৬৮০০ - ১৮০০ = ১৫,০০০ টাকা

42. প্রারম্ভিক মজুদ ১০,০০০ টাকা; ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ ৩০,০০০ টাকা। বিক্রয় ২,২৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার কত?

A. ২০% B. ৩৩%
C. ২৫% D. ২২

(C) Explanation/ বিক্রীত পণ্য ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - সমাপনী মজুদ
= ১০,০০০ + ২,০০,০০০ - ৩০,০০০ = ১,৮০,০০০
∴ মুনাফা = বিক্রয় − বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ২,২৫,০০০ - ১,৮০,০০০ = ৪৫,০০০
এখন, ৪৫,০০০ টাকা মুনাফা বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর কত হারে হবে তা নির্ণয় করতে হবে-
∴ $\frac{৪৫,০০০}{১,৮০,০০০}$ × ১০০) = ২৫%

43. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৳২০,০০০, ক্রয় ৳১,০০,০০০, ক্রয়ফেরত ৳৮,০০০, বিক্রয় ৳১,৪০,০০০। ক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফা হলে, সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ-

A. ৳ ৬,৬৬৫ B. ৳ ৯,৯৯৮
C. ৳ ৪,৬৬৫ D. কোনটিই নয়

(D) Explanation/ ক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফায় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ব্যয় বা ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ২০) = ১২০ টাকা।
বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১০০ টাকা
∴ বিক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১০০/১২০ টাকা
∴ বিক্রয়মূল্য ১,৪০,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
(১০০×১,৪০,০০০)/১২০টাকা
= ১,১৬,৬৬৭ টাকা
∴ সমাপনী মজুদ পণ্য = প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ২০,০০০ + (১,০০,০০০ - ৮,০০০) - ১,১৬,৬৬৭
= ২০,০০০ + ৯২,০০০ − ১,১৬,৬৬৭
= ১,১২,০০০ − ১,১৬,৬৬৭ = − ৪,৬৬৭ টাকা

44. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা নির্ণয়ের প্রযোজ্য সূত্র-

A. বিক্রয় - (প্রারম্ভিক মজুদ - ক্রয় - সমাপনী মজুদ)
B. বিক্রয় - (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় + সমাপনী মজুদ)
C. বিক্রয় - (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় - সমাপনী মজুদ)
D. বিক্রয় - (প্রারম্ভিক মজুদ - ক্রয় + সমাপনী মজুদ)

(C) Explanation/
মোট মুনাফা = বিক্রয় - (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় − সমাপনী মজুদ)
↓
বিক্রীত পণ্যর ব্যয়

CS CamScanner

45. x কোম্পানির সমাপনী মজুদ পণ্য ২,০০০/- টাকা কম দেখানো হয়েছে। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয়ের উপর এই ভুলের প্রভাব-
A. ব্যয় কম প্রদর্শিত হবে, মুনাফা বেশি হবে
B. ব্যয় বেশি হবে, মুনাফা কম হবে
C. ব্যয় কম, মুনাফা কম
D. ব্যয় বেশি, মুনাফা বেশি

46. প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী মজুদ ও বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২৫,০০০/- টাকা, ২০,০০০/- টাকা ও ৭৫,০০০/- টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?
A. ৪৫,০০০/- টাকা B. ৯৫,০০০/- টাকা
C. ১,০০,০০০/- টাকা D. ১,২০,০০০/- টাকা
Ⓑ Explanation/ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়
= বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ
= ৭৫,০০০ + ২০,০০০ = ৯৫,০০০ টাকা

47. যদি প্রারম্ভিক মজুদ ভুলে কম মূল্যায়িত হয়, তাহলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয়ের ওপর এটির কি প্রভাব পড়বে?
A. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় উভয় কম মূল্যায়িত হবে
B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম এবং নিট আয় অতি-মূল্যায়িত হবে
C. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় অতি-মূল্যায়িত হবে
D. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় অতি-মূল্যায়িত এবং নিট আয় কম মূল্যায়িত হবে Ⓑ

PRIME TEST

01. যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় $5,00,000 বিক্রীত পণ্যের ব্যয় $4,10,000 বিক্রয় পরিবহন ব্যয় $4,000 এবং বিজ্ঞাপন ব্যয় $5,000 হয়, তাহলে মোট মুনাফা কত হবে?
Ⓐ $86,000 Ⓑ $81,000
Ⓒ $95,000 Ⓓ $90,000

02. বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে লাভ করতে চাইলে ক্রয় মূল্যের উপর কত হারে লাভ করতে হবে?
Ⓐ ২০% Ⓑ ২৫%
Ⓒ ৩৩.৩৩% Ⓓ ৭৫%

03. ক্রয় মূল্যের ওপর ৫০% হারে লাভ করতে চাইলে বিক্রয় মূল্যের ওপর কত হারে লাভ করতে হবে?
Ⓐ ২০% Ⓑ ২৫%
Ⓒ ৩৩.৩৩% Ⓓ ৭৫%

04. যদি তুমি বিক্রয় মূল্যের উপর ৫০% হারে লাভ করতে চাও তাহলে ক্রয়মূল্যের উপর কত হারে লাভ করতে হবে?
Ⓐ২০% Ⓑ২৫% Ⓒ৩৩.৩৩% Ⓓ ১০০%

05. যদি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮০,৭০০ টাকা,প্রারম্ভিক মজুদ ৫,৮০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ ৬,০০০ টাকা হয়, তাহলে ক্রয়ের পরিমাণ হবে-
Ⓐ৮০,৫০০ Ⓑ৭৪,৯০০
Ⓒ৭৪,৭০০ Ⓓ৮০,৯০০

06. প্রদত্ত তথ্য থেকে সমাপনী মজুদের মূল্য বের করো। প্রারম্ভিক মজুদ ২০,০০০ টাকা; বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৬০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মোট লাভের হার হচ্ছে ২০%-
Ⓐ১৬,০০০ Ⓑ২০,০০০
Ⓒ১২,০০০ Ⓓ১৫,০০০

07. বিক্রীত পণ্যের উপর মোট লাভের হার ২০% এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা হলে মোট লাভ-
Ⓐ ৬০,০০০ Ⓑ ৭৫,০০০
Ⓒ ৫০,০০০ Ⓓ ১,০০,০০০

08. প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় বাদ সমাপ্তি মজুদ কে কী বলা হয়?
Ⓐ মোট ক্রয় Ⓑ মোট বিক্রয়
Ⓒ মোট লাভ Ⓓ বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়

09. একটি প্রতিষ্ঠানের একটি হিসাবকালে নিট বিক্রয় ৬,৪০,০০০ টাকা; মোট লাভের হার ৩৫%; নিট লাভের হার ২০%, প্রতিষ্ঠানের ঐ হিসাবকালের পরিচালন খরচ কত?
Ⓐ ২,৫৬,০০০ Ⓑ ২,১৬,০০০
Ⓒ ১,২৮,০০০ Ⓓ ৯৬,০০০

10. একটি পণ্য ৮৬০ টাকায় বিক্রি করে লাভ হয়েছে ২০%। বিক্রেতা ৩০% লাভ করতে চাইলে পণ্যটি কত টাকায় বিক্রি করতে হবে?
Ⓐ ১২৪৮ Ⓑ১০৪০
Ⓒ ১০০০ Ⓓ ১১৫২

11. যখন বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২৫% হয়, তখন ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার হবে-
Ⓐ৩৩.৩৩% Ⓑ২০%
Ⓒ১৬.৬৭% Ⓓ৩০%

12. বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২৫% হারে মুনাফা-
Ⓐ ক্রয় মূল্যের ২০% Ⓑ ক্রয়মূল্যের ৩৩.৩৩%
Ⓒ ক্রয়মূল্যের ৩০% Ⓓ ক্রয়মূল্যের ১৫%

13. মোট লাভ নির্ণয় করার জন্য নিট বিক্রয় মূল্য থেকে বিক্রিত ব্যয় বাবদ নেয়া হয়-
Ⓐ আয় আদায় করণ নীতি
Ⓑ মিলকরণ নীতি
Ⓒ ক্রয় মূল্য নীতি
Ⓓ পূর্ণ প্রকাশ নীতি

14. যদি উৎপাদন খরচের চেয়ে ২৫% বেশি বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে মোট লাভের অনুপাত?
Ⓐ ১০% Ⓑ ২৮%
Ⓒ ২৬% Ⓓ ২০

15. নিট বিক্রয় ও নিট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০০০০ টাকা ও ৬০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত?
Ⓐ ২৫% Ⓑ ১৬.৬৭%
Ⓒ ২০% Ⓓ ৩০%

16. প্রারম্ভিক মজুত ৩০ টাকা, ক্রয় ২০০ টাকা, বিক্রয় ১০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুত কত টাকা?
Ⓐ ২৩০ Ⓑ ২০০
Ⓒ ১৫৫ Ⓓ ১৩০

17. বিক্রয়মূল্য ৪০০ টাকা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ৩১০ টাকা এবং পরিচালনা ব্যয় ৬০ টাকা হলে মোট লাভ কত টাকা হবে?
Ⓐ ৩০ Ⓑ ৯০ Ⓒ ২৪ Ⓓ ৪০

18. মুনাফার হার বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর কত?
Ⓐ ৪০% Ⓑ ৩৩.৩৩%
Ⓒ ২৫% Ⓓ ২০%

19. বিক্রিত পণ্যের ব্যয়-
Ⓐ প্রারম্ভিক মজুদ-সমাপনী মুজত
Ⓑ প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – সমাপনী মজুত
Ⓒ প্রারম্ভিক মজুদ-ক্রয়-সমাপনী মুজত
Ⓓ প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + সমাপনী মুজত

20. মোট লাভ হওয়া সত্ত্বেও নিট ক্ষতি হওয়ার কারণ কী?
Ⓐ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি Ⓑ মজুদ পণ্য বৃদ্ধি
Ⓒ পরিচালন খরচ বৃদ্ধি Ⓓ অন্যান্য আয় বৃদ্ধি

Answer Sheet

01.	D	02.	B	03.	C	04.	D	05.	D
06.	C	07	C	08.	D	09.	D	10.	C
11.	A	12.	B	13.	B	14.	D	15.	A
16.	C	17.	B	18.	C	19.	B	20.	C

CamScanner

অধ্যায় ২১

মজুতের হিসাব-নিকাশ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি

কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি (Periodic Inventory System)

…লীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হিসাবকালে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি …র ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ না করে শুধু হিসাবকালে শেষ …ি হিসাবকালে একবার) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে …সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ক্রয় পরিবহণ ব্যয়, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

…লীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন কোম্পানির রেওয়ামিলে থাকে … বিক্রিত পণ্যের ব্যয়।

…লীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন কোম্পানির রেওয়ামিলে …: প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, ক্রয়, আন্তঃপরিবহণ, ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা।

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি (Perpetual Inventory System)

…ত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে …দ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের লেনদেন সমূহ (যেমন : ক্রয় …রিবহণ ব্যয়/আন্তঃপরিবহণ,ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা) কে মজুদ পণ্য হিসাবে …পিবদ্ধ করা হয়। এবং প্রতি একক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, পণ্যের বিক্রয়মূল্য দ্বারা …দ প্রাপ্তি/দেনাদার ও বিক্রয় রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় …য় মজুদ পণ্যের হ্রাস ও বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য দুইটি দাখিলা …ন করে।

…ত্য/অবিরত পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন কোম্পানির রেওয়ামিলে থাকে : বিক্রিত …ণ্যের ব্যয়

…ত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন কোম্পানির রেওয়ামিলে থাকে …: প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ক্রয়, আন্তঃপরিবহণ ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা।

…সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিসমূহ এবং হিসাব সমীকরণের প্রভাব

…কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি	নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি
…দে পণ্য ক্রয় করা হলো ২০০০০ … …হিসাব ডেবিট ২০০০০ টাকা (OE-) … হিসাব ক্রেডিট ২০০০০ টাকা (A-)	১. নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ২০০০০ টাকা। মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ২০০০০ টাকা (A+) নগদান হিসাব ক্রেডিট ২০০০০ টাকা (A-)
…রে বা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো …০ টাকা। …হিসাব ডেবিট ১০০০০ টাকা (OE-) …র হিসাব ক্রেডিট ১০০০০ টাকা (L+)	২. ধারে বা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ১০০০০ টাকা। মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ১০০০০ টাকা (A+) পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট ১০০০০ টাকা (L+)
…পণ্যের জন্য পরিবহণ বাবদ প্রদান … টাকা। …পরিবহণ হিসাব ডেবিট ১০০০ টাকা (OE-) … হিসাব ক্রেডিট ১০০০ টাকা (A-)	৩. ক্রীত পণ্যের জন্য পরিবহণ বাবদ প্রদান ১০০০ টাকা। মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ১০০০ টাকা A+) নগদান হিসাব ক্রেডিট ১০০০ টাকা (A-)
…রে ক্রীত পণ্য ফেরত ২০০০ টাকা …র হিসাব ডেবিট ২০০০ টাকা (L-) …ত হিসাব ক্রেডিট ২০০০ টাকা (OE+)	৪. ধারে ক্রীত পণ্য ফেরত ২০০০ টাকা পাওনাদার হিসাব ডেবিট ২০০০ টাকা (L-) মজুদ পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২০০০ টাকা (A-)
…দারকে ১০% নগদ বাট্টায় ৫০০০ …পরিশোধ করা হলো। …র হিসাব ডেবিট ৫০০০ টাকা (L-)। … হিসাব ক্রেডিট ৪৫০০ টাকা (A-) …ট্টা হিসাব ক্রেডিট ৫০০ টাকা(OE+)	৫. পাওনাদারকে ১০% নগদ বাট্টায় ৫০০০ টাকা পরিশোধ করা হলোঃ পাওনাদার হিসাব ডেবিট ৫০০ টাকা (L-) নগদান হিসাব ক্রেডিট ৪৫০০ টাকা (A-) মজুদ পণ্য হিসাব ক্রেডিট ৫০০ টাকা (A-)
৬. ধারে বা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০০০০ টাকা। (কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের প্রয়োজন হয় না) দেনাদার হিসাব ডেবিট ৩০০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০০০০ টাকা (OE+)	৬. ধারে বা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০০০০ টাকা, যার ক্রয়মূল্য ছিলো ২৫০০০ টাকা (i) দেনাদার হিসাব ডেবিট ৩০০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০০০০ টাকা (OE+) (ii) বিক্রত পণ্যের ব্যয় হিসাব ডেবিট ২৫০০০(OE-) মজুদ পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২৫০০০ টাকা (A-)
৭. বিক্রয় ফেরত ৫০০০ টাকা বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট ৫০০০(OE-) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ৫০০০ (A-)	৭. ধারে বিক্রীত পণ্যের মধ্যে ৫০০০ টাকা পণ্য ফেরত আসল, যার ক্রয়মূল্য ছিলো ৪০০০ টাকা। (i) বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট ৫০০০ (OE-) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ৫০০০(A-) (ii) মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ৪০০০ (A+) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব ক্রেডিট ৪০০০ (OE+)
৮. ধারে বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি ১৫০০০ টাকার দেনাদারের নিকট থেকে ৫% বাট্টায় সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা হলো। নগদান হিসাব ডেবিট ১৪২৫০ টাকা (A+) বিক্রয় বাট্টা হিসাব ডেবিট ৭৫০ টাকা (OE-) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ১৫০০০ টাকা (A-)	৮. ধারে বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি ১৫০০০ টাকার দেনাদারের নিকট থেকে ৫% বাট্টা সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা হলো। নগদান হিসাব ডেবিট ১৪২৫০ (A+) বিক্রয় বাট্টা হিসাব ডেবিট ৭৫০ (OE-) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ১৫০০০ (A-)

টপিক ২ মজুদ পণ্য মূল্যায়ন

- মজুদ পণ্যের একক প্রতি ক্রয়মূল্য সমান না হওয়ার কারণে মোট এককে, একক প্রতি ব্যয় দিয়ে গুন করে মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারন করা সম্ভব হয় না। তাই মজুদ পণ্যে মূল্যে নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।
- সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণ
- সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্যে হিসাব রাখা হয়। তবে বর্তমানে এ পদ্ধতি ব্যবহার খুব কম।
- মূল্য (ব্যয়) প্রবাহ পদ্ধতি
- বেশিভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে মজুদের আনুমানিক মূল্য নির্ধারনের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে মূল্য প্রবাহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে ৩টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা

১. First in, First Out (FIFO)
২. Last In, Last Out (LIFO)
৩. Weighted Avarage Cost

- **আগে আসলে আগে যায় First in, First Out (FIFO)ঃ** এই পদ্ধতিতে, আগে ক্রীত পণ্য আগে বিক্রি হয়েছে মনে করে হিসাব করা হয়। তাই আগে ক্রীত পণ্যের মূল্য বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং পরে ক্রীত পণ্যের ব্যয় দ্বারা সমাপনী পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।
- **পরে আসলে আগে যায়(Last In, Last Out)LIFOঃ এই পদ্ধতিতে, পরে ক্রীত পণ্য আগে বিক্রি হয়েছে মনে করে হিসাব করা হয়। তাই পরে ক্রীত পণ্যের মূল্য বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং আগে ক্রীত পণ্যের ব্যয় দ্বারা সমাপনী পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।**
- **ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর পরিস্থিতিতে মজুদ মূল্যায়ণের LIFO পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ/প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।**
- **ক্রমহ্রাসমান মূল্যস্তর পরিস্থিতিতে মজুদ মূল্যায়ণের FIFO পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ/প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।**
- **দাম বৃদ্ধি পরিস্থিতিতে মজুদ পণ্য মূল্যায়ণেঃ সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য বেশি দেখাবে/বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কম দেখাবে/মোট লাভ বেশি দেখাবে/নীট লাভ বেশি দেখাবে/কর বেশি দেখাবে/মালিকানা স্বত্ব বেশি দেখাবে/রক্ষনশীলতার নীতির সাথে অসামঞ্জস্য FIFO পদ্ধতি।**

- দাম বৃদ্ধি পরিস্থিতিতে মজুদ পণ্যে মূল্যায়নেঃ সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কম দেখাবে/বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে/মোট লাভ কম দেখাবে/নিট লাভ কম দেখাবে / কর কম দেখাবে/মালিকানা স্বত্ব কম দেখাবে/রক্ষণশীলতা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : LIFO
- দাম কমতি পরিস্থিতিতে মজুদ পণ্য মূল্যায়নঃ সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কম দেখাবে/বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে/মোট লাভ কম দেখাবে/নিট লাভ কম দেখাবে/কর কম দেখাবে/মালিকানা স্বত্ব কম দেখাবে/রক্ষণশীলতার নীতি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : FIFO
- দাম কমতি পরিস্থিতিতে মজুদ পণ্য মূল্যায়নেঃ সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়নেঃ সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য বেশি দেখাবে/বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কম দেখাবে / মোট লাভ বেশি দেখাবে/নীট লাভ বেশি দেখাবে/কর বেশি দেখাবে/মালিকানা স্বত্ব বেশি দেখাবে/রক্ষণশীলতার নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ : LIFO
- কালিন পদ্ধতিতে ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো (L+, OE-)
- নিত্য অবরিত পদ্ধতিতে ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো (A+, L+)
- Weighted Average-cost: এখানে প্রতিবার ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ও তার বিবেচনা করে পণ্যের গড় ব্যয় বের করে মজুদ মূল্যায়ণ করা হয়।

টপিক ২ পণ্যের মালিকানা নির্ধারণ

- নিজের গুদামে রক্ষিত পণ্যের মালিকানা নির্ধারনে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে না হলেও,পরিবহনাধীন পণ্য এবং চলানি পণ্যের মালিকানা নির্ধারণে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিম্নে ২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

টপিক ২ পরিবহনাধীন পণ্য

- FOB(Free on Board) Shipping point শর্তে ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট তখনই হস্তান্তরিত হয়,যখন পরিবহণ কোম্পানি বিক্রেতার নিকট হতে পণ্য গ্রহণ করে।
- FOB Shipping point এর ক্ষেত্রে পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা বহন করবে।
- FOB(Free on Board) destination শর্তের ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট পণ্য পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের মালিকানা বিক্রেতার অধীনে থাকে।

টপিক ২ চালানি পণ্য

- চালানি পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য প্রাপকের কাছে রক্ষিত পণ্যের মালিকানা পণ্য প্রেরণকারীর অধীনে থাকে।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কম দেখানো হলে কোনটি সত্য?

[NU- Business: 2014-15]

A. মুনাফা বেড়ে যাবে
B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কমে যাবে
C. সম্পত্তি বেড়ে যাবে
D. মুনাফা কমে যাবে

Ⓓ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে একটি পণ্য বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে নিচের কোন হিসাব থাকে না?

A. ক্রয় ফেরত — B. বিক্রিত পণ্যের ব্যয়
C. ক্রয় পরিবহণ — D. প্রারম্ভিক মজুদ মাল

Ⓓ Explanation/ • "কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতি" এবং "অবিরাম/নিত্য মজুত পদ্ধতি" উভয় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা হয় : বিক্রয়, বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা ও বহিঃপরিবহণ।

• "কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতিকে" সংরক্ষণ করা হয়, কিন্তু "অবিরাম/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয় না: প্রারম্ভিক মজুত পণ্য, ক্রয়, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা ও অন্তঃপরিবহণ।

02. অবিরাম মজুদপণ্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এমন একটি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে নিচের কোন হিসাব থাকবে না?

A. সমাপনী মজুদমাল — B. ক্রয় ফেরত
C. বিক্রয় ফেরত — D. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

Ⓑ Explanation/ পণ্য হিসাবভুক্তকরণের সময় কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক মজুদ, ক্রয়, ক্রয় ফেরত ও রেয়াত এবং ক্রয় বাট্টার জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে এই দফাগুলোর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব রাখা হয় না, বরং সবগুলো বিলয় একত্র করে 'মজুদ পণ্য (Merchandise Inventory)' নামক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয় না, 'মজুদ পণ্য' হিসাব ডেবিট করা হয়।

আবার নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসলে দুটি জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয়। যথা: (১) বিক্রয় ফেরত ডেবিট, দেনাদার ক্রেডিট এবং (২) মজুদ পণ্য ডেবিট, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ক্রেডিট।

সুতরাং অবিরাম মজুদ পদ্ধতিতে একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে ক্রয় ফেরত হিসাব থাকবে না।

03. ABC লিমিটেড প্রতিটি ১০ টাকা করে ১০,০০০ একক প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। শুরুতে কোম্পানি জানুয়ারির ১৬ তারিখে প্রতিটি ১১ টাকা করে ৫,০০০ একক এবং জানুয়ারির ২৫ তারিখে ১২ টাকা করে ১২,০০০ একক পণ্য বিক্রয় করে। FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত হবে যদি কোম্পানি অবিরত মজুদ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

A. ৬০,০০০ টাকা B. ৬৯,০০০ টাকা
C. ৬৩,০০০ টাকা D. ৯৬,০০০ টাকা

Ⓑ Explanation/ FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ একক নির্ণয়:
= প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় − বিক্রয়
= (১০০০০+ ৫০০০ + ৩০০০ − ১২০০০) একক
= (১৮০০ − ১২০০০) = ৬০০০ একক
∴ FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের মূল্য
= (৩০০০ × ১১) + (৩০০০× ১২) টাকা
= (৩৩০০০ + ৩৬০০০) = ৬৯০০০টাকা

04. কালান্তিক মজুদ রক্ষণ পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে নিচের কোন হিসাবটি থাকবে না?

A. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় — B. ক্রয়
C. ক্রয় পরিবহন — D. ক্রয় বাট্টা

Ⓐ Explanation/ পণ্য সংক্রান্ত যেসব হিসাব "কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতি" এবং "অবিরাম/নিত্য মজুত পদ্ধতি" উভয় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা হয়: (বিক্রয়, বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা ও বহিঃপরিবহন) পণ্য সংক্রান্ত যেসব হিসাব "কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয় কিন্তু "অবিরাম/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে" করা হয় না: (প্রারম্ভিক মজুত পণ্য, ক্রয়, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা ও অন্তঃপরিবহণ।) পণ্য সংক্রান্ত যেসব হিসাব "অবিরাম/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয়" কিন্তু "কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা যায় না: (সমাপনী মজুত পণ্য ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/সমন্বিত ক্রয়।)

অতএব, কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবটি থাকে না।

05. মূল্যস্ফীতির সময় কোন মজুদ পদ্ধতি অধিক কার্যকর?

A. FIFO — B. LIFO
C. HIFO — D. Average Cost

Ⓑ Explanation/ মুদ্রস্ফীতি পরিস্থিতিতে বেশি দামে ক্রীত পণ্য আগে বিক্রি করা হয়, কোন পণ্য অবিক্রীত মজুদ থাকলে তা যেন পূর্বের কমদামে ক্রীতপণ্য গুলো হয়।

- মালের বাজার মূল্য হ্রাস/নিম্নগামী (মূল সংকোচন) অবস্থায়-FIFO পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

মালের বাজার মূল্য বৃদ্ধি/মূল্যস্ফীতি অবস্থায়- LIFO পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

CamScanner

06. মালের নিম্নগামী বাজার মূল্যের সময় মাল নির্গমনে কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত?
A. FIFO B. LIFO
C. ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি D. সাধারণ গড় পদ্ধতি

Ⓐ Explanation // • কাঁচামালের দর নিম্নগামী হলে FIFO পদ্ধতি পণ্যের বিক্রয়/নির্গমনে মূল্য নিরূপণ ও সমাপনী মজুদের মূল্যায়নে অধিক যুক্তিযুক্ত।
• কাঁচামালের উর্ধগামী বাজার মূল্যের সময় মাল নির্গমনে LIFO পদ্ধতি অধিক যুক্তিযুক্ত।
• কাঁচামালের মূল্যের বেশি উঠা-নামা থাকলে চরমতা পরিহারের জন্য ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি বেশি যুক্তিযুক্ত।
• কাঁচামালের মূল্যের বেশি উঠা-নামার ক্ষেত্রে সরল গড় পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়।

07. সোনারের স্টোরের প্রারম্ভিক মজুদপণ্যের জের ১৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালে ক্রয় ৬০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা ও আন্তঃপরিবহন ৫,০০০ টাকা। হিসাবকাল শেষে গণনার পর দেখা যায় ১০,০০০ টাকার পণ্য এখনও হাতে আছে। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ হবে:
A. টাকা ৭২,০০০ B. টাকা ৬৮,০০০ C. টাকা ৭৮,০০০ D. টকা ৮২,০০০

Ⓒ Explanation // বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়
= প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীতপণ্যের ব্যয় = ১৫,০০০ + ৬৩,০০০
= ৭৮,০০০ টাকা
এখানে ক্রীত পণ্যের ব্যয়
= নিট ক্রয় + আন্তঃপরিবহন (ক্রয়-ফেরত) + আন্তপরিবহন
= (৬০,০০০-২,০০০) + ৫,০০০ = ৬৩,০০০ টাকা।

08. অবিরাম মজুদপণ্য পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানিতে নিচের কোন হিসাব থাকে।
A. ক্রয় B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
C. ক্রয় পরিবহন D. ক্রয় বাট্টা

Ⓑ Explanation // পণ্য সংক্রান্ত যে সব হিসাব, "কালীন মজুদ পদ্ধতি" এবং "অবিরাম/নিত্য মজুদ পদ্ধতি" উভয় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা হয়:
বিক্রয়, বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা ও বহিঃপরিবহন।
পণ্য সংক্রান্ত যেসব হিসাব "কালীন মজুদ পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয়, কিন্তু "অবিরাম/নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয় না:
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, ক্রয়, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা ও আন্তঃপরিবহন।
পণ্য সংক্রান্ত যেসব হিসাব "অবিরাম/নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয়, কিন্তু "কালীন মজুদ পদ্ধতিতে" সংরক্ষণ করা হয় না :
সমাপনী মজুদ পণ্য ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/সমন্বিত ক্রয়।

09. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'প্রক্রিয়াজাত মজুত' হিসাবের ডেবিট লিখিত ব্যয় গুলি হলো:
A. ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও উপরি খরচ
B. ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ
C. তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয়
D. কালীন ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়

Ⓓ Explanation // সাধারণত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াজাত মজুত বা Work in process inventory হিসাবে ডেবিট লেখা হয়: ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় বা খরচ উৎপাদন উপরি খরচ ইত্যাদি ।
ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
= প্রারম্ভিক কাঁচামালের মজুদ + কাঁচামাল ক্রয় - সমাপনী কাঁচামাল মজুদ।

10. একটি মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ১,২৫০ টাকা ও বাজার মূল্য ১,০০০ টাকা যা বছর শেষে মজুত পণ্যে গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই মজুত পণ্যটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ঐ ব্যবসার মুনাফায় কি ধরনের প্রভাব পড়বে-
A. মুনাফা ১,২৫০ টাকা বাড়বে B. মুনাফা ১,০০০ টাকা বাড়বে
C. মুনাফা ২৫০ টাকা বাড়বে D. মুনাফা ১০০০ টাকা কমবে

Ⓑ Explanation // সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের যেটি কম সেটি হিসাবভুক্ত করা হয়। সমাপনী মজুদ পণ্য সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হলে মুনাফা ১,০০০টাকা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাবভুক্ত করা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হ্রাস পায়। আর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম হলে মুনাফা বেশি দেখাবে।

11. নিচের কোনটি মজুদের শ্রেণিবিভাগে পড়ে না?
A. মজুদ পণ্য B. কাঁচামাল C. চলতি কার্য D. সম্ভার

Ⓓ Explanation // মজুদ পণ্য তিন প্রকার:
১. সমাপ্ত পণ্যের মজুদ
২. চলতি কার্যের মজুদ
৩. কাঁচামালের মজুদ
সম্ভারকে খরচ হিসাবে দেখানো হয়। অব্যবহৃত সম্ভারকে চলতি সম্পত্তি হিসেবে পরবর্তী বছরের জন্য দেখানো হয়।

PRIME TEST

01. অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ধারে পণ্য বিক্রয় লিপিবদ্ধকরণে যে হিসাব ক্রেডিট হয়-
Ⓐ বিক্রয় Ⓑ দেনাদার
Ⓒ মজুদ পণ্য Ⓓ সবগুলি

02. অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে নিম্নের কোন হিসাবটি ক্রেডিট করতে হয়?
Ⓐ প্রদেয় হিসাব Ⓑ মজুদ পণ্য
Ⓒ ক্রয় ফেরত Ⓓ পণ্য ক্রয়

03. FOB এর অর্থ হলো-
Ⓐ Free of Board Ⓑ Fare of Board
Ⓒ Free of Berth Ⓓ Free on Board

04. ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি অধিকতর প্রযোজ্য?
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO Ⓒ HIFO Ⓓ গড়মূল্য

05. মুদ্রাস্ফীতির সময় কোন ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতি সর্বোচ্চ নীট আয় প্রদর্শন করে?
Ⓐ আগের মূল্যের মজুদ আগে ছাড়া পদ্ধতি
Ⓑ শেষের মূল্যের মজুদ আগে ছাড়া পদ্ধতি
Ⓒ গড় ব্যয় পদ্ধতি
Ⓓ মোট মুনাফা পদ্ধতি

06. নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলে ক্রেতার হিসাব বহিতে কী পরিবর্তন হবে?
Ⓐ সম্পদ এবং দায় বৃদ্ধি পাবে
Ⓑ দায় বৃদ্ধি এবং সম্পদ হ্রাস পাবে
Ⓒ দায় বৃদ্ধি এবং পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি পাবে
Ⓓ দায় বৃদ্ধি এবং আয় হ্রাস পাবে

07. প্রতি একক ১৫ টাকা মূল্যে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ২০০ একক। প্রতি একক ১৬ টাকা মূল্যে ২৫০ একক পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২১৫ একক পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত টাকা?
Ⓐ ৩,২২৫.০০ Ⓑ ৩,৫৬০.০০
Ⓒ ৩,৭৬০.০০ Ⓓ ৩,৭৭৫.০০

08. বছর শেষে দেশ কর্পোরেশনের LIFO মজুদ ছিল ২৫০০০ টাকা। প্রারম্ভিক LIFO মজুদ ছিল ২০০০০ টাকা। LIFO পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্যের মূল্য ১৯৭৫০০ টাকা হলে, FIFO পদ্ধতিতে পণ্যের বিক্রয়মূল্য
Ⓐ ১৯২৫০০ টাকা Ⓑ ১৯৭৫০০ টাকা
Ⓒ ২০২৫০০ টাকা Ⓓ ২২২৫০০ টাকা

09. অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে কোন হিসাবটি ক্রেডিট করতে হয়?
Ⓐ ক্রয় ফেরত Ⓑ পণ্য ক্রয়
Ⓒ মজুদ পণ্য Ⓓ প্রদেয় হিসাব

10. মূল্যস্ফীতির সময় কোন মজুদ মূল্যায়ন পদ্ধতি অধিক কার্যকর?
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO
Ⓒ Weighted Average Ⓓ কোনটিই নয়

Answer Sheet

01.	D	02.	B	03.	D	04.	B	05.	A
06.	A	07	C	08.	A	09.	C	10.	B

CS CamScanner

অধ্যায় ২০ উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেনিবিভাগ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ ব্যয় শ্রেণিবিভাগের ধারণা

■ ব্যয় নির্ণয়, ব্যয় বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়কে তাদের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করাকে ব্যয় শ্রেণিবিভাগ-করণ বলে।

ব্যবস্থাপককে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যয়

শ্রেণিবিন্যাস খুব প্রয়োজন। তাই উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার প্রকৃত ব্যয় নিরূপণের জন্য এবং যথার্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় শ্রেণিবিভাগ সহায়তা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে তার প্রকৃতি, কার্যকারিতা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যয়ের উৎপাদন ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
২. ব্যয়ের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
৩. ব্যয়ের আচরণ/প্রকৃত ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
৪. ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণশীলতা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
৫. ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

টপিক ২ উৎপাদন ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস

■ উৎপাদন ভিত্তিক ব্যয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ
- কাঁচামাল
- শ্রম
- অন্যান্য ব্যয়

১. **কাঁচামাল** : কাঁচামাল বলতে একটি পণ্যে উৎপাদনের মূল উপকরণ ব্যয় কে বুঝায়। যেমনঃ বস্ত্র তৈরিতে কাপড় ক্রয়ের ব্যয়, আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ ক্রয় বাবদ ব্যয়, 'ইট' তৈরিতে মাটি ক্রয়ের ব্যয় ইত্যাদি।

■ কাঁচামাল ব্যয় কে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা :
১. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল   ২. পরোক্ষ কাঁচামাল

২. **শ্রম** : বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রম বা সেবার বিনিময় মূল্যই হলো শ্রম ব্যয়।

■ শ্রম ব্যয়কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা :
১. প্রত্যক্ষ শ্রম   ২. পরোক্ষ শ্রম

৩. **অন্যান্য ব্যয়** : কাঁচামাল ও শ্রম ব্যতিত আর যত ধরনের খরচ আছে তা এই শ্রেণিভুক্ত।

■ অন্যান্য ব্যয়কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা :
১. প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়   ২. পরোক্ষ অন্যান্য ব্যয়

টপিক ৩ কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

■ কার্যভিত্তিক ব্যয়সমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ
- উৎপাদন ব্যয়
- বাণিজ্যিক ব্যয়

১. **উৎপাদন ব্যয়:** উৎপাদন কার্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে কারখানা ও কারখানার মৌলিক কার্যক্রম তথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল খরচের সমষ্টিই হলো উৎপাদন ব্যয়।

২. **বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ/পরিচালন ব্যয়সমূহ:** কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যতিত যাবতীয় ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশাসনিক ও বাজারজাতকরণ ব্যয় এই ব্যয়ের আওতাধিন।

■ **অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়ের অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :** অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন, ব্যবস্থাপনা কার্যে নিযুক্ত পরিচালকদের সম্মানী, অফিস ভাড়া ও অফিস খরচাবলি, কর, অভিকর, খাজনা, পানি, বিদ্যুৎ, ছাপা ও মনিহারি, ডাক ও তার খরচ, নিরীক্ষকের ফিস, আইন খরচ, অফিস দালানকোঠা ও আসবাবপত্রের অবচয়, যাবতীয় প্রশাসনিক খরচ ও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল খরচ।

■ **বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয়ের অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :** বিক্রয় কর্মকর্তার বেতন ও কমিশন, বিক্রয় প্রতিনিধির বেতন ও কমিশন, বিক্রয় প্রতিনিধির ভ্রমণ খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, শোরুম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহণ, জায়গা ভাড়া, প্যাকিং খরচ ইত্যাদি।

টপিক ৪ প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

■ উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের কারণে যে ব্যয়সমূহের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ বলে।

প্রকৃতিভিত্তিক ব্যয়সমূহ ৩ প্রকার। যথা ঃ
১. পরিবর্তনশীল ব্যয়   ২. স্থির স্থায়ী ব্যয়
৩. আধা পরিবর্তনশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয়

১. **পরিবর্তনশীল ব্যয় :** উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তিত হয় না কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়। উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা অনুপাতে এ সকল ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। যেমন: ব্যবহৃত কাচাঁমাল, বিক্রয় কমিশন, মজুরী ইত্যাদি।
- পরিবর্তনশীল ব্যয় মোট উৎপাদনের সাথে পরিবর্তনশীল কিন্তু একক প্রতি স্থির।

২. **স্থির বা স্থায়ী ব্যয় :** উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না তাকে বলা হয় স্থির বা স্থায়ী ব্যয়। এ সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় স্থির বা অবিচল বা অনড় থাকে। যেমন: কারখানার ভাড়া বা অফিস ভাড়া, কর্মকর্তাদের বেতন, সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ইত্যাদি।
- স্থির ব্যয় মোট উৎপাদনে সাথে অপরিবর্তনশীল কিন্তু একক প্রতি পরিবর্তনশীল।

৩. **আধা পরিবর্তনশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয় :** যে সকল ব্যয় একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন বা কার্যাবলী বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাকে আধা পরিবর্তনশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয় বলে। যেমন: টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি।

টপিক ৫ ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণশীলতা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

■ কোন কোন ব্যয় সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আবার কোন কোন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই নিয়ন্ত্রণশীলতার দিক থেকে ব্যয়কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ
- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়
- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়

১. **নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় :** যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা সর্বস্তরে সাবধানতা অবলম্বন করে কাম্য স্তরে রাখতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। সাধারণত পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। ব্যয় যে কেন্দ্রে সংঘটিত হয় ঐ কেন্দ্রেই তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। যেমন: একটি প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগের আপ্যায়ণ খরচ বিপণন বিভাগের ভ্রমন খরচ ঐ সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে আপ্যায়ণ খরচ ও ভ্রমন খরচ নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

২. **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় :** যে ব্যয়কে ব্যবস্থাপনা সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করেও কাম্য স্তরে রাখতে পারে না তাকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে।যেমন: অফিস ভাড়া, কারখানা ও শো-রুমের ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি।

টপিক ৬ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান

■ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ব্যয় বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়নসহ উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান বলে।

■ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ
ব্যয় নির্ধারণ/ব্যয় নিরুপণ।

টপিক ৭ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

১. ব্যয় নির্ধারণ/ব্যয় নিরুপণ
২. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
৩. মূল্য নির্ধারণ
৪. মুনাফা নির্ধারণ
৫. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন।

CS CamScanner

টপিক 2 উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ	****	
(+) কাঁচামাল ক্রয়	***	
(+) আন্তঃ পরিবহণ, শুল্ক ও অন্যান্য	***	
(-) কাঁচামালের সমাপণী মজুদ	***	
ব্যবহৃত কাঁচামাল		****
(+) প্রত্যক্ষ শ্রম		***
(+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		***
মুখ্য ব্যয়		****
(+) কারখানার উপরিব্যয়		***
উৎপাদন ব্যয় / কারখানা ব্যয়		****
(+) প্রারম্ভিক চলতি কার্য		***
(-) সমাপণী চলতি কার্য		***
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		****
(+)প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য		***
(-) সমাপণী সমাপ্ত পণ্য		***
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		****
(+) পরিচালনা/বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ ঃ		
১. অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়	***	
২. বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয়	***	***
বিক্রয় ব্যয় / মোট ব্যয় :		****
(+) প্রত্যাশিত মুনাফা		***
বিক্রয় মূল্য		****

টপিক 2 প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

- মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল+প্রত্যক্ষ মজুরি+অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
- উৎপাদন ব্যয়/কারখানা ব্যয় = মুখ্য ব্যয়+উৎপাদন উপরিব্যয়/কারখানার উপরিব্যয়
- উৎপাদিত/সমাপ্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় = উৎপাদন ব্যয়/কারখানা ব্যয়+প্রারম্ভিক চলতি কার্য-সমাপণী চলতি কার্য
- মোট ব্যয় = উৎপাদিত/সমাপ্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়+ প্রারম্ভিক উৎপাদিত/সমাপ্ত পণ্য- সমাপণী উৎপাদিত/সমাপ্ত পণ্য+পরিচালন ব্যয়সমূহ/বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ।
- রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ মজুরি+অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ+উৎপাদন উপরিব্যয়/কারখানার উপরিব্যয়।
- প্রারম্ভিক মজুদ একক+উৎপাদন একক = বিক্রয় একক+সমাপণী মজুদ একক।

টপিক 2 গাণিতিক সমস্যা

১. দিপালি লি: এর প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রম ৩০,০০০ টাকা, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ২০,০০০ টাকা এবং উৎপাদন উপরিব্যয় ২৮,০০০ টাকা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূখ্য ব্যয় কত?

সমাধান মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল+প্রত্যক্ষ মজুরি+অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
= ৬০,০০০ + ৩০,০০০ + ২০,০০০
= ১,১০,০০০

২. গোল্ডেন কম্পিউটার্স এর প্রত্যক্ষ মজুরি ৪০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬০,০০০ টাকা, এবং কারখানার উপরিব্যয় মূখ্য ব্যয়ের ২৫% হলে, গোল্ডেন কম্পিউটার্স এর কারখানার ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় কত?

সমাধান মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল+প্রত্যক্ষ মজুরি
= ৬০,০০০ + ৪০,০০০
= ১,০০,০০০

উৎপাদন ব্যয়/কারখানা ব্যয় = মুখ্য ব্যয়+উৎপাদন উপরিব্যয়
= ১,০০,০০০ + (১,০০,০০০ × ২৫%)
= ১,০০,০০০ + ২৫,০০০
= ১,২৫,০০০ টাকা

৩. Khan and Khan লিঃ এর প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৯,০০০ টাকা ,প্রত্যক্ষ মজুরি ৫,০০০ টাকা , অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৩,০০০ টাকা এবং কারখানার উপরিব্যয় ১০,০০০ টাকা হলে Khan and Khan লিঃ এর রূপান্তর ব্যয় কত?

সমাধান রূপান্তর ব্যয়
= প্রত্যক্ষ মজুরি+অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ+উৎপাদন উপরিব্যয়/কারখানার উপরিব্যয়।
= ৫,০০০ + ৩,০০০ + ১০,০০০
= ১৮,০০০ টাকা

৪. মনির লিমিটেড এর প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০,০০০ টাকা, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৫০,০০০ টাকা, উৎপাদন উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ কাঁচামালে ৭০% হলে ইউনিটি লিমিটেড এর রূপান্তর ব্যয় এর পরিমাণ কত?

সমাধান রূপান্তর ব্যয়
= প্রত্যক্ষ মজুরি+অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ+উৎপাদন উপরিব্যয়/কারখানার উপরিব্যয়।
= ৬০,০০০ + ৫০,০০০ + (১,০০,০০০ × ৭০%)
= ১,১০,০০০ + ৭০,০০০
= ১,৮০,০০০ টাকা

৫. মিথিলা লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১,০০০ একক। হিসাবকাল শেষে সমাপণী মজুদ ৫,০০০ একক। সারা বছর ধরে মিথিলা লিমিটেড ৬,০০০ একক পণ্যে বিক্রয় করে এবং মোট উৎপাদন ব্যয় দাঁড়িয়ে ছিলো ১,০০,০০০ টাকা। মিথিলা লিমিটেড এর একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত?

সমাধান একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় $= \frac{\text{উৎপাদন ব্যয়}}{\text{উৎপাদন একক}}$
$= \frac{১,০০,০০০}{১০,০০০}$
= ১০ টাকা

প্রারম্ভিক মজুদ একক+উৎপাদন একক = বিক্রয় একক+সমাপণী মজুদ একক।
বা উৎপাদন একক = বিক্রয় একক+সমাপণী মজুদ একক - প্রারম্ভিক মজুদ একক
= ৬,০০০+৫০০০-১,০০০
= ১০,০০০ একক

৬. মিথিলা লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১,০০০ একক। হিসাবকাল শেষে সমাপণী মজুদ ৫,০০০ একক। সারা বছর ধরে মিথিলা লিমিটেড ৬,০০০ একক পণ্যে বিক্রয় করে এবং মোট উৎপাদন ব্যয় দাঁড়িয়ে ছিলো ১,০০,০০০ টাকা। মিথিলা লিমিটেড এর সমাপণী মজুদের মূল্য কত?

সমাধান সমাপণী মজুদের মূল্য $= \frac{\text{উৎপাদন ব্যয়}}{\text{উৎপাদন একক}} \times$ সমাপণী একক
$= \frac{১,০০,০০০}{১০,০০০} \times ৫,০০০$
= ১০ × ৫,০০০
= ৫০,০০০ টাকা

প্রারম্ভিক মজুদ একক+উৎপাদন একক = বিক্রয় একক+সমাপণী মজুদ একক।
বা উৎপাদন একক = বিক্রয় একক+সমাপণী মজুদ একক - প্রারম্ভিক মজুদ একক
= ৬,০০০+৫০০০-১,০০০
= ১০,০০০ একক

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. স্থির ব্যয়— [NU- Business: 2014-15]
A. সব সময় স্থির থাকে
B. একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত স্থির থাকে
C. উৎপাদন কমলে স্থির খরচ কমে
D. উৎপাদন বাড়লে প্রতি একক স্থির খরচ বাড়ে
Ⓑ

CamScanner

02. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট দায় ৫০,০০০ টাকা, চলতি সম্পদ ৫০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ : ১। ঐ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি দায় কত? [NU- Business: 2014-15]
A. ৩০,০০০ টাকা B. ৫০,০০০ টাকা
C. ২০,০০০ টাকা D. ৪০,০০০ টাকা **D**

03. একটি পণ্যের কাঁচামালের ব্যয় ৩০০০ টাকা এবং মজুরি ১২০০ টাকা। কারখানার উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের ৩০% এবং প্রশাসনিক উপরি খরচ উৎপাদন খরচের ১৫%। যদি বিক্রয় মূল্য ৮০০০ টাকা হয়, তবে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত? [NU- Business: 2014-15]
A. ২৭২১.০০ টাকা B. ২৫৮২.৫০ টাকা
C. ১৭২১.০০ টাকা D. ২৫২৮.৫০ টাকা **C**

04. কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রারম্ভিক মজুত ২০০০ একক, বিক্রয় ১৫,০০০ একক এবং সমাপনী মজুত ১৫০০ একক হলে, উৎপাদন কত একক? [NU- Business: 2013-14]
A. ১৫,৫০০ B. ১৮,৫০০
C. ১৪,৫০০ D. None of the above **C**

05. পরিবর্তনশীল ব্যয়- [NU- Business: 2013-14]
A. একক প্রতি স্থির থাকে এবং মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়
B. একক প্রতি পরিবর্তনশীর এবং মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়
C. একক প্রতি স্থির থাকে এবং মোট ব্যয় স্থির থাকে
D. কোনটিই নয় **A**

06. কোন একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০০ একক পণ্য উৎপাদন করতে মোট মিশ্র ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং ৭০০ একক পণ্য উৎপাদন করতে মোট মিশ্র ব্যয় ২৫,৬০০ টাকা হলে, মোট স্থায়ী খরচ কত? [NU- Business: 2013-14]
A. ৬০০০ টাকা B. ৫৬০০ টাকা
C. ১০০০ টাকা D. ৪০০০ টাকা **A**

07. কোনটি উৎপাদন খরচ নয়? [NU- Business: 2012-13]
A. মজুরি B. ক্রয়কৃত কাঁচামালের পরিবহন ব্যয়
C. কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয় D. অফিসের ভাড়া **D**

08. নিচের কোনটি উৎপাদন ব্যয়? [NU- Business: 2011-12]
A. কাঁচামাল আনয়ন খরচ B. অফিসারের বেতন
C. আয়কর D. যাতায়াত ভাতা **A**

09. পরিবর্তনশীল মূলধন হিসাব রাখা হয় এমন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মুনাফার অংশ: [NU- Business: 2011-12]
A. মূলধন হিসাবে ডেবিট করা হয়
B. মূলধন হিসাবে ক্রেডিট করা হয়
C. অংশীদারদের চলতি হিসাবে ডেবিট করা হয়
D. অংশীদারদের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয় **B**

10. কোনটি উৎপাদন ব্যয় নয়? [NU- Business: 2010-11]
A. বিজ্ঞাপন খরচ B. কাঁচামাল আনার ভাড়া
C. উৎপাদন যন্ত্রপাতির অবচয় D. মজুরি **A**

11. ব্যবহৃত কাঁচামাল ১২,০০০ টাকা, মজুরি ৮,০০০ টাকা, কারখানা উপরিখরচ মজুরির ৬০%, ব্যবস্থাপকের বেতন ৬,০০০ টাকা, বিক্রয় খরচ ৪,০০০ টাকা, অফিস আসবাবপত্রের অবচয় ২,০০০ টাকা হলে উৎপাদন ব্যয় হবে– [NU- Business: 2009-10]
A. ৩০,৮০০ টাকা B. ২৪,৮০০ টাকা
C. ২৮,৮০০ টাকা D. ২৬,৮০০ টাকা **B**

12. কারখানা ব্যয় ৯০,০০০ টাকা মুখ্য ব্যয় ৮৫,০০০ টাকা এবং প্রশাসনিক খরচ ৩,০০০ টাকা হলে উৎপাদন ব্যয় কত? [NU- Business: 2005-06]
A. ৯০,০০০ টাকা B. ৯৫,০০০ টাকা
C. ৯৬,০০০ টাকা D. উপরের কোনটাই নয় **D**

13. প্রতিটি উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়াল্টি হলো– [NU- Business: 2004-05]
A. প্রত্যক্ষ খরচ B. প্রত্যক্ষ মজুরি
C. পরোক্ষ মাল D. পরোক্ষ মজুরি **A**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. রূপান্তর ব্যয় বলতে —— বোঝায়।
A. দ্রব্য তৈরির উৎপাদন খরচ
B. প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় এবং কারখানার উপরিব্যয়ের সমষ্টিগত ব্যয়
C. প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয় এবং কারখানার সকল উপরিব্যয়ের সমষ্ঠিগত ব্যয়
D. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খরচ এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়ের সমষ্টিগত ব্যয়

C Explanation রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম + কারখানা উপরি ব্যয়। উৎপাদন ব্যয় থেকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বিয়োগ করলে রূপান্তর ব্যয় পাওয়া যায়।

02. Bata Car Wash Co. গত মাসে ১০০টি গাড়ি ওয়াশ করেছিল। ওয়াশের জন্য তারা গাড়ি প্রতি ৭ টাকা চার্জ করে। ঐ মাসে কোম্পানির শুধু ৮৩ টাকা ইউটিলিটি, ৩,০০০ টাকা মজুরি এবং ৩১ টাকা সাবান বাবদ খরচ হয়। মজুরি বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল কিন্তু ইউটিলিটি এবং সাবান বিল পরিশোধ করা হয়নি। ঐ মাসে বাটার নিট আয় বা লোকসান কত?
A. ২৮৬ টাকা নিট লোকসান B. ২৮৬ টাকা নিট আয়
C. ৩২৫ টাকা নিট আয় D. ৩২৫ টাকা নিট লোকসান

B Explanation আমরা জানি, নিট লাভ = মোট আয় - মোট ব্যয়/খরচ হিসাববিজ্ঞানের বকেয়া ভিত্তি অনুযায়ী খরচ/ব্যয় যখনই সংগঠিত হয় মোট খরচ হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।
∴ নিট লাভ = (১০০×৭) − (৮০+৩০০+৩১) টাকা
= ৭০০ − ৪১৪ = ২৮৬ টাকা

03. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়?
A. বিমা খরচ B. প্রত্যক্ষ মালামাল
C. কলকজার সরলরৈখিক D. ব্যবস্থাপকের বেতন

B Explanation কোনো হিসাব কালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয়ের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ। কিন্তু প্রতি প্রত্যক্ষ কাঁচামালও শ্রমের ব্যয় স্থির থাকে।

- অন্যদিকে বিমা খরচ ব্যবস্থাপনার বেতন, অবচয় ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থির/অপরিবর্তনশীল ব্যয়, কারণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে এ ব্যয়গুলো মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। কিন্তু একক প্রতি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়।

04. কোনটি উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান?
A. অফিস ভাড়া B. পরোক্ষ কাঁচামাল
C. বিজ্ঞাপন ব্যয় D. কু ঋণ

B Explanation মুখ্য ব্যয়ের তিনটি উপাদান এবং কারখানা উপরিব্যয়ের তিনটি উপাদানকে কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। মুখ্য ব্যয়ের তিনটি উপাদান হলো: পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ মজুরি, এবং অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয়।

05. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়?
A. বিমা খরচ B. ব্যবস্থাপকের বেতন
C. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল D. যন্ত্রপাতির অবচয়

C Explanation কোনো হিসাবকালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয়ের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন: উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে কাঁচামালের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করলে কাঁচামালের মোট ব্যয় হ্রাস পায়। তাই প্রত্যেক কাঁচামাল একটি পরিবর্তনশীল ব্যয়। অন্যদিকে, বিমা খরচ, ব্যবস্থাপকের বেতন ইত্যাদি।

06. লামিয়া ট্রেডার্সের বিক্রয় ২,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,২০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় ৫৫,০০০ টাকা হলে লামিয়া ট্রেডার্সের মোট মুনাফা নির্ণয় কর।
A. ৮০,০০০ টাকা B. ৬০,০০০ টাকা C. ২৫,০০০ টাকা D. ১,০০,০০০

D Explanation মোট মুনাফা = বিক্রয় -বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ২,০০,০০০ - ১,০০,০০০ টাকা
এখানে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুদ
= ১,২০,০০০-২০,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা

CamScanner

07. নিম্নের কোনটি রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয়?
A. পরোক্ষ মজুরি
B. প্রত্যক্ষ মজুরি
C. পরোক্ষ কাঁচামাল
D. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল

(D) Explanation/ এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যতীত অন্য সবগুলো উপাদান রূপান্তর ব্যয়ের অংশ। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রম, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ এবং কারখানা উপরিব্যয় মিলে রূপান্তর ব্যয় হয়। সুতরাং, রূপান্তর ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বিবেচনা করা হয় না বলে এটি রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয়।

08. রহমানের কোম্পানির একক প্রতি বিক্রয় মূল্য, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ও মোট স্থির ব্যয় যথাক্রমে ১২০ টাকা, ৭২ টাকা ও ৩,৮৪,০০০ টাকা। ৯৬,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে চাইলে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে?
A. ৮,০০০ ইউনিট
B. ৫,৩৩৩ ইউনিট
C. ৩,২০০ ইউনিট
D. ১০,০০০ ইউনিট

(D) Explanation/ প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের জন্য বিক্রয় একক হবে -

$$\frac{\text{স্থিরব্যয় + প্রত্যাশিত মুনাফা}}{\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য - একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

$$= \frac{(3,84,000 + 96000)}{(120 - 72)} = \text{১০,০০০ একক।}$$

09. নিচের কোনটি উৎপাদন-ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য?
A. ব্যয় সংরক্ষণ B. ব্যয় সমন্বয় C. ব্যয়হ্রাস D. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

(D) Explanation/ উৎপাদন ব্যয়-হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসমূহ হলো:
১. ব্যয় নিরুপন
২. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
৩. মূল্য নির্ধারণ
৪. মুনাফা নির্ণয়
৫. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ণ
৬. উপযুক্ত ও বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ

10. মুখ্য ব্যয় কী?
A. কাঁচামাল + কারখানা উপরিব্যয়
B. কারখানা উপরিব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয়
C. কাঁচামাল ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
D. প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়

(C) Explanation/ মুখ্য ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচসমূহ। পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচসমূহের সংমিশ্রণ হচ্ছে মুখ্য ব্যয়।

11. যে সকল ব্যয় উৎপাদনের সাথে পরিবর্তনশীল, তাদেরকে বলা হয়-
A. পরিবর্তনশীল ব্যয়
B. স্থির/স্থায়ী ব্যয়
C. কাঁচামাল ব্যয়
D. উৎপাদন ব্যয়

(A) Explanation/ যে ব্যয়ের মোট পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হ্রাসের সাথে হ্রাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। কাচামাল পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ পরিবর্তনশীল ব্যয় Option A দেয়া আছে।

12. কোনটি উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান নয়?
A. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
B. পরোক্ষ কাঁচামাল
C. পণ্য বিতরণে নিয়োজিত মোটরযানের অবচয়
D. প্রত্যক্ষ মজুরি

(C) Explanation/ উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বলে। কিন্তু পণ্য বিতরণে নিয়োজিত মোটরযানের অবচয় বণ্টন/বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। তাই, এটি উৎপাদন ব্যয় নয়।

13. প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুখ্য ব্যয় টাকায় নির্ণয় কর-কাঁচামাল ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ৫২,৫০০ টাকা; অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় ৩,০০০ টাকা; বহিঃপরিবহন ৫,০০০ টাকা ও সুপারভাইজারের বেতন ৭,০০০ টাকা।
A. ১১৮,৫০০
B. ১২১,৫০০
C. ৬৬,০০০
D. ১৩৩,৫০০

(B) Explanation/ মুখ্য ব্যয়
= প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়
= ৬৬,০০০ + ৫২,৫০০ + ৩,০০০ = ১,২১,৫০০ টাকা

14. ব্যবহৃত কাঁচামাল ৯০,০০০ টাকা। প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০,০০০ টাকা। কারখানা উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ৫০%। প্রশাসনিক খরচ ব্যবহৃত কাঁচামালের ৫% এবং বিক্রয় খরচ প্রশাসনিক খরচের ১০% হলে উৎপাদন ব্যয় কত?
A. ৯৫,০০০ B. ১,৮০,০০০ C. ১,৪৭,৫০০ D. ১,৭৬,৫০০

(B) Explanation/ উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয়,
= (ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি) + (প্রত্যক্ষ মজুরি × ৫০%)
= (৯০,০০০ + ৬০,০০০) + (৬০,০০০ × ৫০%)
= ১,৫০,০০০ + ৩০,০০০ = ১,৮০,০০০ টাকা।

15. পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি একক উৎপাদনে-
A. স্থির থাকে B. হ্রাস পায় C. বৃদ্ধি পায় D. পরিবর্তীত হয়

(A) Explanation/ উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তিত হয় না কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। এ ব্যয়প্রতি একক উৎপাদন স্থির থাকে।

16. পঞ্চাশ একক দ্রব্য উৎপাদনে খরচ : কাঁচামাল ৳ ৩০০০, মজুরি ৳ ১,০০০; কারখানা উপরিখরচ মজুরীর ৬০%; বিক্রয় খরচ একক প্রতি ৩ টাকা। প্রতি একক কত টাকায় বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে?
A. ১১৪
B. ১০৪
C. ১২৪
D. ১৪০

(A)

17. কোনটি ব্যয়হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল?
A. প্রান্তিক ব্যয় হিসাব
B. প্রমাণ ব্যয় হিসাব
C. প্রক্রিয়া ব্যয় হিসাব
D. বিভাগীয় ব্যয় হিসাব

(B) Explanation/ প্রমাণ ব্যয় হিসাব পদ্ধতি ব্যয়হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল। কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

18. আধা পরিবর্তশীল ব্যয়-
A. বেতন ও মজুরী B. টেলিফোন বিল C. অবচয় D. মনিহারি

(B) Explanation/ আধা-পরিবর্তশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয়: যে সকল ব্যয় একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন বা কার্যাবলি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে তাকে আধা-পরিবর্তশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয় বলে। যেমন: বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি।

19. উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে একক প্রতি কমতে থাকে-
A. স্থায়ী ব্যয়
B. পরিবর্তনশীল ব্যয়
C. নিমজ্জিত ব্যয়
D. মিশ্র ব্যয়

(A) Explanation/ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে একক প্রতি ব্যয় কমতে থাকে, উৎপাদন ব্যয়হ্রাস পেলে একক প্রতি ব্যয় বাড়তে থাকে কিন্তু মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাকে স্থির ব্যয় বলে। যেমন: অফিস ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি।

20. উৎপাদন ব্যয় নয়-
A. অফিস খরচ
B. কারখানার ভাড়া
C. কাঁচামাল
D. মজুরী

(A) Explanation/ উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয়
কাঁচামাল ও মজুরী হলো মুখ্য ব্যয় এবং কারখানার ভাড়া হলো উপরিব্যয়। অপরদিকে অফিস খরচ হলো পরিচালন ব্যয়।

21. যন্ত্রপাতির অবচয়-
A. বিক্রয়
B. কারখানা
C. মোট
D. প্রশাসনিক উপরিব্যয়ের অন্তর্গত

(B) Explanation/ যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় কারখানার উৎপাদন কাজে। সুতরাং যন্ত্রপাতির অবচয় কারখানা উপরিব্যয়ের অন্তর্গত।

22. একটি প্রাসঙ্গিক সীমার মধ্যে উৎপাদনহ্রাস পেলে যে ব্যয়টি বৃদ্ধি পায়-
A. একক পরিবর্তনশীল ব্যয়
B. একক স্থির ব্যয়
C. মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়
D. মোট স্থির ব্যয়

(B) Explanation/ উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে এমন কিছু ব্যয় রয়েছে যা উৎপাদনের পরিমাণহ্রাস বৃদ্ধির সাথে জড়িত নয়। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন এ ধরনের ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ধরনের ব্যয়কে স্থির ব্যয় বলে।

CamScanner

23. যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তখন একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়-
A. উৎপাদনের সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়
B. উৎপাদন এককের চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পায়
C. অপরিবর্তিত থাকে
D. উৎপাদন এককের চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়

(C) Explanation/
- কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়ার সাথে যে খরচের পরিবর্তন হয়, তাকে পরিবর্তনশীল খরচ বলে।
- উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যার অনুপাতে এ সকল খরচের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন: বিক্রয় কমিশন, মজুরি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

24. আধা-পরিবর্তনশীল খরচ কোনটি?
A. বিদ্যুৎ খরচ B. অবচয় C. সাপ্লাই খরচ D. কারখানা মজুরি

(A) Explanation/ উৎপাদনের পরিবর্তনে যে সমস্ত খরচ সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল নয় কিংবা সম্পূর্ণ স্থায়ী নয় এমন খরচকে আধা-পরিবর্তনশীল খরচ বলে। যেমন- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, বিজ্ঞাপন বিল এগুলো খরচের অন্তর্ভুক্ত।

25. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে "Deposit in transit" কিভাবে সমন্বয় হবে?
A. ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে বিয়োগ
B. নগদান বহি-র ব্যালেন্সের সাথে যোগ
C. নগদান বহি-র ব্যালেন্স থেকে বিয়োগ
D. ব্যাংক ব্যালেন্সের সাথে যোগ

(D) Explanation/ "Deposit in transit"/ পথিমধ্যে জমা অর্থাৎ ক্যাশবহিতে জমা হলেও কিন্তু ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে ব্যাংকের সাথে যোগ হয়।

26. আধা-পরিবর্তনশীল খরচ কোনটি?
A. বিদ্যুৎ খরচ B. অবচয় C. সাপ্লাই খরচ D. কারখানা মজুরি

(A) Explanation/ আধা-পরিবর্তনশীল খরচ: যে সব খরচ সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল নয় আবার সম্পূর্ণ স্থায়ীও নয় তাকে আধা-পরিবর্তনশীল খরচ বলে। যেমন: বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি।
- উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি হলে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।
- এ খরচের একটি অংশ স্থির, একটি অংশ পরিবর্তনশীল।
- ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ খরচ নির্দিষ্ট হিসাবে ভাগ করা হয়।

27. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
A. ব্যয় কমানো B. ব্যয় নির্ধারণ
C. মুনাফা নির্ধারণ D. বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

(B) Explanation/
- ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ ও তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের নীতি পদ্ধতি কৌশল প্রয়োগ করাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবরক্ষণের প্রধান/মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যয় নিরূপণ/নির্ধারণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

28. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং প্রত্যক্ষ খরচের সমষ্টিকে বলা হয়-
A. পণ্য ব্যয় B. উৎপাদন ব্যয় C. মোট ব্যয় D. মুখ্য ব্যয়

(D) Explanation/ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রত্যক্ষ ব্যয়গুলোকে মুখ্য ব্যয় বলা হয়। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ = মুখ্য ব্যয়।

29. মুখ্য ব্যয় নিচের অন্তর্ভুক্ত হয় না-
A. প্রত্যক্ষ শ্রম B. কারখানা উপরি ব্যয়
C. ব্যবহৃত কাঁচামাল D. প্রত্যক্ষ ব্যয়

(B) Explanation/ মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ।

30. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল খরচ?
A. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল B. ব্যবস্থাপকের বেতন
C. মজুরি D. A ও C উভয়ই

(D) Explanation/ পরিবর্তনশীল খরচ: উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে যে খরচের মোট পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে পরিবর্তনশীল খরচ বলে। যেমন: কাঁচামাল, মজুরি, প্রত্যক্ষ খরচ, মুনাফা ইত্যাদি।
স্থায়ী খরচ: যে সকল খরচ মোটের উপর স্থির থাকে এবং একক প্রতি পরিবর্তনশীল হয়, স্থায়ী/ স্থির খরচ বলে। যেমন: ব্যবস্থাপকের বেতন।

31. অর্ধস্থায়ী বেতন সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি সত্য?
A. এটি একটি পরিবর্তনশীল খরচ B. এটি একটি স্থায়ী খরচ
C. এটি একটি উপরি-ব্যয় D. উপরের কোনটিই নয়

(D) Explanation/ অর্ধস্থায়ী বেতন সম্পর্কিত প্রযুক্ত সব বক্তব্যই সঠিক নয়। এটি একটি সাথে মোট পণ্যের ব্যয়/ উপরিব্যয়, পরিবর্তনশীল খরচ, স্থায়ী খরচ প্রশাসনিক উপরিব্যয়।

32. ফ্যাক্টরি খরচকে বলা হয়-
A. Factory Overhead B. Production Overhead
C. Manufacturing Overhead D. উপরের সব কয়টি

(D) Explanation/ কারখানা/ উৎপাদন উপরিব্যয় (Factory/ Production/ Manufacturing/ Works Overhead): উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানায় পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সকল পরোক্ষ খরচকে কারখানা উপরিব্যয় (Factory/ Production/ Works/ Manufacturing overhead) বলে। যেমন: কারখানা ভাড়া, বীমা কিস্তি/ কারখানার বিমা খরচ, বিদ্যুৎ ও শক্তি সরবরাহ খরচ, ফ্যাক্টরি খরচ, কারখানা মেরামত ব্যয়, পণ্য পরিদর্শকের বেতন, স্থায়ী ব্যবস্থাপকের বেতন।

33. নিচের কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব অপরিহার্য?
A. শুধু পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য
B. শুধু পণ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য
C. শুধু সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য
D. পণ্য উৎপাদনকারী ও সেবা উৎপাদনকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য

(D) Explanation/ কোনো পণ্য উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়, একক প্রতি ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য-যৌক্তিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হিসাব রাখে। এর উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করা। পণ্য উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব অপরিহার্য।

34. উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে-
A. একক প্রতি স্থায়ী খরচ বৃদ্ধি পায়
B. একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ বৃদ্ধি পায়
C. একক প্রতি স্থায়ী খরচ কমে যায়
D. একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ কমে যায়

35. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ?
A. কারখানার জন্যে কাঁচামাল ক্রয় B. দোকানের জন্যে পণ্য ক্রয়
C. পণ্য ক্রয়ের জন্যে পরিবহন ব্যয় D. উপরের সব কয়টি

(D) Explanation/ প্রত্যক্ষ খরচের উদাহরণ: কাঁচামাল ক্রয়, পণ্য ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, কুলি-মজুরি, বিদ্যুৎ ও শক্তি, মজুরি ইত্যাদি।

36. নিচের কোনটি উৎপাদন উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়?
A. বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন B. কারখানা মেরামতকারীর মজুরী
C. স্থায়ী ব্যবস্থাপকের বেতন D. পণ্য পরিদর্শকের বেতন

(A) Explanation/ বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন ব্যতীত সবই উৎপাদন/ কারখানা উপরিব্যয়। বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন হলো বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয়।

37. নিচের কোনটি কারখানা উপরিব্যয় নয়?
A. বিদ্যুৎ খরচ B. মজুরি
C. কারখানা ম্যানেজারের বেতন D. কারখানা দারোয়ানের বেতন

(B) Explanation/ উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কারখানার ব্যয়সমূহকে কারখানা উপরিব্যয় বলে। কিন্তু মজুরি উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাই মজুরি হলো মুখ্য ব্যয়, কারখানা উপরিব্যয় নয়।

38. নিমজ্জিত ব্যয় হলো-
A. মোট ব্যয় B. চলতি ব্যয়
C. প্রাসংগিক ব্যয় D. অপ্রাসংগিক ব্যয়
Ⓓ Explanation/ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিমজ্জিত ব্যয় হলো অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।

39. January মাসে ১০০ unit এর ইলেকট্রিসিটি বিল ১২০০ টাকা এবং February মাসে ১২০ unit এর ইলেকট্রিসিটি বিল ১৩৪০ টাকা। ইলেকট্রিসিটি বাবদ মাসিক স্থির খরচের পরিমাণ হবে-
A. ১৪০ টাকা B.৫০০ টাকা C. ৭২ টাকা D. ২৪০ টাকা
Ⓑ Explanation/ ১২০ ইউনিট বিল = ১,৩৪০ টাকা
১০০ ইউনিট বিল = ১২০০ টাকা
সুতরাং ২০ ইউনিট = ১৪০ টাকা
তাহলে ১ ইউনিট = $\frac{১৪০}{২০}$ = ৭ টাকা
অর্থাৎ একক প্রতি পরিবর্তনশীল ইউনিট ব্যয় ৭ টাকা।
১০০ ইউনিটের পরিবর্তনশীল ব্যয় (১০০×৭) = ৭০০ টাকা।
স্থিরব্যয় = মোট ব্যয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়
= ১২০০ - ৭০০ = ৫০০ টাকা

40. নিচের কোনটি প্রাথমিক খরচের অন্তর্ভুক্ত?
A. বিবরণ পত্রের খরচ B. পত্রিকায় বিজ্ঞাপন খরচ
C. আইন উপদেষ্টার খরচ D. A, B, C সবগুলোই
Ⓓ Explanation/ প্রাথমিক খরচাবলি:
- পরিকল্পনা খরচ
- বিজ্ঞাপন খরচ
- বিবরণ পত্রের খরচ
- লাইসেন্স খরচ
- আইন উপদেষ্টা খরচ
- পুনঃসংস্থাপন খরচাবলি

41. প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৩,০০,০০০ টাকা, কারখানার উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ১০০%। কারখানা খরচের পরিমাণ হবে-
A. ৯,০০,০০০ B. ১০,০০,০০০ C. ১১,০০,০০০ D. ১২,০০,০০০
Ⓒ Explanation/ উৎপাদন ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানার উপরিব্যয়
= ৫,০০,০০০ + ৩,০০,০০০ + ৩,০০,০০০
= ১১,০০,০০০ টাকা

42. অফিসের ভাড়া কোন ধরনের উপরিব্যয়?
A. কারখানার উপরিব্যয় B. পরিবর্তনশীল উপরিব্যয়
C. পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক উপরিব্যয় D. স্থায়ী প্রশাসনিক উপরিব্যয়
Ⓓ Explanation/ স্থায়ী প্রশাসনিক উপরিব্যয়ঃ অফিসের ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, কারখানার ভাড়া, শো-রুমের ভাড়া, অফিস ব্যবস্থাপকের বেতন ইত্যাদি।

43. নিচের কোন খরচটি ব্যয়?
A. বেতন প্রদান B. বিজ্ঞাপন প্রদান C. ভিক্ষা প্রদান D. সব ক'টি
Ⓓ Explanation/ নির্দিষ্ট সম্পদ/পণ্য/সুবিধা পাওয়ার জন্য বর্তমান সম্পদের যে অংশটুকু ত্যাগ করতে হয় তাকে ব্যয় বলে। বেতন প্রদান, প্রদত্ত ভাড়া, কাঁচামাল ব্যয়, মজুরি, পরিবহন খরচ ইত্যাদি।

44. নিচের কোন ব্যয় টি খরচ নয়?
A. পরিবহন ব্যয় B. প্রাথমিক ব্যয় C. আপ্যায়ন ব্যয় D. বিজ্ঞাপন ব্যয়
Ⓑ Explanation/ প্রাথমিক খরচ একটি অলীক সম্পত্তির উদাহরণ। এটি খরচ নয়। প্রাথমিক ব্যয় হলো ব্যবসায়ের শুরুতে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য যে ব্যয় সংগঠিত হয় তাকে বোঝায় যেটিকে আর্থিক অবস্থায় বিবরণীতে সম্পদ পাশে চলতি সম্পদ অংশে দেখাতে হয়।

45. নিচের কোনটি কারখানার উপরিব্যয়?
A. পরোক্ষ কাঁচামাল B. পরোক্ষ মজুরি
C. জ্বালানী D. উল্লিখিত প্রত্যেকটি
Ⓓ Explanation/ পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ মজুরি এবং অন্যান্য পরোক্ষ খরচের সমষ্টিকে কারখানার উপরিব্যয় বলে।

46. বিক্রয় কমিশন কোন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?
A. মুখ্য ব্যয় B. রূপান্তর ব্যয়
C. কারাখানার উপরিব্যয় D. ব্যয় বিপণন ব্যয়
Ⓓ Explanation/ অর্ডার সংগ্রহ বা দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য যে সমস্ত ব্যয় করা হয় তাকে বিক্রয়/বিপণন উপরিব্যয় বলে।

47. নিম্নের কোনটি পরোক্ষ খরচ নয়?
A. কর্মচারীর বেতন B. অনাদায়ী দেনা
C. বিক্রয় পরিবহন D. গ্যাস ও জ্বালানী খরচ
Ⓓ Explanation/ প্রত্যক্ষ খরচের কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ: ক্রয় পরিবহন আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, কুলি খরচ, বন্দর খরচ, ডক চার্জ, পণ্য খালাস খরচ, আবগারি শুল্ক, নগর শুল্ক, কয়লা ও গ্যাস খরচ। বিদ্যুৎ ও পানি, উৎপাদন খরচাবলি, মজুরী, ইত্যাদি। সুতরাং গ্যাস ও জ্বালানী খরচ পরোক্ষ খরচ নয়।

48. একটি চানাচুর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরী ৫০,০০০ টাকা, পরোক্ষ মজুরি ৫০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ১,০০,০০০ টাকা ও মেশিনের অবচয় ২০,০০০ টাকা হলে প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য ব্যয় হবে-
A.২,০,০০০ B. ২,৫০,০০০ C.৩,০০,০০০ D.৩,২০,০০০
Ⓑ Explanation/ মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরী + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ = ১,০০,০০০ +৫০,০০০ + ১,০০,০০০ = ২,৫০,০০০

49. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যবহৃত ৯০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরী ৬০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ২০,০০০ টাকা এবং উৎপাদন উপরিব্যয় ৩০,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কোনটি হবে?
A.১,৮০,০০০ B.২,০০,০০০ C.১,৭০,০০০ D.২,১০,০০০
Ⓒ Explanation/ মুখ্য ব্যয় = ৯০,০০০ + ৬০,০০০ + ২০,০০০
= ১,৭০,০০০ টাকা

50. নিম্নোক্ত অপশনগুলোর মধ্যে কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়?
A. ব্যয় নির্ণয়
B. বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ
C. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয় হ্রাস
D. সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেয়ারহোল্ডারগণকে সহায়তা
Ⓓ Explanation/ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ
১. ব্যয় নিরূপন, ২.ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ৩.মূল্য নির্ধারণ, ৪. মুনাফা নির্ণয় ৫.পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

51. প্রারম্ভিক মজুদ (৫০০ এককA. ২০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় (১০০০ একক) ৫০,০০০ টাকা; সমাপ্তি মজুদ (১০০০) একক হলে সমাপ্তি মজুদের মূল্য কত হবে?
A.৪,০০০ B.৪,৫০০ C.৫,০০০ D. কোনটিই নয়
Ⓓ Explanation/ সমাপ্তি মজুদ পণ্যের মূল্য = সমাপ্তি মজুদের একক × একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = ১০০০ × ৫০ = ৫০,০০০ টাকা
এখানে, এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{উৎপাদন একক}}$
= $\frac{50000}{1000}$ = ৫০ টাকা

52. বিক্রয় কমিশন কোন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?
A. মুখ্য ব্যয় B. কারখানা ব্যয়
C. প্রশাসনিক ব্যয় D. বিক্রয় ও বন্টন ব্যয় Ⓓ

53. নিচের কোন ব্যয়টি কারখানার উপরি ব্যয় বলে গণ্য হয় না?
A. প্রত্যক্ষ মজুরি
B. কারখানার ম্যানেজারের বেতন
C. কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ব্যয়
D. কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয় Ⓐ

54. নিচের কোনটি উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়?
A. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল B. পরোক্ষ কাঁচামাল
C. পরোক্ষ মজুরি
D. পণ্য বিতরণে নিয়োজিত মটরযানের অবচয় Ⓓ

CS CamScanner

55. ব্যয়ের উপাদান সমূহ কয়টি?
A.৪টি B.৩টি C.৫টি D.২টি
(B) Explanation/ ব্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:
i. প্রত্যক্ষ ব্যয়; ii. পরোক্ষ ব্যয়; iii. অন্যান্য ব্যয়

56. কারখানার স্থাবর সম্পত্তিসমূহের সংযোজন সমূহ-
A.রাজস্ব জাতীয় ব্যয় B.মূলধন জাতীয় ব্যয়
C. মেরামত হিসাব ডেবিট করা হয় D.ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়
(B) Explanation/ কারখানার স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলে সম্পত্তির অর্জন ব্যয় তথা মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয়। কতিপয় কিছু মূলধন জাতীয় ব্যয় হলো: অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

57. নিচের কোন হিসাবটি বছর শেষে বন্ধ করা হয়?
A. মূলধন হিসাব B. যন্ত্রপাতি হিসাব
C. প্রাপ্য নোট হিসাব D. উত্তোলন হিসাব
(D) Explanation/ মালিকের উত্তোলন হিসাব বন্ধ করে মালিকের মূলধন হিসাবে স্থানান্তরের জাবেদাঃ মালিকের মূলধন- ডেবিট মালিকের উত্তোলন ক্রেডিট

58. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা উপরি খরচ ১,৫০০ টাকা হলে কারখানা ব্যয়ের পরিমাণ কত?
A. ১,৫০০ B.৩৭৫ C. ৭,৫০০ D.৯,০০০
(C) Explanation/ এক্ষেত্রে কারখানা ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন উপরিব্যয়
= {(১,৫০০×৪)+১,৫০০}টাকা = ৭,৫০০ টাকা

59. Which one of the following would not be considered a component of 'cost' of stock?
A. Sales force salary B. Transport cost
C. Import duties D. Purshase price

60. একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১,০০০ একক, সমাপনী মজুদ ৮০০ একক এবং বিক্রয় ৬,২০০ একক। যদি উৎপাদন ব্যয় ৬০,০০০.০০ টাকা হয় তবে প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় কত টাকা?
A. ৬ B. ৮ C. ১০ D. ১৪
(C) Explanation/ উৎপাদিত পণ্যের একক
= (সমাপনী মজুদ + বিক্রয় - প্রারম্ভিক মজুদ)
= (৮০০ + ৬,২০০ - ১,০০০) = ৬,০০০ একক
$\therefore$ প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন একক}} = \frac{৬০,০০০}{৬,০০০} = ১০$

61. কোন খরচটিকে প্রশাসনিক উপরিব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে না?
A. অফিস সরঞ্জামের অবচয় B. অফিসের কর্মকর্তার বেতন
C. আপ্যায়ন খরচ D. সুপারভাইজারের বেতন
(D) Explanation/ সুপারভাইজারের বেতন কারখানা উপরিব্যয়ের অংশ।

62. একটি কারখানার প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় ৪০,০০০.০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ৩২,০০০.০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ১২,০০০.০০ টাকা এবং রূপান্তর ব্যয় ৮০,০০০.০০ টাকা হলে কারখানা উপরিব্যয় কত টাকা?
A. ৪০,০০০.০০ B. ৪৮,০০০.০০ C.৬৮,০০০.০০ D. ৮৪,০০০.০০
(B) Explanation/ কারখানা উপরিব্যয়
= (রূপান্তর ব্যয় - প্রত্যক্ষ মজুরি - প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়)
= (৮০,০০০ - ৩২,০০০ - ০) টাকা = ৪৮,০০০ টাকা।
এখানে, রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্রয় + কারখানা উপরিব্যয়)

63. ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ৭২৫০ টাকা এবং মুখ্য ব্যয় ব্যবহৃত কাঁচামালের ২.৫ গুণ প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ কত টাকা?
A. ১০৮৭৫ B. ১৪৫০০ C. ১৮১২৫ D. ২৫৩৭৫
(A) Explanation/ মুখ্য ব্যয় = ৭২৫০ × ২.৫ = ১৮,১২৫ টাকা
সুতরাং, প্রত্যক্ষ মজুরি = মুখ্য ব্যয় - প্রত্যক্ষ কাঁচামাল - প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়
= (১৮,১২৫ - ৭,২৫০ - ০) টাকা = ১০,৮৭৫ টাকা

64. যদি একক প্রতি বিক্রয় ২০ টাকা, পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি ১২ টাকা এবং স্থায়ী ব্যয় ৩৫০০০ টাকা হয়, তাহলে সমচ্ছেদ বিক্রয়ের একক কত?
A. ১০১৩ একক B. ১৭৫০ একক C. ২৯১৭ একক D. ৪৩৭৫ একক
(D) Explanation/ অনুদান প্রাপ্ত
= একক প্রতি বিক্রয় - একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = ২০ − ১২ = ৮ টাকা
সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রয় একক $= \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{অনুদান প্রাপ্ত}} = \frac{৩৫,০০০}{৮}$
= ৪,৩৭৫ একক

65. ১০ ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় ২০০ টাকা। প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল কত টাকা হলে বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফা হবে?
A. ৩০ B. ২৫ C. ২৪ D. ১৫
(B) Explanation/ ইউনিট প্রতি ব্যয় = $\frac{২০০}{১০}$ = ১০ টাকা
তাহলে বিক্রয়ের উপর ২০% লাভে বিক্রয়মূল্য = ২০× $\frac{১০০}{৮০}$ = ২৫ টাকা

66. কন্ট্রিবিউশন মার্জিন (C., মোট বিক্রয় আয় (T), পরিবর্তনশীল ব্যয় (V), মুনাফা (π), স্থায়ী ব্যয় (F), ক্ষতি B. ও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত (R)'র ক্ষেত্রে কোন সম্পর্কটি সঠিক নয়?
A. C = T − V B. C = π − F C. C = F − L D. C = T × R
(B) Explanation/ মোট বিক্রয় থেকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিলে যে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যায় তাকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা দত্তাংশ বলে।
আমরা জানি, C = F − L
C = T × R
∴ C = π − F এটি সঠিক নয়।

67. কোনটি স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য?
A. একক প্রতি ব্যয় স্থির B. একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল
C. মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল D. মোট ব্যয় হয় সীমাহীন
(B) Explanation/ যে সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধির হ্রাসের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় না বরং স্থির থাকে তাদের কে স্থির বা স্থায়ী ব্যয় বলে।
যেমন: কারখানার ভাড়া, অফিস ভাড়া, কর্মচারীর বেতন।
স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য: মোট পরিমান স্থির; একক প্রতি পরিবর্তনশীল

PRIME TEST

01. কোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১,০০০ একক সমাপনী মজুদ ৮০০ একক এবং বিক্রয় ৬,২০০ একক। যদি উৎপাদন ব্যয় ৩০,০০০ টাকা হয় তবে উৎপাদিত পণ্যের একক প্রতি মূল্য কত?
(A) টা: ৪ (B) টা: ৫ (C). টা: ৬ (D) টা:৭

02. নিচের কোনটি উৎপাদন পণ্যের ব্যয় নয়?
(A) কারখানা সুপারভাইজার এর বেতন (B) বিজ্ঞাপন ব্যয়
(C). মজুরি (D) কারখানা যন্ত্রপাতি অবচয়

03. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় ৭০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ১,০০,০০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ ৮০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরি খরচ প্রত্যক্ষ মজুরির ৩০%। বিক্রয়মূল্য ৪,০০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত?
(A) ৪২% (B) ২০% (C). ৩০% (D) ২৫%

04. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৫০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রম ৪০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ ১০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ২০,০০০ টাকা, অগ্রিম খরচ ১০,০০০ টাকা ও বিক্রয় খরচ ১২,০০০ টাকা হলে, উৎপাদন ব্যয় হবে-
(A) ১,৩০,০০০ (B) ১,২০,০০০ (C). ১,৪৪,০০০ (D) কোনটিই নয়

05. নিচের কোনটি কারখানা উপরিব্যয় নয়?
(A) মজুরী (B) বিদুৎ খরচ
(C). দারোয়ানের বেতন (D) কারখানা ম্যানেজারের বেতন

06. একটি পণ্যের কাঁচামালের ব্যয় ১০০ টাকা এবং মজুরী ৪০ টাকা। কারখানা উপরিব্যয় কাঁচামাল এবং মজুরীর ২৫%, বিক্রয় এবং প্রশাসনিক উপরিখরচ উৎপাদন খরচের ১০%। যদি বিক্রয়মূল্য ২০০ টাকা হয় তবে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা?
(A)লাভ ১৫ টাকা (B) ক্ষতি ১৫ টাকা
(C). ক্ষতি ২২.৫০ টাকা (D)লাভ ৭.৫০ টাকা

CamScanner

07. Y কোম্পানির একক প্রতি বিক্রয় মূল্য, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ও মোট স্থির ব্যয় যথাক্রমে ১২০/- টাকা, ৭২/- টাকা ও ৩,৮৪,০০০/- টাকা। কোম্পানিটি ৪৮,০০০/- টাকা মুনাফা অর্জন করতে চাইলে কত একক পণ্য বিক্রয় করতে হবে?

Ⓐ ৮০০০ ইউনিট　Ⓑ ৯০০০ ইউনিট
Ⓒ. ১০০০০ ইউনিট　Ⓓ ৩২০০ ইউনিট

08. উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একক প্রতি মোট উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কারণ-

Ⓐ মোট পরিবর্তনশীল খরচ হ্রাস পায়
Ⓑ একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ হ্রাস পায়
Ⓒ. মোট স্থায়ী খরচ হ্রাস পায়
Ⓓ একক প্রতি স্থায়ী খরচ হ্রাস পায়

09. শ্রমিকের মূল মজরি ১২, ০০০ টাকা। ওভার টাইম স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ। স্বাভাবিক কর্মঘন্টা হলো ২০০ ঘন্টা। ওভার টাইম মজুরীর হার ঘন্টায় কত?

Ⓐ ৬০　Ⓑ ৭২　Ⓒ. ১২০　Ⓓ ১০০

10. যদি উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ৬,০০০ একক; সমাপনী মজুদ ১০,০০০ একক, বিক্রয় ১৬,০০০ একক এবং উৎপাদন ব্যয় ৩,২০,০০০ টাকা হয়, তাহলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত হবে?

Ⓐ $16　Ⓑ $12.31　Ⓒ. $20　Ⓓ $14.55

11. কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য?

Ⓐ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ　Ⓑ ব্যয় সংরক্ষণ　Ⓒ. ব্যয় সমন্বয়　Ⓓ ব্যয় হ্রাস

12. নিচের কোনটি রাজস্ব জাতীয় খরচ?

Ⓐ মেশিনের জাহাজ ভাড়া　Ⓑ ইজারাধীন সম্পত্তির অর্জন ব্যয়
Ⓒ. ইজারাধীন সম্পত্তির অবচয় খরচ　Ⓓ মেশিনের সংস্থাপন মজুরী

13. নিম্নের কোন পরিবহন খরচটি প্রত্যক্ষ খরচ?

Ⓐ ক্রয় পরিবহন　Ⓑ বিক্রয় পরিবহন
Ⓒ. কর্মচারী পরিবহন　Ⓓ সবকটি

14. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'মজুদ' বলতে নিম্নের কোনটিকে নির্দেশ করে?

Ⓐ কাঁচামালের মজুদ　Ⓑ অসম্পূর্ণ কাজের মজুদ
Ⓒ. উৎপাদিত পণ্যের মজুদ　Ⓓ সবকটি

15. নিচের কোনটি কারখানার উপরিব্যয় নয়?

Ⓐ কারখানার ভাড়া　Ⓑ কারখানার মেরামত খরচ
Ⓒ. পরোক্ষ কাঁচামাল　Ⓓ প্রত্যক্ষ মজুরী

16. নিচের কোন খরচটি পরিচালন খরচ?

Ⓐ বেতন　Ⓑ ভাড়া　Ⓒ. বিজ্ঞাপন　Ⓓ সবকটি

17. শোরুমের ভাড়া কোন ধরনের উপরিব্যয়?

Ⓐ কারখানার উপরিব্যয়　Ⓑ অফিসের উপরিব্যয়
Ⓒ. বিক্রয় উপরিব্যয়　Ⓓ পরিবর্তনশীল উপরিব্যয়

18. যদি ১০০ ইউনিটের ইলেক্ট্রিক বিল ১০০০ টাকা এবং ২০০ ইউনিটের ইলেক্ট্রিসিটি বিল ১৫০০ টাকা হয় তবে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ইলেক্ট্রিসিটি খরচ হবে-

Ⓐ ১০　Ⓑ ৭.৫০
Ⓒ. ৫.৫০　Ⓓ ৫

19. নিম্নের কোন পরিবহন খরচটি প্রত্যক্ষ খরচ?

Ⓐ ক্রয় পরিবহন　Ⓑ বিক্রয় পরিবহন
Ⓒ. কর্মচারী পরিবহন　Ⓓ সবকটি

20. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ নয়?

Ⓐ মজুরি　Ⓑ আমদানি শুল্ক
Ⓒ. আন্তঃপরিবহন　Ⓓ অফিস কর্মচারীর বেতন

Answer Sheet

01.	B	02.	B	03.	C	04.	B	05.	A
06.	D	07	B	08.	D	09.	C	10.	A
11.	A	12.	C	13.	A	14.	D	15.	D
16.	D	17.	C	18.	D	19.	A	20.	D

অধ্যায় ২৯ অনুপাত বিশ্লেষণ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক ১ অনুপাত বিশ্লেষণ

অনুপাত	প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
তারল্য অনুপাতসমূহ (Liquidity Ratios) ঃ তারল্য অনুপাত নির্দেশ করে ব্যবসায়ের চলতি বা স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা		
১. চলতি অনুপাত	$\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে। আদর্শমান ২ঃ১
২. তুরিত/দ্রুত/অম্ল/এসিড অনুপাত	$\frac{\text{তুরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের তাৎক্ষনিক ক্ষমতা পরিমাপ করে। আদর্শ মান ১ঃ১
৩. কার্যকরী মূলধন/চলতি মূলধন/চলতি সম্পত্তি অনুপাত	$\frac{\text{কার্যকরী মূলধন}}{\text{চলতি দায়}}$ কার্যকরী মূলধন=চলতি সম্পত্তি-চলতি দায়	দৈনন্দিন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত মূলধন হতে চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করে। আদর্শমান ১ঃ১
৪. প্রাপ্য হিসাব আবর্তন	$\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$	ধারে বিক্রয় হতে সৃষ্ট প্রাপ্য হিসাব এক হিসাব কালে মোট কত বার নগদ আদায় হয়েছে যাচাই করা হয়
৫. মজুদ আবর্তন	$\frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$	এক হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের গড় মজুদ কত বার বিক্রয়ে রূপান্তর করা হয়েছে তা যাচাই করা হয়।
মুনাফা/উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত (Profitability Ratios)ঃ উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপকদের ব্যবসায় পরিচালন দক্ষতা যাচাই করা হয়।		
অনুপাত	**প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি**	**ব্যবহারের উদ্দেশ্য**
(i) মোট মুনাফা হার	$\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}}$	নীট বিক্রয়ের উপর অর্জিত মোট মুনাফার আনুপাতিক হার পরিমাপ করে। কারবারের দক্ষতার পরিচায়ক
(ii) নীট মুনাফার হার	$\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}}$	প্রতি টাকার বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নিট মুনাফার আনুপাতিক হার পরিমাপ করে।
(iii) সম্পত্তি আবর্তন	$\frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}}$	বিক্রয় সৃষ্টিতে সম্পত্তি ব্যবহারের দক্ষতা
(iv) সম্পত্তির উপর মুনাফা (উপার্জন) হার	$\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{গড় সম্পত্তি}}$	মোটের উপর সম্পত্তির মুনাফা উপার্জন ক্ষমতা
(v) সাধারণ স্টক হোল্ডারদের স্বত্বের উপর মুনাফার হার	$\frac{\text{নিট মুনাফা-অগ্রাধিকার লভ}}{\text{গড় সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদে}}$	নিট আয় অর্জনে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধনের আনুপাতিক হার
(vi) শেয়ার প্রতি বহিমূল্য	$\frac{\text{মোট স্টক হোল্ডারদের স্ব}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ারের স}}$	নিট সম্পত্তির (মালিকানা স্বত্ব) উপর প্রতিটি সাধারন শেয়ারের দাবির পরিমাণ।
(vii) শেয়ার প্রতি আয়	$\frac{\text{নিট আয়}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সং}}$	প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের উপর অর্জিত নিট আয়
(viii) মূল্য আয় অনুপাত	$\frac{\text{শেয়ার প্রতি বাজার মূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি উপার্জন হার}}$	শেয়ার প্রতি বাজারমূল্য এবং শেয়ার প্রতি আয়ের অনুপাত
(ix) পে-আউট অনুপাত/পরিশোধিত আয় অনুপাত	$\frac{\text{নগদ লভ্যাংশ}}{\text{নিট মুনাফা}}$	প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয় হতে বন্টিত নগদ লভ্যাংশের আনুপাতিক হার
স্বচ্ছলতার অনুপাত (Solvency/leverage ratios) ঃ স্বচ্ছলতার অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় ও প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এবং তারল্যের মাপকাঠিতে কম গুরুত্বপূর্ণ।		

CamScanner

অনুপাত	প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
A. দায়-সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ সম্পত্তি /দায় অনুপাত	$\frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}}$	মোট সম্পত্তির উপর পাওনাদার বা বহিঃস্থ পক্ষের দাবির আনুপাতিক হার
B. দায় -মালিকানা অনুপাত/ঋণ মূলধন/ দেনা মালিকানা অনুপাত	$\frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট মালিকানা স্বত্ব}}$	প্রতিষ্ঠানের বহির্দায় ও শেয়ার হোল্ডারদের স্বত্বের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের আনুপাতিক হার
C. নিয়ন্ত্রিত সুদ অর্জন	$\frac{\text{আয়কর ও সুদ ব্যয় প্রদানের}}{\text{সুদ}}$	প্রদেয় ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষমতা

- তুরিত অনুপাতের নিম্নগতি হয়, প্রাপ্য হিসাবের হ্রাস, নগদ অর্থের হ্রাস, প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে।
- তুরিত অনুপাতের উধ্বগতি হয়ঃ প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি, নগদ অর্থের বৃদ্ধি, প্রদেয় হিসাব হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে।
- তুরিত অনুপাতে বিবেচিত হয় না বা কম গুরুত্বপূর্ণ মজুদ পণ্য ও অগ্রপ্রদত্ত ব্যয়।

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. একটি কোম্পানির মোট মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা, দীর্ঘমেয়াদি দায় ৫০,০০০ টাকা, ব্যাংক ওভারড্রাফট ২০,০০০ টাকা, বিবিধ পাওনাদার ১,২০,০০০ টাকা হলে, উক্ত কোম্পানির ঋণ-মূলধন অনুপাত কত? [NU- Business: 2013-14]

A. ৫০% B. ৩৮% C. ১২.৫% D. ৮৩% **C**

02. একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পত্তির পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা এবং চলতি দায় ১৫,০০০ টাকা। তরল অনুপাত ৩ ঃ ২ হলে, মজুত মালের পরিমাণ কত? [NU- Business: 2013-14]

A. ৩০০০ টাকা B. ১৮,০০০ টাকা C. ২৪,০০০ টাকা D. ২২,৫০০ টাকা **D**

03. গড় মজুত (average inventory) ৫০,০০০ টাকা, বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা, বিক্রীয় পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হার ২৫%; স্টক টার্নওভার (Stock turnover) কত? [NU- Business: 2012-13]

A. ৪ B. ০.২৫ C. ০.৩১২৫ D. ১২.৮ **D**

04. একটি কোম্পানির কার্যকরী মূলধন ২৫,০০০ টাকা, কোম্পানির চলতি অনুপাত ১:৫ হলে, চলতি দায় কত? [NU- Business: 2010-11]

A. ৭৫,০০০ টাকা B. ৫০,০০০ টাকা C. ৩৭,৫০০ টাকা D. ৪৫,০০০ টাকা **C**

05. চলতি অনুপাতের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের –সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। [NU- Business: 2009-10]

A. তারল্য B. আবর্তন C. মুনাফা D. সচ্ছলতার **A**

06. মজুত পণ্য ৬,০০০ টাকা, নগদ ২,০০০ টাকা, দেনাদার ১৩,০০০ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত ২,৫০০ টাকা, পাওনাদার ৮,০০০ টাকা, প্রদেয় ভাড়া ৫,০০০ টাকা– [NU- Business: 2009-10]

A. ৩.৫৬:১ B. ২:১ C. ২.৬২:১ D. ১.৮০:১ **D**

07. কোন কোম্পানির মোট আয় ৪৮,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা; এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা, ঐ কোম্পানির মোট মুনাফার হার হবে– [NU- Business: 2004-05]

A. ১২% B. ১১% C. ৬% D. ৮% **A**

08. করোলা কোম্পানির ৩১,৫০০ টাকা চলতি মূলধন রয়েছে এবং চলতি অনুপাত ৫:২। করোলার চলতি দায়ের পরিমাণ হলো– [NU- Business: 2004-05]

A. ১২,৬০০ টাকা B. ৩১,৫০০ টাকা C. ২১,০০০ টাকা D. ৯,০০০ টাকা **C**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. রহিম টেক্স কোম্পানির চলতি মূলধন রয়েছে ৩১,৫০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত হলো ৫ : ২। কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ কত?

A. ৮,৪০০ টাকা B. ৩১,৫০০ টাকা C. ১৪,০০০ টাকা D. ৯,০০০ টাকা

Ⓧ Explanation চলতি অনুপাত ৫ : ২ অর্থাৎ চলতি দায় ২ টাকা হলে চলতি সম্পদ ৫ টাকা। তাহলে চলতি মূলধন = (৫ – ২) = ৩ টাকা।

সূত্র: $\frac{\text{নিট চলতি মূলধন}}{\text{নিট চলতি মূলধন অনুপাত}} \times$ চলতি দায় অনুপাত

$\therefore$ চলতি দায় = $\left(\frac{৩১,৫০০ \times ২}{৩}\right)$ = ২১,০০০ টাকা।

02. কোন অনুপাতটি কোম্পানির তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি তারল্য পরিমাপ করে?

A. অ্যাসিড টেস্ট B. চলতি অনুপাত C. প্রাপ্য অনুপাত D. সবগুলোই

Ⓐ Explanation • চলতি অনুপাত: চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা।

- **তুরিত (অ্যাসিড টেস্ট) অনুপাত:** চলতি সম্পদ ÷ চলতি দায়।
- পরিশোধের তাৎক্ষনিক ক্ষমতা পরিমাপক।
- **তুরিত সম্পদ :** চলতি সম্পদ – মজুদ পণ্য – অগ্রিম ব্যয়সমূহ

03. কোনটি স্বচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত?

A. চলতি অনুপাত B. ঋণ-মূলধন অনুপাত

C. মুনাফার হার D. দ্রুত অনুপাত

Ⓑ Explanation যে অনুপাতগুলো প্রতিষ্ঠানের মোট দায় (স্বল্পমেয়াদি + দীর্ঘমেয়াদি দায়) পরিশোধ ক্ষমতা পরিমাপ করে তাকে সচ্ছলতা অনুপাত বলে। উদাহরণস্বরূপ- ঋণ-মূলধন অনুপাত। প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে।

04. নিচের কোন সম্পদটি তুরিত সম্পদ হিসেবে পরিচিত নয়?

A. নগদ B. ব্যাংক C. মজুতমাল D. প্রাপ্য হিসাব

Ⓓ Explanation তুরিত সম্পদ = চলতি সম্পদ – মজুদ পণ্য – অগ্রিম খরচ।

05. নিচের কোন কারণে মজুদ পণ্য আবর্তন অনুপাত কমে যায়?

A. মজুদ পণ্য কমে গেলে এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে

B. মজুদ পণ্য বৃদ্ধি পেলে এবং বিক্রয় কমে গেলে

C. মজুদ পণ্য কমে গেলে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে

D. A ও B উভয়ই

Ⓑ Explanation মজুদ আবর্তন = $\frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

মজুদ আবর্তন অনুপাত কমে যায়:

- যদি বিক্রয় বা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কমে যায় এবং মজুদ বৃদ্ধি পায়।
- যদি শুধু বিক্রয় বা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কমে যায়।
- যদি শুধু মজুদ কমে যায়।

06. কোনটি দিয়ে চলতি অনুপাতের উন্নতি(Improve) হবে না-

A. অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ

B. পণ্য ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র বিক্রয়

C. স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণ শেয়ার বিক্রয়

D. পাওনাদারগণকে পরিশোধের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় **উত্তর:ক**

Ⓐ Explanation অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহণ করলে এর দ্বারা চলতি অনুপাতের কোনরূপ উন্নতি হবে না।

07. একটি কোম্পানির চলতি দায় ৳২০,০০০ এবং চলতি অনুপাত ৫ ঃ ২। ঐ কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন হল-

A. ৳ ৮,০০০ B. ৳ ৪০,০০০ C. ৳ ৫০,০০০ D. ৳ ৩০,০০০

Ⓓ Explanation দেওয়া আছে, চলতি অনুপাত = ৫ ঃ ২

$\therefore$ চলতি/কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পদ - চলতি দায় = ৫ - ২ = ৩

চলতি দায় ২ টাকা হলে কার্যকরী মূলধন = ৩ টাকা।

$\therefore$ চলতি দায় ১ টাকা হলে কার্যকরী মূলধন = ৩/২ টাকা।

$\therefore$ চলতি দায় ২০,০০০ টাকা হলে কার্যকরী মূলধন

= (৩×২০,০০০)/২ টাকা = ৩০,০০০ টাকা।

08. একটি ফার্মের চলতি মূলধন ৩১,৫০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ঃ২। চলতি দায় কত?

A. ২১,০০০ টাকা B. ৯,০০০ টাকা C. ১২,৬০০ টাকা D. কোনটিই নয়

Ⓔ Explanation ৩ ভাগ = ৩১,৫০০

$\therefore$ ১ ভাগ = $\frac{৩১,৫০০}{৩}$ $\therefore$ ২ ভাগ = $\frac{৩১,৫০০}{৩} \times ২$ = ২১,০০০

09. বিনিয়োগের উপর লাভের হার নির্ণয় করা হয়-

A. নিট মুনাফা/ গড় মোট সম্পত্তি B. নিট মুনাফা/মোট বিক্রয়

C. নিট মুনাফা/ গড় মোট মূলধন D. বিক্রয়/ গড় মোট সম্পত্তি

Ⓒ Explanation বিনিয়োগের উপর লাভের হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{গড় মোট মূলধন}}$

CamScanner

10. গড় প্রাপ্য হিসাব ৫০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাব আবর্তন ৪ বার। নগদ বিক্রয় ৬,৫০,০০০ টাকা হলে, মোট বিক্রয় হবে-

A. ৮,৫০,০০০ B. ২,০০,০০০ C. ৪,০০,০০০ D. ৩,১০,০০০

Ⓐ Explanation// মোট বিক্রয় = নগদে বিক্রয় + ধারে বিক্রয়

= ৬,৫০,০০০ + ২,০০,০০০ = ৮,৫০,০০০

এখন, প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় প্রাপ্য হিসাব}}$

⇒ ৪ = $\frac{\text{ধারে বিক্রয়}}{৫০০০০}$ ⇒ ধারে বিক্রয় = ৫০,০০০ × ৪

⇒ ধারে বিক্রয় = ২,০০,০০০

11. কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন অনুপাত ২:১ এবং চলতি দায়ের পরিমাণ ৩৬০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির চলতি অনুপাত-

A. ২:১ B. ১:১ C. ৩:১ D. ৪:১

Ⓒ Explanation// কার্যকারী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{কার্যকারী মূলধন}}{\text{চলতি দায়}}$ = ২ : ১

⇒ $\frac{\text{কার্যকারী মূলধন}}{৩৬,০০০} = \frac{২}{১}$

কার্যকরী মূলধন = ৩৬,০০০ × ২ = ৭২,০০০

এবং, চলতি সম্পত্তি = কার্যকারী মূলধন + চলতি দায়

= ৭২,০০০ + ৩৬,০০০ = ১০,৮,০০০

∴ চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{১,০৮,০০০}{৩৬,০০০}$ = ৩ : ১

12. একটি কোম্পানির নিট আয় ২৪,০০০ টাকা, গড় সম্পত্তি ৬০,০০০ টাকা এবং নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা, কোম্পানির মুনাফার হার কত?

A. ১২% B. ১০% C. ৬% D. ৯%

Ⓒ Explanation// নিট মুনাফার অনুপাত/ প্রান্তিক মুনাফার হার

= $\frac{\text{নিট মুনাফা / আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}}$ × ১০০= $\frac{২৪,০০০}{৪,০০,০০০}$ × ১০০ = ৬%

13. অর্থমানের চেয়ে বেশি চলতি মূলধন থাকলে মুনাফা -

A. বৃদ্ধি পায় B. হ্রাস পায় C. একই থাকে D. মাপা যায় না Ⓑ

14. একটি কোম্পানির চলতি মূলধন ৩০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৭ : ৩ হলে কোম্পানির চলতি সম্পদের পরিমাণ — টাকা হবে।

A. ৯০,০০০ B. ৭০,০০০ C. ৫২,৫০০ D. ২,১০,০০০

Ⓒ Explanation// চলতি সম্পদ = $\frac{৩০,০০০}{৪}$ × ৭ [চলতি মূলধন অনুপাত = ৭ - ৩ = ৪]

= ৫২,৫০০

15. নিচের কোন অনুপাতটি স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে সাধারণত বিবেচিত হয় না?

A. ত্বরিত অনুপাত B. চলতি অনুপাত

C. কার্যকর মূলধন অনুপাত D. দায় অনুপাত

Ⓓ Explanation// তারল্য অনুপাত (Liquidity) মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। তারল্য অনুপাত মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন:

১. চলতি অনুপাত

২. তড়িৎ/ অ্যাসিড টেস্ট অনুপাত / তারল্য অনুপাত

৩. কার্যকারী/চলতি মূলধন অনুপাত

16. চলতি মূলধন নির্দেশ করে—

A. সামঞ্জস্যতা B. স্বচ্ছলতা

C. তরলতা D. লাভজনকতা

Ⓒ Explanation// চলতি মূলধন ব্যবসায়ের তারল্যতা/ তরলতা নির্দেশ করে। চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পার্থক্য থেকেই চলতি মূলধন বের হয়। এটি কোম্পানীর তারল্য অবস্থা পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

17. মেক কোম্পানির নিট বিক্রয় $১,৮০,০০০; নিট আয় $৫৪,০০০; প্রারম্ভিক মোট সম্পদ $২,০০,০০০ এবং সমাপনী মোট সম্পদ $৩,০০,০০০। কোম্পানির সম্পদ আবর্তন অনুপাত কত ছিল?

A. ০.৯০ B. ০.৭২ C. ০.২০ D. ১.০৯

Ⓑ Explanation// সম্পদ আবর্তন অনুপাত

= $\frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}} = \frac{১,৮০,০০০}{২৫,০০০}$ = ০.৭২ বার

গড় সম্পদ = $\frac{\text{প্রারম্ভিক সম্পদ + সমাপনী সম্পদ}}{২}$

= $\frac{২,০০,০০০ + ৩,০০,০০০}{২}$ = ২,৫০,০০০

18. একটি কোম্পানির চলতি সম্পত্তি ৫০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫:২। ঐ কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন হলো-

A. ৩০,০০০ B. ৪০,০০০ C. ৫০,০০০ D. ৮,০০০

Ⓐ Explanation// নিট কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পদ – চলতি দায়।

দেয়া আছে, চলতি অনুপাত ৫:২ অর্থাৎ চলতি সম্পদ ৫ টাকার বিপরীতে ২ টাকা চলতি দায়, তাহলে কার্যকরী মূলধন = (৫ – ২) = ৩ টাকা

∴ চলতি সম্পদ ৫ টাকা হলে কার্যকরী মূলধন ৩ টাকা

চলতি সম্পদ ১ " " " " $\frac{৩}{৫}$ "

চলতি সম্পদ ৫০০০০ টাকা হলে কার্যকরী মূলধন $\frac{৩ \times ৫০০০০}{৫}$ টাকা

= ৩০,০০০ টাকা

19. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ ৪,০০,০০০ টাকা, স্থায়ী সম্পদ ৫,০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায় ২,০০,০০০ টাকা হলে নিট চলতি মূলধন কত?

A. ২,০০,০০০ B. ৩,০০,০০০ C. ১,০০,০০০ D. ৭,০০,০০০

Ⓐ Explanation// অর্থাৎ, যে মূলধন উৎপাদন কাজে যেকোন একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহার ফলে তার রূপগত যে পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলেন।

সুতরাং, চলতি মূলধন = চলতি সম্পদ - চলতি দায়

= ৪,০০,০০০ - ২,০০,০০০ = ২,০০,০০০ টাকা

20. বৎসর ব্যাপী ধারে বিক্রয় ৫,৪০,০০০ টাকা এবং বৎসরান্তে দেনাদারের পরিমাণ ৯০,০০০ টাকা হলে গড়ে আদায় সময় হবে-

A. ৩০দিন B. ৬১দিন C. ৯০ দিন D. ১২০দিন

Ⓑ Explanation// দেনাদার আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

= $\frac{৫,৪০,০০০}{৯,০০,০০}$ = ৬ বার

অতএব, গড় আদায় সময় = $\frac{৩৬৫}{\text{দেনাদার আবর্তন}} = \frac{৩৬৫}{৬}$ = ৬১ দিন

21. চলতি অনুপাতের মানদণ্ড কত?

A. ১ ঃ ১ B. ১ ঃ ২

C. ২ ঃ ১ D. ২ ঃ ৩

Ⓒ Explanation// চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$

[চলতি অনুপাতের আদর্শমান ২ ঃ ১ ধরা হয়]

22. নিম্নে কোনটি ভুল?

A. মোট মুনাফা = বিক্রয় – উৎপাদন ব্যয়

B. নিট মুনাফা= মোট মুনাফা – পরিচালনা খরচ

C. মূলধন = মোট সম্পত্তি – বহিদায়

D. নিট কার্যকরী মূলধন = মোট সম্পত্তি – চলতি দায়

Ⓓ Explanation// নিট কার্যকরী মূলধন = মোট সম্পত্তি - চলতি দায়; এটা ভুল।

CamScanner

23. কোন অনুপাতটি কারবারের সচ্ছলতার পরিচায়ক?
A. চলতি অনুপাত B. মজুদ আবর্তন
C. বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার D. কোনটিই নয়

D Explanation কারবারের সচ্ছলতা বা দায় পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত নির্দেশক বিষয়/ অনুপাত সমূহ হলো- দায় অনুপাত ও ঋণ মূলধন বা দায় মালিকানা বা মূলধন গিয়ারিং অনুপাত। এটিই হলো কারবারের দীর্ঘকালীন স্বচ্ছলতার পরিচায়ক।

24. কোনটি কারবারের দীর্ঘমেয়াদী দায় পরিশোধের সক্ষমতা পরিমাপ করে?
A. তাল্য অনুপাত B. মুনাফা অর্জন ক্ষমতা অনুপাত
C. সচ্ছলতা অনুপাত D. কার্যদক্ষতা অনুপাত

B Explanation কোম্পানির চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা তারল্য অনুপাত = দীর্ঘমেয়াদি পরিশোধ ক্ষমতা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা অনুপাত।

25. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৮০,০০০.০০ টাকা। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ১২,০০,০০০.০০। সমাপনী মজুদ পণ্য ১,২০,০০০.০০ টাকা এবং বিক্রয় হতে আয় ১৬,০০,০০০.০০ টাকা। মজুদ আবর্তন অনুপাত কত?
A. ১০ গুণ B. ১২ গুণ C. ১৫ গুণ D. ১৬গুণ

B Explanation মজুদ আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

$= \frac{১২,০০,০০০}{১,০০,০০০} =$ ১২ গুণ

গড় মজুদ = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + সমাপণী মজুদ পণ্য) ÷ ২
= (৮০,০০০ + ১,২০,০০০) ÷ ২) = ১,০০,০০০

26. একটি কোম্পানীর কার্যকরী মূলধন ৫৪,০০০.০০ টাকা। চলতি অনুপাত ৪:১। কোম্পানীটির চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের পরিমাণ কত টাকা?
A. ১,০৮,০০০.০০ এবং ২৭,০০০.০০ B. ৭২,০০০.০০ এবং ১৮,০০০.০০
C. ৪৩,২০০.০০ এবং ১০,৮০০.০০ D. ৫৪,০০০.০০ এবং ১৩,৫০০.০০

C Explanation চলতি অনুপাত ৪:১ হলে চলতি সম্পদ ৪ টাকার বিপরীতে চলতি দায় ১ টাকা।
সুতরাং চলতি মূলধন = (৪ - ১) টাকা = ৩ টাকা
অর্থাৎ

চলতি সম্পদ $= \frac{৫৪,০০০ \times ৪}{৩} =$ ৭২,০০০ টাকা

এবং চলতি দায় $= \frac{৫৪,০০০ \times ১}{৩} =$ ১৮,০০০ টাকা

27. অনুমোদিত ১০০০০০০ টাকা, তলবকৃত মূলধন ৭০০০০০০ টাকা, অনাদায়ী মূলধন ২০০০০০০ টাকা হলে, মজুদ আবর্তন কত?
A. ৮.৩ বার B. ১২.৫ বার C. ৮ বার D. ১০ বার

C Explanation মোট মুনাফা $=$ ২,৫০,০০০ $\times \frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times$ ১০০
= ৫০,০০০

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= (২,৫০,০০০ – ৫০,০০০) = ২,০০,০০০

গড় মজুদ $= \frac{\text{প্রা. মজুদ + স. মজুদ}}{২}$

$= \frac{৩০,০০০ + ২০,০০০}{২} =$ ২৫,০০০

মজুদ আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

$= \frac{২,০০,০০০}{২৫,০০০} =$ ৮ বার

28. চলতি সম্পদ ও চলতি দায়সমূহের সম্পর্ক হলো —— অনুপাত।
A. চলতি B. তুরিৎ C. কার্যকরী মূলধন D. মালিকানা

A Explanation চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো দুটোই চলতি বা স্বল্পমেয়াদি পার্থক্য সম্পদ ও দায়ের।

29. নিট বিক্রয় ২,৫০,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা ২৫%, প্রারম্ভিক মজুদ ৩০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা হলে, মজুদ আবর্তন কত?
A. ১,২০,০০০ B. ৮৪,০০০ C. ৩৬,০০০ D. ৮১,৬০০

D Explanation তলবকৃত মূলধন ৭,০০,০০০
বাদ: অনাদায়ী মূলধন ২০,০০০
আদায়কৃত মূলধন ৬,০০,০০০

∴ শেয়ার লভ্যাংশ = ৬,০০,০০০ × ১২% = ৮১,৬০০ টাকা।

30. মূল মজুরি ১২০০০ টাকা, ওভারটাইম স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ ও স্বাভাবিক কর্মঘন্টা হলো ২০০ ঘন্টা। ওভারটাইম মজুরির হার কত?
A. ৬০ B. ৭২ C. ১২০ D. ১০০

C Explanation ওভারটাইম স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুন
= ১২,০০০ × ২ = ২৪,০০০
স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা = ২০০ ঘণ্টা

ওভারটাইম মজুরির হার $= \frac{\text{ওভারটাইম}}{\text{কর্মঘণ্টা}} = \frac{২৪,০০০}{২০০} =$ ১২০

31. মোট এবং স্থায়ী সম্পদের অনুপাত ৮:৬। মোট সম্পদের উপর চলতি সম্পদের শতাংশ কত?
A. ২৫% B. ৩৩.৩৩% C. ৫০% D. ৭৫%

A Explanation দেওয়া আছে,

মোট এবং স্থায়ী সম্পদের অনুপাত ৮:৬ $= \frac{৮৮}{৬৬}$

মোট সম্পদ মোট সম্পদের উপর শতাংশ $= \frac{৮৮}{৬৬} \times$ ১০০ = ৭৫%

মোট সম্পদ = (স্থায়ী সম্পদ + চলতি সম্পদ)
১০০% = ৭৫% + চলতি সম্পদ
∴ চলতি সম্পদ = ১০০ – ৭৫%
∴ মোট সম্পদের উপর চলতি সম্পদের শতাংশ ২৫%

32. ডেনিম লিমিটেডের নিট কার্যকরী মূলধন ৪০,৭৪০ টাকা। কোম্পানির চলতি মূলধন অনুপাত ৫ঃ ২। চলতি সম্পদের পরিমাণ হবে?
A. ১১,৬৪০ B. ২৭,১৬০ C. ২৯,১০০ D. ৬৭,৯০০

D Explanation চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায়
= (৫ – ২) = ৩

∴ চলতি সম্পদ $= \frac{৪০,৭৪০}{৩} \times$ ৫ = ৬৭,৯০০ টাকা

33. অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, নিচের কোন লেনদেনটি চলতি অনুপাতে কোনো প্রভাব ফেলবে না?
A. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে চলতি দায় পরিশোধ।
B. বিবিধ পাওনাদারকে নগদ প্রদান।
C. নগদে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়।
D. ব্যবসায়িক মজুত পণ্য নগদে বিক্রয়

D Explanation চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$

Option D : মজুদ পণ্য নগদে বিক্রয় করা হলে একটি চলতি সম্পদ বৃদ্ধি (নগদ) এবং আরেকটি চলতি সম্পদ হ্রাস (মজুদ পণ্য) যায়, ফলে চলতি অনুপাতে প্রভাব পড়বে না।

34. তারল্য অনুপাত নির্দেশ করে----
A. ব্যবসায়ের দায় পরিশোধের ক্ষমতা
B. ব্যবসায়ের সকল দায় অর্থায়নে অর্থিক সম্পর্কের প্রাপ্যতা
C. ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা
D. ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা

C Explanation প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি / চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের প্রাপ্যতা যাচাই করার জন্য তারল্য অনুপাত ব্যবহার করা হয়।

- তারল্য অনপাত গুলো হলো: চলতি অনুপাত, তড়িৎ (অ্যাসিড টেস্ট) অনুপাত, চলতি মূলধন অনুপাত, দেনাদার আবর্তন এবং মজুদ আবর্তন ইত্যাদি।

CamScanner

... কোম্পানির নিট চলতি মূলধন ১,৮০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫:২। উক্ত কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ কত?

A. ১,২০,০০০
B. ৭২,০০০
C. ৩,০০,০০০
D. ৫১,৪২৯

A Explanation চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$

দেওয়া আছে, চলতি অনুপাত ৫:২। অর্থাৎ ২ টাকা চলতি দায়ের বিপরীতে চলতি সম্পত্তি রয়েছে ৫ টাকা।

সুতরাং, চলতি মূলধন (৫-২) = ৩ টাকা।

[∴ চলতি মূলধন = চলতি সম্পদ - চলতি দায়]

∴ চলতি মূলধন ৩ টাকা হলে চলতি দায় ২ টাকা

∴ চলতি মূলধন ১ টাকা হলে চলতি দায় $\frac{২}{৩}$ টাকা

∴ চলতি মূলধন ১,৮০,০০০ হলে চলতি দায় = $\frac{2 \times 1,80,000}{3}$ টাকা

অর্থাৎ চলতি দায়ের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা।

... একটি কোম্পানির ২০১৭ সনের তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:
নিট বিক্রয় ১,৭৫,০০০ টাকা, নিট আয় ৯৫,০০০ টাকা, মোট সম্পত্তির প্রারম্ভিক ও সমাপনী জের যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা এবং ৪,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত কত?

A. ০.২৪
B. ০.২৭
C. ০.৫০
D. ০.৫৪

C Explanation সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত = $\frac{1,75,000}{3,50,000}$ = 0.50 বার

এখানে গড় সম্পত্তি = $\frac{\text{প্রা: সম্পত্তি + সমাপনী সম্পত্তি}}{২}$

$= \frac{3,00,000 + 4,00,000}{2}$ = ৩,৫০,০০০ টাকা

... নিম্নের কোনটির ফলে তুরিত অনুপাতের হ্রাস ঘটে?

A. মজুদপণ্যের হ্রাস
B. প্রাপ্য সমূহের বৃদ্ধি
C. প্রদেয় সমূহের বৃদ্ধি
D. জমাকৃত মুনাফার বৃদ্ধি

C Explanation প্রদেয় সমূহের বৃদ্ধি হলে তুরিত অনুপাতের হ্রাস ঘটে এবং প্রদেয় সমূহের হ্রাস হলে তুরিত অনুপাতের বৃদ্ধি ঘটে।
অপরদিকে প্রাপ্য সমূহের বৃদ্ধি হলে তুরিত অনুপাতের বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রাপ্যসমূহের হ্রাস হলে অনুপাতের হ্রাস ঘটে।

... জেমি লিমিটেডের নিট কার্যকরী মূলধন ৪০,৭৪০ টাকা। কোম্পানির চলতি অনুপাত হলো ৫:২। সম্পদের পরিমাণ বের কর।

A. ১১,৬৪০ টাকা
B. ২৭,১৬০ টাকা
C. ২৯,১০০ টাকা
D. ৬৭,৯০০ টাকা

D Explanation আমরা জানি, চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$

চলতি সম্পদ : চলতি দায় = ৫ : ২

ধরি, চলতি সম্পদ ৫x এবং চলতি দায় ২x

আমরা জানি, নিট কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পদ-চলতি দায়

= ৫x - ২x = ৩x

প্রশ্নমতে, ৩x = ৪০৭৪০ বা x = ১৩৫৮০

চলতি সম্পদের পরিমাণ = ৫x = ৫ × ১৩৫৮০ = ৬৭৯০০

39. নিম্নের কোনটি স্বল্প মেয়াদী তারল্যের মাপকাঠি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ?

A. তুরিত বা অগ্নি পরীক্ষা
B. চলতি অনুপাত
C. দায় অনুপাত
D. চলতি কার্যক্রম থেকে নগদপ্রবাহ

C Explanation দায় অনুপাত স্বল্প মেয়াদি তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের দায় পরিশোধ ক্ষমতা পরিমাপ করে।

40. শাহার হার্ডওয়্যার স্টোরের একটি নির্দিষ্ট বছরে নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ৬৫,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে এবং শেষে দেনাদারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা ও ৭,০০,০০০ টাকা উক্ত বছরের দেনাদার আবর্তন-

A. ৭.৭ বার
B. ১০.৮ বার
C. ৯.৩ বার
D. ১০ বার

D Explanation আমরা জানি,

দেনাদার আবর্তন = $\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

$= \frac{৬৫,০০,০০}{(৬,০০,০০০ + ৭,০০,০০) \div ২} = \frac{৬৫,০০,০০০}{৬,৫০,০০০}$ = ১০ বার

41. 'নিচের কোনটি পরিশোধিত আয়ের অনুপাত?

A. নগদ লভ্যাংশ/ নিট মুনাফা
B. নিট মুনাফা/ নিট বিক্রয়
C. নিট বিক্রয়/ গড় সম্পদ
D. মোট ঋণ/ মোট সম্পদ

A Explanation শেয়ারহোল্ডারদের দেয়/ প্রদেয় অনুপাত = $\frac{\text{নগদ লভ্যাংশ}}{\text{নিট মুনাফা}}$

এই অনুপাতটি নগদ লভ্যাংশ আকারে বণ্টিত মুনাফার আনুপাতিক হার পরিমাপ করে।

42. তুরিত অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি বিবেচনা করা হয় না?

A. নগদ টাকা
B. প্রাপ্য হিসাব
C. অগ্রিম প্রদত্ত হিসাব
D. মজুদ পণ্য

D Explanation তুরিত অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মজুদপণ্যকে বিবেচনা করা হয় না। তুরিত সম্পত্তি নির্ণয়ে চলতি সম্পত্তি হতে মজুদ পণ্যকে বাদ দেওয়া হয়।

PRIME TEST

01. এপেক্স লি. এর ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের নিয়মতি কার্যাবলির তথ্য সমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:
বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা; বিক্রয় খরচ ১,২৫,০০০ টাকা; মোট মুনাফা হার ৩০%; প্রশাসনিক খরচ ৫০,০০০ টাকা; ৩১/১২/২০১১ তারিখের সমাপ্তি মজুদ ৮০,০০০ টাকা ও ৩১/১২/২০১০ তারিখের সমাপ্তি মজুদ ৬০,০০০ টাকা। উক্ত ২০১১ সনের মজুদপণ্যের অবর্তনের সময় কত মাসে?

Ⓐ ১.১৬ Ⓑ ০.৯৬ Ⓒ ০.৮৮ Ⓓ ১.২

02. অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, নিচের কোন লেনদেনটি চলতি অনুপাতে কোনো প্রভাব ফেলবে না-

Ⓐ স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে চলতি দায় পরিশোধ
Ⓑ বিবিধ দেনাদার হতে নগদ আদায়
Ⓒ বিবিধ পাওনাদারকে নগদ প্রদান
Ⓓ নগদের স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়

03. কোনটির ফলে তুরিত অনুপাতের হ্রাস ঘটে?

Ⓐ মজুত পণ্যের হ্রাস
Ⓑ প্রাপ্য সমূহের বৃদ্ধি
Ⓒ প্রদেয় সমূহের বৃদ্ধি
Ⓓ সংরক্ষিত মুনাফার বৃদ্ধি

04. নিচের কোন পরিমাপটি কারবারের চলতি দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করে?

Ⓐ চলতি অনুপাত
Ⓑ তুরিত অনুপাত
Ⓒ ক ও খ দুটিই
Ⓓ মোট আয় অনুপাত

05. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত হলো-

Ⓐ বাজার পরীক্ষা অনুপাত
Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি অনুপাত
Ⓒ তরল অনুপাত
Ⓓ টার্ন ওভার অনুপাত

06. নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?

Ⓐ পরিবর্তনশীল খরচ একক প্রতি স্থির
Ⓑ স্থায়ী খরচ একক প্রতি স্থির
Ⓒ স্থায়ী খরচ একক প্রতি পরিবর্তনশীল
Ⓓ পরিবর্তনশীল খরচের মোট পরিমাণ পরিবর্তনশীল

07. তুরিত অনুপাত নিম্নের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?

Ⓐ মুনাফার্জন অনুপাত
Ⓑ কর্মকান্ড অনুপাত
Ⓒ বাজার অনুপাত
Ⓓ তারল্য অনুপাত

CamScanner

08. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক লাভ অর্জন ক্ষমতা নির্দেশ করে?
Ⓐ Current ratio Ⓑ Debt to total assets ratio
Ⓒ Return on assets ratio Ⓓ Quick ratio

09. নিচের কোনটি স্বল্পমেয়াদি তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ?
Ⓐ Current Ratio Ⓑ Acid Test Ratio
Ⓒ Inventory Turnover Ratio Ⓓ Debt Ratio

10. চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা কোনটি দিয়ে পরিমাণ করা যায়?
Ⓐ মজুত আবর্তন Ⓑ সংগ্রহের গড় দিন
Ⓒ এসিড টেস্ট অনুপাত Ⓓ মুনাফার অনুপাত

11. নিচের কোনটি সাধারণত দীর্ঘ-মেয়াদি স্বচ্ছলতার পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত
Ⓒ কার্যকরী মূলধন অনুপাত Ⓓ ঋণ অনুপাত

12. নিচের কোন অনুপাতটি প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ দায়-মোট সম্পদ অনুপাত Ⓑ মজুদ আবর্তন অনুপাত
Ⓒ মোট মুনাফা অনুপাত Ⓓ উপরের সবগুলো

13. একটি কোম্পানির প্রদর্শিত নিট বিক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা, নিট মুনাফা ৫০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মোট সম্পদ ২,০০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মোট সম্পদ ৪,০০,০০০ টাকা হলে ঐ কোম্পানির সম্পদের টার্নওভার অনুপাত কত?
Ⓐ ০.৯০ Ⓑ ০.২৫ Ⓒ ০.৬০ Ⓓ ০.৪৫

14. আয়ের কত অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হয়েছে তা নিচের কোন অনুপাত (Ratio) ব্যাখ্যা করে?
Ⓐ Debt-Equity Ratio Ⓑ Pay-Out Ratio
Ⓒ Earning Yield Ratio Ⓓ Dividend-Debt Ratio

15. একটি কোম্পানির Debt toi Equity ratio ১.২৫। কোম্পানির Equity'র পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকা হলে উক্ত কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ হবে–
Ⓐ ১,৮৭,৫০০/- টাকা Ⓑ ৩,৩৭,৫০০/- টাকা
Ⓒ ৩৭,৫০০/- টাকা Ⓓ ২,৩৭,৫০০/- টাকা

16. একটি কোম্পানির বিক্রিত পণ্যের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বিক্রয় মূল্য ১০% বৃদ্ধি করলে আর্থিক বিবরণীতে প্রভাবিত হবে-
Ⓐ একক উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য
Ⓑ একক বিক্রয় মূল্য ও মোট লাভ
Ⓒ একক উৎপাদন ব্যয় ও মোট লাভ
Ⓓ একক উৎপাদন ব্যয়, একক বিক্রয় মূল্য ও মোট লাভ

17. নিচের কোনটি মুনাফা অর্জন ক্ষমতার অনুপাত নয়?
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ সম্পত্তির উপর উপার্জন হার
Ⓒ নিট লাভ অনুপাত Ⓓ মালিকানা স্বত্বের উপর উপার্জন হার

18. প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি তরলতা যাচাই করে-
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ এসিড টেস্ট অনুপাত
Ⓒ চলতি মূলধন অনুপাত Ⓓ মজুদ আবর্তন হার

19. মজুদ আবর্তন অনুপাত বৃদ্ধির কারণ-
Ⓐ মজুদ পণ্যের পরিমাণ স্থির কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধি
Ⓑ মজুদ পণ্যের পরিমাণ স্থি কিন্তু বিক্রয় হ্রাস
Ⓒ মুজদ পণ্যের পরিমাণ হ্রাস কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধি
Ⓓ মজুদ পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কিন্তু বিক্রয় হ্রাস।

20. শাপলা কোম্পানির নিট চলতি মূলধন ১,৮০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৩:২। উক্ত কোম্পানির চলতি সম্পত্তির পরিমাণ কত?
Ⓐ ৫,৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৭২,০০০ টাকা
Ⓒ ১,২০,০০০ টাকা Ⓓ ১,০৮,০০০ টাকা

Answer Sheet

01.	D	02.	B	03.	C	04.	C	05.	B
06.	B	07	D	08.	C	09.	D	10.	C
11.	D	12.	A	13.	C	14.	B	15.	B
16.	B	17.	A	18.	B	19.	C	20.	A

অধ্যায় ২২ অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ

টপিক অংশীদারি ব্যবসায়

■ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের অর্থ শ্রম, শক্তি ও সম্পদ এক যোগে বা এদের যে কোন একটিবিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে যে আইনসম্মত ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

- চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি
- লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলা হয়।
- চুক্তিপত্র ছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা যায় কিন্তু চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা যায় না।
- আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।
- অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হোক বা না হোক এর কোনো আইনগত স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই।
- সীমিত অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।
- অংশীদারি কারবার গঠনকালে তাদের প্রাথমিক সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নির্ধারিত হবে সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যে

টপিক লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব

■ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন সংক্রান্ত বিবরণী যে হিসাবে প্রদর্শিত হয় তাকে লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব বলে। এই হিসাবে অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত নিট মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বন্টনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়।

টপিক অংশীদারদের মূলধন হিসাব

■ অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অন্যান্য কারনে অংশীদারদের মূলধনের বৃদ্ধি-হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে যে হিসাবের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারদের মূলধন হিসাব বলে।

■ অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণের ২টি পদ্ধতি রয়েছে
যথাঃ ১. পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি ২. স্থিতিশীল/স্থির মূলধন পদ্ধতি

টপিক পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি

■ যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন ও অংশীদারি ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফা অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে।

- এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এবং হিসাবকাল শেষে সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব বন্ধ করে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।
- এখানে মূলধন হিসাবের সাধারণত ক্রেডিট জের হয়ে থাকে।
- পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি পূরণ করবে লাভ-ক্ষতি বন্টন হারে।

টপিক স্থিতিশীল/স্থির মূলধন পদ্ধতি

■ যে পদ্ধতিতে অংশীদারগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ী অর্জিত মুনাফার অংশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ অংশীদারদের চলতি হিসাবে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে স্থিতিশীল/স্থির মূলধন পদ্ধতি বলে।

- এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাবের জের প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয় না।
- এই পদ্ধতিতে অংশীদারদের উত্তোলনের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণ না করে অংশীদারদের উত্তোলন সংক্রান্ত লেনদেন অংশীদারদের চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- এখানে মূলধন হিসাবের ক্রেডিট জের হয়।

CamScanner

অংশীদারদের চলতি হিসাব

টপিক ২

- স্থিতিশীল/স্থির মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হলে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্য মূলধনের সুদ, বেতন, অবশিষ্ট মুনাফার অংশ এবং উত্তোলন লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বতন্ত্র যে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বলে।
- অংশীদারদের চলতি হিসাবের সাধারণত ক্রেডিট জের হয় তবে ডেবিট জেরও হতে পারে।
- অংশীদারি কারবারে আয় নির্ধারণকালে আয়কর খরচ হিসাবে বিবেচিত হয় না।
- চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায়ের ঋণের উপর ৬% হারে সুদ ধরতে হয়।

ত্যাগ অনুপাত ও লাভ অনুপাত

টপিক ২

- ত্যাগ অনুপাতঃ কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার যোগদান করলে মুনাফা অংশ থেকে পুরাতন অংশীদারদের যতটুকু ত্যাগ করতে হয় তার অনুপাতকে ত্যাগ অনুপাত বলে।
  - ত্যাগ অনুপাত=পুরাতন অনুপাতের অংশ- নতুন অনুপাতের অংশ।
- লাভ অনুপাতঃ কোনো অংশীদার ব্যবসায় হতে কোনো অংশীদার অবসর বা অংশীদারিত্ব পরিত্যাগ করলে মুনাফার অংশের মধ্যে অবশিষ্ট অংশীদারদের যতটুকু দাবি বৃদ্ধি পায় তার অনুপাতকে লাভের অনুপাত বলে।
  - লাভ অনুপাত=নতুন অনুপাতের অংশ- পুরাতন অনুপাতের অংশ
- চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে অংশীদারদের নগদ উত্তোলনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করতে হয়। এক্ষেত্রে উত্তোলনের সুদ=নগদ উত্তোলন× সুদের হার × (৬.৫/৬/৫.৫) উত্তোলন মাসের শুরুতে হলে৬.৫ ,মাঝামাঝি হলে ৬ এবং শেষে হলে ৫.৫ দ্বারা গুন করতে হবে।

গাণিতিক সমস্যার সমাধান

টপিক ২

১. **দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ৫ : ২। যদি $\frac{১}{৩}$ অংশ বণ্টনের চুক্তিতে তৃতীয় অংশীদার আগমন করে, তবে মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত?**

সমাধান সমাধানঅংশীদারদের পুরাতন অনুপাত = ৫:২

তৃতীয় অংশীদারকে দেওয়ার পরের অংশ = ৩ - ১ = ২

অংশীদারকে নতুন অনুপাত = ৫ × ২ : ২ × ২ = ১০ : ৪

∴ পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ৫ + ২ = ৭

নতুন অনুপাত লব = ১ = ৭ × ১ = ৭ ∴ নতুন অনুপাত = ১০: ৪: ৭

২. **দুইজন অংশীদারের মুনাফা বন্টন অনুপাত ২:১। তৃতীয়জনকে $\frac{২}{৫}$ অংশ মুনাফা বন্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফা বন্টনের নতুন অনুপাত কত?**

সমাধান তৃতীয়জনকে $\frac{২}{৫}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\left(১০-\frac{২}{৫}\right)=\frac{৩}{৫}$ অংশ,

যা অংশীদারদের মধ্যে পুরাতন অনুপাতে ২:১ যা $\frac{২}{৩}:\frac{১}{৩}$ হারে বন্টিত হবে।

∴ ১ম জন পাবে $=\frac{৩}{৫}$ এর $\frac{২}{৩}$ অংশ $=\frac{২}{৫}$ ∴ ২য় জন পাবে $=\frac{৩}{৫}$ এর $\frac{১}{৩}$ অংশ $=\frac{১}{৫}$

∴ নতুন অনুপাত $=\frac{২}{৫}:\frac{১}{৫}:\frac{২}{৫}$ = ২:১:২

৩. **৪ ঃ ৫ অনুপাতে A ও B মুনাফা বণ্টন করেন। C নতুন অংশীদার হিসাবে যোগদান করল এবং নতুন অনুপাত ২ ঃ ৩ ঃ ১। A ও B এর ত্যাগ অনুপাত কত?**

সমাধান A ও B মুনাফা বণ্টন অনুপাত = ৪ ঃ ৫ $=\frac{৪}{৯}:\frac{৫}{৯}$

A, B, C এর নতুন অনুপাত = ২ ঃ ৩ ঃ ১ $=\frac{২}{৬}:\frac{৩}{৬}:\frac{১}{৬}$

A ও B এর ত্যাগ অনুপাত=? ত্যাগ অনুপাত = পুরাতন অনুপাত – নতুন অনুপাত

এখানে A এর ত্যাগ $=\frac{৪}{৯}-\frac{২}{৬}=\frac{৮-৬}{১৮}=\frac{২}{১৮}$; B এর ত্যাগ $=\frac{৫}{৯}-\frac{৩}{৬}=\frac{১০-৯}{১৮}=\frac{১}{১৮}$

সুতরাং A ও B এর ত্যাগ অনুপাত $=\frac{২}{১৮}:\frac{১}{১৮}$ = ২ঃ ১

৪. **অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায় থেকে ১০% সুদে ৩০০০ টাকা করে উত্তোলন করলে লাভ-ক্ষতিআবন্টন হিসাবেও অংশীদারদের মূলধন হিসাবে সুদের পরিমাণ কত টাকা দেখাতে হবে?**

সমাধান অংশীদারগণের উত্তোলনের সুদ

= (৩,০০০ × ১০% × ৬) = ১,৮০০

৫. **কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার Y তার জন্য নির্ধারিত ৫% কমিশন বাবদ ১,০০০ টাকা পেলো। সে X এবং Z এর সাথে সম-অংশীদার। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ Y কত টাকা পাবে?**

সমাধান y কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর ৫% কমিশন বাবদ ১০০০ টাকা পেলো। তাহলে, কমিশন পরবর্তী নিট লাভের পরিমাণ হবে $\frac{১০০০ \times ১০০}{৫}$

= ২০,০০০ টাকা।

এখন, নিট লাভ কে সমানভাবে x, y ও z এর মধ্যে বণ্টন করা হলে, লাভের অংশ বাবদ Y পাবে (২০,০০০ ÷ ৩) = ৬,৬৬৭ টাকা।

৬. **দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৫ : ২। তৃতীয় জনকে ১/৩ অংশে মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করলে মুনাফার নতুন অনুপাত কত?**

সমাধান তৃতীয় জনকে $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে,

$১-\frac{১}{৩}=\frac{৩-১}{৩}=\frac{২}{৩}$ অংশ।

অবশিষ্ট অংশ ১ম ও ২য় জনকে পুরাতন অনুপাত বণ্টিত হলে-

∴ ১ম জন পাবে $=\frac{২}{৩}$ এর $\frac{৫}{৭}=\frac{১০}{২১}$ অংশ

∴ ২য় জন পাবে $=\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৭}=\frac{৪}{২১}$ অংশ

এখন, ১ম, ২য় ও ৩য় জনের নতুন অনুপাত হবে- $\frac{১০}{২১}:\frac{৪}{২১}:\frac{১}{৩}$

অনুপাতগুলোকে সম হর বিশিষ্ট করতে হলে ৩য় জনের অনুপাত এর হর ও লবকে ৭ দিয়ে গুণ করতে হবে।

∴ নতুন অনুপাত $=\frac{১০}{২১}:\frac{৪}{২১}:\frac{১ \times ৭}{৩ \times ৭}$

$=\frac{১০}{২১}:\frac{৪}{২১}:\frac{৭}{২১}$

= ১০ : ৪ : ৭

৭. **অংশীদার তাপস ও রাকিব প্রাথমিক মূলধন ছিলো যথাক্রমে ৪০০০০ টাকা এবং ৬০০০০ টাকা। লাভ-ক্ষতি হিসাব নিম্নরূপভাবে; বন্টিত হয়। প্রাথমিক মূলধনের উপর সুদ ২০% হারে, তাপস এবং রাকিব এর বেতন যথাক্রমে ১০০০০ ও ৫০০০ টাকা এবং ২ঃ৩ অনুপাতে নিট মুনাফা বন্টন করে। এ বছর ৫০০০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হলে, তাপস এর হিসাবে কত টাকা যাবে?**

সমাধান তাপস এর হিসাবে প্রাপ্য টাকা = মূলধনের সুদ + বেতন + বন্টন যোগ্য মুনাফার অংশ

বিবরণ	তাপস	রাকিব
মূলধনের সুদ	৪০০০	৬০০০
বেতন	১০০০০	৫০০০
বন্টন যোগ্য মুনাফার অংশ	১০০০০	১৫০০০
	২৪০০০	২৬০০০

বন্টন যোগ্য মুনাফা = মুনাফা - মূলধনের সুদ - বেতন

= ৫০০০০ - ১০০০০ - ১৫০০০ = ২৫০০০ টাকা

তাপস = (বন্টন যোগ্য মুনাফা ÷ ৫)× ২ = (২৫০০০ ÷ ৫)× ২ = ১০০০০

রাকিব = (বন্টন যোগ্য মুনাফা ÷ ৫)× ৩ = (২৫০০০ ÷ ৫)× ৩ = ১৫০০০

CS CamScanner

...র্থীদের জন্য সহায়িকা

...অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে মুনাফা বণ্টন হবে-
A. ...সমভাবে B. মূলধনের অনুপাতে
C. ...চুক্তি মতো অনুযায়ী D. অসমভাবে

Explanation অংশীদারি দলিল/চুক্তির অবর্তমানে-
• অংশীদার ৬% হারে ঋণের সুদ দাবি করতে পারে।
• মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ দাবি করতে পারে না।
• ...অংশীদার কর্তৃক গৃহীত ঋণের উপর কোনো সুদ প্রদান করতে হয় না।
• ...সমান হারে মুনাফা বণ্টিত হয়।

...কোনটি ইকুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বলা হয়?
A. ঋণ B. অগ্রাধিকার শেয়ার
C. ডিবেঞ্চার D. সাধারণ শেয়ার

Explanation সাধারণ শেয়ার এবং অগ্রাধিকার শেয়ার উভয়ই কোম্পানির ইকুইটি। কিন্তু সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের মতো অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারকে কোম্পানি পরিচালনায় পছন্দ ইচ্ছামতো লভ্যাংশ প্রদান করতে হয় না। ঋণের ক্ষেত্রে যেমন নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয় অগ্রাধিকার শেয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়। তাই অগ্রাধিকার শেয়ারকে ইকুইটি ও ঋণের মিশ্রণ বলা হয়।

...কোনটি সঞ্চিতির অন্তর্গত নয়?
A. শেয়ার প্রিমিয়াম B. রিজার্ভ
C. অগ্রাধিকার শেয়ার D. পরিশোধিত মূলধন (C)

...কোনো লিমিটেড ১০ টাকা মূল্যের ২০,০০০ শেয়ার ইস্যু করে যা ৮০% মূল্য পরিশোধিত। ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করলে লভ্যাংশের পরিমাণ কত?
A. ২,০০০ টাকা B. ১,৬০০ টাকা C. ১,৬৫০ টাকা D. ২,০৫০ টাকা

Explanation সাধারণত লভ্যাংশ প্রদান/ঘোষণা করা হয় পরিশোধিত মূলধনের উপর।
মোট পরিশোধিত মূলধন = (১০ × ২০,০০০) × ৮০% = ১,৬০,০০০ টাকা
সুতরাং ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ পরিমাণ হবে = (১,৬০,০০০× ১০%) = ১৬,০০০ টাকা।
সঠিক উত্তর নাই। তবে এখানে ১,৬০০ টাকা উত্তর করতে পারি।

12. ডিবেঞ্চার ইস্যু করা যায়-
A. সমমূল্যে B. বাট্টায় C. অধিহারে D. A + B + C

Explanation বিভিন্নমূল্যে ডিবেঞ্চার ইস্যু করা যায়। যেমন: সমমূল্যে (লিখিত মূল্য ও বিক্রয়মূল্য সমান), বাট্টায় (লিখিত মূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য কম), অধিহারে (লিখিত মূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য বেশি)।

13. কোম্পানির ব্যবসায়ের মূলধনের যে কোন ভগ্নাংশকে কি বলে?
A. ঋণ পত্র B. বোনাস শেয়ার C. রাইট শেয়ার D. স্টক

Explanation • পাবলিক লিঃ কোম্পানি যে ঋণ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে ঋণপত্র বলে।
• শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ না দিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার বণ্টন করা হলে ঐ শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে।
• কোম্পানি নতুন শেয়ার বিলির ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্রয়ের অধিকার আনুপাতিকহারে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষণ করলে তাকে রাইট শেয়ার বলে।
• শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলে, শেয়ারকে স্টকে পরিণত করা হয়।

14. ক এবং খ দুই জন অংশীদার। তারা ৪ : ৩ অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করে। গ কে ২/৫ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে?
A. ৪ : ৩ : ২ B. ৩ : ৪ : ৯ C. ১২ : ৯ : ১৪ D. ৩ : ২ : ১১

Explanation ক ও খ এর নতুন অনুপাত = ৫-২=৩
ক : খ = ৮ × ৩ : ৩ × ২ = ১২ : ৯
গ-এর অনুপাত = = (৪ + ৩) × ২ = ১৪
∴ ক, খ ও গ এর নতুন অনুপাত = ১২ : ৯ : ১৪

15. অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ তাদের ফার্মকে প্রদত্ত ঋণের উপর কত হারে সুদ পাবে?
A. ৭% B. ৮% C. ৯% D. কোনটিই নয়

Explanation অংশীদারি চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকলে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারগণ কর্তৃক ফার্মকে প্রদত্ত ঋণের উপর ৬% হারে সুদ পাবে।

16. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ২:১। তৃতীয়জনকে $\frac{২}{৫}$ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফা বণ্টনের নতুন অনুপাত কত?
A. ২:১:২ B. ১০:৫:৬ C. ৪:২:১ D. ২:১:১

Explanation তৃতীয়জনকে $\frac{২}{৫}$ অংশ প্রদান করলে অবশিষ্ট থাকে $\left(১০-\frac{২}{৫}\right)=\frac{৩}{৫}$ অংশ, যা অংশীদারদের মধ্যে পুরাতন অনুপাতে ২:১ যা $\frac{২}{৩}:\frac{১}{৩}$ হারে বণ্টিত হবে।
$\therefore$ ১ম জন পাবে $=\frac{৩}{৫}$ এর $\frac{২}{৩}$ অংশ $=\frac{২}{৫}$ $\therefore$ ২য় জন পাবে $=\frac{৩}{৫}$ এর $\frac{১}{৩}$ অংশ $=\frac{১}{৫}$
$\therefore$ নতুন অনুপাত $=\frac{২}{৫}:\frac{১}{৫}:\frac{২}{৫}=$ ২:১:২

17. ২ জন অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের হার ৩ঃ১। তারা তৃতীয় ব্যক্তিকে ১/৫ অংশ দিয়ে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করলে নতুন মুনাফা বণ্টনের হার কত হবে?
A.৩:২:১ B.৩:১:১ C.৩:১:২ D.২:৩:১

Explanation শর্টকার্ট টেকনিক: পুরাতন অনুপাত ৩ : ১
নতুন অনুপাত বিয়োগফল = ৫ − ১ = ৪ ∴ ৩ : ১ × ৪ = ১২ : ৪
নতুন অনুপাতের লব = ১
পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ৩ + ১ = ৪
৪ × ১ = ৪
∴ ১২ : ৪ : ৪ = ৩ : ১ : ১

18. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ৫ঃ ২। তারা তৃতীয় ব্যক্তিকে ১/৪ অংশ মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে নতুব অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত কত?
A. ৫ : ২ : ১ B. ১৫ : ৭ : ৬
C. ১৫ : ৬ : ৭ D. ৭ : ৬ : ১৫

Explanation শর্টকার্ট টেকনিক:
পুরাতন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত = ৫:২
নতুন অনুপাতের বিয়োগফল = ৪ - ১ = ৩ ∴ ৫ : ২ × ৩ = ১৫ : ৬
নতুন অনুপাতের লব = ১
পুরাতন অনুপাতের যোগফল = ৫ + ২ = ৭ ∴ ৭ × ১ = ৭
নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত = ১৫ : ৬ : ৭

19. কোন অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না?
A. সক্রিয় অংশীদার B. সম অংশীদার
C. অসম অংশীদার D. নিষ্ক্রিয় অংশীদার

Explanation যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগে করে লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে না তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

20. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারগণ কিভাবে লাভের বণ্টন ধরে?
A. মূলধনের অনুপাতে B. সমান অনুপাতে
C. অসমানুপাতিক হারে D. অংশীদাদের বিক্রয় দক্ষতার অনুপাতে

Explanation চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বন্টিত হয়। তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না থাকলে অবশ্যই সমান হারে লাভ লোকসান বন্টন করতে হবে।

CamScanner

21. ABC এন্ড কোম্পানি ২০১২ সালে মোট ৮০,০০০ টাকা নিট আয় অর্জন করে। A,B ও C এর আয় বন্টন অনুপাত হল যথাক্রমে ১/২ঃ ৩/১০ ঃ ১/৫। নিট আয়ের B এর প্রাপ্য অংশ হবে।
A. ৪০,০০০ টাকা B. ৬০,০০০ টাকা C. ২৪,০০০ টাকা D. ২০,০০০ টাকা

Ⓒ Explanation এখানে ABC এন্ড কোম্পানি ২০১২ সালের নিট আয় মোট ৮০,০০০ টাকা। A,B ও C এর আয় বন্টন অনুপাত $= \frac{১}{২} : \frac{৩}{১০} : \frac{১}{৫} = ৫ : ৩ : ২$

সুতরাং B এর প্রাপ্য অংশ $= (৮০,০০০ \text{ এর } \frac{৩}{১০}) = ২৪,০০০$ টাকা।

22. ৪ ঃ ৫ অনুপাতে A ও B মুনাফা বন্টন করেন। C নতুন অংশীদার হিসাবে যোগদান করল এবং নতুন অনুপাত ২ ঃ ৩ ঃ ১। A ও B এর ত্যাগ অনুপাত কত?
A.২ ঃ ১ B.১ ঃ ২ C.২ ঃ ৩ D.৩ ঃ ১

Ⓐ Explanation A ও B মুনাফা বন্টন অনুপাত $= ৪ ঃ ৫ = \frac{৪}{৯} ঃ \frac{৫}{৯}$

A, B, C এর নতুন অনুপাত $= ২ ঃ ৩ ঃ ১ = \frac{২}{৬} ঃ \frac{৩}{৬} ঃ \frac{১}{৬}$

A ও B এর ত্যাগ অনুপাত=?
ত্যাগ অনুপাত = পুরাতন অনুপাত – নতুন অনুপাত

এখানে A এর ত্যাগ $= \frac{৪}{৯} - \frac{২}{৬} = \frac{৮-৬}{১৮} = \frac{২}{১৮}$

B এর ত্যাগ $= \frac{৫}{৯} - \frac{৩}{৬} = \frac{১০-৯}{১৮} = \frac{১}{১৮}$

সুতরাং A ও B এর ত্যাগ অনুপাত $= \frac{২}{১৮} ঃ \frac{১}{১৮} = ২ ঃ ১$

23. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ কিসের ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে?
A. মূলধনের অনুপাতে B. সমান অনুপাতে
C. অংশীদারদের দক্ষতা অনুপাতে D. অংশীদারদের ত্যাগ অনুপাতে

Ⓑ Explanation অংশীদারি ব্যবসায় চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠে। অংশীদারদের মূলধন, মুনাফা বিনিয়োগ সবকিছু চুক্তিতে বিদ্যমান থাকে। চুক্তি উল্লেখ থাকলে চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা বণ্টিত হয়। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে সমান অনুপাত মুনাফা বণ্টিত হয়।

24. একটি অংশীদারি ব্যবসায়ে মি. জোবায়ের এবং মি. বাবুল দুইজন অংশীদার। তারা নিজেদের মধ্যে ৫:৪ অনুপাতে মুনাফা বন্টন করেন। পরবর্তীতে তারা মি. জামিলকে ১/২ অংশ মুনাফা দেওয়ার চুক্তিতে ব্যবসায় নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে মি. জামিল, মি. বাবুল এবং মি. জোবায়েরের মুনাফার অনুপাত কত?
A. ৯:৫:৪ B. ৪:৫:৯ C. ৯:২:৫ D. ৯:৪:৫

Ⓓ Explanation মি. জামিলের অংশ $= \frac{১}{২}$,

অবশিষ্ট অংশ $= \left(১ - \frac{১}{২}\right)$ অংশ $= \frac{১}{২}$ অংশ

∴ মি. জোবায়ের পাবে- $\left(\frac{১}{২} \text{ এর } \frac{৫}{৯}\right)$ অংশ $= \frac{৫}{১৮}$ অংশ

এবং মি. বাবুল পাবে $= \left(\frac{১}{২} \text{ এর } \frac{৪}{৯}\right)$ অংশ $= \frac{৪}{১৮}$ অংশ

∴ নতুন অনুপাত$= \frac{১\times৯}{২\times৯} : \frac{৪}{১৮} : \frac{৫}{১৮} = \frac{৯}{১৮} : \frac{৪}{১৮} : \frac{৫}{১৮} = ৯ : ৪ : ৫$

25. অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায় থেকে ১০% সুদে ৩০০০ টাকা করে উত্তোলন করলে লাভ-ক্ষতিআবন্টন হিসাবেও অংশীদারদের মূলধন হিসাবে সুদের পরিমাণ কত টাকা দেখাতে হবে?
A. ৫৫০ B. ১১০০ C. ১৮০০ D. ৭৫০

Ⓒ Explanation অংশীদারগণের উত্তোলনের সুদ
$= (৩,০০০ \times ১০\% \times ৬) = ১,৮০০$

26. একটি অংশীদারি ব্যবসায়ে A ও B দুইজন অংশীদারে মধ্যে ৭:৩ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টিত হয়। তারা C কে নতুন অংশীদার হিসেবে নিল। A ১/৭ অংশ B ১/৩ অংশ মুনাফা ত্যাগ করে C কে প্রদাণ করে। তাদেরনন নতুন মুনাফা অনুপাত কত হবে?
A. ৩:১:১ B. ২:১:১ C. ১:২:১ D. ৪:৩:২

Ⓐ Explanation A ও B এর অংশ ত্যাগ করার পর নতুন মুনাফা
$(৭ - ১ : ৩ - ১) = ৬:২$
C এর মুনাফার অংশ ত্যাগকৃত মুনাফা অংশের লবের যোগফল $= (১ + ১) = ২$
A, B ও C এর নতুন অনুপাত $= ৬ : ২ : ২ = ৩ : ১ : ১$

27. অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তিনামা না থাকলেও তাদের প্রাপ্যতা কোনটি?
A. বেতন-ভাতা B. ঋণের-উপর সুদ
C. কমিশন D. মূলধন অনুপাতে শতাংশ

Ⓑ Explanation ১৯৩২ সালের আইনানুযায়ী চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে ঋণের উপর ৬% সুদ পাবে।

28. একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার এবং তাদের মুনাফা বন্টন অনুপাত ৪:৩। তারা নতুন একজনকে $\frac{১}{৪}$ অংশ মুনাফা বন্টনের চুক্তিতে অংশীদার হিসেবে নীল। তাঁদের মধ্যে মুনাফার নতুন অনুপাত কত?
A. ৫:৪:৩ B. ৭:৫:৪ C. ১৩:৮:৭ D. ১২:৯:৭

Ⓓ Explanation নতুন অনুপাত, পুরাতন অংশীদারদের অংশ = পুরাতন অনুপাত × নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের বিয়োগফল $= (৪:৩) \times ৩ = ১২:৯$
নতুন অনুপাত, নতুন অংশীদার অংশ = নতুন অংশীদারের ভগ্নাংশের লব × পুরাতন অনুপাতের যোগফল $= ১ \times ৭$
∴ তিন জনের নতুন অনুপাত = ১২:৯:৭

29. প্রতি সপ্তাহের উত্তোলন ৬২ টাকা। ৭% হার সুদে উত্তোলনের সুদ কত হবে?
A. ৬৬.৩৪ টাকা B. ৪৩৪.০০ টাকা C. ১১০.৬৭ টাকা D. ১২৪.০০ টাকা

Ⓑ Explanation প্রতি সপ্তাহান্তে (সপ্তাহের শেষে) উত্তোলনের সুদের পরিমাণ
= সাপ্তাহিক উত্তোলন × বার্ষিক সুদের হার × ২৫.৫
$= ৬২ \times ৭\% \times ২৫.৫ = ১১০.৬৭$ টাকা।

30. ক ও খ দুইজন অংশীদায় ৭ ঃ ৫ অনুপাত লাভ-ক্ষতি বন্টন করে। তারা গ-কে নতুন অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করল এবং ৫ ঃ ৩ ঃ ২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বন্টনে চুক্তিবদ্ধ হলো। ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত কত?
A. ৫ ঃ ৭ B. ৩ ঃ ২ C. ৭ ঃ ৫ D. ১২ ঃ ৭

Ⓐ Explanation ক ও খ দের পুরাতন অনুপাত $= \frac{৭}{১২} : \frac{৫}{১২}$

∴ ক, খ, গ এর নতুন অনুপাত $= ৫ : ৩ : ২ = \frac{৫}{১০} : \frac{৩}{১০} : \frac{২}{১০}$

আমরা জানি, ত্যাগ অনুপাত = (পুরাতন অনুপাত – নতুন অনুপাত)

∴ ক এর ত্যাগ অনুপাত $= \left(\frac{৭}{১২} - \frac{৫}{১০}\right) = \frac{৩৫ - ৩০}{৬০} = \frac{৬}{৫০}$

∴ খ এর ত্যাগ অনুপাত $= \left(\frac{৫}{১২} - \frac{৩}{১০}\right) = \left(\frac{২৫ - ১৮}{১২}\right) = \frac{৭}{৬০}$

∴ ক ঃ খ এর ত্যাগ অনুপাত $= \frac{৫}{৬০} : \frac{৭}{৬০} = ৫ : ৭$

31. দুইজন অংশীদারের মুনাফা বন্টন অনুপাত ২:১। তৃতীয়জনকে ১/৫ অংশ মুনাফা বন্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলে মুনাফা বন্টনের নতুন অনুপাত কত?
A. ৮:৪:৩ B. ২:১:১ C. ২:১:৫ D. ৪:২:৫

Ⓐ Explanation তৃতীয়জনের হর ও লবের পার্থক্য $= (৫ - ১) = ৪$
১ম জন ও ২য় জনের নতুন অনুপাত $= ২ \times ৪ : ১ \times ৪ = ৮ : ৪$
এবং তৃতীয় জনের অনুপাত $= (২ + ১) \times ১ = ৩$
নতুন অনুপাত ১ম জন : ২য় জন : ৩য় জন = ৮ : ৪ : ৩।

CamScanner

বিথী ও চৈতী একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার। তাদের মুনাফা বণ্টন অনুপাত ৩:২। তারা সাথীকে ১/৩ অংশে মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে ব্যবসায়ের নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে। বিথী, চৈতী ও সাথীর মধ্যে মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে?

A. ৫ : ৪ : ৩
B. ৪ : ৩ : ২
C. ৩ : ২ : ১
D. ৬ : ৪ : ৫

(D) Explanation/ হর ও লবের পার্থক্য = ৩-১ = ২
বিথী ও চৈতীর নতুন অনুপাত = ৩ × ২ : ২ × ২ = ৬ : ৪
সাথীর নতুন অনুপাত = (৩ + ২) × ১ = ৫
∴ বিথী : চৈতি : সাথী = ৬ : ৪ : ৫

আয়কর ধার্য হয় কিসের উপর?

A. মূলধনের উপর
B. ব্যয়ের উপর
C. সম্পদের উপর
D. আয়ের উপর

(D) Explanation/ আয়কর (income tax) ধার্য করা হয় 'আয় (Income) এর উপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে "আয়" দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মোট উপার্জনকে বোঝায়। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয় দ্বারা উপার্জন (revenue থেকে উপার্জনের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত খরচ (expense বিয়োগ করার পর যতটুকু লাভ হয় তাকে বোঝায়।
আয়কর ধার্য হয় ব্যক্তির আয়ের উপর।

সৌরভ ও সিয়াম দুইজন অংশীদার যারা ২:৩ অনুপাতে মুনাফা ক্ষতি বণ্টন করে। সায়ান ১/৪ অংশের জন্য নতুন অংশীদার হিসেবে যোগদান করে। সৌরভ, সিয়াম ও সায়ানের মুনাফা/ক্ষতি বণ্টনের নতুন অনুপাত কত?

A. ২:৩:৪ B. ১:১:১ C. ৩:৫:৯ D. ৬:৯:৫

(D) Explanation/
সায়ানের অনুপাতের হর ও লবের পার্থক্য = ৪ − ১ = ৩
∴ সৌরভ ও সিয়ামের নতুন অনুপাত = (২ × ৩) : (৩ × ৩) = ৬ : ৯
এবং সায়ানের অংশ = (২ + ৩) × ১ = ৫
∴ তাদের তিনজনের নতুন অনুপাত = ৬ : ৯ : ৫

সাব্বির এবং সাবরিনা অংশীদারি ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদার । ১লা জানুয়ারি, ২০১৪- তে ব্যবসায়ে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালের মাঝামাঝি সময় সেলিম ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ ধার্য করা হয়। ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে সেলিমের মূলধনের সুদ কত?

A. টা: ৩,০০০
B. টা: ৪,০০০
C. টা: ৫,০০০
D. টা: ১০,০০০

(C) Explanation/ নিয়মানুযায়ী মূলধন যতদিন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হবে তত দিনের সুদ দিতে হয়। এখানে সেলিম বছরের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ করেন যার ফলে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ব্যবসায়ের অর্ধবছর ব্যবহৃত হয়েছে।
সুতরাং মূলধনের উপর সে ৬ মাসের সুদ পাবে।
∴ সেলিমের মূলধনের সুদ = ১,০০,০০০× ১০% × $\frac{৬}{১২}$ = ৫,০০০ টাকা

একটি কোম্পানি বিনামূল্যে বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে ৫:১ অনুপাতে নতুন শেয়ার বিতরণ করল। বণ্টনকৃত এই শেয়ারকে বলা হয়:

A. রাইট শেয়ার
B. বোনাস শেয়ার
C. অগ্রাধিকার শেয়ার
D. সাধারণ শেয়ার

(B) Explanation/ কোম্পানির সঞ্চিত লভ্যাংশের কিছু অংশ শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত করার জন্য বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে বোনাস শেয়ার বণ্টন / ইস্যু করা হয়।

37. A, B ও C একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার। A-এর মূলধন ২,৫০,০০০ টাকা । B এর মূলধন ৩,২০,০০০ টাকা ও C এর মূলধন ১,৮০,০০০। C ব্যবসায় পরিচালনা বাবদ ৬০,০০০ টাকা বেতন পাবে। ব্যবসায়ে ২,১০,০০০ টাকা লাভ হলে, বছর শেষে C মোট কত টাকা পাবে?

A. ৪৮,০০০ টাকা
B. ১,৪০,০০০ টাকা
C. ৬০,০০০ টাকা
D. ১,১০,০০০ টাকা

(D) Explanation/ A, B, C অংশীদারি কারবারের অংশীদার।
বেতন বাদ দেওয়ার পর বাকি লাভের পরিমাণ
(২,১০,০০ − ৬০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা
∴ C লাভ বাবদ পায় = ১,৫০,০০ ÷ ৩ = ৫০,০০০ টাকা
∴ C মোট পাবে = (লাভের অংশ + বেতন) = (৫০,০০০ + ৬০,০০০)
= ১,১০,০০০ টাকা।

PRIME TEST

01. মামুন ও মারুফ একটি অংশীদারি কারবারের ২ জন অংশীদার। উক্ত কারবারের নীট মুনাফা ৫৭০০০ টাকা। চুক্তি অনুসারে মামুন ও মারুফের বেতন যথাক্রমে ১৫০০০ ও ১২০০০ টাকা। বাকি মুনাফা যদি ৬০:৪০ অনুপাতে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তবে মামুন মারুফ যথাক্রমে কত টাকা পাবে?
Ⓐ ৩৩০০০টাকা ও ২৪০০০টাকা Ⓑ ৪৮০০০ টাকাও ৯০০০টাকা
Ⓒ ২২৮০০টাকা ও ৩৪২০০টাকা Ⓓ ৩৪২০০টাকা ও ২২৮০০টাকা

02. ক ও খ দুইজন অংশীদার। তারা ৪:৩ অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করে। গ কে ১/৫ অংশে মুনাফা বণ্টনের চুক্তিতে তারা ব্যবসায়ে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করলে তাদের মুনাফার নতুন অনুপাত কত হবে?
Ⓐ ১২:৯:১৪ Ⓑ ৩:৪:৯ Ⓒ ১২:১০:১৪ Ⓓ ৪:৩:২

03. অংশীদার ক এবং খ এর প্রাথমিক মূলধন ছিলো যথাক্রমে ৪০০০০ টাকা ৬০০০০ টাকা। লাভ-ক্ষতি হিসাব হয় নিম্নরূপভাবে: প্রাথমিক মূলধনের উপর ২০% হারে সুদ, ক এবং খ এর বেতন যথাক্রমে ১০০০০ ও ৫০০০ টাকা এবং বাকি অংশ ২:৩ হিসাবে বণ্টন হয়। ৩০০০০ টাকা নিট লাভের মধ্যে কত টাকা ক এর হিসাবে যাবে?
Ⓐ ১৮০০০টাকা Ⓑ ১৬০০০টাকা
Ⓒ ২০০০০টাকা Ⓓ ১৪০০০টাকা

04. ক ও খ দুইজন অংশীদার ৭:৫ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে। তারা গ কে নতুন অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করল এবং ৫:৩:২ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের চুক্তিবদ্ধ হলো। ক ও খ এর ত্যাগ অনুপাত নির্ণয় কর।
Ⓐ ৫:৭ Ⓑ ৭:৫ Ⓒ ৩:২ Ⓓ ১২:৭

05. মতিন, মতিন ও রথিন একটি অংশীদারি কারবারে যথাক্রমে ৪:২:১ হারে মুনাফা ও ক্ষতি বণ্টন করে। মতিন রথিনকে বৎসরে ১০০০০ টাকা মুনাফা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। উক্ত বৎসরে মোট ৫৬০০০ টাকা মুনাফা হয়। উক্ত বৎসরে মতিনের প্রাপ্য মুনাফার পরিমান কত?
Ⓐ ১৬০০০ Ⓑ ১৫৩৩৩.৩৩
Ⓒ ১৩৬৬.৬৭ Ⓓ কোনটি নয়

06. অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পূনর্মূল্যায়ণ হয়, কেননা-
Ⓐ আইনে তা জোর দেওয়া আছে
Ⓑ ইহা কিছু অংশীদারদের প্রতি অবিচার বোধ করতে সাহায্য করে
Ⓒ মুদ্রাস্ফীতি জনিত অবস্থা সম্পত্তির মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে
Ⓓ কোনটি নয়

07. অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থায়ী থাকে, সেখানে লাভ-ক্ষতির অংশ, মূলধনের উপর সুদ ও উত্তোলনের উপর সুদ লিপিবদ্ধ করা হয়-
Ⓐ উত্তোলন হিসাব Ⓑ মূলধন হিসাব
Ⓒ চলতি হিসাবে Ⓓ বিবিধ হিসাব

08. A, B এবং C তিনজন অংশীদার। তাদের নীট আয় ৬০০০০ টাকা অংশীদারদের লাভ-ক্ষতি বণ্টনের অনুপাত ৫:৩:২ হলে C লাভের পরিমান?
Ⓐ ৩০০০টাকা Ⓑ ১২০০০টাকা
Ⓒ ১৮০০০টাকা Ⓓ ৫০০০টাকা

CamScanner

09. xএবং y দুইজন অংশীদার। তারা ৩/৪ অনুপাতে মুনাফা বন্টন করে। তারা z কে ৩/৫ অংশে মুনাফা বন্টনের চুক্তিতে ব্যবসার নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করলে তাদের মুনাফা নতুন কত হবে?
Ⓐ ৬ঃ৮ঃ২১ Ⓑ ৪ঃ৩ঃ২
Ⓒ ১২ঃ৯ঃ১৪ Ⓓ ১০ঃ৮ঃ১৪

10. ক ও খ দুইজন অংশীদার যারা ৫ঃ৩ অনুপাতে লাভ-ক্ষতি ভোগ করে। গ কে নতুন অংশীদার হিসাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। নতুন অনুপাত কত হবে?
Ⓐ ৯ঃ৬ঃ৫ Ⓑ ১২ঃ৮ঃ৫
Ⓒ ৬ঃ৩ঃ৪ Ⓓ ১৫ঃ৯ঃ৮

11. ২ জন অংশীদারের মুনাফা বন্টনের হার ৩ঃ১। তারা তৃতীয় ব্যক্তিকে $\frac{১}{৫}$ অংশ দিয়ে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করলে নতুন মুনাফা বন্টনের হার কত হবে?
Ⓐ ৩ঃ২ঃ১ Ⓑ ৩ঃ১ঃ১ Ⓒ ৩ঃ১ঃ২ Ⓓ ২ঃ৩ঃ১

12. অংশীদারি দলিলে উল্লেক না থাকলে অংশীদারগণ তাদের ফার্মকে প্রদত্ত ঋণের উপর কত হারে সুদ পাবে?
Ⓐ ৭% Ⓑ ৮% Ⓒ ৯% Ⓓ কোনটি নয়

13. প্রতিমাসের শুরুতে ৩০০০ টাকা করে সারা বছর উত্তোরণ করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ কত হবে?
Ⓐ ১৫৫০টাকা Ⓑ ১৬৫০ টাকা Ⓒ ১৮৫০টাকা Ⓓ ১৯৫০টাকা

14. নিপা, দিপা ও রীপা তাদের লাভ-ক্ষতি ৪ঃ৩ঃ২ হারে বন্টন করে। দিপা এর অবসর গ্রহণের ফলে তাদের নতুন অনুপাত দাড়ায় ৩ঃ২। তাদের লাভ অনুপাত কত?
Ⓐ ৬ঃ৭ Ⓑ ৭ঃ৮ Ⓒ ৫ঃ৬ Ⓓ ৩ঃ২

15. ক,খ,গ তিনজন অংশীদার। তারা প্রত্যেকে মাসের শেষ তারিখ ৬০০,৫০০,৪০০ টাকা করে উত্তোলন করে। সুদের হার ৬% হলে খ এর উত্তোলনের সুদ কত?
Ⓐ ১৬৫টাকা Ⓑ ১৮০টাকা
Ⓒ ৩৩০টাকা Ⓓ ৩৬০টাকা

16. নিচের কোনটি অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়?
Ⓐ সম্পত্তি যৌথ-মালিকানা Ⓑ সমঝোতা প্রতিনিধি
Ⓒ সীমিত জীবনকাল Ⓓ করযোগ্য সত্তা

17. A, B,C একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তাদের ব্যবসায়ের নিট মুনাফার পরিমান ৮০০০০ টাকা। যদি A,B,C এর আয় বন্টন অনুপাত যথাক্রমে ৫০%, ৩০% এবং ২০% হয় তাহলে C এর নিট মুনাফা হতে প্রাপ্য টাকার পরিমান হবেঃ
Ⓐ ১২০০০টাকা Ⓑ ১৬০০০টাকা
Ⓒ ২০০০০টাকা Ⓓ ২৪০০০টাকা

18. চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায়ের মুনাফা অথবা ক্ষতি কিভাবে বন্টিত হবে?
Ⓐ প্রাথমিক বিনিয়োগ অনুযায়ী Ⓑ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী
Ⓒ অবশ্যই মূলধন অনুপাতে Ⓓ অবশ্যই সমান হবে

19. যখন কোনো অংশীদার অ-নগদ সম্পত্তি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে, তখন তা লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ
Ⓐ বহিমূল্যে Ⓑ লিখিত মূল্যে
Ⓒ ন্যায্য বাজার মূল্যে Ⓓ আসল মূল্যে

20. অংশীদারি ব্যবসায় অবসায়নকালে নগদ অর্থ অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হয়ঃ
Ⓐ সমানভাবে Ⓑ মূলধন জেরের ভিত্তিতে
Ⓒ প্রকৃত বিনিয়োগের ভিত্তিতে Ⓓ আয় বন্টন অনুপাতের ভিত্তিতে

Answer Sheet

01.	A	02.	A	03.	B	04.	A	05.	A
06.	B	07	C	08.	B	09.	A	10.	D
11.	B	12.	D	13.	D	14.	B	15.	A
16.	D	17.	B	18.	D	19.	C	20.	B

অধ্যায় ২৩ কর ও কমিশন সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ

হিসাববিজ্ঞান

টপিক প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- কর-পূর্ব মুনাফা = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{১-কর হার}}$
- কর হার = $\frac{\text{প্রদত্ত করা}}{\text{কর-পূর্ব মুনাফা}} \times 100\%$
- কর-পরবর্তী মুনাফা=নিট লাভ× (১-করহার
- প্রদত্ত কর = (করপূর্ব মুনাফা-কর পরবর্তী মুনাফ)

■ কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভের উপর-

- কমিশন=কমিশন পূর্ব নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$

আবার

- কমিশন পরবর্তী নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{\text{১০০-কমিশন হার}}$

■ কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর

- কমিশন=কমিশন পরবর্তী নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$

আবার

- কমিশন পূর্ব নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{\text{১০০+কমিশন হার}}$
- আয়কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর।

টপিক গাণিতিক সমস্যা

১. মারুফ গ্রুপ ২০১৮ কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ১০% হারে কমিশন প্রদান করেন। যদি কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা ৯০০০০ টাকা হয় তবে কমিশন পরবর্তী মুনাফা কত?

সমাধান কমিশন পরবর্তী = $\frac{\text{কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা}}{১০০}$ × ১০০ - কমিশন হার
= $\frac{৯০০০০}{১০০}$ × ১০০ - ১০
= ৮১০০০ টাকা

২. মি. কামাল কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ২০% হারে কমিশন প্রদান করেন। যদি কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা ৮০০০০ টাকা হয় তবে কমিশন পরবর্তী মুনাফার পরিমান কত?

সমাধান কমিশন পরবর্তী = $\frac{\text{কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা}}{১০০}$ × ১০০ - কমিশন হার
= $\frac{৮০০০০}{১০০}$ × ১০০ - ২০
= ৬৪০০০ টাকা

৩. ২০১৫ সালে BRB ক্যাবলস কমিশন পরবর্তী মুনাফার উপর ১৫% হারে কমিশন প্রদান করে যদি কমিশন পরবর্তী মুনাফা ১০০০০০ টাকা হয় তাহলে কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা কত টাকা?

সমাধান কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা = $\frac{\text{কমিশন পরবর্তী মুনাফা}}{১০০}$ × ১০০ + কমিশন হার
= $\frac{১০০০০০}{১০০}$ × ১০০ + ১৫
= ১৫০০০০ টাকা

৪. জনাব খালেক সাহেব কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ২৫% হারে কমিশন প্রদান করেন। যদি কমিশনের পরিমান ৭৫০০০ টাকা হয়। তাহলে কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা কত ছিলো?

সমাধান কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা = $\frac{\text{কমিশন}}{\text{কমিশন হার}}$ × ১০০ + কমিশন হার
= $\frac{৭৫০০০০}{২৫}$ × ১০০
= ৩০০০০০ টাকা

CamScanner

...নাব ফয়সাল আহমেদ ২০১৭ সালে কমিশন পূববর্তী মুনাফার উপর ১৫%হারে কমিশন প্রদান করেন। কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা ৬০০০০ টাকা হলে কমিশনের পরিমান কত?

সমাধান: কমিশন $= \frac{\text{কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা}}{১০০} \times$ কমিশন হার

$= \frac{৬০০০০}{১০০} \times ১৫$

$=$ ৯০০০ টাকা

...কালাম ২০% হারে কর প্রদান করেন। যদি প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ৮০০০০ হয়। তাহলে কর পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ কত হবে?

সমাধান: কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{১০০ - \text{কমিশন হার}} \times ১০০$

$= \frac{৮০০০০}{১০০ - ২০} \times ১০০$

$=$ ১০০০০০ টাকা

...কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার y এর জন্য নির্ধারিত ১০% কমিশন বাবদ সে ১০০০০ টাকা পেল। প্রতিষ্ঠানের তিনজন অংশীদার x, y, z এর মুনাফা বন্টন ২ঃ১ঃ২। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশে বাবদ y কত টাকা পাবে?

সমাধান: নোট: অংশীদারদের মধ্যে নীট লাভ/ বন্টন করা হয়

নীট মুনাফা $= \frac{\text{কমিশন}}{\text{কমিশন হার}} \times ১০০$

$= \frac{১০০০০}{১০০} \times ১০০$

$=$ ১০০০০০ টাকা

y প্রাপ্য টাকা $= \frac{\text{নীট লাভ}}{৫} \times ১$

$= \frac{১০০০০০}{৫} \times ১$

$=$ ২০,০০০ টাকা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. ফার্মের নিট মুনাফা ৫০০০ টাকা। করের হার ৪০% হলে করপূর্ব মুনাফা-

A. ৯০০০ টাকা   B. ৭০০০ টাকা

C. ৮৩৩৩ টাকা   D. ৭৯৪২ টাকা

(C) Explanation/ এখানে, করের হার ৪০% অর্থাৎ মুনাফা ১০০ হলে কর ৪০ টাকা

∴ মুনাফা = (১০০ - ৪০) = ৬০ টাকা।

মুনাফা ৬০ টাকা হলে করপূর্ব মুনাফা = ১০০ টাকা

∴ " ১ " " " " $= \frac{১০০}{৬০}$ "

∴ " ৫০০০ " " " " $= \frac{১০০ \times ৫০০০}{৬০}$ "

$=$ ৮৩৩৩ টাকা।

02. কোম্পানি কর্তৃক সংগৃহীত VAT হলো-

A. কোম্পানি আয়

B. সরকারের আয়

C. কোম্পানি ও সরকারের উভয়ের আয়

D. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়

(B) Explanation/

- পরিমার্জিত VAT আইন করা হয় ২০১২ সালে এবং প্রয়োগ করা হয় ২০১৯ সালে।
- VAT সম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশ ভ্যাট আইন চালু হয় ১৯৯১ সালে।
- আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত ভ্যাট হার ১৫%
- ক্রয়ের ভ্যাট (কোম্পানির জন্য) সম্পদ বিক্রয়ের ভ্যাট (কোম্পানির জন্য) দায়
- কোম্পানি কতৃক সংগ্রহীত ভ্যাট সরকারের আয়।

03. VAT এর পূর্ণরূপ কি?

A. Value Average Tax

B. Volume Added Tax

C. Value Added Tax

D. Value Above Tax

(C) Explanation/ VAT: Value Added Tax

GAAP: Generally accepted accounting Principles

IFRS: International Finacial Reporting Standards.

04. ৩০% কর হারে একটি কর বছরে কর-পরবর্তী আয় ৩৫০০০ হাজার টাকা হলে কর-পূর্ববর্তী আয় এবং কর যথাক্রমে কত

A. ৪৫৫ এবং ১০৫

B. ৪৭০ এবং ১২০

B. ৫০০ এবং ১৫০

D. ৬০০ এবং ২৫০

(C) Explanation/ কর পরবর্তী মুনাফা = ১০০ - ৩০% = ৭০%

করপূর্ব আয় = ৩৫০ + ১৫০ = ৫০০টাকা

∴ করপূর্ব আয় ৫০০টাকা এবং কর ১৫০টাকা

05. বিক্রয় ১,২৪,৮৭৫ টাকা, মালিকানা তহবিল ৩,০৩,৭৫০ টাকা এবং মূলধনের আবর্তন অনুপাত ০.৩০ বার হলে, বিনিয়োজিত মূলধন-

A. ৪,১৬,২৫০

B. ৯১,১২৫

C. ৩৭,৪৬৩

D. ১০,১২,৫০০ টাকা

(C) Explanation/ প্রশ্নে বিনিয়োজিত আবর্তনের হার ০.৩০ বার দেওয়া আছে এবং নিট বিক্রয় ১২৪৮৭৫ টাকা দেওয়া আছে।

মূলধন আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$

$\Rightarrow .৩০ = \frac{১২৪৮৭৫}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$

$\Rightarrow$ বিনিয়োজিত মূলধন $= \frac{১২৪৮৭৫}{.৩০}$

$\Rightarrow$ বিনিয়োজিত মূলধন = ৪১৬২৫০

06. মজুদ আবর্তন অনুপাত -

A. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/সমাপনী মজুদ

B. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/প্রারম্ভিক মজুদ

C. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/গড় মজুদ

D. ক্রয়/গড় মজুদ

(C) Explanation/

- মজুদ আবর্তন অনুপাত = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ÷ গড় মজুত।
- গড় মজুত = (প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত ÷ ২)।
- মজুত আবর্তন অনুপাতের আদর্শমান হলো বছরে ৮বার।

07. একটি ফার্মের চলতি দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা পরিমাপ করে-

A. তুরিত অনুপাত   B. নিট মুনাফা

C. মোট লাভের হার   D. ঋণ ইক্যুইটি

(A) Explanation/

- তুরিত অনুপাত: প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা প্রকাশকরে।

তুরিত অনুপাত $= \frac{\text{তুরিত সম্পদ}}{\text{তুরিত দায়}}$

- তুরিত সম্পদ = (নগদ + স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ + নিট প্রাপ্যসমূহ) অথবা,(চলতি সম্পদ - মজুদ পণ্য - অগ্রিম খরচসমূহ)
- তুরিত দায় = চলতি দায় - ব্যাংক জমাতিরিক্ত
- তুরিত অনুপাতের আদর্শ মান = ১:১

CamScanner

08. **নিচের কোনটি আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত?**
A. মালিকানা অনুপাত
B. স্থায়ী সম্পদ অনুপাত
C. দ্রুত অনুপাত
D. দেনাদার মালিকানা অনুপাত **(A)**

09. **'নগদ লভ্যাংশ প্রদান' নগদ প্রবাহ বিবরণীতে যে শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়-**
A. পরিচালনা কার্যক্রম
B. বিনিয়গ কার্যক্রম
C. অর্থায়ন কার্যক্রম
D. কোনটিই নয়

(C) Explanation বিভিন্ন ধরনের নগদ প্রবাহগুলো নিম্নের ছকে দেখানো হলো-
পরিচালনাকৃত নগদ প্রবাহ
অবচয়/অবলোপন

স্থায়ী	সম্পত্তির	বিক্রয়জনিত	লাভ
স্থায়ী	সম্পত্তির	বিক্রয়জনিত	ক্ষতি
চলতি	সম্পত্তির	বৃদ্ধি	চলতি সম্পত্তির হ্রাস

10. **পরিশোধিত আয়ের অনুপাত কোনটি?**
A. নগদ লভ্যাংশ/ নিট মুনাফা
B. নিট মুনাফা/ নিট বিক্রয়
C. নিট আয়/ গড় সম্পদ
D. মোট ঋণ/ মোট সম্পদ **(A)**

11. **লভ্যাংশ প্রদান Cash Flow Statement এর কোন Section এ দেখানো হয়?**
A. Operating Section
B. Investment Section
C. Financing Section
D. B এবং C **(C)**

12. **নীট চলতি মূলধন ১৮০ হাজার টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫:২ হলে চলতি দায়ের পরিমাণ কত হাজার টাকা?**
A. ৩০০ B. ১২০
C. ১০০ D. ৭২

(B) Explanation চলতি অনুপাত ৫:২ মানে হলো চলতি সম্প ৫ হলে চলতি দায় ২
∴ চলতি মূলধন = চলতি সম্পদ − চলতি দায় = ৫−২ = ৩
চলতি মূলধন ৩ টাকা চলতি দায় ২টাকা
" " ১ " " " $\frac{২}{৩}$ "
" " ১৮০ " " " $\frac{২ \times ১৮০}{৩}$ " = ১২০ হাজার টাকা

13. **পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় কোন ধরনের নগদ প্রবাহ?**
A. পরিচালনাকৃত B. অর্থায়নকৃত
C. বিনিয়োগকৃত D. অপরিচালনকৃত

(C) Explanation দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রবাহ বিবরণী তে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অন্তভুক্ত করা হয়। যেমন: স্থায়ী সম্পত্তি নগদে বিক্রয় ও ক্রয়
বিনিয়োগ বিক্রয় ও ক্রয়
মেয়াদপূর্তিতে বিনিয়োগের মূল্য প্রাপ্তি।

14. **পরিচালনগত নগদপ্রবাহ নির্ণয়ে কোনটি নীট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয়?**
A. সম্পদ
B. অবচয়
C. দায়
D. বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত মুনাফা

(B) Explanation পরিচালনগত নগদপ্রবাহ নির্ণয়ে নীট মুনাফার সাথে অবচয় সবসময় যোগ করতে হয়। অবচয় অনগদ লেনদেন।

অধ্যায় ২৪ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

হিসাববিজ্ঞান

টপিক: ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান

- হিসাববিজ্ঞানের যে শাখার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সঠিকভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উপস্থাপন ও সরবরাহ করে ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করে তাকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান বলে।
- ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা।

টপিক: বাজেটের ধারণা

- আধুনিক ব্যবসায় জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তা জনিত ঝুঁকি বিদ্যমান। আর এই পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তা জনিত ঝুঁকির মোকাবেলা এবং ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবসায় পরিচালনা করতে বাজেটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। Budget শব্দটি ফরাসি Budgette শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ একটি ব্যাগ বা থলে। সুতরাং উৎপত্তি দিক হতে বাজেট হচ্ছে একটি ব্যাগ বা থলে যার মধ্যে একটি ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট সময়ের প্রত্যাশিত আয়, ব্যয় বা আর্থিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৭৩৩ সালে বৃটেনে সর্ব প্রথম সরকারের বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা নির্দেশের জন্য বাজেট শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাজেট হলো কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনার সংখ্যাগত প্রকাশ।

টপিক: অনুদান প্রান্ত

- বিক্রয় মূল্য হতে বিক্রয়ের প্রান্তিক ব্যয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশ বলে। একে প্রান্তিক আয়ও বলা হয়ে থাকে। অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশ বা প্রান্তিক আয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি না পেলে অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার বিক্রয় হ্রাস পেলে উহার পরিমাণ হ্রাস পায়। অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশ হতে স্থায়ী ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

■ অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশ বা প্রান্তিক আয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্র:
- একক প্রতি অনুদান প্রান্ত
= একক প্রতি বিক্রয় মূল্য - একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়
- অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়
অথবা
অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় × অনুদান প্রান্ত অনুপাত
অথবা
অনুদান প্রান্ত = স্থায়ী ব্যয় + মুনাফা

টপিক: অনুদান প্রান্ত অনুপাত

■ মুনাফা পরিমাণ অনুপাত হল বিক্রয়ের উপর অনুদান প্রান্তের অনুপাত। এ অনুপাত বিক্রয়ের সাথে অনুদান প্রান্তের সম্পর্ক প্রকাশ করে। এ অনুপাত শতকরা হারে প্রকাশিত হয়। উচ্চ অনুদান প্রান্ত অনুপাত দেখায় যে, সামান্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অধিক মুনাফা বৃদ্ধি পায় কারণ উৎপাদন বা বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে স্থায়ী খরচ বৃদ্ধি পায় না। অনুদান প্রান্ত অনুপাত বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা সর্বোচ্চ করা যায় যা বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি, পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন মিশ্রণ উন্নতির মাধ্যমে করা যায়।

■ অনুদান প্রান্ত অনুপাত নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী:

অনুদান প্রান্ত অনুপাত = $\frac{\text{অনুদানপ্রান্ত}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

অথবা,

অনুদান প্রান্ত অনুপাত = $\frac{\text{মুনাফার পরিবর্তন}}{\text{বিক্রয়ের পরিবর্তন}} \times ১০০$

অথবা,

অনুদান প্রান্ত অনুপাত = ১০০%-বিক্রয়ের ওপর পরিবর্তনশীলব্যয়ের হার

CS CamScanner

অনুদান প্রান্ত অনুপাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত। এ অনুপাত মুনাফা অর্জিত হয় তা নির্দেশ করে। উচ্চ অনুদান প্রান্ত অনুপাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চ মুনাফা নির্দেশ করে এবং নিম্ন অনুদান প্রান্ত অনুপাত ব্যবসায়ের নিম্ন মুনাফা অর্জন ক্ষমতা নির্দেশ করে।

টপিক ২ সমচ্ছেদ বিন্দু

সমচ্ছেদ বিন্দু বলতে উৎপাদনের পরিমাপের ঐ পর্যায়কে বুঝায় যে পর্যায়ে মোট ব্যয় এবং মোট আয় সমান হয় সুতরাং বলা যায় যে, সমচ্ছেদ বিন্দু বা সম-আয় ব্যয় বিন্দু বলতে উৎপাদন বা বিক্রয়ের মাত্রার এমন একটি অবস্থানকে বুঝায় যেখানে মোট বিক্রয়, মোট ব্যয়ের সমান হয়। সমচ্ছেদ বিন্দুর চেয়ে বিক্রয় উচ্চ হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

অন্যদিকে সমচ্ছেদ বিন্দুর চেয়ে বিক্রয় নিম্নগামী হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়।

সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী :

- এককসমচ্ছেদবিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি অনুদান প্রান্ত}}$

অথবা,
- এককে সমচ্ছেদ বিন্দু = বিক্রয় একক – নিরাপত্তা প্রান্ত একক
- টাকায় সমচ্ছেদ বিন্দু= $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{অনুদান প্রান্ত অনুপাত}}$

অথবা,
- টাকায় সমচ্ছেদ বিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{অনুদান প্রান্ত}}$ × একক প্রতি বিক্রয় মূল্য

অথবা,
- টাকায় সমচ্ছেদ বিন্দু = বিক্রয় – নিরাপত্তা প্রান্ত

টপিক ২ নিরাপত্তা প্রান্ত

সমচ্ছেদ বিন্দু হতে প্রকৃত বিক্রয় যতটুকু বেশি হয় তাকে নিরাপত্তা প্রান্ত বলে।

- প্রকৃত বিক্রয় সমচ্ছেদ বিন্দুর যত উপরে থাকবে নিরাপত্তা প্রান্ত তত বড় হবে এবং ব্যবস্থাপনা তত বেশি নিরাপত্তা অনুভব করবে। নিরাপত্তা প্রান্ত যত বড় হবে বিক্রয় হ্রাসের কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা তত হ্রাস পাবে।
- পক্ষান্তরে নিরাপত্তা প্রান্ত যত ছোট হবে বিক্রয় হ্রাসের মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে। কারণ বিক্রয় সমচ্ছেদ বিন্দুর নীচে নামলেই ক্ষতি শুরু হবে। স্থায়ী ব্যয় অধিক হওয়ার জন্য নিরাপত্তা প্রান্ত ছোট হয়ে থাকে।

নিম্নবর্ণিত কারণে নিরাপত্তা প্রান্ত বৃদ্ধি পায় :
- স্থায়ী ব্যয় হ্রাস পেলে
- পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পেলে
- বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পেলে
- উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে

নিরাপত্তা প্রান্ত নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী :
- নিরাপত্তা প্রান্ত (টাকায়) = প্রকৃত বিক্রয় - সমচ্ছেদ বিক্রয়

অথবা, নিরাপত্তা প্রান্ত = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{অনুদানপ্রাপ্ত অনুপাত}}$
- নিরাপত্তা প্রান্ত (এককে) = প্রকৃত বিক্রয় একক - সমচ্ছেদ বিক্রয় একক

অথবা, নিরাপত্তা প্রান্ত (এককে) = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{একক প্রতি অনুদানপ্রাপ্ত}}$

পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র :
- পরিবর্তনশীল ব্যয় = বিক্রয় - অনুদান প্রান্ত

অথবা,

পরিবর্তনশীল ব্যয় = বিক্রয়-মুনাফা - স্থায়ী ব্যয়

অথবা,

পরিবর্তনশীল ব্যয়=বিক্রয়+বিক্রয়ের উপর পরিবর্তনশীল ব্যয়েরঅনুপাত
- একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত = একক প্রতি বিক্রয়মূল্য - একক প্রতি অনুদান প্রান্ত

অথবা,
- একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = $\frac{\text{ব্যয়ের পরিবর্তন}}{\text{উৎপাদনের পরিবর্তন}}$

■ **বিক্রয় :**

বিক্রয়=পরিবর্তনশীল ব্যয়+স্থায়ী ব্যয়+মুনাফা

অথবা,

বিক্রয়=পরিবর্তনশীল ব্যয়+অনুদান প্রান্ত

অথবা,

বিক্রয়= $\frac{\text{অনুদান প্রান্ত}}{\text{অনুদান প্রান্ত অনুপাত}}$

প্রতি এককে বিক্রয়মূল্য = একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়+এককপ্রতি অনুদান প্রান্ত

■ **মুনাফা :**
- মুনাফা = বিক্রয়-পরিবর্তনশীল ব্যয়-স্থায়ী ব্যয়

অথবা,

মুনাফা = অনুদান প্রান্ত-স্থায়ী ব্যয়

অথবা,

মুনাফা = নিরাপত্তা প্রান্ত × অনুদান প্রান্ত অনুপাত

■ **বিক্রয়ের উপর পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত :**

বিক্রয়ের উপর পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত = $\frac{\text{পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{বিক্রয়}}$ × ১০০

অথবা,

একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত=১০০%-অনুদান প্রান্ত অনুপাত

■ **স্থায়ী ব্যয় :**
- স্থায়ী ব্যয় = অনুদান প্রান্ত মুনাফা

অথবা,

স্থায়ী ব্যয় = মোট ব্যয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়

অথবা,

স্থায়ী ব্যয় = বিক্রয় - মুনাফা - পরিবর্তনশীল ব্যয়

টপিক ২ সংশ্লিষ্ট গাণিতিক সমস্যা

০১. নিম্নের তথ্যাবলি হতে একক প্রতি ও মোট অনুদান প্রান্ত নির্ণয় করা। একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ৯০ টাকা, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ৫০ টাকা, স্থায়ী ব্যয় ৫০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় একক ৫০০০ টাকা।

সমাধান একক প্রতি অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়
= ৯০ - ৫০
= ৪০ টাকা

মোট অনুদান প্রন্ত = (মোট বিক্রয় একক × একক পতি অনুদান প্রান্ত)
= ৫০০০ × ৪০
= ১,২০,০০০ টাকা

০২. বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, অনুদান প্রান্ত অনুপাত ৪০%, স্থায়ী ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। উপরে বর্ণিত তথ্যাবলি থেকে অনুদান প্রান্ত নির্ণয় কর।

সমাধান অনুদান প্রান্ত = (বিক্রয় × অনুদান প্রান্ত অনুপাত)
= ১,০০,০০ × ৪০%
= ৪০,০০০ টাকা

০৩. মি. খান গ্রুপ এর মোট স্থায়ী ব্যয় ২,৮০,০০০ টাকা এবং মুনাফার পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা। মি. খান গ্রুপের অনুদান প্রান্ত হবে কত টাকা?

সমাধান অনুদান প্রান্ত = স্থায়ী ব্যয় + মুনাফা
= ২,৮০,০০০ + ৬০,০০০
= ৩,৪০,০০০ টাকা

০৪. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে অনুদান প্রান্ত অনুপাত নির্ণয় কর। একক প্রতি বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা, একক পরিবর্তনশীল ব্যয় ৭৫ টাকা এবং স্থায়ী ব্যয় ২,৭০,০০০ টাকা।

সমাধান অনুদান প্রান্ত অনুপাত = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রয়}}$ × ১০০
= $\frac{২৫}{১০০}$ × ১০০
= ২৫%

CamScanner

০৫. রাসেল লিঃ এর স্থায়ী ব্যয় ৫০,০০০ টাকা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ৮ টাকা এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ১৩ টাকা হলে উক্ত কোম্পানির সমচ্ছেদ বিক্রয় কত হবে (এককে ও টাকায়)?

সমাধান একক প্রতি অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়

= ১৩ - ৮

= ৫ টাকা

$$\text{সমচ্ছেদ একক} = \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি অনুদান প্রান্ত}}$$

$$= \frac{১০,০০০}{৫}$$

= ১০,০০০ একক

সমচ্ছেদ টাকায় = (সমচ্ছেদ একক × একক প্রতি বিক্রয় মূল্য)

= ১০,০০০ × ১৩

= ১,৩০,০০০ টাকা

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. একটি প্রতিষ্ঠানের ১০০০ একক পণ্য উৎপাদনের মোট ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং ১৪০০ এককে মোট ব্যয় ২৬.০০০ টাকা হলে, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হবে— [NU- Business: 2014-15]

A. ১৫.০০ টাকা B. ১৯.১৬ টাকা
C. ২০.০০ টাকা D. ১৮.৫৭ টাকা
Ⓐ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ

01. পরিচালনগত নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে নিচের কোনটি নিট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয়?

A. অবচয় B. বিনিয়োগ বিক্রয়জনিত মুনাফা
C. চলতি দায়ের বৃদ্ধি D. চলতি সম্পদের হ্রাস
ⒸⒹ

02. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তৈরীকৃত নগদ প্রবাহ বিবরণীতে দেখানো হয়?

A.আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি B. বাকিতে পণ্য বিক্রয়
C. অবচয় D. সরবরাহকারী নগদ প্রদান
Ⓓ

03. 'পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়' কোন ধরনের নগদ প্রবাহ?

A. পরিচালনাকৃত B. বিনিয়োগকৃত
C. অর্থায়নকৃত D. A এবং B

Ⓑ Explanation পরিচালনকৃত নগদ প্রবাহ:

অবচয়/অবলোপন স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ

স্থায়ী সম্পত্তির

বিক্রয় জনিত ক্ষতি চলতি সম্পত্তির বৃদ্ধি

চলতি সম্পত্তির হ্রাস

চলতি দায়ের বৃদ্ধি

চলতি দায়ের হ্রাস

বিনিয়োগকৃত নগদ প্রবাহ: দীর্ঘমেয়াদি/স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়

দীর্ঘমেয়াদি/স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়

অর্থায়নকৃত নগদ প্রবাহ:

শেয়ার ইস্যু বন্ড ইস্যু

লভ্যাংশ প্রদান বন্ড পরিশোধ

04. নিম্নের কোন বর্ণনাটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সীমার জন্যে সমচ্ছেদ বিন্দুর অনুমান?

A. অপরিবর্তনীয় মোট খরচ।
B একক প্রতি পরিবর্তনীয় খরচ স্থির
C অসরলরৈখিক চলতি খরচ।
D একক প্রতি অপরিবর্তনীয় স্থির খরচ।

Ⓑ Explanation নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদনের জন্য একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় স্থির এবং একক প্রতি স্থির ব্যয় পরিবর্তনশীল।

05. নিরাপত্তা প্রান্ত বৃদ্ধি পাবে যদি-

A. উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পায়
B. একক প্রতি বিক্রয়মূল্য হ্রাস পায়
C. পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায়
D. স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়

Ⓐ Explanation নিরাপত্তা প্রান্ত হলো প্রকৃত বিক্রয় ও সমচ্ছেদ বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ।

অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রান্ত = প্রকৃত বিক্রয় – সমচ্ছেদ বিক্রয়

সুতরাং অন্যান্য অবস্থা অর্থাৎ সমচ্ছেদ বিক্রয় স্থির থেকে উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে নিরাপত্তা প্রান্ত বৃদ্ধি পাবে। যেমন: যখন বিক্রয় ১০ টাকা ও সমচ্ছেদ বিক্রয় ৫ টাকা, তখন নিরাপত্তা প্রান্ত দাঁড়ায় (১০−৫) = ৫ টাকা, আবার যখন বিক্রয় বেড়ে ১৫ টাকা হয় এবং সমচ্ছেদ বিক্রয় ৫ টাকা স্থির থাকে তখন নিরাপত্তা প্রান্ত বৃদ্ধি পেয়ে (১৫−৫) = ১০ টাকা হয়।

06. একটি কোম্পানি ২,০০,০০০টি পেন প্রতি একক ৪ টাকা দরে বিক্রয়ের পরিকল্পনা করছে। যদি দত্তাংশ অনুপাত ২৫% হয় এবং ঐ পরিমাণ বিক্রয় ব্রেক ইভেন বিন্দু হয়, তবে এর স্থির ব্যয় কত?

A.১,০০, ০০০ টাকা
B.১,৬০,০০০ টাকা
C.২,০০,০০০ টাকা
D.৩,০০,০০০ টাকা

Ⓒ Explanation ব্রেক ইভেন বিন্দু (টাকা)

$$= \frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{দত্তাংশ অনুপাত/কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত}}$$

$$\Rightarrow (২,০০,০০০ \times ৪) = \frac{\text{স্থির ব্যয়}}{০.২৫}$$

⇒স্থির ব্যয় = ৮,০০,০০০×০.২৫ = ২,০০,০০০ টাকা

07. একটি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনশীল খরচের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা এবং কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত ৫০%। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

A. ৩৭,৫০০ টাকা B. ৫০,০০০ টাকা
C. ৭৫,০০০ টাকা D. ১,০০,০০০টাকা

Ⓑ Explanation পরিবর্তনশীল অনুপাত= বিক্রয় অনুপাত - কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = (১০০ - ৫০%) = ৫০%

সুতরাং পরিবর্তনশীল ব্যয় = বিক্রয় × পরিবর্তনশীল ব্যয় অনুপাত

⇒ ২৫,০০০ = বিক্রয় × ৫০%

$$\Rightarrow \text{বিক্রয়} = \frac{2500 \times 100}{50} = ৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

08. একটি প্রতিষ্ঠানের মাসিক স্থায়ী খরচ ২০,০০০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল খরচের অনুপাত ৮০% প্রতিষ্ঠানটির মাসিক সমচ্ছেদ বিন্দু কত?

A. ৫০,০০০ টাকা B. ১,০০,০০০ টাকা
C. ৮০,০০০ টাকা D. ১,৬০,০০০ টাকা

Ⓑ Explanation কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত

= বিক্রয় অনুপাত – পরিবর্তনশীল ব্যয় অনুপাত

= ১০০% – ৮০%

= ২০% = ০.২০

আবার,

$$\text{সমচ্ছেদ বিন্দু (টাকা)} = \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত}}$$

$$= \frac{২০০০০}{০.২০} = ১,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

09. সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে প্রকৃত বিক্রয়ের দুলত্বকে বলে-

A. ব্যয় প্রাপ্ত B. পরিচালনা লিভারেজ
C. আর্থিক লিভারেজ D. নিরাপত্তা প্রাপ্ত

Ⓓ Explanation নিরাপত্তা প্রাপ্ত = বিক্রয় – সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রয়।

CS CamScanner

একটি কোম্পানির বিক্রয় ১৪,০০,০০০ টাকা, নিরাপত্তা মার্জিন অনুপাত ৪০% ও মুনাফা পরিমাণ অনুপাত ২০%। সমচ্ছেদ বিন্দুর পরিমাণ কত টাকা?

A. ৭,৫০,০০০টাকা
B. ৮,২০,০০০টাকা
C. ৮,৪০,০০০টাকা
D. ৮,৬০,০০০ টাকা

Explanation/ নিরাপত্তা মার্জিন = (১৪,০০,০০০× ৪০%)=৫,৬০,০০০

সুতরাং সমচ্ছেদ বিন্দু = বিক্রয় - নিরাপত্তা মার্জিন
= ১৪,০০,০০০ - ৫,৬০,০০০ = ৮,৪০,০০০

একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। যদি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত ৪৫% হয় তবে অনুদান প্রান্তের পরিমাণ কত?

A. ৪৫,০০০টাকা
B. ৫০,০০০টাকা
C. ৫৫,০০০টাকা
D. ৬০,০০০ টাকা

Explanation/ অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়
= ১,০০,০০০ - (১,০০,০০০ × ৪৫%)
= ১,০০,০০০ - ৪৫,০০০
= ৫৫,০০০ টাকা

একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। যদি প্রতিষ্ঠানটির কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত ৪০% হয় তবে পরিবর্তনশীল খরচের পরিমাণ কত?

A. ২০,০০০
B. ৩০,০০০
C. ৪০,০০০
D. ৬০,০০০

Explanation/ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = $\frac{\text{কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}{\text{বিক্রয়}}$

কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয় - পরিবর্তন শীল ব্যয়}}{\text{বিক্রয়}}$

⇒ ০.৪০ = $\frac{\text{১০০০০০-পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{১০০০০০}}$

⇒ ০.৪০ * ১,০০,০০০ = ১,০০,০০০ - পরিবর্তনশীল ব্যয়

⇒ পরিবর্তনশীল ব্যয় = ১,০০,০০০ - ৪০,০০০ = ৬০,০০০

নিচের কোনটি সমচ্ছেদ বিন্দুকে প্রভাবিত করে না?

A. স্থায়ী খরচের বৃদ্ধি
B. পরিবর্তনশীল খরচের বৃদ্ধি বিক্রয়
C. এককের বৃদ্ধি
D. বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধি

Explanation/ সমচ্ছেদ বিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{বিক্রয়মূল্য - পরিবর্তনশীল খরচ}}$

কোন কোম্পানি একটি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত এবং স্থায়ী খরচ বাবদ বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা ব্যয় হয়, পরিবর্তনশীল খরচ প্রতি একক ৫ টাকা এবং প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য ১৫ টাকা। বার্ষিক বিক্রয় চাহিদা হচ্ছে ৭,০০০ একক। সমচ্ছেদ বিন্দু কত?

A. ২,০০০
B. ৩,০০০
C. ৪,০০০
D. ৬,০০০

Explanation/

সমচ্ছেদ বিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য-একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

= $\frac{\text{৩০০০০}}{\text{১৫-৫}}$ = ৩,০০০ একক

যদি একক প্রতি বিক্রয় ২০ টাকা; পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি ১২ টাকা, এবং স্থায়ী ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা হয়, তাহলে সমচ্ছেদ বিক্রয় একক কত?

A. ১,০৩০ একক
B. ১,৭৫০ একক
C. ৬,৯১৭ একক
D. ৪,৩৭৫ একক

Explanation/ সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রয় একক

= $\frac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}$

= $\frac{\text{৩৫,০০০}}{\text{২০ - ১২}}$ = $\frac{\text{৩৫,০০০}}{\text{৮}}$ = ৪,৩৭৫ একক

PRIME TEST

01. কোনটির মাধ্যমে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ বিক্রয় + স্থির ব্যয়
Ⓒ স্থির ব্যয় - মুনাফা Ⓓ বিক্রয় ÷ সমচ্ছেদ বিক্রয়

02. কোনটির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রান্ত নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ প্রকৃত বিক্রয় – সমচ্ছেদ বিক্রয় Ⓑ মুনাফা ÷ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন অনুপাত ÷ মুনাফা Ⓓ প্রকৃত বিক্রয় + সমচ্ছেদ বিক্রয়

03. কোনটির মাধ্যমে বিক্রয় নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ পরিবর্তনশীল বিক্রয় - সমচ্ছেদ বিক্রয়
Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় + স্থির ব্যয় + মুনাফা
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় + মুনাফা Ⓓ মোট ব্যয় + কন্ট্রিবিউশন মার্জিন

04. কোনটির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ বিক্রয়-স্থির ব্যয়-মুনাফা Ⓑ বিক্রয়-কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-মুনাফা
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয়+মুনাফা Ⓓ বিক্রয়-মুনাফা+স্থির ব্যয়

05. কোনটি স্থির ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র?
Ⓐ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন+মুনাফা Ⓑ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-মুনাফা
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-ক্ষতি Ⓓ বিক্রয়-মুনাফা+পরিবর্তনশীল ব্যয়

06. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার কোনটি?
Ⓐ আর্থিক হিসাববিজ্ঞান Ⓑ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান
Ⓒ মান সম্পদ হিসাববিজ্ঞান Ⓓ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান

07. কত সালে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান আধুনিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে?
Ⓐ ১৯৭৭ Ⓑ ১৮০০ Ⓒ ১৯৫০ Ⓓ ১৯৭৩

08. কোন দেশকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিতকরা হয়?
Ⓐ ইতালি Ⓑ ভারত Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র

09. কোনটির কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ লাভ÷ বিক্রয় Ⓑ পরিচালনা মুনাফা ÷ বিক্রয়
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ÷ বিক্রয় Ⓓ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন÷স্থির ব্যয়

10. স্থির ব্যয়-
Ⓐ মোট পরিমান পরিবর্তনশীল Ⓑ একক প্রতি পরিবর্তনশীল
Ⓒ মোট পরিমান আধা পরিবর্তনশীল Ⓓ একক প্রতি আধা পরিবর্তনশীল

11. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়-
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ কর্মচারীদের বেতন
Ⓒ সম্পত্তির অবচয় Ⓓ কারখানার ভাড়া

12. যে ব্যয় অতীতে সম্পাদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে উদ্ধার যোগ্য নয়তাকেকী বলে?
Ⓐ ঐতিহাসিক ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয় Ⓒ কালীন ব্যয় Ⓓ নিমজ্জিত ব্যয়

13. উৎপাদনের পরিমান একক প্রতি বৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে যে ব্যয়ের ব্যয়ের বৃদ্ধি-হ্রাসঘটে তাকে কী বলে?
Ⓐ স্থির ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরোক্ষ ব্যয়

14. প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যয়ের একক প্রতি ব্যয় স্থির কিন্তু মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ কালীন ব্যয়

15. ব্যয় বলতে কোনটিকে বোঝায়?
Ⓐ স্বল্প মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓑ দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓒ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓓ দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বর্তমান দায় ত্যাগ

Answer Sheet

01.	A	02.	A	03.	B	04.	A	05.	B
06.	D	07	D	08.	A	09.	C	10.	B
11.	A	12.	D	13.	B	14.	A	15.	C

CamScanner

10. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১৪,০০,০০০ টাকা, নিরাপত্তা মার্জিন অনুপাত ৪০% ও মুনাফা পরিমাণ অনুপাত ২০%। সমচ্ছেদ বিন্দুর পরিমাণ কত টাকা?

A. ৭,৫০,০০০টাকা
B. ৮,২০,০০০টাকা
C. ৮,৪০,০০০টাকা
D. ৮,৬০,০০০ টাকা

Ⓒ Explanation নিরাপত্তা মার্জিন = (১৪,০০,০০০× ৪০%)=৫,৬০,০০০

সুতরাং সমচ্ছেদ বিন্দু = বিক্রয় - নিরাপত্তা মার্জিন

= ১৪,০০,০০০ - ৫,৬০,০০০ = ৮,৪০,০০০

11. একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। যদি পরিবর্তনশীল খরচের অনুপাত ৪৫% হয় তবে অনুদান প্রান্তের পরিমাণ কত?

A. ৪৫,০০০টাকা
B. ৫০,০০০টাকা
C. ৫৫,০০০টাকা
D. ৬০,০০০ টাকা

Ⓒ Explanation অনুদান প্রান্ত = বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়

= ১,০০,০০০ - (১,০০,০০০ × ৪৫%)

= ১,০০,০০০ - ৪৫,০০০

= ৫৫,০০০ টাকা

12. একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। যদি প্রতিষ্ঠানটির কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত ৪০% হয় তবে পরিবর্তনশীল খরচের পরিমাণ কত?

A.২০,০০০
B.৩০,০০০
C.৪০,০০০
D. ৬০,০০০

Ⓓ Explanation কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = $\frac{\text{কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}{\text{বিক্রয়}}$

কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয় - পরিবর্তন শীল ব্যয়}}{\text{বিক্রয়}}$

$\Rightarrow$ ০.৪০ = $\frac{\text{১০০০০০-পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{১০০০০০}}$

$\Rightarrow$ ০.৪০ * ১,০০,০০০ = ১,০০,০০০ - পরিবর্তনশীল ব্যয়

$\Rightarrow$ পরিবর্তনশীল ব্যয় = ১,০০,০০০ - ৪০,০০০ = ৬০,০০০

13. নিচের কোনটি সমচ্ছেদ বিন্দুকে প্রভাবিত করে না?

A. স্থায়ী খরচের বৃদ্ধি
B. পরিবর্তনশীল খরচের বৃদ্ধি বিক্রয়
C. এককের বৃদ্ধি
D. বিক্রয়মূল্যের বৃদ্ধি

Ⓒ Explanation সমচ্ছেদ বিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{বিক্রয়মূল্য - পরিবর্তনশীল খরচ}}$

14. কোন কোম্পানি একটি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত এবং স্থায়ী খরচ বাবদ বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা ব্যয় হয়, পরিবর্তনশীল খরচ প্রতি একক ৫ টাকা এবং প্রতি এককের বিক্রয় মূল্য ১৫ টাকা। বার্ষিক বিক্রয় চাহিদা হচ্ছে ৭,০০০ একক। সমচ্ছেদ বিন্দু কত?

A.২,০০০
B.৩,০০০
C.৪,০০০
D.৬,০০০

Ⓑ Explanation

সমচ্ছেদ বিন্দু = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য-একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

= $\frac{৩০০০০}{১৫-৫}$ = ৩,০০০ একক

15. যদি একক প্রতি বিক্রয় ২০ টাকা; পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি ১২ টাকা, এবং স্থায়ী ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা হয়, তাহলে সমচ্ছেদ বিক্রয় একক কত?

A. ১,০১৩ একক
B. ১,৭৫০ একক
C. ২,৯১৭ একক
D. ৪,৩৭৫ একক

Ⓓ Explanation সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রয় একক

= $\frac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}$

= $\frac{৩৫,০০০}{২০-১২}$ = $\frac{৩৫,০০০}{৮}$ = ৪,৩৭৫ একক

PRIME TEST

01. কোনটির মাধ্যমে কনট্রিবিউশন মার্জিন নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ বিক্রয় + স্থির ব্যয়
Ⓒ স্থির ব্যয় - মুনাফা Ⓓ বিক্রয়÷ সমচ্ছেদ বিক্রয়

02. কোনটির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রান্ত নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ প্রকৃত বিক্রয় – সমচ্ছেদ বিক্রয় Ⓑ মুনাফা÷ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন অনুপাত ÷ মুনাফা Ⓓ প্রকৃত বিক্রয় + সমচ্ছেদ বিক্রয়

03. কোনটির মাধ্যমে বিক্রয় নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ পরিবর্তনশীল বিক্রয় - সমচ্ছেদ বিক্রয়
Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় + স্থির ব্যয় + মুনাফা
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় + মুনাফা Ⓓ মোট ব্যয় + কন্ট্রিবিউশন মার্জিন

04. কোনটির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ বিক্রয়-স্থির ব্যয়-মুনাফা Ⓑ বিক্রয়-কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-মুনাফা
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয়+মুনাফা Ⓓ বিক্রয়-মুনাফা+স্থির ব্যয়

05. কোনটি স্থির ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র?
Ⓐ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন+মুনাফা Ⓑ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-মুনাফা
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন-ক্ষতি Ⓓ বিক্রয়-মুনাফা+পরিবর্তনশীল ব্যয়

06. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবস্থাপণা হাতিয়ার কোনটি?
Ⓐ আর্থিক হিসাববিজ্ঞান Ⓑ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান
Ⓒ মান সম্পদ হিসাববিজ্ঞান Ⓓ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান

07. কত সালে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান আধুনিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে?
Ⓐ ১৯৭৭ Ⓑ ১৮০০ Ⓒ ১৯৫০ Ⓓ ১৯৭৩

08. কোন দেশকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিতকরা হয়?
Ⓐ ইতালি Ⓑ ভারত Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র

09. কোনটির কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত নির্ণয় করা হয়?
Ⓐ লাভ÷ বিক্রয় Ⓑ পরিচালনা মুনাফা÷ বিক্রয়
Ⓒ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ÷ বিক্রয় Ⓓ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন÷স্থির ব্যয়

10. স্থর ব্যয়-
Ⓐ মোট পরিমান পরির্তনশীল Ⓑ একক প্রতি পরির্তনশীল
Ⓒ মোট পরিমান আধ পরির্তনশীল Ⓓ একক প্রতি আধা পরির্তনশীল

11. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়-
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ কর্মচারীদের বেতন
Ⓒ সম্পত্তির অবচয় Ⓓ কারখানার ভাড়া

12. যে ব্যয় অতীতে সম্পাদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে উদ্ধার যোগ্য নয়তাকেকী বলে?
Ⓐ ঐতিহাসিক ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয় Ⓒ কালীন ব্যয় Ⓓ নিমজ্জিত ব্যয়

13. উৎপাদনের পরিমান একক প্রতি বৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে যে ব্যয়ের ব্যয়ের বৃদ্ধি-হ্রাসঘটে তাকে কী বলে?
Ⓐ স্থির ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরোক্ষ ব্যয়

14. প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যয়ের একক প্রতি ব্যয় স্থির কিন্তু মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ কালীন ব্যয়

15. ব্যয় বলতে কোনটিকে বোঝায়?
Ⓐ স্বল্প মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓑ দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓒ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓓ দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বর্তমান দায় ত্যাগ

Answer Sheet

01.	A	02.	A	03.	B	04.	A	05.	B
06.	D	07	D	08.	A	09.	C	10.	B
11.	A	12.	D	13.	B	14.	A	15.	C

CS CamScanner